প্রকাশক
অরবিন্দ ভৌমিক
রূপরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর
সুধীর কুমার পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪।১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

প্রথম সংস্করণ
মার্চ, ১৯৭০
দ্বিতীয় সংস্করণ
মে, ১৯৭০

বারো টাকা

শ্রীহীরেন বসু
শ্রদ্ধাস্পদেষু

॥ লেখকের অন্য বই ॥

অপরিচিতা

ভিয়েতনাম

বলিভিয়া

কঙ্গো থেকে ফেরা

আখের স্বাদ নোনতা

মুসোলিনী ও মুক্তিফৌজ

লা পাজ-এ এত পুরোনো বাড়ি হয়তো কমই আছে। তবু এখনও আশ্চর্য রকম মজবুত। তরকারী আর ফলের বাজার আভেনিদা জ্যাল্লেস্-এ বাড়িটার প্রবেশ পথ কিন্তু পেছন দিয়েই শহরের প্রধান সড়ক প্রাদোতে পড়া যায়। হরেক রকম মানুষের বাস। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। একতলাটায় দোকান ঘর সারি সারি। নকল চুল, দর্জির দোকানের পাশেই হয়তো পসারহীন দাঁতের ডাক্তারের শ্রীহীন চেম্বার। বেকারী, মদের দোকান এক পাশে। ঢিলেঢালা ভারী জোব্বা পরা আদিবাসী ফিরিওয়ালীদের নকল পাথর আর আলপাকার সস্তা কাজের বিপুল সংগ্রহ নিয়ে ক্লান্তিহীন আনাগোনা চলেছেই। নানা ধরনের ভাড়াটে। বহুদিন আগে সস্তায় ভাড়া নেওয়া ডাণ্ডিওয়ালা থেকে কোচাবাম্‌বা-র প্রবাসী সিভিলিয়ান সুন্দরী বৌ নিয়ে ভালই আছেন। ইদানীং লক্ষ্য করা যায় মদের দোকান, শুকনো মাংস, আলু আর ঝালে তৈরী 'ইমপানেডা সালতেনা'র স্মরণশীল দোকানকে ঘিরে সৌখিন বেশ্যাদের উৎপাত সন্ধ্যের পর ক্রমশঃ বাড়ছে। পুরু সোয়েটারের ওপর ভারী ওভারকোট পরা দালালদের ব্যস্ত আনাগোনা থাকে অনেক রাতেও।

তেতালায় পশ্চিমের শেষ ঘরে থাকে মারকাস্। এ বাড়িতে কেউ কারো খোঁজ রাখে না। মারকাস্ সম্পর্কে কারো উৎসাহ নেই। বেশীরভাগ সময়ই ঘরে তালা ঝোলে। সন্ধ্যের পরও ঘরে আলো দেখা যায় না। কখন যে মারকাস্ ঘরে ফেরে, আর বেরুনোর সময়ই যে কখন, কেউ বলতে পারে না। কেউ জানে মারকাস্ শিল্পী। তবে অনেকেরই ধারণা মারকাস্ ভবঘুরে বেকার। মাঝে মাঝে মেয়ে ও পুরুষ বন্ধু আসে। তবে মারকাস্-এর আস্তানা এত নিরালায়, যে অতিরিক্ত কৌতূহলী দু একজন ছাড়া

কেউ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তাছাড়া এ বাড়ির টুকরো টুকরো ভাড়াটে বাসিন্দাদের সম্পর্কে মারকাস্‌-এর অবিমিশ্র নিরুৎসাহ গোড়া থেকেই। সে যেন কাউকেই চেনে না।

মারকাস্‌ ঘরে একা। বেশ কয়েকজনের আজ আসার কথা। তাই অগোছালো ঘরটি শাসনে আনতে পুরো বিকেলটা গেছে। টেবিলে চেয়ারে আর মেঝেতেও ছিল ছড়ানো বই আর কাগজ পত্রের স্তূপ। ধুলো সরিয়ে মোটামুটি ঘরটা ভদ্রস্থ করতে অনভ্যস্ত মারকাস্‌-এর বিস্তর সময় গেছে। প্রায় মাস দুই আগে অ্যানা সেই গুছিয়ে যাবার পর ঘরটিতে এতদিন হাত পড়ে নি। গত সপ্তাহে রেল স্টেশনে মারকাস্‌-এর সঙ্গে তার শেষ দেখা।

মারকাস্‌ ভাবছিল। নিজেকে তৈরী করছিল। আজকের আলোচনা চক্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়ছিল। নীতিগত কোনো প্রশ্ন নয়, তবে কয়েকজন কর্মীর মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সংগ্রামের নিষ্ঠুর পটভূমিতে কজন আদর্শবাদী শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠায় অবিচল থাকবে! কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করা ভুল হবে। সবার আজ উপলব্ধি করার সময় এসেছে কোন পথে তাকে চলতে হবে। বৈপ্লবিক চেতনা ও সংগ্রামী অনুপ্রেরণার সঙ্গে আজ নির্দয় শাসন ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখোমুখি মোকাবিলা। যে কোনো মুহূর্তে, যেখানে-সেখানে মৃত্যুর জন্যে তৈরী থাকতে হবে। সত্যই এ প্রস্তুতি আজ কজনের। অবশ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সংগ্রামী মানুষের সৃষ্টি হয়। নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখোমুখি সংঘাতে প্রকৃত বিপ্লবী চরিত্রের উন্মেষ হয়।

আজকের আলোচনা সভায় রিকার্দোর উপস্থিতি অনেক বেশী কাজের হতো। রিকার্দোকে সঙ্গে পাওয়া যাবে বলেই ক্রমাগত তারিখ পাল্টে আজকের দিন ধার্য করা হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানা গেছে রিকার্দো লা পাজ আসছে না। বার্তায় রিকার্দোর গতিবিধি

সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। পুরো দায়িত্বই তাই মারকাস্-এর।

ভিক্তর পাজ এসতেন্সসোরোকে সরিয়ে রেণী বারিয়েনতোস ক্ষমতা দখলের পর পার্টির সংগ্রাম বিমুখ ভূমিকায় বীতস্পৃহ বিদ্রোহী তরুণদের মধ্যে রিকার্দো ও মারকাস্-এর নাম প্রথম সারিতে। বিদ্রোহীরা প্রচার করলো পার্টি তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে 'টেলিফোন পার্টি'-তে পরিণত হয়েছে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পার্টি নেবার সময় পায় নি। রেণী বারিয়েনতোস তার আগেই প্রায় অনেককেই গ্রেপ্তার করেছেন। কয়েকজন আত্মগোপন করে। মারকাস্ দেশত্যাগ করে। ঘুরতে ঘুরতে আসে হাভানায়। অভিজ্ঞতা বিস্তৃত ও ব্যাপক। প্রায় পনের মাস অজ্ঞাত বাসের পর মারকাস্ গোপনে দেশে ফিরে আসে। পার্টি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। সামরিক শাসনও কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করে নি। বিদ্রোহী পার্টি কর্মীরা দলত্যাগ না করে পার্টির মধ্যে থেকেই কাজ করে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বেশী দিন সে কৌশল কার্যকরী হয় নি। দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত পার্টিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের তৃতীয় শক্তি হাভানা, তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। হাভানা সম্মিলনে মহাদেশব্যাপী বিপ্লবের ডাক প্রতিটি দেশে বিপুল সাড়া এনেছে। তার সর্বত্র যে নীতির লড়াই, মতবাদের যুক্তি ও কুযুক্তি, বলিভিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিতেও সেই একই মতাদর্শগত বিভেদ, চিন্তাধারার বিরোধ আজ কেন্দ্রীভূত।

মারকাস্ মনে করে নেতৃবৃন্দের সমর্থন না থাকলেও সাধারণ কর্মী ও দেশের বিপুল জনগণ আজ বিপ্লবী সংগ্রামের পাশে থাকবে। সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য ক্রমশঃ পাওয়া যাবে। হাভানা সম্মিলনের বিশ দফা কর্মসূচী সম্বলিত ঘোষণা পত্রের সফল রূপদানই আজ বিপ্লবীদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সবার আগে এলো মিরো। এখনও ছাত্র। চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। কৃশকায় লম্বাটে গড়ন। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ঘরে মারকাস্-কে একা দেখবে ভাবতেই পারে নি।

মারকাস্ নেভা চুরুটটি ধরিয়ে মিরোকে ইঙ্গিতে চেয়ারে বসতে বলে। চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে বলে,

—তুমি ঠিক সময়ই এসেছো।

—আর কাউকে দেখছি না।

—তোমাকে আমি আজ কিছু আগেই আসতে বলেছি।

একটু থেমে মারকাস্ বলে,

—আচ্ছা মিরো, তুমি ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে কতটুকু প্রস্তুত?

মারকাস্-এর এই বেমওকা প্রশ্নের জন্যে মিরো আদৌ তৈরী ছিল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতে মারকাস্ হেসে বলে,

—ভেবো না আমি তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছি। আমি বলতে চাই, তুমি কতটা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

—এ ধরনের সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কর্মীর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আমি অত্যন্ত ওয়াকিবহাল। আমি যুদ্ধ করবো, মৃত্যুভয় আমার থাকলে চলবে কেন?

মারকাস্ মিরোর কথায় মৃদু হেসে বলে,

—তোমার কাছে এই উত্তরই আমি আশা করেছি। কিন্তু আমি বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে সংগ্রামের নিষ্ঠুর পটভূমিতে অনেকেরই পিছুটান লক্ষ্য করেছি। আমি নিজেও যথেষ্ট ভয় পেতাম। আসলে আত্মপ্রত্যয় ও আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা শুধু কেতাবী ন্যায়শাস্ত্র থেকে আসে না। আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এই চেতনা লাভ হয়। বিপ্লবী এই অনুভূতি প্রকৃত বিপ্লবী সৃষ্টি করে।

—আপনি কী শুধু আমার প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করবার জন্যে আগে ডেকেছেন?

—আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। হয়তো সে সম্পর্কে তুমি কিছু জান। আমাদের সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামে কিছু বিদেশী মানুষের অংশ গ্রহণ করা নিয়ে কথা তুলেছে। কেউ কেউ বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে। এ সম্পর্কে তুমি কিছু বলতে পার ?

মিরো দুদণ্ড ভেবে বলে,

—মুষ্টিমেয় কয়েকজন এ প্রশ্ন তুলেছে। কার্ল, পিন্‌নো আর জুয়ান আমাকে বলেছে; বিদেশীদের নেতৃত্বে আমরা কী ধরণের জাতীয় সংগ্রাম করবো ! বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টির কথাও এরা বলেছে।

—বুঝেছি উৎকট জাতীয়তাবাদ থেকে মোহমুক্তি এদের ঘটে নি। আজ আমাদের সামনে পরিষ্কার দুটি পথ। সঙ্গে এসো, অথবা ফিরে যাও। সংগ্রামের এই স্তরে আমাদের সতর্ক হতে হবে। আমি তোমাকেও বলবো, ভেবে দেখতে। দেখ মিরো, আমরা আজ আন্দোলনের এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যা বলিভিয়ার ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়। সৌখীন বিপ্লবীদের কোনো স্থান আমাদের এখানে নেই। সহানুভূতি ও সমর্থন আমরা দেশবাসীর কাছে খুঁজবো কিন্তু সক্রিয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সাথীদের ছাড়া আমরা কারোও সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। নিরাপত্তার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসাবে এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। ভেনেজুয়ালা ও গুয়াতেমালার শিক্ষা কোনো ক্রমেই ভুলে গেলে চলবে না।

—গতকালের প্রেস রিলিজ সম্পর্কে আপনার মতামত কী ? নিশ্চয়ই আপনি কিছু জানেন ?

—তুমি কী সম্পর্কে বলছো মিরো ?

—প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের প্রেস কনফারেন্স সম্পর্কে আজ সর্বত্র নানা জল্পনা কল্পনা চলেছে। সত্যিই কী আমরা এতটা শক্তিশালী ?

—এ সম্পর্কে এই মুহূর্তে অভ্রান্ত রিপোর্ট তোমাকে আমি দিতে পারবো না। তাতে বাধাও আছে। রিকার্দোর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই। কাজের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারবে। সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই আমাদের শক্তির মূল্যায়ণ হবে। শুনেছি তুমি য়ুনিভারসিটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছো। পড়া ছেড়ে দেবে নাকি ঠিক করেছো। কিন্তু এটা ভুল হবে। য়ুনিভারসিটি প্রাঙ্গণে তোমাদের মত ছাত্রদের প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী।

—য়ুনিভারসিটি সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু আমি স্থির করি নি। ভাল কথা, আমাদের অধ্যাপক ডায়েজকে আপনি চেনেন। আমাদের য়ুনিভারসিটির তিনি অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি। তিনি নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবী করেন। সেদিন কথা হচ্ছিলো, অধ্যাপক ডায়েজ কিন্তু আমাদের এই সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করেন না। পার্টির সঙ্গে সম্পর্কহীন দৃঢ় চরিত্রের এই মানুষটি উল্টে পার্টি লাইন সমর্থন করলেন। বললেন, তাঁর মার্কসীয় শিক্ষা এই ধরনের সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারে না। বলিভিয়াতে সশস্ত্র আন্দোলনের উপযুক্ত সময় এখন নয়। জনগণ আদৌ প্রস্তুত নয়।

—তুমি কি বলেছো ?

—আমি তর্কে যেতে রাজি হই নি। তাছাড়া আরও কয়েক জনের সামনে নিতান্ত অকারণে আমার চিন্তাধারা প্রকাশ করতে চাই নি। কারণ তাতে অধ্যাপক ডায়েজ এর অভিমত আমি পাল্টাতে পারবো না। কিন্তু অধ্যাপক ডায়েজ এ ধরনের কথা বলবেন ভাবতে পারি নি। আমি তাঁকে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও উঁচুদরের একজন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবি বলে জানি।

—লেনিনের কথা আমার মনে আসছে মিরো। অধ্যাপক ডায়েজদের সম্পর্কে তিনি বহু আগেই আমাদের সাবধান করে গেছেন। স্বয়ং মার্কস তাঁর গোটা কর্মসূচীর সমালোচনায় জার্মানীর

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক দল-এর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। আজকে অধ্যাপক ডায়েজ-এর মত ব্যক্তি সেদিনের বেবেল ও লাসালে-রই ক্ষুদে সংস্করণ। লেনিন বার বার আমাদের সতর্ক করেছেন, মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়ক শ্রেণীরা নির্মমভাবে তাঁদের নির্যাতন করে, তাঁদের শিক্ষার ওপর বিদ্বেষ দুষ্ট শত্রুতা ও হিংস্র ঘৃণা দেখায়, মিথ্যা ও কুৎসার অভিযানে মত্ত হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর এই বিপ্লবীদের নিরীহ দেব বিগ্রহে পরিণত করবার, দেবতা ও সিদ্ধ পুরুষ বানাবার চেষ্টা চলে। নিপীড়িত শ্রেণীদের 'সান্ত্বনা-র' জন্যে প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই সব বিপ্লবীদের নামের সঙ্গে একটা জলুস জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে মহান বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে ছেঁটে-কেটে নিতান্তই নির্বীর্য খেলো করবার ষড়যন্ত্র চলে। বৈপ্লবিক তীক্ষ্ণ বক্তব্যকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়। আজও তাই বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের পার্টি নেতৃত্ব ও অধ্যাপক ডায়েজ-এর মত মজুর দরদী সুবিধাবাদীদের মার্কসবাদ সংশোধনের কাজে আশ্চর্য রকম সহযোগী ভূমিকা দেখতে পাই। এই সুবিধাবাদীরা মার্কসীয় শিক্ষার বৈপ্লবিক মর্মকেই পরিহার করে, ভিন্ন ব্যাখ্যা করে ও বিকৃত করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে যতটুকু গ্রহণযোগ্য, সুবিধাবাদীর দল ঠিক ততটুকু প্রশংসা করে। অধ্যাপক ডায়েজ-এর মত সুবিধাবাদী মানুষ সংগ্রামী জনগণের পহেলা নম্বর শত্রু। প্রেসিডেন্ট বারিয়েন-তোস-এর খাকি শাসনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু অধ্যাপক ডায়েজ তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গীর তুখড় এক্লিকটিক্ রীতির সাহায্যে য়ুনিভারসিটির ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে, বুদ্ধিজীবি মহলে আর সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে যে হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন তা আমরা অনেকে উপলব্ধি করতে পারি না। শাসক শ্রেণী ও সুবিধাবাদী অধ্যাপক ডায়েজ-এর বিরুদ্ধে আমাদের একই সঙ্গে, একই ঘৃণা নিয়ে লড়াই চালাতে হবে।

মারকাস্ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো। ইদানীং তত্ত্বগত বিরোধ যত বাড়ছে, নীতিগত প্রশ্ন যত তীক্ষ্ণ আর ধারালো হচ্ছে, তত বেশী পড়াশোনা করতে হয়। তর্ক বা আলোচনাচক্রে নজীর দেখাবার প্রয়োজন পড়ে।

ওরা চারজন এলো একসঙ্গে। অ্যানা, কার্লোস, ইউজেনিও আর কারনিয়েরো এ্যালভারো। মিরোর সঙ্গে মারকাস্ তার আলোচনা ভেঙে দিল। চুরুটটা আবার নিভে গেছে। ধরালো। সবাইকে বসতে বলে স্মিত হেসে বলে,

—হেরণান মাতিনো এলেই আমরা সুরু করতে পারি। আশা করেছিলাম রিকার্দো-কে আমরা পাব। সেই কারণেই আমার এখানে সবাইকে ডেকেছিলাম। কিন্তু অনিবার্য কারণে রিকার্দো আসছে না। মারকাস্ সকলের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কারনিয়েরো এ্যালভারো-র দিকে ফিরে বলে,

—পিন্‌নো ও জুয়ান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমি আশা করবো, এ্যালভারো নিশ্চয়ই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে।

—করেছিলাম। জুয়ান আমাদের সঙ্গে আসতে অস্বীকার করেছে। সে পার্টির শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে রাজি নয়। পিন্‌নো বলছে নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে সে আন্দোলনে যোগদান করতে পারবে না। ব্যক্তিগত কারণ সম্পর্কে সে অবশ্য বিশদভাবে আমাকে কিছু বলে নি।

কথার মাঝখানে হেরণান মাতিনো এসে ঘরে ঢোকে। বুদ্ধিদীপ্ত একাহারা গড়ন। পোষাক পরিপাটি। সহাস্যে সবার মাঝখানে এসে চারিদিক দেখে নিয়ে বলে,

—তোমরা কান পেতে শোনো চার্চের আটটার ঘণ্টা বাজছে। আমি কিন্তু দেরী করি নি। তবে অতিরিক্ত সাবধান হতে গিয়ে অনেকটা উল্টো পাল্টা হেঁটেছি।

'আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি', মারকাস্ ইঙ্গিতে হেরণানকে মাঝখানে বসতে বলে।

আলোচনা সুরু হবার প্রস্তুতি সুরু হয়। পাশাপাশি আলোচনা থেমে যায়। মারকাস্ নিজের কাগজপত্র গুছিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। হেরণানই প্রথমে সুরু করে,

—আমরা যে মহান বৈপ্লবিক কাজে অংশ গ্রহণ করেছি তার গুরুত্ব আশা করি সবাই উপলব্ধি করেছি। আমরা প্রধানত এখন শহরে কাজ করবো। জঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবো আমরাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ইউনিট সম্পর্কে অসম্ভব আশাবাদী। নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক কৌশলে আমাদের চলতে হবে। শত্রুপক্ষ যে কী অসম্ভব প্রস্তুত, সরকারী প্রচারযন্ত্র যে কী পরিমাণ কৌশলী, গোয়েন্দা দপ্তর যে কতটা সক্রিয় সে সম্পর্কে আমাদের পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের সিক্রেট সার্ভিস পুরোপুরি মার্কিন ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঝুঁদে বিশেষজ্ঞদের হাতে চলে গেছে। মুহূর্তের জন্যেও আমাদের অসতর্ক হলে চলবে না। আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন নামে কাজ করবো। আরও সতর্কতার জন্যে প্রতি মাসে সে নামের পরিবর্তন হবে। যে কোড ও সাইফার আমরা ব্যবহার করবো সেটাও পনের দিন বা এক মাস পর ভেঙে দিয়ে ভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন আমরা চালু করবো। এ সবই আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের নিজ নিজ ইউনিট ছাড়া অন্য ইউনিটের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকছে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে শহরের কাজে ঝুঁকি নেই, কিন্তু আমি সবাইকে সতর্ক করি, আজ শহরে, বিশেষ করে লা পাজ-এ প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। বাইরে থেকে শহরের শাসনযন্ত্রকে যতই নিরুত্তাপ, নিরুদ্বিগ্ন দেখা যাক, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের প্রস্তুতি অসীম। আমাদের ইউনিট নেতা মারকাস্ পরে তাঁর

রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবেন। তার আগে আমি দু'চার কথা বলতে চাই। আপাতত আমরা শহরে থাকছি। জঙ্গলের সঙ্গে সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষা করা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। খাদ্য অস্ত্রশস্ত্র ও ওষুধ। দ্বিতীয় কাজ প্রচার। জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা। সতর্কতার সঙ্গে তাদের বোঝানো। তাদের সঙ্গে সব সময়ই খুব ভাল ব্যবহার করা। কোনো ক্রমেই তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো নয়। ভুলে গেলে চলবে না যদিও বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম সারিতে আমরা থাকবো কিন্তু জনগণ থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। জনগণের সঙ্গে আমাদের চলতে হবে। আমাদের বিশেষ ধরনের রণনীতির চরিত্র সম্পর্কে আমরা অবহিত। তবু আমাদের কারো কারো মনে সংশয় আসা স্বাভাবিক যে প্রবলতর শত্রুর সঙ্গে আমরা কীভাবে লড়াই চালাবো। সেখানে আমাদের দেখতে হবে যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ সুরু করেছি সেখানে শত্রুর একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নেই। জনগণের মধ্যে আমাদের সমর্থন ক্রমশঃ বাড়ছে, সেখানে সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রতি দেশবাসীর পুঞ্জিভূত ঘৃণা। আমাদের নেতৃত্ব অতুলনীয়। শত্রু-পক্ষের আদর্শ বলে কিছু নেই। আমাদের যোদ্ধারা অপটু থেকে দক্ষ হবার চেষ্টা করছে, সেনাবাহিনী সেখানে দক্ষ হলেও চরিত্রহীন ভীরু। আমাদের সামরিক যোগ্যতা ক্রমশঃ বাড়ছে, ওদের কমছে। আভ্যন্তরীণ একতায় আমরা সংহত, শত্রুপক্ষ দ্বিধাবিভক্ত, ক্ষয়িষ্ণু। অস্ত্রশস্ত্রের আমাদের হীন অবস্থা, ওদের মার্কিন সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের বিপুল সংগ্রহ। এখানেই আমরা পিছনে আছি। তবে ঐ অস্ত্রই আমাদের হাতে আসছে। দু-একটা সংঘর্ষেই আমরা আশাতীত অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করেছি। আমাদের আত্মগোপনের জায়গা আছে, ওদের নেই। আমরা আত্মনির্ভর ওরা সম্পূর্ণ পরনির্ভর। সরকারী শাসনযন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীকে বাইরে থেকে যতই পরাক্রান্ত মনে হোক, আসলে তারা অন্তসারশূন্য, সম্পূর্ণ নির্বীর্য ও

কাপুরুষ। এ প্রমাণ আমরা পেয়েছি কিউবায়, ভিয়েতনামে ও আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই বলে। অতিরিক্ত আশাবাদী, হঠকারী আমরা নই। আমরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছি না। বরং বিপ্লবের স্বপ্নে সুযোগসন্ধানীরা দেশবাসীকে আজও ভুলিয়ে রেখেছে। স্বপ্নে যদি মৃত্যু আসে তবে আমাদের ঘুম ছুটে যায়। তাই এ তুলনা চলে না। কারণ আমরা সজ্ঞানে, আমাদের যুক্তি ও বিবেচনা দিয়ে মৃত্যুর দিকে চলেছি। আমরা কারো কথায়, কোনো বিশেষ নেতার নির্দেশে যন্ত্রচালিতের মত চলছি না। আমরা সবাই এক নিয়মে ভাবছি। আদর্শের বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে না। কোনো ব্যক্তির, কোনো পরিবারে প্রিয়জনের মৃত্যু নিতান্তই শোকাবহ ঘটনা কিন্তু প্রকৃত বিপ্লবীকে মৃত্যুর জন্যে তৈরী থাকতে হবেই। মহান বিপ্লবের পটভূমিতে এ নিতান্তই একটি তুচ্ছ ঘটনা। নিতান্তই দুঃখের, কিন্তু উপায় নেই। আমরা নিজেকে ছাড়া কিছু মানি নে, সেই কারণেই নিজেকে পুরোপুরি জানা দরকার। আমি একমাত্র পিন্‌নোকে দেখলাম কর্তব্যের আহ্বান ও নিজের অপ্রস্তুতির দ্বন্দ্বে সে কষ্ট পাচ্ছে। তার সঙ্গে আমার যে শেষ কথা হয়েছে তাতে সে স্পষ্ট জানিয়েছে আমাদের সঙ্গে সে আসছে না। সে হাস্যকর অজুহাত তুলে মেকী বিপ্লবী সাজতে চায় নি। সে বিশ্বাসঘাতক নয়। সে স্পষ্ট স্বীকার করেছে, এই মুহূর্তে সে আন্দোলনে অংশগ্রহণে অসমর্থ। কেউ কেউ যদি মনে করেন, পিন্‌নোর এতদিনের আনাগোনা উদ্দেশ্যমূলক ছিল, আমি তার প্রতিবাদ করবো। আমি জানি পিন্‌নো এ বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে তাকে আমরা পাব। নীতিগত প্রশ্নের স্থূল লড়াই চালিয়ে জুয়ান আর পাঁচজনের মতই সরে গেল। জুয়ান সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। জুয়ানের পার্টির প্রতি আনুগত্য সম্পর্কেও আমার সন্দেহ হয়।"

হেরণান একটু থেমে সবার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে,

—জুয়ান ও পিন্‌নো সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা সামনে রাখলাম। অন্য কারো কোনো রকম বক্তব্য থাকলে আমি তাকে সবাইকে জানাতে বলবো।

উঠে দাঁড়ালো এবার অ্যানা। মারকাস্‌ ইউনিটের একমাত্র নারী কর্মী। য়ুনিভারসিটির অর্থনীতির ছাত্রী। সাধারণ পোষাক, কিন্তু পরিপাটি। মুখশ্রী কমনীয় ও চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। পিতা বিস্তর পয়সার মালিক। সে বিত্তের ছাপ অ্যানার চেহারাতেও যথেষ্ট।

'কার্ল সম্পর্কে আলোচনা হোক। পিন্‌নোকে আমি সামান্য দেখেছি। জুয়ান সম্পর্কে আমি কিছু জানি না কিন্তু কার্ল সম্পর্কে আমরা জানতে চাই'—অ্যানার কথায় বেশ একটু ঝাঁজ ছিল। মনে হলো কার্ল সম্পর্কে তার নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে।

অ্যানার কথায় হাত তুলে এবার মিরো কিছু বলতে চাইলো, 'কার্ল আমাদের নেতৃত্বে বিদেশীদের প্রাধান্য পছন্দ করে না। সে আমাদের সঙ্গে আসছে না।'

'কার্লকে আমরা সঙ্গে নেবো না। সহকর্মী হিসাবে সে শুধু অসুবিধেরই সৃষ্টি করবে। নিজের থেকে সে যদি চলে যেতে চায় খুব ভাল কথা। তাছাড়া কার্ল সম্পর্কে আমাদের কাছে যে গোপন রিপোর্ট আছে সে সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে। আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত, কার্লকে নিয়ে আলোচনা এখন থাক', হেরণান অ্যানাকে বসতে বলে।

দরজায় টোকা পড়লো। পর মুহূর্তেই সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি ঘরে ঢোকেন। আগন্তুককে কেউ চিনতে পারে না। মারকাস্‌-এর দৃষ্টি পড়েছে পরে। সকলের কাছে এক মিনিট সময় চেয়ে পরক্ষণেই আগন্তুকের সঙ্গে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'আপনি হঠাৎ এ সময়ে', মারকাস্‌ বারান্দায় এসে বিস্ময় প্রকাশ করে।

—তোমাদের আলোচনা সভায় কথা আমাকে কাল তুমি বলেছিলে তাই নিজেই চলে এলাম তোমাকে ধরতে।

—কী ব্যাপার ?

—গুরুতর খবর আছে। কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম কাতাভিতে গুলি চলেছে। আমাদের রিকার্দো গুরুতর আহত হয়েছে। হয়তো রিকার্দো নেই।

শক্তিশালী বৈদ্যুতিক তারে আচমকা বাড়ি খাওয়া মানুষের অস্ফুট আর্তনাদের মত মারকাস্ কাতরোক্তি করে আগন্তুকের হাতটি চেপে ধরে।

—তোমাকে এখনই আসতে হবে।

—রিকার্দো নেই !

—সামরিক বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে। রিকার্দো জীবিত না মৃত এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যায় না। একমাত্র সামরিক কর্তৃপক্ষ সঠিক সংবাদ রাখে।

—আপনি এ খবর কোথায় পেলেন ?

—আমাদেরই একজন ঘণ্টা খানেক আগে এই সংবাদ নিয়ে লা পাজ এসেছে। রেডিওতে সংঘর্ষের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অবশ্য তাতে রিকার্দোর কথা নেই।

আগন্তুক মারকাসের কাঁধে হাত রেখে বলে,

—তোমার জন্যে সকলে অপেক্ষা করছে। এদের এখনই কিছু বোলো না।

—মাতিনো-কে সঙ্গে নেব ?

—তুমি শুধু একাই এস মারকাস্।

—খবরটা অ্যানা আর মাতিনোকে অন্ততঃ দিতে হবে।

—দরকার নেই।

নিঃপ্রদীপ কাতাভি। অসমতল নির্জন খোয়াই পাহাড়ী পথ। জন-মানবের চিহ্ন নেই কোথাও। রাত্রের প্রথম প্রহরেই শেষ প্রহরের নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে শুধু ট্রাক গড়ানোর আওয়াজ। তীব্র হেড লাইটের আলো অন্ধকারের বুকে তীক্ষ্ণ ছুরির মত চমকে উঠছে।

দেখে মনেই হয় না এত কাণ্ড হয়েছে। খনি শ্রমিকদের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে গেছে তার চিহ্ন নেই কোথাও। খনি এলাকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অঞ্চল। সেখানে কড়া পাহারা। উপদ্রুত অঞ্চলের ছবি তুলতে যাঁরা এসেছিলেন প্রেস থেকে, তাঁরাও ভেতরে ঢোকবার অনুমতি পান নি। এতবড় সংঘর্ষ ইদানীং কালে কাতাভিতে আর ঘটে নি।

প্রচণ্ড উত্তেজনা সকাল থেকেই। কিন্তু গুলিবর্ষণের আগে কিছুমাত্র সতর্ক করা হয় নি। তাই হতাহত শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল। সামরিক কর্তৃপক্ষ বলেছে সতের জন হত, আহতের সংখ্যা শতাধিক।

অন্য পাঁচজনের মত রিকার্দোও জানতো না সে বেঁচে আছে। শক্ত পাথরের ওপর পড়েছিল। মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। আচ্ছন্নের ঘোর তার কাটে নি। আস্তে আস্তে সব কথা তার যেন মনে পড়ছে। বক্তৃতা দিচ্ছিলো সে। একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে উত্তেজিত খনি শ্রমিকের মধ্যে সে তার বক্তব্য রাখছিল,

…বন্ধুগণ, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী আজ নতুন কোনো সালিশী ও আলোচনা সভার মিথ্যা প্রলোভনে ভুলবে না। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের পাতলুন পরা সশস্ত্র গুণ্ডাতে গোটা কাতাভি কাল সন্ধ্যে থেকেই ছেয়ে গেছে। আমরা কী ভয় পাব! আমরা কী নতুন সালিশী ও আলোচনা সভার মিথ্যা প্রলোভনে

ভুলবো। কখনই নয়। এ ধর্মঘট চলবে বন্ধুগণ, অন্যান্য খনি অঞ্চলের শ্রমিক বন্ধুরা আমাদের পাশে আছে। তাঁদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করে দিয়ে সরকারী বাহিনী আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সালিশীর কথাও আমাদের সামনে রাখা হয়েছে। আমরা বুঝি আজকের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আমাদের শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে, সংগ্রামী শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করাই এদের প্রকৃত চক্রান্ত। আমরা শান্তি বজায় রাখতে চাই। খনি মুক্ত রাখতে চাই। কিন্তু দরকার হলে আমরা শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে প্রস্তুত। আমরা একা নই, কাতাভির সংগ্রামী মানুষ, গোটা দেশের যুব সমাজ ও স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ আমাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে। আন্দোলন আরও ব্যাপক ও বৃহৎ আকারে দেখা দেবে···

রিকার্দোর এসব কথা মনে পড়ছিল। হঠাৎ একদিকে সুরু হলো গুলিবর্ষণের আওয়াজ। সমবেত শ্রমিকদের মধ্যে ঠেলাঠেলি সুরু হয়। শ্রমিকদের তরফ থেকেও আক্রমণ সুরু হয়ে যায়।

তারপর?

তারপর ঠিক মনে নেই! বেশ মনে পড়ে কী যেন একটা হলো। সে পড়ে গেল। শ্রমিকরা চতুর্দিকে ছুটছে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি-বর্ষণের আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। চীৎকার আর আর্তনাদ। পাথর আর খোয়াই-এর মধ্যে মানুষ লুটিয়ে পড়ছে।

সব অন্ধকার তারপর।

এবার রিকার্দো জায়গাটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। পাশ ফিরতেই ডান হাতটা অসম্ভব ভারী মনে হলো। কাঁধটাও ফেরানো গেল না। হাতটা চ্যাটচেটে। কোটের হাতাটা কেমন আঁটো মনে হয়। উঠতে চেষ্টা করলো, পারলো না।

পরিপূর্ণ সম্বিত ফিরে আসতে আরও কিছু সময় লাগে। একটা ট্রাক প্রচণ্ড শব্দে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাটি কাঁপিয়ে কিছুটা

ঘুরে গিয়ে থামলো। জমাট অন্ধকার। ঘোলাটে আকাশ। দুগজ দূরেও কিছুই দেখা যায় না।

—রিকার্দো!

চমকে উঠেছে রিকার্দো। ভাল করে দেখা যায় না, তবে আন্দাজ করা গেল একজন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—রিকার্দো!

কণ্ঠস্বর অচেনা। লোকটাকে চেনবারও কোনো উপায় নেই।

বা-হাতটা রিকার্দো একটু তুললো।

—রিকার্দো, আমি ক্যাপ্টেন সিলেজ।

রিকার্দো নিরুত্তর।

'আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি রিকার্দো,' অপরিচিতের কণ্ঠে সহানুভূতি ও উৎকণ্ঠা।

রিকার্দো নীরব।

আগন্তুক এবার ঝুঁকে পড়ে রিকার্দোর মুখের ওপর। অন্ধকারেও ক্যাপ্টেনের টুপির তারকা চিহ্নটি লক্ষ্য করা যায়। উত্তেজিত মানুষটি এবার যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে,

—রিকার্দো, তুমি সিলেজকে একদিন চিনতে। তোমার সঙ্গে পড়তাম। কলেজের দিনগুলো তোমার মনে পড়ে। আমি সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হই। তুমি তোমার পথ বেছে নিলে।

অস্ফুটস্বরে রিকার্দো এবার বিস্ময়োক্তি করে।

—সিলেজ! এদারদো সিলেজ। মনে পড়ছে। কিন্তু আমি কোথায়? এখানে কী ভাবে এলাম? আমার কী হয়েছে?

—আমিই তোমাকে এখানে এনেছি রিকার্দো। আহতদের স্তূপ থেকে সরিয়ে এনে মৃতদেহের আলাদা জায়গায় তোমাকে আমি চালান করেছি। মৃতদেহগুলো নিয়ে আমি এখনই রওনা হবো। তোমাকে আমি যুৎসই কোনো জায়গায় নামিয়ে দেব।

—তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—কাতাভিতে আজ আলো নেই। তাতে ভালই হয়েছে। এখানে পাহারাতে বিশেষ কেউ নেই। আমিই এই মৃতদেহগুলোর মালিক।

—আহতরা কোথায় গেল?

—পুরোপুরি নিকেশ করবার আদেশ নিয়ে দুখানা ট্রাক অনেক আগে কাতাভি ছেড়ে গেছে। যতদুর জানি ওদের হত্যা করা হবে। তাই আমি মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে তোমাকে মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে এনে ফেলেছি।

—সিলেজ।

—রিকার্দো।

—এ জায়গাটা কোথায়?

—খনির পেছন দিকের ব্যারাক। রাত্রের অন্ধকারে গোপনে মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলবার আদেশ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি

—ভাবতে পাচ্ছি না।

—তোমাকে যে এভাবে আমি পাব কল্পনাও করতে পারি নি।

—আমার ওভারকোটটি কোথায়?

—ওটা দিয়ে তোমাকে ঢেকে রেখেছিলাম। সরে গিয়ে পাশে পড়ে আছে।

—আমার গুলি লেগেছে বোধহয় কাঁধে। ডান হাতটা নাড়াতে পাচ্ছি না।

—তুমি এখন অনেক ভাল আছো।

—মৃতদেহগুলো ট্রাকে তুলে তুমি কোথায় যাবে?

—গর্তে বা জলে ফেলতে। সেটা পরে ঠিক হবে।

—আমাকে তুমি বাঁচাতে পারবে?

—আমার প্রাণ থাকতে আমি তোমাকে রক্ষা করবো। ঠিক করেছি ট্রাক আমি নিজেই চালাবো। কাতাভির খনি এলাকা ছাড়বার আগে পূবদিকে যে জঙ্গল সুরু হয়েছে সেখানে আমি গাড়ি

থামাবো। যান্ত্রিক গোলযোগের ভাণ করবো। সেই সুযোগে তোমাকে ট্রাক থেকে নেমে যেতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। আমার সঙ্গে আরও দুজন থাকছে। সামান্য রকম সন্দেহ হতে পারে এমন সুযোগ আমি রাখতে চাই না। এই কথাগুলো তোমাকে জানাতে আমি বার বার টহলে আসছি। এর আগেও দুবার এসেছি, তুমি অচেতন ছিলে।

রিকার্দো এতক্ষণে গোটা ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে। একটু থেমে বলে,

—এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

—এখন কেমন বোধ করছো?

—কিছুটা ভাল। মনে হয় এখন আর রক্তপাত হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে তোমার বিপদ হবে। আমাকে তুমি বাঁচাতে পারবে সিলেজ?

—ঝুঁকি একটু আছে কিন্তু সে বাধা উৎরোতে হবে। তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হব। তুমি যে এত বিখ্যাত লোক জানতাম না। তুমি আমার সহপাঠী এইটুকুই জানতাম।

—আমি বিখ্যাত কোথায় শুনলে?

—আমাদের ব্যারাকেই আলোচনা হচ্ছিলো। সংঘর্ষে তুমিও নিহত হয়েছো বলে সবাই মনে করে।

হঠাৎ একটি ছায়ামূর্তি নজরে পড়তেই ক্যাপ্টেন সিলেজ সতর্ক হয়, 'ওখানে কে?'

—আমি ড্রাইভার মিরেত। ক্যাপ্টেন, আপনি ওখানে কী করছেন?

ক্যাপ্টেন সিলেজ হেসে বলে,

—দু-একজন সিপাই আরও আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। শেয়াল আর কুকুর তাড়াচ্ছি।

—আমরা কখন রওনা হব?

—সিগন্যাল পেলেই আমরা যাত্রা করবো।

পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। রিকার্দো প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সে বর্ণনাতীত কিছুক্ষণ। ক্যাপ্টেন সিলেজ আবার এসেছে। রিকার্দোকে ট্রাকে তুলে নিল আগেভাগে। বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে নিজে আড়াল করে দাঁড়ালো। মৃতদেহ তোলা সুরু হলো তারপর। হিমশীতল, শক্ত রক্তাক্ত মরা দেহ। জমাদার হাঁকলো—একুশ জন। ক্যাপ্টেন সিলেজ অনুমোদন করেন। ট্রাকের খিলেন তুলে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা সময়ের ওপর বয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন সিলেজ ষ্টীয়ারিং হুইল নিজে হাতে নেয়। সহকারী ও ড্রাইভার পাশের আসনে বসে। মৃতদেহ তাই পাহারার কোনো প্রয়োজন নেই। গাদাগাদি, ঠেসাঠেসি মৃতস্তূপের মধ্যে যন্ত্রণাকাতর রিকার্দো যেন চেতনা হারাবে।

'আমাদের দেশে এখন একজন পেরণ-এর মত লোক দরকার। অতিরিক্ত মার্কিন ঘেষা নীতির জন্যে প্রেসিডেণ্ট দেশকে আরও সমস্যার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন', গিলবার্তো ফ্রে শূন্য প্লেট সরিয়ে স্যুপের পাত্রটি টেনে নিয়ে রোমানোর চোখের ওপর নিজের চওড়া মুখটি তুলে ধরেন।

লাঞ্চে বসে ছেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো। রোমানোকে দৈবাৎ দুপুরে পাওয়া যায়। রোমানো জার্নালিস্ট, সারা দিনই সে ব্যস্ত। হয়তো পুরো সপ্তাহই পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হয় না। গিলবার্তো ফ্রে নিজেও খুব ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসা ও নানা কারবারে আচ্ছন্ন মানুষটির রাজনীতিতেও আগ্রহ প্রচুর। পাজ সরকার উচ্ছেদের আগে পর্যন্ত গিলবার্তো এম. এন. আর পার্টির সেনেটর ছিলেন। ব্যবসার চেয়ে রাজনীতি বোঝেন এ বিশ্বাস অটুট।

—আসলে সেনেটর হয়ে টেবিল চাপড়াতে পার না তাই তোমরা রেণী বারিয়েনতোসের ওপর বীতস্পৃহ। এখন সামরিক শাসন ছাড়া কোনো উপায় নেই। স্বাধীনতার পর আমাদেব দেশে ছোট-বড় শতাধিক বিপ্লব ঘটেছে কিন্তু সত্যিই যদি কাস্ত্রো হাভানার বিপ্লব এখানে আমদানী করেন তবে তার পরিণাম কী ভাল হবে?

—ব্যাপারটা ক্রমেই দেখছি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে।

—এতদিন অনেকেই বিশ্বাস করে নি। তোমরা ভেবেছো, প্রেসিডেণ্ট ক্ষমতা হারানোর ভয়ে, বিপক্ষ দলকে হীনবল করবার জন্যে এ সব সাজানো কথা বলছেন।

—আমি অবশ্য এত মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র চেয়ে পাঠানোর অন্য যুক্তি দেখেছি। রেণী বারিয়েনতোস দেশের বিতর্কিত সীমান্ত নিয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে চান। যেটা আজ আমাদের একটা

জাতীয় সমস্যা বলা যেতে পারে। প্যারাগুয়া-বলিভিয়া সীমান্ত এভাবে মেনে চলা আর সম্ভব নয়।

—তুমি একা নয়, অনেকেই মার্কিন অস্ত্র সাহায্য চেয়ে পাঠানোর আদৌ কোনো যুক্তি খুঁজে পান নি। কিন্তু আমি এ সম্পর্কে প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটা প্রবন্ধ কাগজে লিখেছি। অক্ষরে অক্ষরে আজ তা মিলে যাচ্ছে।

আত্মপ্রসাদের হাসি রোমানোর মুখে ছড়িয়ে পড়ে। গিলবার্তো নিজের ছেলের জন্যে গর্ববোধ করেন। তাঁর বিশ্বাস রোমানো অদূর ভবিষ্যতে একজন নামকরা লোক হবে। বড় হবার সমস্ত লক্ষণ রোমানোর মধ্যে আশ্চর্যরকম উপস্থিত। একমাত্র মেয়েদের সম্পর্কে তার অতিরিক্ত দুর্বলতা। এই যা। তবে যুবা বয়সে এসব একটু থাকবেই। বড় হবার লক্ষণ হিসাবে এই বিশেষ গুণটি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করা চলে না। গিলবার্তো ফ্রে নিজের কথাও ভাবেন। তিনি নিজেও তো তামা তুলসী হাতে নিয়ে নেই। যদিও নিজের স্ত্রী সম্পর্কে তার ভালবাসা অকৃত্রিম ও অটুট কিন্তু পুরাতন অভিধানের মত অতিরিক্ত জানাশোনা মেদবহুল ইসাবেলাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন কী!

গিলবার্তো ফ্রে আগে মাঝে মাঝে ভেবেছেন ছেলেকে ব্যবসার মধ্যে টেনে আনবেন। এখন সে মনোভাব আর তাঁর নেই। রোমানো নিজের ইচ্ছে মতই চলুক তাই তিনি চান।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্ত্রী ইসাবেলা এটা-সেটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন। পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে গিলবার্তো রোমানোকে বলেন,

—দেশে যে এমন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে, এতদিন খেয়ালই করি নি। তোমার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলো তাই একপেশে মনে হতো। এখন দেখছি অবস্থা গুরুতর।

—খুব খারাপ।

—একটা লোক গ্রেপ্তার হওয়া বড় কথা নয়। কিন্তু লোকটি

দস্তুরমত বিপজ্জনক লোক। আমি আগে অবশ্য নামই শুনি নি। তুমি জানতে নিশ্চয়ই।

—স্বয়ং ফিদেল কাস্ত্রোর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি।

—সত্যিই।

—তবে শুনছো কী। ফিদেল কাস্ত্রোর মহাদেশব্যাপী-সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম প্রতিনিধি। ইনি হাভানার প্রেরিত গুপ্তচর। আমাদের দেশে সশস্ত্র বিপ্লব চালু করতে এসেছিলেন।

গিলবার্তো ফ্রে পুডিংটুকু শেষ করে বলেন,

—সর্বনেশে ব্যাপার।

—তবে রেজি ছত্রের মত মানুষ যে এভাবে এখানে আসবেন, আর পালাতে গিয়ে ময়ুপম্পাতে আমাদের সেনাদের হাতে ধরা পড়বেন, কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। দু-একটা দিন না গেলে পুরো ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো সামনের সপ্তাহে আমাকে একবার যেতে হতে পারে।

—তুমি কী মনে কর আমাদের দেশে এই জাতীয় লোকের বিপ্লব-টিপ্লবে মদত দেবার মত মানুষ খুব বেশী আছে?

—বলা শক্ত। তবে উপেক্ষা করার মত বোকামো আর কিছু নেই। এ এক বিশেষ ধরণের যুদ্ধ। তুমি ঠিক বুঝবে না। ফিদেল কাস্ত্রোর ডজন খানেকের এক রকম নিরস্ত্র দল নিয়ে বিপ্লব সুরু করবার কথা তুমি নিশ্চয়ই জান। য়ুনিভারসিটি ও কলেজগুলো আজকাল হয়েছে রাজনীতির আখড়া। সে তো আমাদের অ্যানাকে দিয়েই বুঝতে পার।

—অ্যানা কী এই বিপ্লব সমর্থন করে।

—সমর্থন হয়তো করে না, কিন্তু কথাবার্তা থেকে মনে হয় বেশ সহানুভূতি আছে।

'অ্যানা কোথায়', ইসাবেলার দিকে ঘুরে তাকিয়ে গিলবার্তো ফ্রে প্রশ্ন করেন।

—আজ তো তার ছুটি, যায় কোথায়?

—ঘরেই ছিল। কে যেন এলো তাই বারান্দায় বসে গল্প করছে।

গিলবার্তো ফ্রে-র কণ্ঠস্বর একটু ভারী হয়ে আসে,

—তুমি কী মনে কর অ্যানা রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করে?

—সেটা ভালই। আমার বোন রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি করলেও আমার বিরুদ্ধ সমালোচনার কিছু নেই। ফালতু বাজে জিনিষ নিয়ে হৈ চৈ করা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। নিজের ভবিষ্যত ভেবে রাজনীতি করা উচিত। তুমি পেরণের কথা বলছিলে! সত্যি কথা বলতে কী ইভা পেরণ না থাকলে পেরণ কী সত্যিই পেরণ হতে পারতেন। ভদ্রমহিলা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেরণের রাজনৈতিক জীবনে মরা কোটাল সুরু হলো।

—আমি চাই না আমার মেয়ে রাজনীতি করুক।

—সে অন্য কথা। তবে বাধা দেবার কোনো মানে হয় না। আমার বক্তব্য য়ুনিভারসিটির উত্তপ্ত আবহাওয়ায় নিজে গরম না হয়ে ওঠে।

—সে রকম কোনো লক্ষণ তুমি দেখেছো। আমি অবশ্য এই সব রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বিচারে সম্পূর্ণ আনাড়ী।

—ভাবসাব দেখে মনে হয় অ্যানার এসব ভালই লাগে।

—ভাল লাগে মানে, আমি কী মরে গেছি! ডাক তাকে।

—যা বলবার আমিই বলবো। আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। তাছাড়া আমি যেভাবে কথা বলবো তুমি সে ভাবে ব্যাপারটা বোঝাতে পারবে না।

—তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র। তুমি বড় হয়েছো। এসব ব্যাপার তুমি হয়তো আমার চেয়ে ভালই বুঝবে। তবে ইদানীং অ্যানার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি। কিছু একটা নিয়ে সে যেন খুবই ভাবছে বলে মনে হয়। একবার ডাক তো দেখি।

শেষ কথাটা গিলবার্তো ফ্রে স্ত্রী ইসাবেলাকে বললেন।

'বাইরে কার সঙ্গে কথা বলছে, একটু পরে কথা বোলো। তবে তোমরা যা সন্দেহ করছো সে সব কিছু নয়। আমি আমার মেয়েকে জানি', ইসাবেলা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন।

গিলবার্তো ফ্রে ঠোঁটে এক টুকরো হাসলেন। বিদ্রুপাত্মক নয়, তবে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। স্ত্রীর বুদ্ধি সম্পর্কে পাশ নম্বর কোনোদিনই দিতে পারলেন না। অত বেশী অনুগত, অল্পে সন্তুষ্ট বাধ্য স্ত্রী অনেক সময় বিরক্তই লাগে। ঢিলেঢালা আকৃতিগত গঠনের মতই স্ত্রীর বিচার বুদ্ধি ব্যক্তিত্বহীন। কোনোদিনই নির্ভর করা গেল না।

লাঞ্চ শেষ করেই গিলবার্তো ফ্রে অফিস চলে গেলেন। রোমানো ঠিক করেছিল অ্যানার সঙ্গে পরে কথা বলবে। তার চলাফেরা নিয়ে সতর্ক করে দেবে। কিন্তু অ্যানার মুখোমুখি পড়ে গেলে রোমানো কেমন যেন তার বক্তব্য বিষয় হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে দু'একটা নারীঘটিত ব্যাপারে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে পড়াটা বাড়ির সবাই জানে। আসলে শিক্ষা দেওয়া বা নীতিগত কোনো প্রশ্ন তুলে অ্যানাকে বোঝানোর যেন মুখ নেই।

অল্পক্ষণ পরে অ্যানা নিজেই এলো। মেজাজটা বেশ খোলা। রোমানোকে দেখে প্রশ্ন করলো,

—আজ হঠাৎ দুপুরে খেতে এসেছো বাড়িতে। এত বাধ্য ছেলে তো তুমি নও।

পুরোটাই রোমানোর অভিনয়। অ্যানার তেড়া মেজাজটা নেই, তাই কথাটা দুম করে ঘুরিয়ে দিল,

—ভাবছি এবার বাবার কাজে লাগতে চেষ্টা করবো। ব্যবসা পত্তর দেখা দরকার। কিন্তু আমার নিজের কাজকর্ম এত বেশী আর ভিন্ন জাতের, যে দুটোকে মেশানো মুস্কিল। এদিকে দিনে দিনে তুমিও একটি সমস্যা হয়ে উঠছো।

—আমাকে নিয়ে সমস্যা!

—সমস্যা ঠিক নয়—চিন্তা হয়। আশা করি আজকের খবর তুমি শুনেছো। আমরা কেউ চাই না তুমি য়ুনিভার্সিটিতে নিয়মিত ক্লাস ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে থাকো। আগেও তোমাকে বলেছি, সত্যিই দিন খুব খারাপ। সামান্য সন্দেহে বিপদে পড়বে। বাবার ব্যবসার ক্ষতি হবে, আমার ভবিষ্যৎ খারাপ হবে।

—আমি কী করি?

—সে তুমিই ভাল জান। রাজনীতি এখন বন্ধ রাখো।

—আমার সম্পর্কে তোমরা বড় বেশী ভাবছো। আমি তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ করবো না। আর রাজনীতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

—রেজি দ্যব্রে গ্রেপ্তার হবার কারণ জান?

—অকারণ, তিনি বিদেশী ছাড়পত্র নিয়ে অন্য পাঁচজনের মতই এ দেশে এসেছেন। তাঁকে গ্রেফতার করা অর্থহীন।

—আসলে তুমি কিছুই জান না। তুমি তার বই পড়েছো নিশ্চয়ই।

—সে তো তুমিই ঘটা করে পড়ে শুনিয়েছো। বইটা আমি শেষ করেছি। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

—আমার পড়া অন্য কারণে। লিখতে হয়, তাই এসব জানতে হয়। আচ্ছা তুমি কী মনে কর, তিনি শুধু সাংবাদিকের মন নিয়ে এ দেশে এসেছিলেন। এসে ভদ্রলোক জঙ্গলে চলে গেলেন?

—এসব আমি জানি না।

—খুব ভাল কথা। আমি চাই না এসব তুমি জান।

—কেন?

—তোমার অমঙ্গল হোক আমরা কেউ চাই না। অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি নিজেও এসব করেছি এক সময়। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

—তোমার উপদেশ ভেবে দেখবো। তবে এটুকু জেনো আমি কিছুর মধ্যেই নেই।

—আমার খবর অন্য রকম।

চমকে উঠেছে অ্যানা,

—কী শুনেছো?

—শহরে, এই লা-পাজ-এ সশস্ত্র বিপ্লবের একটা ইউনিট তৈরী হয়েছে। পুলিশ সে খবর পেয়েছে।

—এসব তুমি কোথায় শুনলে? তাছাড়া আমি তার কী জানি?

—খবর আমার কাছে আসে। এতদিন যা করেছো মানিয়েছে। এখন সামান্য হের-ফের হলে বিপদে পড়ে যাবে। তোমার ভাল চাই, তাই একথা বলছি। কোনো সংস্রব যদি না থাকে খুব ভাল কথা। আমি শুধু অবস্থার গুরুত্বটুকু জানাচ্ছি। তোমাকে দোষ দিতে চাই না। অভিযোগ করছি না। আমার অভিমত কোনো কারণেই এসবের কোনো কিছুতে থেকো না। য়ুনিভারসিটি বড় বিশ্রী জায়গা।

—আমি হিসেব করে চলবো। তোমার কথা আমার মনে থাকবে। এখন আমার কাজ আছে। পরে কথা হবে।

—বাইরে যাচ্ছো নাকি?

—হ্যাঁ নাটকের মহলায়।

—কী নাটক?

—আমাদের এক বন্ধুর লেখা।

অ্যানা চলে গেল। রোমানোর কথা বলে ভালই লাগলো। হয়তো আজই প্রথম রোমানো তার বক্তব্যটুকু বিনা বাধায় অ্যানার সামনে রাখতে পেরেছে। তার কারণ অ্যানা বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বটুকু উপলব্ধি করেছে মনে হয়। তবু রোমানোর সন্দেহ কাটে না। ভাবে অ্যানা কী সত্যি কথা বললো। অ্যানা সত্যিই কী নাটকের মহলায় গেল? ওদেরই এক বন্ধুর লেখা নাটক। তাতে বিপ্লবী রাজনীতি নেই তো!!

নাটকের মহলার নাম করে অ্যানা যেখানে এলো সেখানে মহলা না থাকলেও নাটুকে জায়গা নিঃসন্দেহে। মহার্ঘ হোটেল-রেঁস্তোরা। সন্ধ্যের পর প্রধান আকর্ষণ ফ্লোর শো। প্রতি মাসেই দেশ-বিদেশের প্রধান প্রধান শহর থেকে নাচনেওয়ালী আনা হয়। শহরের বিত্তশালীদের এটি অন্যতম প্রমোদ নিকেতন। সাধারণ মানুষের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।

এ হোটেলে অ্যানা পূর্বেও কয়েকবার এসেছে। আজকের প্রয়োজন অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি অল্প দিনে অ্যানা কিন্তু বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অতি গোপনীয় খবরই শুধু নয়, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিষপত্র পাচারে অ্যানা অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। ওর চেহারা ঠাটঠমকে এমন একটা বড়লোকী আভিজাত্য আছে যে তাতে সন্দেহ করা মুস্কিল।

অশ্বক্ষুরকৃতির ডেস্ক থেকে হোটেলের তরুণ যুবা অ্যানার কথা মত ফোনে জানান দিতেই ডাক এলো। সাতাশ নম্বর কামরায় পৌঁছোনোর পথটুকু জেনে নিয়ে অ্যানা ধন্যবাদ জানিয়ে লাউঞ্জ অতিক্রম করে আসে।

অপরিচিত তো বটেই, তবে জোশা আর্ভেলো বয়সে যে এত তরুণ অ্যানা ঠিক আশা করে নি। কৌতূহল, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় যুবা একটু বেশী রকম সপ্রতিভ।

—আমি আপনার জন্যে দু ঘণ্টা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছি।

—খবরটা আমি দেরীতে পেয়েছি।

—আজ সন্ধ্যের পর লা পাজ ত্যাগ করছি কিনা এখনও আমি জানি না। তাই খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

—ময়ুপম্পার খবর এসে পৌঁছোনোর পর সবটা সামলে উঠতে আমাদের একটু সময় লেগেছে। আজ আপনার যাওয়া হচ্ছে

না। যে গাড়ি আপনাকে কোচাবাম্‌বা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা ছিল সেটি পাওয়া যাবে না। তাছাড়া মারকাস্‌ আমাকে জানিয়েছে, আপনার নিরাপত্তার দিক থেকে লা পাজ এখন ত্যাগ করা ঠিক হবে না। মারকাস্‌ সন্দেহ করছে, পূর্ব পরিকল্পিত যে যোগাযোগ ব্যবস্থা কোচাবাম্‌বা থেকে আপনার জন্যে স্থির করা আছে, তার হেরফের হতে পারে।

আর্ভেলো এবার এক টুকরো হেসে বলে,

—এখানকার লাইব্রেরীতে ইন্‌কা সভ্যতার কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে দিন কাটানো ছাড়া উপায় নেই দেখছি।

—আপনি কী গবেষণা করছেন?

—করতে বাধ্য হচ্ছি বলা যেতে পারে। এই অজুহাতেই পেরু প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছি। সরাসরি বলিভিয়া প্রবেশ করায় বাধা ছিল। এখন তো বিদেশীদের এখানে ঢোকাই মুস্কিল হয়ে পড়বে। রেজি হ্বরে-র নিয়মিত ছাড়পত্র যদি না থাকে তবে এখান থেকে বেরুনো কঠিন। জানি না তিনি কী ভাবে ধরা পড়েছেন, এখানকার সামরিক বিভাগের হাতে সন্দেহজনক কী কী জিনিষ গেছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

—সরকারী প্রচারযন্ত্র প্রথম থেকেই যে উৎসাহ নিয়ে কুৎসা সুরু করেছে, তাতে মনে হয় ওদের হাতে কিছু গেছে।

—অসম্ভব কিছু নয়।

—যে কোনো কারণেই হোক এই সময়ে রেজি হ্বব্রের গ্রেপ্তার হওয়াটা আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর।

—আপনার সঙ্গে আজ মারকাসের দেখা হচ্ছে?

—হবে। হয়তো সন্ধ্যেতে আপনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে পাব। আসলে মারকাস্‌ কোনো কারণেই সামান্য রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথা আপনার সঙ্গে যখন জিনিষপত্র থাকছে, সেখানে আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

—আমি মারকাসের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—আমি চেষ্টা করবো। তবে আস্তানা ভেঙে দিতে হয়েছে। এখানকার সিকিউরিটি পুলিশের নজর তার ওপর বহুদিনের। তাই অসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়। তাছাড়া কয়েকজন দলত্যাগীদের জন্যে আমাদের ভাবতে হচ্ছে।

—সন্দেহ হলে এদের ধ্বংস করে ফেলা উচিত। দলত্যাগীদের বিরুদ্ধ ভূমিকা দেখে আমরা ভেনেজুয়ালাতে নজীর হিসাবে দু-এক-জনকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি।

—দলত্যাগী হলেও আমাদের এখানে কারো প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নেই বলে মনে হয়।

যুবা মৃদু হেসে বলে,

—নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে আপনারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

—আমরা এখানে অসম্ভব হুশিয়ার। আমাদের ইউনিট খুবই যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছে। আমরা জানি জঙ্গলের লড়াইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী নিবিড়। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করতে নেই—একথার তাৎপর্য বুঝতে পারি। আপনি যে আজ লা-পাজ-এ আছেন আমাদের ইউনিটের জনা তিনেক ছাড়া কেউ সে কথা জানে না। তবে বয়সে আপনি এত তরুণ ভাবতেই পারি নি। যাহোক, আমি আর অপেক্ষা করবো না, আমার তাড়া আছে।

আর্ভেলো টেবিলে রাখা কয়েকটি বইয়ের মধ্যে থেকে একটি বই হাতে তুলে অ্যানার দিকে এগিয়ে দেয়।

—কারাকাসে আমাদের শেষ অধিবেশনে বলিভিয়া সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার মূল দলিল এতে আছে। তাছাড়া ভবিষ্যত কর্মপদ্ধতি, সেই সঙ্গে অন্তঃমহাদেশীয় মুক্তি বাহিনীতে আমাদের কী ভূমিকা থাকবে সে কথাও বলা আছে। চার নম্বর সাংকেতিক কৌশলে ফেলে গোটা রিপোর্ট উদ্ধার করতে হবে। একটু বেশী সময় লাগে, তবে খুবই নিরাপদ।

চার নম্বর সাংকেতিক কৌশল অ্যানা জানে। ওল্টানো পাল্টানো বর্ণমালা। চিহ্নিত 'বর্ণ' পর পর সাজিয়ে নিতে একটু সময়ই যা বেশী লাগে।

কথা শেষ করে অ্যানা উঠে পড়ে। হোটেলে আসার সময় একটা উত্তেজনা ছিল। এখন নেই। আর্ভেলো ফুলদানী থেকে একটা সাদা ফুল তুলে অ্যানার হাতে দেয়। ঠোঁটে মৃদু হেসে বলে,

—আবার দেখা হবে।

—খুব সম্ভব আমাকেই হয়তো যোগাযোগ করতে হবে।

সিঁড়ির বাঁকের মুখে ঘুরে তাকিয়ে অ্যানা একটু হাসলো। তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। আর্ভেলোর দেওয়া বইটার ওপর নজর পড়ে। প্রথিতযশা ঐতিহাসিকের 'ইন্‌কা সভ্যতা'।

কাতাভি খনি কর্তৃপক্ষ রিকার্দোর ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিতে পারে নি। সামরিক প্রতিনিধির কাছে তাঁরা প্রতিবাদ জানান—খনি অঞ্চলে গুইলয়ারমো রিকার্দো সামরিক বাহিনীর গুলিচালনার ফলে নিহত হন নি। রিকার্দো আহত হন। খনির সিকিউরিটি অফিসার নিজে দাবী করেছেন, গোটা ব্যাপারটাই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। রিকার্দো বক্তৃতা দেবার সময় আহত হয়। সে আঘাত গুরুতর আদৌ নয়। অপর দিকে সামরিক প্রতিনিধি তাদের কাগজ-পত্র দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে খনি অঞ্চল থেকে যতগুলি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় সেগুলি খনি কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই তাঁদের লিখিত অনুমতি সহ সেনাবাহিনীর হাতে আসে। রিকার্দোর ওভারকোট একটি অভ্রান্ত প্রমাণ।

খনি কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাত পরিষ্কার রাখতে চান। প্রাক্তন ছাত্র নেতা ও কাতাভি খনি অঞ্চলের অন্যতম শ্রমিক নেতার খনি এলাকার মধ্যে অন্য পাঁচজন শ্রমিকের মত নিহত হওয়া আদৌ গুরুত্বহীন মনে করেন না। শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড একটা বিভ্রান্তি এসেছে। শাসনের প্রচণ্ড চাপের মুখে এ বিভ্রান্তি সাময়িক। এখন তারা সম্পূর্ণ নেতৃত্বহীন। উপরন্তু গোটা এলাকা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। দায়িত্বশীল কর্মীরা নিহত, আহত বা পলাতক। অবর্ণনীয় অত্যাচারের মুখে অর্দ্ধউলঙ্গ টিন শ্রমিক ভীত ও দিশাহারা। কিন্তু এ নিতান্তই সাময়িক। আগামী দিনে রিকার্দোর মৃত্যুর সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া খনি কর্তৃপক্ষ আন্দাজ করতে পারেন। বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছেন তাঁরাও। সবাই চলাফেরা কমিয়ে ফেলেছেন। সন্ধ্যের পর প্রচুর পাহারা থাকা সত্ত্বেও ক্লাবে আসা যাওয়া নিতান্তই সীমিত।

রিকার্দোকে নিয়ে সামরিক বিভাগের সঙ্গে খনি কর্তৃপক্ষের

গুরুতর মত পার্থক্যে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা অনুসন্ধানের জন্যে পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে গিলবার্তো রোমানো। কাতাভিতে শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ও রিকার্দোর অন্তর্ধান সম্পর্কে লা পাজ-এর এক প্রসিদ্ধ দৈনিকে রোমানোর প্রবন্ধ নতুন এক রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি করে।

রোমানো দাবী করেছে, সাম্প্রতিক কাতাভিতে যে শ্রমিক অসন্তোষ, ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্র রুখতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য করা হয়, তার পেছনে আর যাই থাক শ্রমিক স্বার্থ জড়িত নয়। কাতাভি সংঘর্ষের পেছনে পুরোপুরি রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত। যদিও অধিকাংশ শ্রমিকবৃন্দ নিরস্ত্র ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলা চলে, তবে রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত কিছু শ্রমিক সশস্ত্র ছিল। সংঘর্ষ তারা চাইছিল। 'শাসক শ্রেণীকে সর্বসময় ব্যস্ত রাখো', 'কর্তৃপক্ষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করো', ও 'রাজনৈতিক জয়-এর দিকে নজর রাখো'—বহুল প্রচারিত এই রাজনৈতিক ধ্বনি বর্তমান কাতাভি সংঘর্ষের অন্যতম কারণ। এই মহাদেশব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লব সুরু করবার আহ্বান এসেছে। তাতে আমাদের দেশের দুর্গম পার্বত্যঞ্চলে বিপ্লবের ল্যাবরেটারী গড়া হয়েছে। গবেষণায় কতটুকু সাফল্য লাভ হয়েছে জানি না কিন্তু তড়িতাহত মরা ব্যাঙ-এর মত না হলেও, ভয়ে দিশাহারা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত কাস্ত্রোবাদী ফরাসী বিপ্লবী ও বিখ্যাত পুস্তক 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' রচয়িতা রেজি দ্যেব্রে-কে ময়ুপম্পায় ধরা পড়তে আমরা দেখেছি। জঙ্গলের গবেষণাগার থেকে নির্দেশ এসেছে আরও অনেক কাতাভি সৃষ্টি করার। তাই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে গোটা দৃশ্যপটকে বুঝতে হবে। কাতাভি সংঘর্ষ আজ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক বিক্ষোভের অবাঞ্ছিত দুঃখজনক পরিনতি বলা চলে না।

গুইলয়ারমো রিকার্দো নিহত হয়েছেন বলে সেনাবিভাগ দাবী

করেছে, কিন্তু খনি কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন। মনে হয় খনি কর্তৃপক্ষের অনুমানই অভ্রান্ত। হয়তো তিনি সামান্য আহত হয়েছেন। শ্রমিক স্বার্থের চেয়ে আন্তর্জাতিক বিপ্লবই এদের মাথায় ঘুরছে। ভুলে গেলে চলবে না, এই রিকার্দো সামরিক অভ্যুত্থানের পর পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। কেউ কেউ একে ট্রটস্কী-পন্থী শ্রমিক নেতা লিচিনের অনুগামী বলে সন্দেহ করতেন। মার্কিন চর হিসাবে গোপনে লিপ্ত থাকার অভিযোগও রিকার্দোর বিরুদ্ধে উঠেছিল। আসলে রিকার্দো সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার তৃতীয় শক্তি হাভানার মহাদেশব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। উপদ্রুত গেরিলা অধ্যুষিত অঞ্চলে তিনি পৌঁছে গেছেন বলে অনুমান করা যেতে পারে।

আমাদের সতর্ক হবার সময় এসেছে। মহামাণ্য প্রেসিডেণ্ট রেণী বারিয়েনতোস দেশব্যাপী এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা বহু দিন আগেই প্রকাশ করেছেন। তখন অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন নি। এ কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রদূত মন্তব্য করেছিলেন, বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা তৎপরতার সংবাদ সম্পূর্ণ অলীক। প্রেসিডেণ্ট নাকি চাপ দিয়ে মার্কিন সাহায্য বাড়াতে চান। সীমান্ত নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে লাগিয়ে নেওয়াই তাঁর লক্ষ্য।

আজ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সামরিক বাহিনী গভীর জঙ্গলে কিছুদিন আগে যে পরিত্যক্ত উনুন আবিষ্কার করেছে তাতে শতাধিক মানুষের রান্না চলে। তাছাড়া অনুসন্ধানে আরও বহু কিছু উদ্ধার করা হয়েছে। নিয়মিত সংঘর্ষও চলেছে। রেজি দ্যব্রের ময়ুপম্পায় আকস্মিক ধরা পড়া নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি স্বীকার করেন নি, তবু অনুমান করা যায় দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনী জঙ্গলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং চে গুয়েভারা।

কাতাভি খনি অঞ্চল যেখানে শেষ হয়েছে, পূব দিকের জঙ্গল সুরু হয়েছে সেখান থেকে। কথামত ক্যাপ্টেন সিলেজ তার গাড়ি রেখেছিল। চতুর ক্যাপ্টেন সিলেজ কাল্পনিক এক যান্ত্রিক গোলযোগ অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। মুহুর্মুহুঃ ইঞ্জিনে অযথা আওয়াজ তুলে পেছনের সমস্ত শব্দ সে স্বচ্ছন্দে গোপন করেছে। একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকার নির্জন পাহাড়ী পথে কিছুক্ষণ পরেই সে গাড়ি নিয়ে উধাও হয়।

শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি সংহত করে রিকার্দো পথে নেমে আসে। গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে নিদারুণ যন্ত্রণা হচ্ছিলো। মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে একটু যেন সুস্থবোধ করলো রিকার্দো।

ভেবে দেখবার সে অনেক সময় পেয়েছে। এ তামাম অঞ্চলের সমস্ত পথঘাট তার নখদর্পণে। তাতে অবশ্য বিপদের সম্ভাবনা এখন অনেকখানি। রিকার্দো না জানলেও এ অঞ্চলের সবাই তাকে প্রায় চেনে। শ্রমিক নেতা হিসাবে কাতাভি ও সিগোলো-তে সে সবার পরিচিত। তবে রাত বাড়ছে। ক্রমাগত সামরিক তৎপরতা, তাই জনমানবের চিহ্ন নেই পথে। অন্ধকার বিসর্পিল পথে কনকনে ঝোড়ো হাওয়া। রিকার্দোর মনে হলো গাড়ির ঝাঁকুনিতে আবার হয়তো রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

রিকার্দো অনেক ভেবেই ঠিক করেছিল। যদিও জঙ্গলা পথ অতিক্রম করে শ্রমিক বস্তিতে সে হয়তো পৌঁছোতে পারবে কিন্তু পরে ধরা পড়ার আশঙ্কা অনেকখানি। গুলির আঘাতটার জন্যে বার বার মারক্যুইস-এর কথা মনে পড়ে। সে নিজে ডাক্তার। চিকিৎসার সুযোগ সেখানে আছে। তবে মারিয়ার কথা মনে হতেই সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যায়। মারিয়া আজ মারক্যুইস-এর স্ত্রী। রিকার্দোকে সে কী ভাবে গ্রহণ করবে। হয়তো অপ্রস্তুত হবে। রিকার্দোর পক্ষেও খুব সহজ হবে না।

তবু এছাড়া উপায় নেই। যুক্তি দিয়ে অনেক বুঝেই রিকার্দো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধারে কাছে নিরাপদ আশ্রয় আর কোথাও আছে মনে হয় না। অন্ধকার থাকতে থাকতে পৌঁছে যাওয়া দরকার।

প্রায় তিন ফার্লং রাস্তা। হাসপাতালের পেছনে ষ্টাফ কোয়ার্টার্স। ফুল ও ফলের বাগান ঘিরে ছোট ছোট কটেজ। মারক্যুইস-এর মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল একদিন, তাই ভদ্রতার খাতিরে সেদিন যেতে হয়েছিল। কটেজের পাশেই হাসপাতালের প্রাচীর। মারক্যুইস-এর কটেজ একেবারে শেষ প্রান্তে।

অনেকটা পথ অতিক্রম করা গেল। এবার লোকালয় সুরু হয়েছে। পথ তবু জনমানব শূন্য। বেওয়ারিস কোনো কুকুরেরও সন্ধান মেলে নি। উল্টোদিক থেকে পর পর চারখানা সামরিক ভ্যান পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা খান খান করে পেছনে মিলিয়ে গেল। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু, তাই গাড়ির আলো রিকার্দোর নজরে এসেছে বহু আগেই। পথ থেকে সরে গিয়ে রিকার্দো ঢালু জঙ্গলের পাশে আত্মগোপন করে কিছুক্ষণ।

রিকার্দো অবাক হলো—ষ্টাফ কোয়ার্টার্স এলাকার প্রধান প্রবেশ পথে কোনো পাহারা নেই। শারীরিক যন্ত্রণা ছাড়িয়ে মানসিক উৎকণ্ঠা তীব্র হতে থাকে। রিকার্দো নিজেকে এবার আর আড়াল করবার চেষ্টা করে না। বরং তাতে সন্দেহের সৃষ্টি হবে। নুড়ি ফেলা চওড়া প্রবেশ পথ সরু সরু কয়েকটা রাস্তায় এসে মিলেছে। প্রাচীর সংলগ্ন পথটা চিনতে রিকার্দোর ভুল হয় না।

বৈদ্যুতিক বেল থাকা সত্ত্বেও রিকার্দো দরজায় টোকা দিল। মনে হলো ভেতরে আলো জ্বলছে। কয়েকটা প্রশ্নের হিজিবিজি মাথায় এসে জমা হয়। মারক্যুইস বাড়ি আছে কী? কটেজ সে বদলাতেও পারে!

তৃতীয়বার টোকা পড়তে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

ভারি একমুখো পাল্লা সরিয়ে রিকার্দোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মারক্যুইস।

বিস্ময়োক্তি নয়। ক্ষণিকের বিহ্বলতাও বলবো না। প্রাণশক্তির অজস্রতা, অপ্রত্যাশিত এক প্রচণ্ড আঘাতে যেন দলে পিষে গেল। মারক্যুইস চিত্রার্পিতের মত স্তব্ধ, স্থির। সম্পূর্ণ অচঞ্চল।

মুহূর্তের জন্যে রিকার্দোও বিচলিত বোধ করে। ধীরে ধীরে হাতটা এগিয়ে দিল। মারক্যুইস-এর যেন মোহ ভঙ্গ হলো। স্ফুরিত ওষ্ঠাধারে অব্যক্ত এক কাতরোক্তির সঙ্গে রিকার্দোকে আলিঙ্গন করে।

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল মারক্যুইস। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে বিনা বাক্যব্যয়ে রিকার্দোকে নিয়ে ঘরে আসে।

—আমি যে এভাবে তোমার এখানে আসতে পারি তুমি নিশ্চয়ই প্রত্যাশা কর নি।

—রিকার্দো!

—তুমি খুবই আশ্চর্য হয়েছো দেখছি।

—দু মিনিট আগেও জানতাম তুমি নিহত হয়েছো। তুমি বেঁচে নেই।

—আশ্চর্যরকম প্রাণে বেঁচে গেছি।

—কিন্তু পালালে কি ভাবে?

—আকস্মিকভাবে সুযোগ জুটে গেল। আমি নিহত হয়েছি তুমি কখন জানলে?

—গুলিবর্ষণের অল্পক্ষণ পরেই হাসপাতালে থাকতে থাকতেই তোমার খবর পেলাম। নার্সদের মধ্যে কে যেন বলাবলি করছিল। অনেক প্রাণহানি হয়েছে, তার মধ্যে তুমিই নাকি পহেলা নম্বর। গুজব সত্যি ঘটনার চেয়ে বেশী ছড়ায়। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বসতে কী কষ্ট হচ্ছে?

—আমি আহত মারক্যুইস। আমার শরীরে বোধহয় একটা গুলি আছে।

মারক্যুইস চমকে ওঠে।

কোটটি খুলতে মারক্যুইস সাহায্য করে। আঘাতটা ডানদিকে। কাঁধ থেকে ডান হাতটা যেখান থেকে নেমে এসেছে সেখানেই ক্ষত চিহ্ন। খোলা মুস্কিল। রক্ত শুকিয়ে সার্ট ও শরীরের সঙ্গে এঁটে আছে। টানাটানিতে রক্তক্ষরণ সুরু হবার সম্ভাবনা।

'তুমি একটা দানব বা অতি মানব। গায়ে তোমার বেশ জ্বর। এই শরীর নিয়ে তুমি কীভাবে আমার এখানে পৌঁছোলে,'—মারক্যুইস বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়।

—এ অবস্থায় পড়লে তুমিও দানব বা অতিমানব হতে। এতক্ষণ বেশ ছিলাম। শরীরের কষ্ট মানসিক উত্তেজনার চাপে খেয়াল হয় নি।' এখনই কেমন অসুস্থ বোধ করছি। খুবই কষ্ট হচ্ছে।

মারক্যুইস ডাক্তার। কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো। পরক্ষণেই সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে ভেতর থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এলো। 'আমি হুম করে কিছু করছি না, তবে তোমার আঘাতটা দেখা দরকার।'

কাঁচি চালিয়ে সার্টের অনেকটা গোল করে কেটে ফেলে। চাপ চাপ জমাট রক্ত পুরু হয়ে সেঁটে আছে। একটু টান পড়তেই রিকার্দো কাঁধটা একটু সরাবার চেষ্টা করলো।

ক্ষতস্থানটি মারক্যুইস বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলো। তারপর বললো, 'ভয় নেই। শুধু ভোগাবে। টিস্যু ড্যামেজ হয়েছে বেশ, তবে হাড়ে পৌঁছোতে পারে নি। ডেল্টয়েডের খানিকটা মাথা ছিঁড়ে গেছে দেখছি, অবশ্য তাতে ভয়ের কিছু নেই।'

এ ধরণের আঘাত অসাবধানতায় কী মারাত্মক রকম বিপজ্জনক হতে পারে সেই প্রসঙ্গে মারক্যুইস নিজেই অনেক কথা বলে গেল। তারপর ভরসা দিয়ে বলে,

—তুমি বুদ্ধি করে যে আমার এখানে এসেছো তার জন্যে ধন্যবাদ। নইলে হয়তো বিপদে পড়তে।

—কিন্তু আমাকে আশ্রয় দিলে তুমি নিজে বিপদাপন্ন হবে।

—সে ভয় নেই। এখন বাড়িতে আমি একা। বাইরের কেউ তোমার সন্ধান পাবে না।

—মারিয়া কোথায়?

—কোচাবাম্বা। সপ্তাহ শেষে আসে। মারিয়া একটা অধ্যাপনা নিয়েছে।

রিকার্দোর ক্ষতটি পরীক্ষা করে মারক্যুইস জানায়,

—আজ তোমাকে নিয়ে এই রাতে আর কাটা ছেঁড়ায় যাব না। সে প্রস্তুতি আমার ঘরেও নেই। তবে উপযুক্ত প্রতিষেধক হিসাবে দুটো ইন্‌জেকশন দেব। একটা কড়া ডোজও পেটে পড়া দরকার। তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে।

—অনেক আগে পেয়েছিল। এখন কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এত রাত্রে তোমাকে আমি বিব্রতই করলাম শুধু। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

কথায় কর্ণপাত না করে মারক্যুইস উঠে গেল। পর পর দুটো ইন্‌জেকশন দিল। ইচ্ছা ছিল না, তবু কিছু খেতে হলো। মারক্যুইস-এর আন্তরিকতায় রিকার্দো মুগ্ধ হয়।

—আজ আর কিছু করা যাবে না। সকালে হাসপাতালের ডিউটি থেকে ফিরে এসে দুপুরে যা হোক করা যাবে। আমি তৈরী হয়েই আসবো। বাইরে থেকে আমি চাবি দিয়ে যাই। কালও তাই করবো। চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকা ছাড়া তোমার কোনো কাজ নেই। সকালে শুধু একবার ক্ষতস্থানটি পরিষ্কার করবো।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।

রিকার্দো বাড়ির পেছনের দিকে ছোট জায়গাটা পছন্দ করে। অসুবিধার কথা তুলতে হেসে বলে,

—মারক্যুইস, তুমি আমাকে আশ্রয় দেবার গুরুত্বটুকু একদম ভেবে দেখছো না। দৈবাৎ কেউ যদি জানতে পারে, তোমাকে কেউ

রেহাই দেবে না। আমি জানি তোমাকে কত বড় একটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছি। তবে এ বাড়িতে লুকিয়ে থাকবার পক্ষে জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

—আমি জানি রিকার্দো।

—আমাদের দেশ এখন এক নতুন পরিস্থিতির মধ্যে চলেছে।

—তুমি ঘুমোও রিকার্দো। কাল কথা হবে।

এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। হঠাৎ চোখে পড়লো। দেওয়ালে টাঙানো বেশ বড় ফটোগ্রাফ। সামরিক পোষাকে রেণী বারিয়েন-তোস রিকার্দোর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়তেই মারক্যুইস অর্থপূর্ণ একটু হাসলো। তারপর বলে,

—আমি আর মারিয়া ছাড়া এ বাড়ির প্রায় সমস্ত কিছুই হাসপাতাল থেকে পাওয়া। পর্দার মত প্রেসিডেন্টের ছবি ওরাই ঝুলিয়ে গেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আসবাবও বলতে পার।

জঙ্গলের গেরিলা চাপ শহরকেও উত্তপ্ত করে তুলেছে। সরকারী প্রচারযন্ত্র ইদানীং বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ সরবরাহ করছে। রেডিওতে নতুন নতুন সংঘর্ষ ও অভিযানের কথা প্রচারিত হয় নিত্য।

মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা চেয়ে পাঠানোর খবর কিছুদিন আগেও প্রতিরক্ষা দপ্তর সরাসরি অস্বীকার করেছিল। কিন্তু স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সেদিন প্রেস কনফারেন্সে কবুল করেছেন মার্কিন উপদেষ্টা দেশের প্রতিরক্ষার কাজে লাগবে। উন্নত ধরনের বিশেষ যুদ্ধে পারদর্শী ফৌজ তৈরী করা দরকার। তবে এই সমস্ত মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞরা ভিয়েতনামের যুদ্ধে হাত পাকিয়েছেন কিনা তিনি জানেন না। মার্কিন সদর দপ্তর গোটা ব্যাপারটা সহজ করে নিতে চেষ্টা করে। এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত বলেছেন, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আমরা যেমন সাহায্য করি, সেই একই নিয়মে সামরিক সাহায্যও আসে। সামরিক উপদেষ্টারা বলিভিয়ার সেনা বাহিনীকে জঙ্গলের যুদ্ধ শেখাবে। তবে সাম্প্রতিক গেরিলা সংঘর্ষের চাপে এ বিশেষজ্ঞ দল আসছে না। বহু পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী এরা আসছে। বলিভিয়ার বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এ বিশেষজ্ঞদের এখানে আসার কোনো সম্পর্ক নেই।

নতুন এক রক্তাক্ত সংঘর্ষে সেনা বাহিনীর পিছু হটবার সরকারী ঘোষণা ছাড়া সারা দিনে রেডিওতে কোনো সংবাদ নেই। মারকাস্ তবু কোনো বিশেষ ঘোষণা শোনবার জন্যে রেডিও খুলে বসে ছিল।

পরিপূর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে সে সময় কাটাচ্ছে। দুটো খবর তার কাছে ইতিমধ্যে এসে পড়া উচিত ছিল। ইউজেনিও আর এ্যালভারোর জন্যে ক্রমশঃ দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠায় দাঁড়াচ্ছে। এদিকে হেরনাণ মাতিনোরও পাত্তা নেই। নিষ্কর্মা বসে থাকলে উদ্ভট

চিন্তাগুলো আরও বেশী করে যেন পেয়ে বসে। কিন্তু এমনই পরিস্থিতি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

জায়গাটা মারকাসের নতুন আস্তানা। পূর্বের আড্ডা ভেঙে দিতে হয়েছে। লা পাজ-এ অনেকে গ্রেপ্তার হলেও মারকাস্ ইউনিটের কেউই ধরা পড়ে নি। মারকাস্ ছাড়া কারো সম্পর্কে পুলিশের এখনও কোনো অভিযোগ আছে বলে শোনা যায় নি। তাই আত্মগোপন করতে হয়েছে। প্রকাশ্যে চলাফেরা করার দায়িত্ব নেওয়া আর সম্ভব নয়।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে আরও দু'একটি আস্তানা অবশ্য ছিল, কিন্তু এই ডেরাটাই মারকাস্ পছন্দ করেছে। অপরকে বিপদাপন্ন করবার দিকটাও মারকাস্‌কে ভেবে দেখতে হয়েছে। সে দিক দিয়ে এ জায়গাটা অনেক বেশী নিরাপদ। বাড়ির মালিক এগুয়ের চামড়ার কারখানার কারিগর। নিঃসন্দেহে একে নির্ভর করা চলে। স্ত্রীর স্বভাবটাও তার থলথলে শরীরের মত খামখেয়ালী হাসিখুসী। বস্তি এলাকা। বহুলোক আসছে—যাচ্ছে। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। গোপ দুরস্ত ভদ্রলোকদেরও আনাগোনার কমতি নেই। অল্প পয়সায় তাড়ি গিলতে এ তল্লাটে বহু মক্কেলই আসেন।

এগুয়ের-এর স্ত্রীকে বাইরে থেকে অবশ্য যতটা অগোছালো চরিত্রের মানুষ মনে হয় আসলে ঠিক ততটা নয়। মারকাসের ভাল লাগে। নিজের স্ত্রীকে এগুয়ের তৈরীও করেছে নিজের নিয়মে। লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু কথাবার্তা বুঝতে পারে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এগুয়ের সামান্য দুটি মানুষের সংসারের দারিদ্র ঘোচাতে পারে নি সত্যি কিন্তু এদের মধ্যে সামান্য রকম কলুষতা নেই। দীনতা নেই এতটুকু।

এগুয়ের-এর সঙ্গে মারকাসের দীর্ঘ দিনের পরিচয়। রাজনীতিতে কাণ্ডজ্ঞান কম থাকলেও শ্রমিক আন্দোলনে নিয়মিত যোগাযোগ থাকায় শত্রু-মিত্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছ। অসুরের মত খাটতে

পায়ে। পুজো আর পালা পার্বণ ছাড়া মদ খায় না। সন্ধ্যের পর সেকেলে এক গীটার নিয়ে বসে। বাজনার ঢঙ-টঙ-ও সেকেলে। ছুটির দিন সকাল থেকেই বেসুরো গলায় হয়তো গান সুরু হলো—'মাটির তলায় টিন সংগ্রহে চললাম, বধূ তুমি দাঁড়িয়ে থেকো' ইত্যাদি। স্ত্রী আগে আগে বিরক্ত হতো। ঝগড়া লাগিয়ে দিত সংসারের কাজ নিয়ে। আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়। কারখানা থেকে এগুয়ের এলো। মারকাস্ এদিকে দস্তুর মত চিন্তিত হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক নিয়মে ইউজেনিও আর এ্যালভারোর এত দেরী হবার কোনো কারণ নেই। দুজনেই অতি মাত্রায় তুখড়, যোগ্যতাও অসামান্য। তবু কেমন যেন ভয় করে। আজ একটি বিশেষ দিন। দুজনে ঠিকমত আসতে পারলে একটা কাজের কাজ হয়। অবশ্য যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়া সম্ভব। মাঝ পথে গাড়ি খারাপ হলে অবশ্য অনেক সময়ই লাগতে পারে। পুলিশ বা গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দেবার সব রকম চাতুরীর আশ্রয়ই নেওয়া হয়েছে।

আজ রাত্রের মধ্যে ওরা লা পাজ ফিরে না আসলে কালকের প্রোগ্রামের হেরফের হবে। মাতিনো না আসায় মারকাস্ যেন আরও অসহায় বোধ করে।

—মারকাস্ তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

—বুঝতে পাচ্ছি না, দুজনের আসার কথা। এদিকে মাতিনোরও কোনো পাত্তা নেই।

—এরা আসবে কোথা থেকে? আমি কোনো সাহায্য করতে পারি?

—শহরের বাইরে থেকে আসছে। কিন্তু এত দেরী হবার কোনো কথা নয়!

—দূরের রাস্তা হলে অবশ্য নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। ভাবনার কিছু নেই, এসে পড়বে।

—শহরের খবর কী?

—এখানকার খবর জানি নে, কিন্তু কারখানার রেডিওতে শুনলাম সুমাইপাতা আর রিও গ্রাঁদে-এর কাছে গুরুতর লড়াই হয়ে গেছে। পুরো এল্ দোরাদো অঞ্চল এখন উপক্রুত এলাকা। ন-জন সেনা প্রাণ হারিয়েছে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের হাতে গেছে শুনলাম।

—আমিও রেডিওতে শুনেছি। তোমাদের কারখানায় এ সংবাদের প্রতিক্রিয়া কিছু লক্ষ্য করেছো।

—মারকাস্, কারখানা আর আগের মত নেই হে। নিজেদের মধ্যেই গোলমাল। আগে ছিল একটা ইউনিয়ন, এখন তিনটে। কোম্পানী তার মজা লুটছে। দালাল তো আছেই, আজকাল আমাদের মধ্যে পুলিশের টিকটিকি কাজ করছে। কোনো জমায়েত করা বন্ধ। কজন মিলে আলোচনা করাও মুস্কিল। দুজনকে ছাঁটাই করেছে কিন্তু কোনো কিছুই করা যাচ্ছে না। অবশ্য জঙ্গলের খবর নিয়ে আলোচনা নয়। আজও হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা এসেছে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগে আমাদের নিজেদের মধ্যেই তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। তোমাদের মধ্যে এত মতের অমিল কেন বলতে পার?

কঠিন প্রশ্ন। সর্বত্র এই একই কথা। সংগ্রামী মানুষের কাছে এ প্রশ্নটি আজ বিশেষ করে দেখা দিয়েছে। এগুয়ের-কে কী বলবে মারকাস্ ভেবে পায় না। তত্ত্বগত বিরোধের মুখে আজ প্রগতিশীল সমস্ত আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত কেন, দুচার কথায় মারকাস্ কী ভাবে বোঝাবে। এক টুকরো হেসে বলে,

—এটা সাময়িক। সংগ্রামী মানুষ তাদের প্রকৃত নীতিকে ঠিক খুঁজে পাবে। বিভেদ নীতি পরাস্ত হবে নিশ্চয়ই। এ সমস্যা শুধু তোমার কারখানায় নয়—দেশের সমস্যা। সারা দুনিয়ায় এর প্রতিক্রিয়া তীব্র হচ্ছে।

এগুয়ের-এর স্ত্রী এসে ঘরে ঢোকে। মারকাসের কাছে এসে নীচু গলায় বলে,

—মার্তিনো আসছে।

—কই!

—ওঁর হাঁটা আমি দূর থেকে বুঝতে পারি। এখনও রাস্তায়। এক্ষুনি এসে পড়বে।

—একা?

—তাই তো মনে হলো।

এগুয়ের জানালার পর্দাটা টেনে দিল। কাঠের দেওয়ালের সঙ্গে ঝোলানো লম্বা হাতাওয়ালা পুলোভারটি হাতে নিয়ে বলে,

—তোমরা আলোচনা কর। আমি বাইরে পাহারায় আছি।

—দরকার হলে আমরা পেছনের উঠোনে গিয়ে বসতে পারি।

—দায়িত্ব আমার। তোমরা তোমাদের কাজ কর!

'এ্যালভারো আসে নি', ঘরে ঢুকে মার্তিনো প্রথম প্রশ্ন করলো।

—ব্যাপারটা বুঝতে পাচ্ছি না। ইউজেনিও বা এ্যালভারো কারো পাত্তা নেই। তুমিও বিকেলের আগেই আসবে বলেছিলে! আমি তো দস্তুরমত ভাবনায় আছি।

—ভাবনা করবার কিছু নেই! দুসংবাদ থাকলে অনেক আগেই খবর পেতে। আমি যতটুকু জানি ওরোরো রেলষ্টেশন পর্যন্ত কিছু হয় নি। আশা করা যেতে পারে কর্তব্য কাজ তারা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করেছে। বহু দূরের পথ, ফিরতে দেরী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

—হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু আমাকে যে শুধু প্রতীক্ষাই করতে হচ্ছে। একা একা থাকলে নানা আজে বাজে চিন্তা ভীড় করে আসে। যাহোক তোমার সংবাদ কি বল।

—১০ তারিখে কোচাবাম্বায় অধিবেশন আমাদের হচ্ছে। আমি সেইভাবে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে এলাম। আমি তোমার

কথামত কমরেড রিকার্দোর কাছেও খবর পাঠিয়েছি। আশা করা যায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে এই অধিবেশনে যখন অপ্রয়োজনীয় কাউকেই রাখা হবে না, সেখানে একমাত্র প্রতিনিধিরা ছাড়া আমাদের কর্মীদের কাউকেই এই সভার কথা বলা হবে না। যদিও কারো সম্পর্কেই সামান্য রকম সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু এ সাবধানতার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

—আমি তোমার সঙ্গে একমত। প্রতিনিধিরা ছাড়া আমাদের কেউ অধিবেশনের কথা জানবে না। সমস্ত ইউনিট এই নিয়মে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে একথা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তোমার।

—সবটাই সরকারী অপপ্রচার একথা মনে করবার কারণ নেই। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি রেজি ছাত্রের সঙ্গে যে আর্জেন্টিনার বিপ্লবী ধরা পড়েছেন তিনি সরকারী চাপের সামনে অনেক উল্টো-পাল্টা কথা বলেছেন।

—কিন্তু তিনি কতটা বলেছেন সেটুকু আমাদের জানা দরকার। আশা করছি কালকের মধ্যে কামিরি-র আসল খবর আমার হাতে আসবে। কোচাবাম্বা অধিবেশনে আলোচনার জন্যে আমাদের মূল প্রস্তাবের যে খসড়ালিপি তোমাকে দিয়েছি তার উপর ভিত্তি করে লেখাটা তুমি শেষ করেছো? রিকার্দোর কাছে সেটা অনেক আগেই পৌঁছোনো দরকার।

—দু-তিন দিনের মধ্যে লেখাটা আমি শেষ করবো।

—আমাদের সতর্কতার প্রয়োজন, শত্রু-মিত্র সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, কিন্তু গুপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের মত শুধু গোপনে গোপনে কাজ করলে চলবে না। জঙ্গলের গেরিলা আক্রমণ, অভ্যুত্থানের তাৎপর্য ও বিপ্লবী সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে জনগণের কাছে আমাদের বক্তব্য রাখতে হবে। বোঝাতে হবে। সেই সঙ্গে সুবিধা-বাদীদের মুখোস খুলেও দিতে হবে। তোমার লেখাতে এ সম্পর্কে

বিস্তারিত আলোচনা থাকুক। রাজনৈতিক যুক্তির বেশী প্রয়োজন নেই, কী কৌশলে কাজ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য থাকবে। কৌশলগত দিকটাই আলোচনায় বেশী স্থান পাবে। শহরের সঙ্গে জঙ্গলের, জঙ্গল থেকে ফ্রন্ট লাইনের যোগাযোগ আরও নিকট ও নিবিড় করে তুলতে হবে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। সেদিন উপস্থিত গেরিলা দলের প্রতিনিধির কাছে আমাদের কর্মপদ্ধতির, যোগ্যতা ও সাহায্যের পরিমান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা তুলে ধরতে হবে। সুক্রে ইউনিট কোচাবাম্বায় তোমার সঙ্গে দেখা করেছে ?

—আমি হেরে গেছি। তারা আমাদের সঙ্গে একমত হচ্ছে না। বিস্তারিত আলোচনা তারা ১০ তারিখে করতে চায়। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রস্তাবিত ইলোপ পদ্ধতি অবশ্য তারা বন্ধ রাখবে বলছে।

—তোমার কি মনে হলো তাদের লক্ষ্যে তারা অবিচল থাকবে ?

—আমার ভয় হচ্ছে ওরা হয়তো গোলমাল করবে সেদিন।

—সুক্রে ইউনিটই প্রথমে আমাদের লড়াইয়ে বিদেশীদের অংশ গ্রহণের কথা তুলেছিল। তুমি হেরে গেছো বলছো, এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে নিশ্চয়ই।

—আমি সরাসরি এই ইলোপ পদ্ধতিকে হটকারী পরিকল্পনা বলেছি। বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে শহরাঞ্চলে এই ইলোপ পদ্ধতি চালু করলে পাল্টা সংগ্রামের মুখে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। জনগণ এই বিচ্ছিন্ন চোরা গোপ্তা আক্রমণ ও ইলোপ পদ্ধতি সমর্থন করবে না। শহরে আমরা বিপদাপন্ন হলে বৃহত্তর সংগ্রামের অন্যতম প্রত্যঙ্গ হীনবল হয়ে পড়বে।

—তুমি ঠিকই বলেছো।

—আমি গুয়াতেমালা, ভেনেজুয়ালার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। আমি দেখাতে চেয়েছি এই ইলোপ পদ্ধতি গ্রহণ করায় কারাকাস-এ প্রতিক্রিয়াশীল শাসক কী নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছে। অথচ জনগণের

সমর্থন তারা পায় নি। তাছাড়া এ ধরণের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সাহায্যে করবে না। তারা আমার কথায় উত্তেজিত। শেষে আগামী কোচাবাম্বা অধিবেশন পর্যন্ত এ পরিকল্পনা বন্ধ রাখবে বলে জানিয়েছে। মারকাস্, এই অতিবাম হটকারীদের সেদিন বোঝানোর দায়িত্ব তোমার।

—এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার অনুপ্রেরণা হতাশা থেকে। এ কাজ কোনো কারণেই সমর্থন করা চলে না। সহজে বাজিমাৎ করার চেষ্টা। বৈপ্লবিক সংগ্রামের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। রেজি স্তব্রে গ্রেপ্তার হবার পর সুক্রে ইউনিট এ ব্যাপারে একটু বেশী ভাবছে। তবে আশা করা যায় ১০ তারিখের অধিবেশনে তাদের এই পরিকল্পনাকে ঠেকানো যাবে। যাক তুমি যে সব যোগাযোগ ঠিকমত করতে পেরেছো এইটাই বড় কথা। অসম্ভব না হলে রিকার্দো সেদিন নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু দেখ মাতিনো, ইউজেনিও বা এ্যালভারো কারো কোনো পাত্তা নেই। তুমি একটা বুদ্ধি বাৎলাতে পার?

—অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আজ রাতটা দেখতে হবে। কাল সকালের মধ্যেও যদি খবর না পাওয়া যায়, তবে তখন যাহোক ভেবে ঠিক করা যাবে।

কথার মাঝখানে এগুয়ের-এর স্ত্রী হেদি এসে ঘরে ঢোকে। গরম কফির সঙ্গে ঝাল ঝাল শুকনো মাংস ভাজা। মাতিনো এক গাল হেসে বলে,

—সত্যি, তুমি কি করে বুঝতে পার বলতো, বড্ড ক্ষিদেই পেয়েছিল।

—শুনেছি শুকনো মাংস ভাজা খেতে তুমি ভালবাস।

—এগুয়ের কোথায়।

—বাইরে পাহারায় আছে। তার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। গন্ধ নাকে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ঠিক আসবে।

হেদির উনুনে জল ফুটছিল। মারকাসের দিকে কফি পাত্রটি দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

নিজেদের আলোচনায় ওরা ফিরে আসে,

—তুমি বলছো ওরোরো রেলষ্টেশন পর্যন্ত কিছু হয় নি, কিন্তু ঘটনা যা ঘটবার তারপরই যা কিছু ঘটবে। তুমি আমাকে শুধু সান্ত্বনা দিচ্ছো। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরা হয়তো বিপদে পড়েছে।

—অসম্ভব কিছু নয়। তবে আমি যতদূর দুজনকে জানি ওরা হটকারীর মত কিছু করে বসবে না। পরিকল্পনা যাই থাক, বাস্তব ঘটনাচক্রে তাদের কর্মপদ্ধতি পাল্টাতে হয়েছে হয়তো। কাল সকালে তুমি সঠিক খবর জানতে পাবে। এ নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

—ইউজেনিও অনেক সময় মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

—ইউজেনিও বা এ্যালভারো আগের চেয়ে অনেক বদলেছে। ওদের সাহস বেড়েছে। ভেবে চিন্তে কাজ করবার বুদ্ধি ওদের পরিণত। গুরুতর কোনো সংঘর্ষের আশঙ্কা নেই, তবে দিনদুপুরে যত নির্জন পথই হোক না, বিপদ সব সময়েই আছে। তারা যদি সশস্ত্র হয় তবে সংঘর্ষ ছোটখাটো একটা হতে পারে। তবে এ নিয়ে অযথা চিন্তা করা অর্থহীন। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

দুজনের আলোচনা চলে অনেকক্ষণ। বাইরে পাহারারত এগুয়ের। প্রাচীন এক লোকসঙ্গীতে সে তন্ময় হয়ে আছে।

ওরোরো-কোচাবাম্বা প্রধান সড়কে ইউজেনিও আর এ্যাল-ভারো উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন। তার চেয়ে বড় সুবিধা অল্প পরিসর জায়গায় বিপজ্জনক এক বাঁক। গাড়ির গতি পাঁচ মাইল বেগে রাখবার নির্দেশ আছে। এ্যালভারো

এই জায়গাটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক ও নিরাপদ মনে করেছে।

মাঝে মাঝে গাড়ি দুদিক থেকেই আসছে-যাচ্ছে। তবে সংখ্যায় তারা সামান্যই। জনমানবহীন পাহাড়ী পথে হু হু করা ঝোড়ো হাওয়ার একমাত্র ক্লান্তিহীন অস্থিরতা।

ঘড়িতে বেলা দুটো। ইউজেনিও বলে,

—আর দশ মিনিটের মধ্যে যা হয় কিছু ঘটে যাবে।

—কিন্তু আমি ভাবছি ইউজেনিও, পথে যদি গাড়িতে এই নির্জন পথটা অতিক্রম করতে পুলিশ বা সশস্ত্র পাহারা সঙ্গে নেয়, তবে মুখোমুখি সংঘর্ষের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

—ওরা সশস্ত্র নয়।

—তবু আমি মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করবো।

—বুঝেছি তুমি ভাবছো ওরোরো-তে পাহারা তারা নিতে পারে।

—খুব স্বাভাবিক।

—তাছাড়া পেছনে অন্য গাড়ি থাকলে আমাদের অসুবিধা হবে।

—ঠিক আছে তুমি তোমার জায়গায় পজিশন নাও। তোমার নির্দেশ পেলেই আমি গাড়ি পথের মাঝখানে নিয়ে আসবো।

ইউজেনিও আর একবার ঘড়ি দেখে। রাস্তা অতিক্রম করে উল্টোদিকের বড় গাছটির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। এ্যালভারো পেছনটা দেখে নিয়ে নিজের প্রস্তুতি আর একবার বুঝে নেয়।

পর পর দুখানা গাড়ি অতিক্রম করে গেল।

নিদারুণ এক উৎকণ্ঠা সময়ের ওপর বয়ে চলে।

রেড ক্রশ চিহ্নিত একটা সাদা ভ্যান যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। তাতে আছে ওষুধ ও রক্ত প্লাজামা। লা-পাজ থেকে কোচাবাম্বা-র পথে এ জায়গায় বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছানোর কথা। ওরোরো-তে টেলিফোনে ইউজেনিও সংবাদ পেয়েছে গাড়ি আসছে। আরোহী ড্রাইভার ছাড়া দুজন। একজন হাসপাতালের কর্মচারী। অপর জন নার্স। এরা নিরস্ত্র।

ছুটো পাঁচ। এ্যালভারো চাবি ঘুরিয়ে তার গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে। তোয়ালেতে ঢাকা সাব-মেসিনগানটি পেছনের সিট থেকে নিজের হাতে তুলে নেয়।

ছুটো সাত। একটা ছোট্ট ইঁটের টুকরো বনেটের উপর এসে পড়লো। এ্যালভারো বিলম্ব না করে গাড়িটা ধীরে ধীরে রাস্তার মাঝখানে এনে পেছনে তাকায়।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই সাদা ভ্যানটা নজরে এলো। ইউজেনিও তোয়ালের মোড়কটা হাতে নিয়ে নেমে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান পেছনে এসে গেছে।

—গাড়ি খারাপ হলে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ান। পথ আটকাবেন না। কী হয়েছে কী গাড়ির?

সাদা ভ্যানের ড্রাইভারের কণ্ঠে বিরক্তি।

এ্যালভারো লক্ষ্য করে ইউজেনিও ভ্যানের পেছনের দিকে ইতিমধ্যে হাজির হয়েছে। পাশাপাশি তিনজন আরোহী। নার্স বসেছে অপরপ্রান্তে। তরুণী বলা চলে। ডাগর আঁখিতে উপেক্ষা। ড্রাইভার ও অপর জন নিচু হয়ে এ্যালভারোর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। এ্যালভারো বিনয়ের হাসি ঠোঁটে টেনে সামনে এগিয়ে আসে। সেই মুহূর্তে উল্টোদিকের দরজাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলেছে ইউজেনিও।

সবটাই মুহূর্তে ঘটে গেল। ইউজেনিও-র ঠোঁটে নিদারুণ এক কাঠিন্য ফুটে ওঠে। আদেশের সুরে বলে,

—গাড়ি থেকে নামতে চেষ্টা করবে না, নইলে আমি গুলি করে মারতে বাধ্য হব। গাড়ি রাস্তা ছেড়ে পাশে নিয়ে চল।

উইণ্ডস্ক্রীনের মধ্যে সাব-মেসিনগানের নলটা ইউজেনিও ধরে রাখে। ড্রাইভার বিনা বাক্য ব্যয়ে রাস্তা থেকে গাড়ি পাশে নিয়ে আসে। এ্যালভারো তার গাড়ি ঠিক তার পেছনে এনে রাখে।

—আমরা জরুরী ওষুধ-পত্র নিয়ে কোচাবাম্বা যাচ্ছি। আমাদের

সঙ্গে অস্ত্র কিছু নেই। আপনারা ভুল করেছেন।

নার্সের দিকে সাপের ক্ষিপ্রতা নিয়ে ইউজেনিও ফিরে তাকায়,

—চুপচাপ বসে থাকুন। প্রাণ নিয়ে যদি বাঁচতে চান নড়াচড়া করবেন না।

এ্যালভারো ওদিকে তৎপর হয়ে উঠেছে। ভ্যানের পেছনের প্রবেশপথ মুক্ত করে রক্ত-প্লাজামা আর যাবতীয় ওষুধ-পত্র নিজের গাড়িতে তুলতে থাকে। তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে গাড়ি সে শূন্য করে ফেলে।

এ্যালভারো কাজ শেষ করে এবার সামনে এগিয়ে আসে। ভ্যানের চাবিটি নিল। বনেট খুলে ছুটো ব্যাটারী খুলে নিয়ে নিজের গাড়িতে ফিরে এলো।

পর পর ছুখানা গাড়ি বেড়িয়ে গেল।

ইউজেনিও-র উদ্ধত সাব-মেসিনগানের সামনে বসে আরোহী তিনজনের সে বড় করুণ অবস্থা। গাড়ির চাবি ও ব্যাটারী খুলে নেওয়ায় ড্রাইভার ক্ষীণ কাতরোক্তি করে।

এ্যালভারোর ইঙ্গিতে ইউজেনিও এবার নিজের গাড়ির দিকে ফিরে আসে। শেষবারের মত সতর্ক করে,

—আপনারা অক্ষত অবস্থায় যদি ঘরে ফিরতে চান তবে এখানে এভাবেই কিছুক্ষণ বসে থাকুন। আমার অন্য পাহারা আপনাদের ওপর নজর রাখছে।

নার্স ক্ষোভের সঙ্গে প্রতিবাদ করে,

—কতক্ষণ আমাদের বসে থাকতে হবে?

—আমরা যতক্ষণ না নির্বিঘ্নে এ এলাকা ছেড়ে যাই।

—কিন্তু এ যে ডাকাতি! আমাদের নিরস্ত্র পেয়ে—

—এবার থেকে সশস্ত্র থাকবার চেষ্টা করবেন।

ইউজেনিও গাড়িতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে এ্যালভারোর গাড়ি পথে নেমে আসে।

—আমাদের সময় লেগেছে মোট সাত মিনিট।

এ্যালভারো ইউজেনিওর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে,

—আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। ট্রেন আসছে। পেছনের লেবেল-ক্রসিং এখনই বন্ধ হচ্ছে। পাঁচ মিনিটের পথ আমরা এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় চেক পোষ্টের আগেই বাঁদিকের সড়ক আমাদের ধরতেই হবে। মাতিনোর পাঠানো ট্রাক সেখানে বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে। ট্রাকে মাল তুলে দেওয়াটা নির্বিঘ্নে সমাধা হলে বুঝবো সামনে আমাদের আর বিপদের আশঙ্কা নেই। আমরা ট্রেনে ফিরবো, তবে একসঙ্গে থাকবো না। আধঘণ্টার মধ্যেই পুলিশী অভিযান চারদিকে স্থুরু হবে। রেল স্টেশনের কাছাকাছি এই গাড়ি আমরা রাখবো না, কারণ গাড়ি সনাক্ত করতে পারলে পুলিশ সহজেই অনুমান করবে আমরা ট্রেনে ফিরছি। মাল ভর্তি ট্রাকই আমাদের নিকটবর্তী রেল স্টেশনে নামিয়ে দেবে। পরিত্যক্ত গাড়িটাও খুঁজে পেতে ওদের দেরী হওয়া উচিত।

এ্যালভারো চূড়ান্ত গতিতে গাড়িকে ঝড়ের বেগে নিয়ে চলে। ইউজেনিও বলে,

—নেহাৎই আনাড়ী। তবে এত অপ্রত্যাশিত, যে ওরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারে নি।

—প্রথম থেকেই আমাদের যাত্রা শুভ হয়েছে। ওরোরো থেকে টেলিফোনটাও ঠিক সময়ে এলো।

জনশূন্য ওরোরো-কোচাবাম্‌বা হাইওয়ে। সরল মসৃণ পথ। খনিমালিকদের যানবাহনের প্রয়োজনে অন্যদিন এ পথ ব্যস্ত থাকে। আজ ছুটীর দিন। পথে তাই গাড়ির ভীড় সামান্যই।

এদিকে রিকার্দো দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে। মারক্যুইস-এর সুনিপুণ দক্ষতা আর নিরাপদ এই আশ্রয় শিবিরের কথা রিকার্দো জীবনেও ভুলতে পারবে না। যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, মারিয়াকে নিয়ে। কিন্তু মারিয়াকেও খুব সহজ হতে দেখে রিকার্দোর ভাল লাগে। বরং তার তরফ থেকেই স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অসুবিধে হয়েছে। পূর্বস্মৃতি মাঝে মাঝে কেমন যেন সব ওলটপালট করে দেয়।

মারিয়া শুধু একা নয়, মেয়েরাই হয়তো এই রকমই। মারক্যুইস-এর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে সুন্দর। সামান্য রকম অভিযোগ নেই রিকার্দোর। তার জন্যে এত করবে ভাবতেই পারে নি।

এমন এক দিন ছিল যখন মারিয়া রিকার্দোর জীবনে ছিল অনেকখানি। মারক্যুইস অন্য পাঁচজনের মত বন্ধুত্বের অধিকার নিয়েই মিশেছে। তখন রাজনীতিহীন জীবন কারো নয়। একমাত্র রিকার্দোই ছিল তাদের মধ্যে পহেলা নম্বর। ছাত্র নেতা, পার্টির নবীনদের মধ্যে অবিসংবাদিত নেতা আর খনি অঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সবে প্রবেশ করেছে সে। ইয়োরোপ আর আমেরিকার বহু রাজনৈতিক অধিবেশনে রিকার্দো যোগদান করেছে। মস্কো গেছে কয়েকবার। নিয়মিত পাসপোর্ট আর ভিসা নিয়েই রিকার্দো হাভানায় কয়েকবার যাতায়াত করেছে।

রায়ো ডি জেনেরোর এক বিশেষ অধিবেশনে রিকার্দো বলিভিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলো। কয়েকজনের সঙ্গে মারিয়াও এসেছিল অধিবেশনে যোগ দিতে। রিকার্দোর রচনা অধিবেশনে আশ্চর্যরকম সাড়া তোলে। অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে শিক্ষাকেন্দ্রে ও রাজনৈতিক পটভূমিতে দক্ষিণ আমেরিকার ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ঐতিহাসিক নজীর ব্যাখ্যা করেছে সে। ১৯১৮ সালের কার্দোবা ম্যানিফ্যাস্টো থেকে সুরু করে দেশ

বিদেশের গেরিলা ফ্রন্ট গড়ে তোলবার অতি বিপ্লবী ইতিহাসের ধারা সকলের সামনে তুলে ধরেছিল। আর্জেন্টিনার য়ুনিভারসিটিতে ছাত্রদের বৈপ্লবিক অধিকার কী ভাবে পেরু, চিলি, কলম্বিয়া ও পরে ধীরে ধীরে প্যারাগুয়া, ব্রেজিল ও বলিভিয়া হয়ে মেক্সিকোতে পৌঁছেছে, সেই সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনের ধারা রিকার্দোর রচনায় স্থান পায়।

অনেকের মত মারিয়াও মুগ্ধ হয়েছে। বলেছিল,

—তুমি একটা অদ্বিতীয় লোক। তোমার জন্যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে গর্বিত। তোমার পৌরুষ আছে।

—তোমার রমণীয়তায় আমিও কিছুমাত্র কমতি দেখছি না। রায়ো-ডি-জেনেরোর ছাত্ররাও অতিমাত্রায় সজাগ; পীস-কোর-এর ইয়াঙ্কীদের সবাই এখানে শাইলক বলে চেনে। তবে তোমার মত পোর্শিয়ার আজ এখানে একান্ত অভাব।

পুরোপুরি অতিভঙ্গী, তবু কথাগুলো বলতে ভাল লেগেছিল। অবশ্য শুধু মারিয়াকে খুশী করতে চেয়েছিল কখনই বলা চলে না। সময় হাতে পেলেই দুজনকে বেরিয়ে পড়তে দেখা গেছে। চন্দ্রাকৃতির কোপাকাবানায় জলকেলী নয়, সাও পাউলো বন্দরে নিগ্রো শ্রমিক-দের সমাবেশে। সংগ্রামী ছাত্রদের মধ্যে। আর তরুণ বুদ্ধিজীবিদের আলোচনা চক্রে।

সেদিনের কথা রিকার্দোর স্পষ্ট মনে আছে। সবে ডিনার শেষ করেছে রিকার্দো। বিরাট এক ইয়ুথ হোস্টেলে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। রায়ো শহরের এক নতুন পরিচিত ছাত্রনেতা হঠাৎ রিকার্দোকে টেলিফোনে ডেকে পাঠালো। বিশেষ দরকার, জরুরী আলোচনা আছে।

হোস্টেলে সে রাত্রে রিকার্দো আর ফিরতে পারে নি।

গভীর রাত্রে ইয়ুথ হোস্টেল আক্রান্ত হলো। সশস্ত্র ফৌজের হাত থেকে সেদিন কেউই নিস্তার পায় নি। গ্রেপ্তার এড়ানো

যায় নি। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট গুলার্ট পলাতক। সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে অতর্কিতে। রেণীয়েরী মাজিল্লি ক্ষমতা দখল করেছেন।

রিকার্দো আত্মগোপন করে। পথে মানুষের জটলা। এক শ্রেণীর জনতার উল্লাস অন্ধকার রাজপথকে আরও বেশী ভয়াল করে তোলে।

ব্রেজিলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ এক নতুন মোড় নিল। সন্দেহ হচ্ছিলো, কিন্তু গুলার্ট বিরোধী শক্তি যে এভাবে সংহত হয়েছে বোঝা যায় নি।

একমাত্র মার্কিন রাষ্ট্রদূত গর্ডন হয়তো গোটা ব্যাপারটাই জানতেন। রেণীয়েরী মাজিল্লির সরকারের বয়স যখন বারো ঘণ্টা, তখনই প্রেসিডেন্ট জনসনের জরুরী বার্তা এলো। নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছাবাণীতে বলা হলো, নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা আপনার পাশে আছি।

দেশব্যাপী ধরপাকড়। শ্রমিক এলাকায় সন্ত্রাস। ডক এলাকায় চলে গুলিবর্ষণ। ধৃত বিদেশী ছাত্রদের অবশ্য মুক্তি দেওয়া হয় কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্রেজিল ছেড়ে যাবার নির্দেশ আসে।

মাত্র দশ দিন। রেণীয়েরী মাজিল্লির দিন ফুরিয়ে এসেছিল। চীফ অফ স্টাফ, জেনারেল ক্যাস্টিলো ব্রান্‌কো কংগ্রেসের সমর্থনে প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করেন। উদ্বোধনী ভাষণে নতুন সরকারের পরিকল্পনার যে চিত্র তুলে ধরলেন তাতে অনেক গুলার্ট বিরোধীদেরও হৃদকম্পের কারণ হলো।

রাজনীতি বোঝেন জেনারেল ব্রান্‌কো। বিরুদ্ধ সমালোচনা এড়ানোর জন্যে বিদেশীদের মুক্ত করে দিলেন। তাছাড়া জেলখানায় নিজের দেশের অবাঞ্ছিত বামপন্থীদের যথেষ্ট জায়গার প্রয়োজন ছিল।

মাসখানেক পর রিকার্দো দেশে ফিরে আসে। প্রতিনিধিদের অন্য সবাই আগেই ফিরে এসেছে। পৌঁছে গেছে মারিয়াও।

এ সব কথাই রিকার্দোর আজ নতুন করে মনে পড়ে।

মনে পড়ে ফিরে এসে মারিয়ার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হলো। এক পাব-এ ঢুকেছিল দুজনে। মারিয়ার সুন্দর দেহশ্রী কৃশ হয়েছে। ঠোঁটে ওর কথা ছিল না। কেমন যেন অসহায়। কষ্ট পাচ্ছিলো হয়তো, হাতটা ধরতেই বুকের মধ্যে ভেঙ্গে পড়লো। সেই প্রথম রিকার্দো মারিয়াকে চুমু খেয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে।

—আমি ভয় পেয়েছিলাম।

—কেন ?

—ভেবেছিলাম তুমি আর ফিরবে না।

—কে জানতো এমন হবে। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট গুলার্ট নিজেও সন্দেহ করেন নি। তার আগের দিন তিনি মাছ ধরতে গিয়েছিলেন।

—তুমি জানান না দিয়ে গেলে, আমরা ভেবেছি তোমাকে বাইরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কেউ কেউ আশঙ্কা করেছে তুমি বেঁচে নেই।

—আসলে সেইরাত্রে জরুরী খবর পেয়ে আমি হোস্টেল ত্যাগ করি। ক্যু-ডেটা-র খবর না পেলেও গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে আশঙ্কা করা হলো। আমাদের বৈঠকে স্থির হয় পরদিন অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে সবাইকে দ্রুত রায়ো ছেড়ে যেতে বলা হবে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি তখন শহরের উপকণ্ঠে। প্রেসিডেন্ট গুলার্ট রায়ো ছেড়ে পালিয়েছেন। তোমার খবর আমি অবশ্য পেয়েছি। তোমরা সবাই গ্রেপ্তার হয়েছো পরদিনই জানতে পেরেছি। আমাদের কজনের অজ্ঞাতবাস ছাড়া উপায় ছিল না।

সারাটা দিন মারিয়া সেদিন রিকার্দোর সঙ্গে ছিল। শরীর ও মনে পরিশ্রান্ত রিকার্দো বলে,

—সান্তাক্রুজ চল। আমরা সপ্তাহ শেষ করে আসবো।

—এর আগেও তুমি অনেক পরিকল্পনা করেছো, তাই বিশ্বাস হয় না।

—এবার যাব। কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে কী জান এমন

সব দায়িত্ব আসে, এড়ানো কঠিন। আর দায়িত্ব এড়ানো আমি কোনো সময়ই ভাবতে পারি না।

—ব্যক্তিগত জীবন বলে আমাদের তো কিছু থাকতে পারে।

—তা যদি বল তাতে আমি একমত নই। আমাদের কোনো ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই। তবে সময় করতে হয়। সে সময় আমি করবো।

—অনেক সময় আমার কেমন যেন ভয় করে।

—ভয়!

—মনে হয় তুমি এত চড়া সুরে বাঁধা মানুষ, তোমার সঙ্গে আমি পারবো না।

—এ তোমার অহেতুক আশঙ্কা।

—অহেতুক ঠিক নয়।

—কেন তুমি কী প্রস্তুত নও?

—আমার ভয় রিকার্দো কোথায় জানো, আমার অনেক সময় ভয় করে তোমাকে হয়তো পুরোপুরি মর্যাদা আমি দিতে পারবো না। যুক্তি হয়তো নেই, কিন্তু এগুলো সম্পূর্ণ আমার মনের কথা। রায়োতে গিয়ে এটা আমার অনেক বেশী করে মনে পড়েছে।

—কী ভেবেছো?

—ঐ যে ব্যক্তিগত জীবনের কথা। আমার নিজের প্রস্তুতি আমি নিজেই জানি না।

—প্রস্তুতি আপনা থেকে আসে না। পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের এ প্রস্তুতি আসে। প্রস্তুতি মানুষ অর্জন করে।

—আমার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। সেখানে তোমাকে জড়িয়ে যখন দেখি তখন কেমন ভয় করে। তোমাকে আমি হয়তো সুখী করতে পারবো না।

—কিন্তু তোমাকে হারালে আমার তো কিছুই থাকবে না।

—তুমি কী সত্যি বলছো?

—একেবারেই। ষোলো আনা মনের কথা।

দিনটির কথা রিকার্দোর স্পষ্ট মনে আছে। আরও বহু কথা; অনেক কথার হিজিবিজি। সেদিন যেন কেউ কাউকে ছাড়বে না। আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিয়ে মারিয়া পরক্ষণেই পাগলের মত চুমুতে চুমুতে রিকার্দোর মুখটা ভরিয়ে তুলেছে, সে কথাও রিকার্দোর মনে পড়ে।

তবে সান্তাক্রুজ-এ সপ্তাহ কাটানো হয় নি। কাজের মধ্যে ডুবে গেছে রিকার্দো। ক্রমেই আরও দায়িত্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে সুরু করে।

এদিকে পাজ এসতেন্সসোরো-র শাসন ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে তৃতীয়বারের মত আরও চার বছরের মেয়াদে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়া থমথমে। আর্মি অশান্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী নেতারা নির্বাসিত বা পলাতক। য়ুনিভারসিটি প্রাঙ্গন বিক্ষুব্ধ। প্রেসিডেণ্ট এক রকম নিজের প্রাসাদে বন্দী। দেহরক্ষীদের পাহারায় তিনি নিদ্রা যান। চতুর পাজ পদধ্বনি হয়তো শুনতে পেয়েছিলেন।

সূত্রপাত কোচাবাম্বায়। পুলিশের গুলিতে একজন ছাত্র প্রাণ হারালো। যদিও গুলিবর্ষণের ঘটনা নিত্য ও প্রত্যহের, তবু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ড আবেগে লা পাজ-এ ছড়িয়ে পড়ে। জনতা ও পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয় দেশ জুড়ে। খনি এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়ন রেডিও থেকে বিদ্রোহের ডাক আসে। প্রায় ছয় শত ছাত্র লা পাজ য়ুনিভারসিটি অবরোধ করে রইলো। তারা সশস্ত্র। পুলিশের উপর তারা মেশিনগান চালাতে সুরু করে।

প্রেসিডেণ্ট পাজ গোটা দোষ চেক দূতাবাসের উপর চাপিয়ে দিলেন। বললেন, ছাত্র ও শ্রমিকেরা চেক নির্মিত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে। প্রেসিডেণ্ট পাজ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে

কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন পরদিন।

অভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সম্পূর্ণ নেতৃত্বহীন। পার্টির ভূমিকা দ্বিধাগ্রস্থ। বিদ্রোহী পার্টি কর্মীরা এই সংঘর্ষ ও উত্তাপকে কাজে লাগাতে চায়।

রিকার্দো শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা দেয়,

—গণতন্ত্রের ধ্বজাধারি প্রেসিডেণ্ট পাজ-এর শাসন আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। রক্তাক্ত দীর্ঘ শাসনে দেশ আজ পর্যুদস্ত। এ শাসনের অবসান হতে চলেছে। কিন্তু আমরা কাকে চাইছি? এই অভ্যুত্থানকে আজ সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবে কারা? কয়েক মাস আগে ব্রেজিলে গুলার্ট শাসনের পতন আমি নিজের চোখে দেখেছি। প্রেসিডেণ্ট পাজকে সরিয়ে আমরা কী ধরণের সরকার কায়েম করবো সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আমি দেখতে পাচ্ছি জনগণের এই ধূমায়িত অসন্তোষ, সংগ্রামী মেহনতী মানুষ ও বিপুল নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক প্রয়াসকে দেশের আর্মি কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। আমরা কোনো কারণেই সামরিক প্রধানদের হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে দিতে পারি না। জেনারেল ওভানদো আজ জনগণের সমর্থন চাইছেন, জেনারেল বারিয়েনতোস কোচাবাম্‌বা সফর করছেন। তিনি আজ আমাদের দেশের বিতর্কিত সীমানা নিয়ে প্যারাগুয়াকে দোষরোপ করছেন ও প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে চিলির বলিভিয়ার ভূখণ্ড গ্রাস করবার কথা তুলে জাতীয় সংহতি ও উৎকট স্বাদেশিকতায় দেশের জনগণ-কে বিভ্রান্ত করবার সস্তা রাজনীতিতে মেতেছেন। কিন্তু সামরিক প্রধানদের চরিত্র আমরা জানি। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, মার্কিন মূলধন আজ দেশের পাজ বিরোধী শক্তিকে খাকি শাসনের দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে।

আমাদের সামনে এখন কঠিন প্রশ্ন, আমরা কী করবো? সশস্ত্র সংগ্রামই আজ একমাত্র পথ। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির

বিরুদ্ধে দেশের সংগ্রামী সমস্ত সক্রিয় চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করা আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলো কেন্দ্রীভূত করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশের সর্বস্তরে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে। বাহান্নো সালের তথাকথিত বিপ্লবে জনগণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। একমাত্র প্রকৃত গণজাগরণের মধ্যে বিপ্লবী, সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই এ হবে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রচণ্ড চাপের ভয়ে সংগ্রামবিমুখ নেতৃত্বকে সরিয়ে প্রকৃত সংগ্রামী নেতৃত্ব দিতে হবে। গোটা দেশের নিপীড়িত জনগণ, শ্রমিক ও কৃষকেরা এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে। এই বৈপ্লবিক সংগ্রামে অস্ত্র একটি হাতিয়ার মাত্র, প্রধান শক্তি নয়। জনগণই শক্তির উৎস।

এ সমস্ত কিছুই প্রাসঙ্গিক। বিগত কয়েক বছরের পটভূমিতে সত্যিই রিকার্দোর ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছুই ছিল না। অবিশ্রান্ত প্রবহমান ঘটনাস্রোতে শুধু সামনে চলতে হয়েছে। বলিভিয়ার রাজনৈতিক দুর্যোগ রিকার্দোর ব্যক্তিগত জীবনকে চূড়ান্ত এক সঙ্কটের মধ্যে টেনে নিয়ে চললো।

তারপরের ঘটনা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত। সামরিক চক্র লা পাজ দখল করেছে। প্রেসিডেণ্ট পাজ এসতেন্সসোরো নির্বাসনের পথে এল্ আলতো এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেছেন। জেনারেল বারিয়েনতোস বলিভিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন।

দেশের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করা যায় নি। সংগ্রামী মানুষের বিচ্ছিন্ন আন্দোলন সামরিক প্রচণ্ড চাপের মুখে পিছু হটলো। পাজ শাসনে বিপর্যস্ত মেহনতী মানুষ দৃশ্যমান পহেলা নম্বর দুশমনের পরাজয়ের মধ্যে বিজয়ের আনন্দ পেল। তারা পরিবর্তন চাইছিল। পরিবর্তিত শাসকের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে তাদের উৎসাহ কম। সর্বত্র এই হয়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে গণতন্ত্রের নিষ্ঠুর শাসনে বিপর্যস্ত নির্বোধ মানুষ নিষ্ঠুরতর সামরিক চক্রের হাতে

এইভাবেই পলিটিক্যাল ব্ল্যাঙ্ক চেক্ তুলে দেয়।

শাসকশ্রেণী দেশের বৈপ্লবিক চরিত্রের মূল্যায়ন করেছে। সংগ্রাম বিমুখ বামপন্থী নেতৃত্বকে সে ঠিক চিনেছে। তাই শাসনের তীব্রতার প্রয়োজন হয় নি। শাসনযন্ত্রকে সংহত করায় বাধা হবে না। এমন কী তথাকথিত অতি বিপ্লবীদেরও উপেক্ষা করা চলে। তবে এদের 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' খেলার ওপর নজর রাখতে হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গ্রেপ্তার হলো। রিকার্দো আর মারকাস্ ধরা পড়লো।

ওরা আটক ছিল ছ-মাস। রাজবন্দীদের মুক্তির কথা পূর্বাহ্নেই সরকারী সমস্ত প্রচারযন্ত্র থেকে সরবে ঘোষণা করা হয়। দৈনিক সংবাদপত্রে ও বেতারে সে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

জেল গেটের বাইরে অপেক্ষারত কারো দেখা না পেয়ে রিকার্দো বিস্মিত হয়েছে। অন্তত কয়েকজনকে সে দেখবে আশা করেছিল। অন্তত মারিয়া! পরক্ষণেই মনে হয়েছে ঠিক সময়ে খবর হয়তো পৌঁছোয় নি। অযথা গোয়েন্দা পুলিশের চোখে পড়াও অর্থহীন।

ঘরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রিকার্দোর থেকেও নেই। বন্দী অবস্থায় মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিল। ঘরের সঙ্গে শেষ টানটুকু ছিন্ন হয়েছে।

মারকাস্ প্রথম খবর আনে। শুধু শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ নয়, পার্টি রিকার্দোর বিরুদ্ধে পুরোপুরি দেশদ্রোহীতার অভিযোগ তুলেছে। সে বড় নিষ্ঠুর। বড় নির্মম। প্রচণ্ড ও ক্ষমাহীন।

ইয়োরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ছাত্র অধিবেশন ও যুব উৎসবে রিকার্দোর ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগ তোলা হয়েছে। প্যারীর ছাত্র অধিবেশনে রিকার্দো যদিও বলিভিয়ার ছাত্র ইউনিয়নের মনোনয়ন পেয়েছে, তবু সেখানে যথেচ্ছ ভাবে খরচা করবার টাকা জুগিয়েছে হল্যাণ্ডের এক দুধের কোম্পানী। ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টুডেণ্ট কনফারেন্সের টাকায় রিকার্দো ইয়োরোপ ঘুরেছে। সি. আই. এ-র টাকা কাপলিন ফাণ্ড মারফৎ আই. এস. সি-র হাতে আসে। ভিয়েতনাম সম্পর্কে আলোচনার দিনও রিকার্দো

অনুপস্থিত ছিল। তিনি সারাটা দিন লুভর-এ কাটিয়েছেন ও বেশীর ভাগ সময়ই তাঁকে প্যারীর সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবি বোহেমিয়ানদের আসরে দেখা গেছে। রিকার্দো সমাজতান্ত্রিক চীনের পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরুদ্ধে সই দিয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। সাম্প্রতিক রায়ো ডি জেনেরো-র অধিবেশনে রিকার্দোর গতিবিধি নাকি সন্দেহজনক ছিল। আই. এস. সি-র সঙ্গে যুক্ত অনেকেই সামারিক অভ্যুত্থানের কথা জানতেন। রাত্রে রিকার্দোর রহস্যজনক অন্তর্ধান ও গ্রেপ্তার এড়িয়ে বলিভিয়া ফিরে আসা তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বস্ত সূত্রে নাকি জানা গেছে সাইমন ক্রুয়িল, যিনি রায়ো ডি জেনেরো-তে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ন্যাশনাল ষ্টুডেণ্ট এসোসিয়েশন-এর অন্যতম প্রতিনিধি ও সাউ পাউলো-র দ্বিতীয় আর্মি-র কমাণ্ডার জেনারেল ক্রুয়িল-এর ভাইপো (জেনারেল ক্রুয়িল ক্যু-ডেটা-র অন্যতম পাণ্ডা, যিনি প্রেসিডেণ্ট গুলার্ট-কে টেলিফোনে কমিউনিষ্টদের নিকেশ না করবার জন্যে ধমকেছিলেন)-র নির্দেশে প্রতিনিধি দলকে না জানিয়ে রিকার্দো আত্মগোপন করেছিলেন। রায়ো ডি জেনেরো-র পথে যখন গ্রেপ্তার আর গুলিবর্ষণ চলেছে, রিকার্দো শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলে পলাতক অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন। সমস্ত খরচাপত্র সাইমন ক্রুয়িল বহন করেছেন। এ সব অর্থ এসেছে বর্ডেন ট্রাষ্ট, ফ্রেডারিক ব্রাউন ফাউণ্ডেশন ও কাপলিন ফাণ্ড থেকে। যদিও এই সমস্ত সংস্থার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা রিকার্দোর জানার কথা নয়, এমন কী এই সমস্ত সংস্থাই সে খরচাপাতি চালিয়েছে রিকার্দোর অজ্ঞাত থাকতে পারে, কিন্তু সাইমন ক্রুয়িল-এর মত মানুষ, কেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রিকার্দোসহ শুধু কয়েক জনের নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাতে গভীর সন্দেহের উদ্রেগ করে। দেশে ফিরে রিকার্দো ছাত্র আন্দোলনের চেয়ে শ্রমিক আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি কমিউনিষ্ট বলে দাবী করেন। পার্টির সভ্য। তবু তার কর্মপদ্ধতি অতিবাম জুয়ান লিচিনের অনুগামী।

রিকার্দো পার্টি শৃঙ্খলা মানে না। নেতৃত্বকে দোষারোপ করে। অতি দ্রুত নেতা হতে চান। পার্টির মধ্যে দল পাকানোর অন্যতম প্রধান চরিত্র। প্রেসিডেন্ট পাজ উচ্ছেদের সময় তার দুমুখো নীতি লক্ষ্য করা গেছে। য়ুনিভারসাটি অধিকার করাকে ছাত্রদের ক্রোধের রাজনীতি বলেছেন। তাই রিকার্দো সম্পর্কে পার্টির আর কোনো দায়িত্ব নেই। স্বাভাবিক নিয়মে বহিষ্কারের হয়তো প্রয়োজন নেই, কারণ সভ্যপদের নূন্যতম শৃঙ্খলা না মানায় সভ্যপদের তালিকায় তাঁর নাম নেই আজ পনের মাস। তবু রিকার্দোকে বহিষ্কার করা হলো। রিকার্দোর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ভবিষ্যতে পার্টির আর কোনো দায়িত্ব রইলো না।

এ সমস্ত কথাই রিকার্দোর আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। মনে পড়ে মারকাসের মুখটা। আরও অনেক করে মনে পড়ে মারিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া।

'তুমি এসব বিশ্বাস করো', রিকার্দোর কথায় হয়তো প্রচ্ছন্ন একটু অভিমান ছিল।

—সত্যিই তুমি এসব কথা বিশ্বাস কর মারিয়া?

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বহু পরিচিত এক ল্যাণ্ডস্কেপ্ দেখতে মারিয়াকে অতিশয় মনযোগী হতে দেখা যায়। রিকার্দোর কথায় মারিয়া আস্তে আস্তে ফিরে তাকায়। সন্দেহ নেই, ঘৃণার লেশমাত্র ছিল না চোখে মুখে। শুধু ঠোঁটে লেগেছিল অনতিব্যক্ত উপেক্ষা,

—আমার মতামতে কী আসে যায়!

—আমি যদি বলি সবই ভুল। সবই মিথ্যে !!

—প্রতিবাদ করে লিখে জানাতে বাধা কোথায়?

—বাধা হয়তো নেই, কিন্তু আমি শুধু নিরপরাধ আর নিষ্কলুষ হবার চেষ্টা করবো?

—তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর হীন অভিযোগের তুমি প্রতিবাদ করবে না? বিচার চাইবে না তুমি?

—বিচার সভা সম্পর্কে বড় নিরুৎসাহ বোধ করছি। আজ পার্টির কাছে আমার সততার প্রমাণ দিতে হবে?

—তুমি তো বলছো সবই ভুল, সবই মিথ্যে। তুমি অসৎ নও, প্রমান করবে না?

—এতদিন পর মোটামুটি তুমি তো আমাকে জেনেছো। তোমার কী মনে হয় মারিয়া?

—আমি জানি না রিকার্দো।

—তবু।

—ভেবে দেখি নি। তবে গুরুতর এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমার বলার থাকলে প্রতিবাদ করা উচিত। আমি হলে তাই করতাম।

—আমি গোটাটাই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছি। আমি নিজের কথা ভাবছিই না।

—কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ তোমার বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ। নিতান্তই ব্যক্তিগত সমস্যা।

—তুমিও আমাকে বুঝতে ভুল করলে মারিয়া। এতটা আশা করা হয়তো আমার উচিত হয় নি।

'তুমি নিজের কথা ভাবছো না, গোটাটা তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখছো,' মারিয়ার কথায় বিদ্রুপ আর উপেক্ষা দুই-ই ছিল।

রিকার্দো মারিয়ার কথায় নির্বাক হয়ে যায়। মারিয়াকে সে বুঝতে চেষ্টা করে। এখানেও কী সে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করবে! রিকার্দোর চরিত্রের অপর্যাপ্ত প্রাণপ্রাচুর্য মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

ফিরে এসেছে রিকার্দো। জবাব একটা পাঠিয়েছিল। তাতে অভিমান ছিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনের লেশমাত্র আভাস ছিল না। আবেদন ছিল না সুবিচারের। একমাত্র মাসিক চাঁদা বাকি ফেলবার অভিযোগ ছাড়া প্রতিটি কথার তীব্র প্রতিবাদ তাতে ভরা ছিল। শেষ কটি লাইনে রিকার্দো জানিয়েছিল, সংগ্রামবিমুখ পার্টি

নেতৃত্ব ইদানীং তাকে বীতস্পৃহ করে তুলেছে। জাতির বৃহত্তর সংগ্রামের পটভূমিতে দেশবাসী আমার সততা যাচাই করবে। সেই হবে আমার পবিত্র পরীক্ষা।

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ডুবে গেছে রিকার্দো। খনি অঞ্চল ওরোরো। পূর্বের পরিচিতি নিয়ে কাজ চালাতে অসুবিধা। সে পার্টির সমর্থনহীন সন্দেহভাজন ব্যক্তি, অন্য দিকে এলাকা তখন ট্রটস্কীপন্থী বিখ্যাত নেতা জুয়ান লিচিনের কব্জায়। মাঝে মাঝে জুয়ান লিচিন শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ঘুরে যান। নানা ধরণের প্রচারে শ্রমিকবৃন্দ বিভ্রান্ত।

দিন গেছে। রিকার্দো একরকম ওদেরই একজন হয়ে গেছে। অতি অল্প সময়ে ওরোরো টিন খনি অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি পৌঁছে দিয়েছে রিকার্দো। রিকার্দোর এক মস্ত সুবিধা ছিল আঞ্চলিক ভাষায় সে অনর্গল বলতে পারতো। প্রচীন কুয়েচুয়া ভাষাতে ছিল অসামান্য দখল। স্থানীয় পার্টি কর্মীরা বিস্মিত হতো রিকার্দোর কথাবার্তায়। রিকার্দো বলে, ভাল কাজ সব সময় অনুযোগী। আপনারা যদি শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব এখানে দেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের সদর দপ্তরের অনুমোদন না থাকলেও আমি নিজেকে মার্কসবাদ লেনিনবাদের ছাত্র বলে জানি। আমি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে দাবী করি। আমরা সংগ্রামের পথে চলেছি। লক্ষ্য যদি এক হয়, ভিন্ন রাস্তা থেকে আমরা নিশ্চয়ই সবাই প্রধান সড়কে মিলিত হব।

—আপনাকে আমরা লিচিনের লোক মনে করেছি। শুনেছিলাম আপনি পার্তিদো ন্যাশনালিস্টা দলে যোগদান করেছেন।

—আপনারা যদি এরকম শুনে থাকেন আমার কিছুই করার

নেই। নাজী পার্টি 'ওন্‌সা'-র গোপন মিটিং-এ আমার হাত-পা ছুঁড়ে বক্তৃতা দেবার কথাও যদি শুনে থাকেন আমি নিরুপায়। কলঙ্ক যখন লেপন করা হয়, সে তখন কাণ্ডজ্ঞান হারায়। শুনছিলাম কারা যেন প্রচার করছে, ক্যু-ডেটা-র পর সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আমি ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছিলাম। তাতেই নাকি আমি মুক্ত হয়েছি। কথা হচ্ছে এই কলঙ্ক লেপনে আমরা কার হাত শক্ত করছি? শ্রমিক স্বার্থ দেখছি? এতদিন এই ওরোরোতে আমরা কী দেখেছি? একদিকে ছিল খনি মালিকদের পেটোয়া দালাল ইউনিয়ন, অন্য দিকে কাণ্ডজ্ঞানহীন—পার্তিদো ন্যাশনালিস্টা। লিচিনের ওভারকোট পরা ছবি প্রতিটি শ্রমিক বস্তিতে নিশ্চয়ই দেখেছেন। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সফরে এলে মজুরী কাটা পড়লেও তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটে আসতে অনেককে আমি দেখেছি। আমি দেখেছি, আপনাদের নিজেদের মধ্যে কে কতটা সাচ্চা কমিউনিস্ট তাই নিয়ে লাগিয়ে নিতে। সেখানে শ্রমিক স্বার্থ কোথাও কোথাও বিপুল পরিমাণ মার খেয়েছে। সাধারণ শ্রমিক মার্কসবাদ বোঝে না, দৈনন্দিন রুটির লড়াইয়ের মধ্যে যেটুকু তারা রাজনীতি শেখে, তত্ত্বগত বিরোধ টেনে এনে আপনারা এখানে শ্রমিক আন্দোলনকে কলুষিত করবেন না। এখানে তবু মস্কো-পিকিং বিরোধ, ব্রেজিলে দেখেছি ক্রুশ্চেভপন্থী ও বর্তমান ক্রেমলিনপন্থীদের তিক্ত সম্পর্ক। সুবিধাবাদ যদি একবার পেয়ে বসে তখন অপর্যাপ্ত দেউলিয়াপনা ক্রমেই তাকে নির্মমভাবে তাড়া করে নিয়ে চলে। দক্ষিণ আমেরিকায় সামরিক বীর পুরুষদের একই চরিত্র, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী পার্লিয়ামেন্ট-সেবী প্রেসিডেন্টদেরও ভূমিকা সব দেশেই একই সুরে গাঁথা। ব্রেজিলে আমরা কী দেখলাম! প্রেসিডেন্ট গুলার্ট পার্টিকে ঘাঁটাতে চায় নি এই যা! আমরা অধিক সংখ্যক সেনেটর হব, বড় বড় পদ কব্জা করবো, তোগলিওত্তি-র প্রশস্তি জানিয়ে দায়িত্ব সেরেছি। জনগণের পার্লিয়ামেন্টের নেশা ছুটিয়ে দেবার চেষ্টাই করি নি, বরং

দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই যেমন পার্টিকে আরামপ্রিয়তায় পেয়েছে, সেই একই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ভাটিখানার মত্ততা আমি রায়ো ডি জেনেরো-তে দেখেছি। চারদিকের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, লেনিনের শিক্ষা থেকে এখন আমাদের যেন কিছুই নেবার নেই। কেনেডীর 'এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস', তাঁর ভিয়েতনাম নীতি ও পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শুধু কাগজ পত্রে সই সংগ্রহ করেই যেন বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন করা যায়। যাক তিক্ততা বাড়িয়ে লাভ নেই। পূর্বের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ওরোরোতে শ্রমিক আন্দোলনের পূর্বের চিত্রের তুলনায় আজকের দৃশ্যপটের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে। শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনা অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ ও সংহত। ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক যে সমঝতা হয়েছে তা আমাদের দেশে অভূতপূর্ব।

অজ্ঞাতবাসের সময় রিকার্দো একদিন জানতে পারে মারিয়ার সঙ্গে মারক্যুইস-এর বিয়ে হয়েছে। মারক্যুইস রিকার্দোরও বন্ধু। রাজনীতিতে ইচ্ছে ছিল, নিয়মিত আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো, কিন্তু আগ্রহ তেমন ছিল না। বুদ্ধিজীবি স্বচ্ছল রাজভক্ত পরিবারে জন্ম। মারক্যুইস-এর বাবা ছিলেন রেলওয়ে দপ্তরের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। খবরটা খুব একটা খারাপ লাগে নি রিকার্দোর। এতদিনে আবিষ্কার করলো মারিয়া সম্পর্কে উৎসাহ তার নিভে গেছে। সততার পরিচয়ে সে উত্তীর্ণ হয় নি। মারক্যুইস-কে বিয়ে করে মারিয়া ভালই থাকবে।

দিন গেছে। শ্রমিক অসন্তোষ বাড়তে থাকে। গুরুতর অবস্থা চরমে ওঠার আগেই রিকার্দোকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা চলে। আন্দাজ করেছিল, আত্মগোপন করতে রিকার্দো বাধ্য হয়।

প্রায় দেড় বছর রিকার্দোর সংবাদ কেউ জানতো না। নানাবিধ জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। বিরুদ্ধ সমালোচনার আর এক প্রস্থ ঢেউ ওঠে। কিন্তু তাতে খুব সুবিধা হয় না। ওরোরো খনি শ্রমিক

অঞ্চলের নেতৃত্ব রিকার্দোর সহকারীদের হাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

আজও রিকার্দোর এই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের রহস্য কেউ জানে না। শোনা যায় রিকার্দো দেশ ছেড়েই পালিয়েছিল বুয়েনস আয়ার্স। সেখান থেকে ভেনেজুয়ালা। কারাকাস্-এর গোয়েন্দা দপ্তর গেরিলা ফ্রন্টের যে গ্রুপ ফটো উদ্ধার করে তাতে রিকার্দো ছিল। দাড়ি গোঁফ ও দীর্ঘ মাথার চুল তার মুখশ্রীকে গোপন করতে পারে নি। আবার বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে রিকার্দো এই দীর্ঘ সময় দেশেই ছিল। গোপনে গোপনে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে গ্রামাঞ্চলেই ব্যস্ত ছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক দাবী করেন, রিকার্দো সীমান্ত অতিক্রম করে চিলিতে যায়। সেখান থেকে হাভানায় আসে। মহাদেশব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনায় সে সেখানে অংশ গ্রহণ করে। পূর্বের সমস্ত প্রচার ও অভিযোগ ভিত্তিহীন। রিকার্দো সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের তৃতীয় শক্তি হাভানার অনুগত। বলিভিয়ার মাটিতে সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তুলতে সে দেশে ফিরেছে।

এখানে মারিয়া সম্পর্কে দুচার কথা বলার দরকার। য়ুনিভার-সিটির রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে অস্থির তারুণ্য স্বাভাবিক নিয়মে যেমন উত্তপ্ত হয়, মারিয়া তার ব্যতিক্রম নয়। রিকার্দোকে ঘিরে সে উত্তাপ আরও বৃদ্ধি পায়। মারিয়া যুক্তির চেয়ে হৃদয়, বুদ্ধির চেয়ে আবেগ দ্বারা পরিচালিত ছিল। রিকার্দো ছিল তার কাছে দেদীপ্যমান এক আদর্শ পুরুষ। অন্তরের মণিকোঠোয় রিকার্দোকে সে বিগ্রহের আসনে বসিয়েছিল। হঠাৎ একদিন তার চোখের সামনে সমস্ত আলো যেন নিভে গেল। কালিমা ও কলুষতায় শ্রীহীন রিকার্দোকে দেখে সে চমকে উঠেছে। বিগ্রহ যেখানে মেকী, সেখানে পূজার মন্ত্র নিতান্তই অসার।

মারিয়ার সম্পর্কে এক খুল্লতাত ভ্রাতার অবশ্য কিছুটা পুরোহিতের ভূমিকা ছিল। সামান্য কারণে রিকার্দোকে সে সহ্য করতে পারতো না। কলেজে সে ছিল সহপাঠী। কলেজ পত্রিকায় রিকার্দো সম্পাদক। মারিয়ার এই খুল্লতাত ভ্রাতা তার একটি মৌলিক রচনা ছাপতে দেয়। রিকার্দো রচনাটি পড়ে ফেরত দিতে গিয়ে বলেছিল, 'গল্পটির সামান্য পরিবর্তন করেছো, কিন্তু এ যে গোর্কির বিখ্যাত লেখা!' নিভৃতে নয়, অনেকের সামনে রিকার্দো অপ্রীতিকর বেফাঁস কথাটা বলে ফেলেছিল। সেই থেকেই গল্প লিখিয়ে মারিয়ার এই খুল্লতাত ভ্রাতা রিকার্দোকে সহ্য করতে পারতো না। সীমিত বুদ্ধি ও শিক্ষা নিয়ে যথাসময়ে সে মারিয়াকে রিকার্দোমুক্ত করতে চেয়েছে। কলেজ পত্রিকায় গল্প ছাপতে গিয়ে এক সময় গোর্কিতে হাত পড়লেও রিকার্দোকে নিয়ে কাল্পনিক গল্প ফাঁদায় সে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

মেকী বিগ্রহ ও অসার মন্ত্রে বিভ্রান্ত মারিয়া পূজা মণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক আঙ্গিনা থেকেই নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছে। মারক্যুইসকে সামনে পেয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। রাজনীতি মারক্যুইসের কাছে ছিল ফ্যাসান। সে জীবনে উন্নতি করতে চায়। চারিত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও মারিয়ার কাছে অনেক বেশী কাছের মানুষ। মারক্যুইস যেন মারিয়াকে মর্যাদা দিতে পারবে।

অস্বাভাবিক এক রাজনৈতিক ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে রিকার্দো আজ মারিয়া-মারক্যুইস-এর অতিথি। উপায় ছিল না। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ছিল অবান্তর। তবে মারক্যুইস যে মানুষ হিসাবে এতটা উন্নত, মারিয়া যে এতটা সহজ হতে পারবে, রিকার্দো ভাবতে পারে নি।

ভিন্ন পরিবেশে দেখা। পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়েছে। মারিয়ার বুদ্ধি আজ অনেক বেশী পরিণত। চেহারাতেও পূর্ণতা এসেছে অনেক করে।

সপ্তাহ শেষে আসে। কত কথা হয়। শুধু পূর্বস্মৃতি অনুপস্থিত।

—ভাবছি এবার তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব।

—আমি ডাক্তার, ছাড়া না ছাড়া সম্পূর্ণ আমার ওপর নির্ভর করে। আরও এক সপ্তাহ লাগবে।

—কিন্তু ইদানীং তোমাদের জন্যে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ছি।

—আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবছো আমি জানি। কিন্তু এ ভাবে তোমাকে ছাড়তে পারি না। তবে যতটুকু মনে হয় তোমার একান্ত নিজের লোকও আমার এখানে তোমাকে আবিষ্কার করার কথা কল্পনাও করতে পারবে না।

—কিন্তু মারিয়ার সঙ্গে মারকাসের লোক কোচাবাম্বায় যোগাযোগ করেছে তুমি জান!

—কিন্তু তুমি তো বলেছো তাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে।

—আমি একরকম সেরেই গেছি, ভাবছি আমি চলেই যাব। তুমি জান না মারক্যুইস, কী ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে তুমি আমাকে রেখেছো! আমার মনে হয় না তার পুরোপুরি গুরুত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো। দৈবাৎ একথা প্রকাশ পেলে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, তবে ভয় হয়, আমি হয়তো তোমার জীবনে বিপর্যয় টেনে আনবো।

—আমি জানি রিকার্দো, সব জানি। তোমার নির্দেশে মারিয়াই যোগাযোগ করেছে। তুমি যদি বিশ্বাস করতে পার, তবে আমার ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমাকে জানি।

—তবু একটা সংশয় থেকেই যাচ্ছে। সবটা যখন তোমার আমার হাতে নেই।

—তুমি ভেবে দেখো।

—ভেবে দেখবার কিছু নেই।

—সামান্য কয়েকটা দিন এখানে থাকলে তোমার পক্ষে ভাল হতো।

—কিন্তু আর আমি ভরসা পাচ্ছি না।

—আজ বিশেষ কাজে রাত্রে আমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। কাল সকালটা আমি বাড়িতে থাকবো। ওদিকে মারিয়া এসে পড়বে। তিনজনে বসে কাল ঠিক করা যাবে।

সামান্য হেরফের হলেও দুজনের গতিবিধি সম্পর্কে ওরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। ট্যাক্সী থেকে নেমে দরজা বন্ধ দেখেই মারিয়া বুঝতে পারে গতরাত্রে হাসপাতালের কাজে মারক্যুইস ব্যস্ত আছে এখনও সে ফেরে নি।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে নিজের ঘরে এলো। রাত্রের ট্রেন ভ্রমণের ক্লান্তিটুকু চোখে লেগেছিল। পোষাক পরিবর্তন করে অল্পক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে না নিলে সারাটা দিন ওর মাথা ধরে থাকে। বেশ ভোর। ট্রেন আজ অনেক দিন পর ঠিক সময়ে এসেছে। এত সকালে রিকার্দো হয়তো ঘুমচ্ছে। মারিয়া সোজা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

মারক্যুইস এসেছে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে বুঝলো মারিয়া এসেছে। সারারাত প্রচণ্ড কাজের চাপে বিশ্রাম মেলে নি এতটুকু। দুজন ডাক্তারের কাজ নিজেকে চালাতে হচ্ছে। একজন ছুটিতে, চাকরী ছেড়ে গেছেন অপর জন। বাড়িতেও একটা অস্বাভাবিক অবস্থা চলেছে। কাজের লোকটাকে রিকার্দোর জন্যে অনির্দিষ্টকালের ছুটিতে রাখতে হয়েছে। গত ক সপ্তাহ নিজেদেরই সব করে নিতে হয়।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মারক্যুইস সোজা চলে এলো রিকার্দোর ঘরে। ঘর ঠিক নয়, পেছনের দিকে একটা ঢাকা বারান্দা।

হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকলেও রিকার্দোর খোঁজ পাওয়া সম্ভব নয়। নিরাপত্তার দিক থেকে জায়গাটা রিকার্দো নিজেই বেছে নিয়েছে।

বিছানায় নেই রিকার্দো। সকালের কাগজটা এ পর্যন্ত কেউ স্পর্শ করে নি। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা দেখে নিয়ে কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না। বিস্ময় ক্রমেই দুশ্চিন্তায় গিয়ে দাঁড়ায়।

তবে কী রিকার্দো মারিয়ার ঘরে?

বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু দরজাটা বন্ধ কেন? ব্যাপারটা পুরো-পুরি অস্বাভাবিক। মারিয়াকে সে চেনে, রিকার্দোকেও জানে, তাই হিসেবে মেলে না। দৈহিক নৈকট্য সুখের তৃপ্তি? একথা মনে আসতেই মারক্যুইস নিজের কাছে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাই কী কখনো হয়!

চাবির গর্তে মারক্যুইস চোখ রাখলো। ভেতরে ভেতরে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। মারিয়াকে দেখা গেল। লেপটা অনেকটা খসে পড়েছে বিছানা থেকে। ঢিলে পোষাক থেকে উরু প্রকাশ হয়ে পড়েছে অনেকখানি। আর কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। মারক্যুইস অশান্ত। ক্রমেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। এলোমেলো নানা চিন্তায় সে যেন ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলবে। তবু যেন রুচিতে বাধে। নিজেকে সংযত করে। প্রথমে কবার আস্তে, তারপর অপেক্ষাকৃত জোরেই দরজায় আঘাত করে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। আবার চাবির গর্তে চোখ রাখে মারক্যুইস।

সামান্য কয়েক মুহূর্ত। দরজা খোলার শব্দ। একমুখো পাল্লা সরিয়ে মারিয়া মারক্যুইসকে দেখে আবার বিছানার দিকে এগিয়ে যায়।

ঘরের চারপাশ দেখে নিয়ে মারক্যুইস একরকম নিভে গেল। তৃতীয় ব্যক্তির চিহ্ন নেই। এখানেও নেই রিকার্দো।

—কতক্ষণ এসেছো ?

—অনেকক্ষণ। ট্রেনে একটুও ঘুমতে পারি নি। তোমারও তো রাত জাগা গেছে। এস আমরা দুজনে একটু শুয়ে থাকি।

—রিকার্দোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?

—অত ভোরে আর বিরক্ত করি নি। হয়তো ঘুমোচ্ছিলো। তাছাড়া আমার অসম্ভব ঘুমে পেয়েছিল। সে ভাল আছে তো !

মারক্যুইস সম্পূর্ণ হতবাক। একরকম কাতরোক্তি করে,

—রিকার্দোকে পাচ্ছি না।

মারিয়া একরকম আঁৎকে ওঠে, 'বল কী !'

—সে চলে গেছে।

—না বলে এভাবে কোথায় গেল ?

—কিছু বুঝতে পারছি না।

—ভাল করে দেখেছো ?

—এই ঘরটাই বাকি ছিল।

—জানান না দিয়ে চলে গেল !

—কাল অবশ্য কথা হয়েছিল। জানাজানি হবার আশঙ্কায় তাকে চিন্তিত দেখেছি। চলে যেতে চাইছিল। আমি শরীরের অবস্থা বুঝে আরও কদিন থাকতে বলি। শেষ পর্যন্ত কথা হয়েছিল আজ আমরা তিনজনে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেব। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

—কিছু একটা ঘটেছে বলছো, তুমি কী আশঙ্কা করছো ?

—বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আচ্ছা তুমি দরজা খুলে কী দেখলে ?

—সোজা আমি ঘরে এসেছি। পোষাক ছেড়ে শুয়েছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—বাইরের দরজা বন্ধ করেছিলে ?

—ইদানীং তাই করা হয়, তাছাড়া জানি তোমার কাছেও চাবি আছে।

—রিকার্দো রাত্রেই তাহলে পাঁচিল টপকে পালিয়েছে।

—সে তো দারুণ ঝুঁকি!

—আরও গুরুতর ঝুঁকি সে আশঙ্কা করেছে। তবে সামান্য সময়ের মধ্যে কী ঘটতে পারে কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। একটা কিছু হয়েছেই। স্বাভাবিক নিয়মে রিকার্দোর এভাবে চলে যাবার পেছনে কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে গতকাল আমার সঙ্গে যা কথা হয়েছে তাতে ব্যাপারটা আরও বেশী সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো সূত্র পাওয়া গেল না।

মারিয়া মারক্যুইসকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

—নির্বিঘ্নে সে পালাতে পেরেছে এটা আমাদের সকলের মস্ত লাভ। রিকার্দো বিপদাপন্ন হলে এতক্ষণ আমরা জানতে পেতাম।

—সেটা ঠিক। কিন্তু কী অবস্থায়, হঠাৎ কেন যে তাড়াহুড়ো করে পালাতে হলো সেটাই রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

সূত্র অবশ্য শেষকালে পাওয়া গেল। মারক্যুইস নিজেই আবিষ্কার করে। মারক্যুইস-এর সেভিং সেট্-এর মধ্যে রিকোর্দো একটা চিঠি রেখে গেছে। কোনো শিরনামা নেই, তলায় স্বাক্ষর ছিল না রিকোর্দোর। তবু নাতিদীর্ঘ চিঠিটা খুলেই মারক্যুইস বুঝতে পারে।

'সকালে দাড়ি কামানোর যন্ত্রে আমার আগে হাত পড়বে আর গোপনীয়তার দিক থেকেও চিঠিটা রিকার্দো হিসেব করেই রেখেছে,' মারক্যুইস মারিয়ার পাশে এসে বসে।

রিকার্দো লিখেছে ঃ

'হঠাৎ চলে যেতে আমি বাধ্য হচ্ছি। একটা কাণ্ড ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ঘুমচ্ছিলাম। রাত তখন দেড়টা। একটি পতনের আওয়াজে ঘুম ছুটে গেল। দেখলাম একজন করিডোর দিয়ে মারিয়ার ঘরের দিকে ছুটে গেল। আলো জ্বাললাম। লোকটার

সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা। হাতে তার কী যেন একটা ছিল। তাড়া করতেই বারান্দা দিয়ে দৌড়ে বাগান সংলগ্ন পাঁচিল টপকে পালালো। জুতোর ছাপ থেকে মনে হলো আমার বিছানার কাছেও সে এসেছিল। লোকটা চোর। ফাঁকা বাড়িতে চোর রাত্রে হানা দেবার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে লোকটা হয়তো আমাকে চিনেছে। এ তামাম অঞ্চলে আমি এত বেশী পরিচিত মুখ যে চিনতে পারা স্বাভাবিক। চিঠিটা শেষ করেই আমি চলে যাচ্ছি। চোর আমাকেও রাস্তা দেখিয়ে গেছে। তোমাদের কী খোয়া গেছে বুঝলাম না। আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। তাছাড়া চারদিকের আলো জ্বালতেও ভয় হলো। ভেবে দেখলাম তোমাদের এখানে আমার উপস্থিতির কথা সুস্থ নাগরিকের দায়িত্ব নিয়ে লোকটা থানাতে টেলিফোন করেও জানাতে পারে। তাই এখনই আমি চলে যেতে বাধ্য হচ্ছি। হয়তো ঘটনাটির বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। তবে বর্তমান শাসনের প্রচণ্ডতার সামনে এ সমস্ত কিছুই অসামান্য। আজ এই মুহূর্তে তোমাদের সঙ্গে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। গত কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা থেকে আমার এক পবিত্র উপলব্ধি হলো। উন্নত স্তরের মানুষ হবার সাধনায় আমরা একই সঙ্গে চলেছি। আগামী সংগ্রামের পথে এই পবিত্র উপলব্ধি আমার কাছে প্রেরণা ও সঞ্চয় হয়ে রইলো।

মনে করে চিঠিটা নষ্ট করে ফেলো।'

চোখে মুখে বোবা মানুষের স্তব্ধতা। বিস্ময়াবিষ্ট মারিয়ার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে মারক্যুইস বলে,

—লোকটা চোর। চুরি করতেই কী শুধু ঘরে ঢুকেছিল?

অবস্থা যত ঘোরালো হচ্ছে, গিলবার্তো রোমানো-র ব্যস্ততা যেন বাড়ছেই। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন দুর্গমতম এই দেশ, তবু ইদানীং আন্তর্জাতিক নিউজম্যানদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। প্রখ্যাত পত্রিকা ও নিউজ এজেন্সীর ল্যাতিন আমেরিকা বিশারদবৃন্দের ঘন ঘন লা পাজ আসা যাওয়ার বিরাম নেই। কৌতূহলোদ্দীপক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপত্র নিত্য নতুন উত্তেজনায় ভরপুর।

ঈর্ষাকাতর অনেকেই রোমানোর যোগ্যতা সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে। প্রাক্তন সেনেটর ও ধনী পিতার প্রভাব রোমানোর উন্নতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার একথা প্রচার করে আনন্দ পান। কথাটা পুরোপুরি অপভাষণ বলা চলে। অপর্যাপ্ত বুদ্ধি, সাহস ও লেখার মুন্সিয়ানা সত্যিই অস্বীকার করা চলে না। রোমানো এমন একটা রাজনৈতিক বক্তব্য বা ঢঙ বজায় রেখে চলে যাতে প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধীতা আর বর্তমান সামরিক শাসনের প্রতি ষোল-আনা সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবি মহলে রোমানো প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত। জাতীয়তা স্বাদেশিকতা ও দেশ প্রেমে রোমানোর লেখায় এমন একটা মিষ্টিস্বাদ থাকে, যাতে পাঠককে আকর্ষণ করে। মাঝে মাঝে তীব্র মার্কিন বিরোধী রচনা নিরীহ নির্বোধ পাঠকদের যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের কারণ হয়।

এইটাই রোমানোর স্বকীয়তা। সে জানে কী ভাবে বাজার রাখতে হয়। অতিরিক্ত মার্কিন ঘেঁষা সাংবাদিকদের জাত হারানো দেউলিয়াপণা সে দেখেছে। রোমানো জানে তার এই বিশেষ চরিত্রই স্থানীয় মার্কিন কর্তৃপক্ষের ভয় ভক্তির কারণ। সাম্প্রতিক পীস-কোর-এর ভূমিকা ও গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে লক্ষ লক্ষ ডলার নয়-ছয় .হবার যে চাঞ্চল্যকর তথ্য রোমানো বর্ণনা করেছে, তাতে স্বয়ং রাষ্ট্রদূত গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। দূতাবাসের অর্থ-

নৈতিক উপদেষ্টা কর্মচারী পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেন নি, স্বয়ং নিজে পত্রিকা অফিসে স্লিপ দিয়ে দেখা করেছেন। নিদারুণ উৎকণ্ঠা জানিয়ে নিজেদের অপরিণামদর্শীতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। দূতাবাস রোমানোর বক্তব্য শুনতে চায়। স্বয়ং রাষ্ট্রদূতের অনুরোধ।

অনুরোধ রক্ষা করেছে রোমানো। সেদিন পানীয় ঘটিত আসরের শৈথিল্য ছিল না। নিয়মিত তালিকা থেকে লা পাজ-এর বনেদী-দের সেদিন ডাকা হয় নি। স্বামীর গরবে গরবিনীদের অনুপস্থিতি নাইট ক্লাবের সস্তা রম্যতাকে যেন দূরে রেখেছিল সেদিন। নিমন্ত্রিত অতিথি সেদিন অল্প কিন্তু তাঁরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি। নিউজম্যানদের সেদিন ডাকা হয় নি। সরকারী উচ্চপদস্থ দু একজন কর্মচারী শুধু উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন কূটনৈতিক মহল রোমানোর কথার কতটুকু গুরুত্ব দেয় বোঝা যায় নি। তবে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা আর সৌজন্যমূলক ব্যবহারের ত্রুটি ছিল না এতটুকু।

রোমানোর চেহারার এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। নিজের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলবার যোগ্যতাও তার অসাধারণ। অনুষ্ঠানের শেষে দূতাবাসের প্রচারসচিবকে কথা প্রসঙ্গে রোমানো বলে,

—মস্কো ও পিকিং আমাদের দেশের আঞ্চলিক ভাষায় রেডিওতে নিখুঁত প্রচার চালায়। আমার অবাক লাগে স্থানীয় কর্মচারীদের পেছনে বিস্তর টাকা খরচা করেই আপনারা এতবড় একটা দায়িত্ব-পূর্ণ ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন।

প্রচারসচিব আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন,

—আমরা গ্রামীণ পরিবেশে আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করেছি। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে এ কাজে কোনো মার্কিন নাগরিক গ্রামাঞ্চলে নেই, তবে স্থানীয় কর্মচারীদের সততা সম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় নেই। ইদানীং যা রিপোর্ট পাচ্ছি তাতে উৎসাহিত না হয়ে

উপায় নেই। এটা আত্মসান্ত্বনা নয়—আত্মসমীক্ষা বলতে পারেন

প্রচারসচিব মিঃ ফাউলারকে রোমানো জবাবে বলে,

—দেখুন মিঃ ফাউলার, আপনি আত্মসমীক্ষা বলছেন, আমি দেখছি পুরোপুরি রাজনৈতিক আত্মহত্যা। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে আপনাদের কর্মচারীরা যে নিয়মে কাজ করছে তার একটা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আপনার সামনে রাখছি। উন্নয়ন প্রকল্পে 'এলায়েন্স ফর প্রগ্রেসে'র টাকা কী ভাবে নয় ছয় হয়েছে তার মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যাবে। কর্মচারী নিয়োগের সময় আপনারা সরকারী সুপারিশে প্রবল কমিউনিস্ট বিদ্বেষীদের প্রাধান্য দেন। অন্য যোগ্যতা সেখানে অপ্রধান। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় আপনাদের মনিব বলে জানে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে এরা অনেকেই কমিউনিজমের বিরোধী নয়। তারা সর্বদাই আপনাদের সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করে। আপনাদের এই প্রকল্পের পেছনে যে বিরাট রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত সেটুকু অনুধাবন করবার শক্তি তাদের নেই। কারো কারো সমর্থনও নেই। আমি আপনাকে খুশী করবার চেষ্টা করবো না। আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিকৃত করবো না। এই সব নিযুক্ত কর্মচারীদের কেউ কেউ ভাল ইংরেজী বলতে কইতে পারলে আপনারা খুশী হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের পরিমাণ তাতে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সব কর্মচারীদের কর্মস্থল লা পাজ-এর ট্যুরিস্ট অফিস নয়—অখ্যাত, অজ্ঞাত গ্রামাঞ্চল। রোগে জর্জরিত, অভাবে পর্যুদস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়। তারা ইংরেজী জানে না, শহর চেনে না, স্প্যানীশ ভাষাও তারা বোঝে না। স্থানীয় আদিবাসীরা একমাত্র আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া কিছুই বোঝে না। এখানে আপনারা আপনাদের নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে বিস্তর খরচা করেছেন। ওষুধপত্র, গুঁড়োদুধ, শীতের পোষাক, জমি চষবার ট্রাক্টার ও বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র পাঠাচ্ছেন। বিনামূল্যে কেরসিন, গর্ভনিয়ন্ত্রণের বটিকা ও

কেনেডীর বক্তৃতার হাজার হাজার ছাপা বই এসেছে। কিন্তু আপনি কী জানেন এই বিপুল সাহায্য গ্রামবাসীদের ভোগে লাগে নি। গুড়ো দুধ থেকে গর্ভনিয়ন্ত্রণ বটিকা সবই চোরা বাজারে চলে যায়। ট্রাক্টর জমিদারের আবাদ অঞ্চলে নিযুক্ত থাকে বেশী। করমর্দনরত বিশেষ প্রতীক চিহ্ন দেখে আমি আপনাদের দানে তৈরী প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গন মনে করেছি। আসলে সেটা লাইসেন্স ফাঁকি দেওয়া ভাটিখানা। আপনাদের গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সততা লক্ষ্য করবার এক সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। সে কথা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। প্রকল্পের কাজ সরজমিন তদন্তে খোদ নিউইয়র্ক থেকে একটা পর্যবেক্ষক দলের সঙ্গে সেবার গ্রামাঞ্চলে ঘোরবার সুযোগ আমার হয়েছিল। এঁদের তত্ত্বাবাশে যতটা ব্যস্ততা, তার চেয়ে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দে মশগুল থাকতে দেখেছি। গোটা পর্যবেক্ষক দলের একজনই শুধু ভালো স্প্যানিশ জানতেন। আঞ্চলিক ভাষাজ্ঞানে তারা সম্পূর্ণ আনাড়ী। তাঁরা দোভাষীর সাহায্যে অনুসন্ধান চালান। পরিসংখ্যান প্রশ্নাবলীর তালিকায় শতাধিক প্রশ্নের কতগুলোর উত্তর জানা হয় বলতে পারবো না, তবে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বিস্তর জিজ্ঞাস্য থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দোভাষীরা কারা? তাদের মার্কিন প্রীতি সম্পর্কে আমার নতুন কিছু বলবার নেই কিন্তু তাদের প্রধান লক্ষ্য পর্যবেক্ষক দলকে খুশী রাখা। চাকরীতে উন্নতি করা। উত্তর আমেরিকায় ভ্রমণ ইত্যাদি। সান্তাক্রুজ-এর গ্রামাঞ্চলে অনুসন্ধান চলছিল। স্থানীয় এক কৃষককে দলের একজন প্রশ্ন করে,

—গত বছরের তুলনায় এবার ফসল কেমন?

বলা বাহুল্য প্রশ্ন দোভাষীর সাহায্যে করা হয়। একগাদা বিদেশীদের মাঝখানে অর্দ্ধ উলঙ্গ চাষা যৎপরনাস্তি নিজেকে বিব্রত বোধ করে। হয়তো ভয়ও পায়। দোভাষী একমাত্র কাছের মানুষ। পরিচিত। দোভাষীর দিকে বেচারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে সে

হেসে বলে,

—এঁরা আমেরিকান। তোমাদের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছেন। তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে জানতে চাইছেন।

চাষী হেসে বলে,

—ভালই। বুড়ো হাড়ে কাজ ঠিক চালিয়ে যাচ্ছি।

দোভাষী এবার প্রতিনিধি দলকে জানায়,

—গত বছরের তুলনায় ফসল এবার ভাল। পোকার উৎপাত কম।

প্রতিনিধি দলের দ্বিতীয় প্রশ্ন,

—কমিউনিস্টরা গ্রামাঞ্চলে নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে শুনেছি। সাধারণ মানুষ এদের পছন্দ করছে?

দোভাষী এবার প্রশ্নটির পুরোপুরি সঠিক অনুবাদ করে, আর সেই সঙ্গে চাষীকে ধমক দিয়ে হেসে হেসে কথা বলতে বলে।

চাষী একগাল হেসে জানালো,

—কমিউনিস্টরা এদিকে জোরদার সংগঠন গড়ে তুলেছে। গ্রাম রক্ষী সেনা গড়ছে। জমিদারদের সঙ্গে বড় রকমের সংঘর্ষ হয়েছে পূর্ণিমার রাতে।

চতুর দোভাষী নিউইয়র্ক টিমকে আঞ্চলিক ভাষা থেকে সরল ইংরেজীতে খুশীর হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে জানালো,

—গ্রামসেনা যা তৈরী হয়েছে তাতে কমিউনিস্ট বাছাধনরা আর পালাতে পথ পাচ্ছে না। গত পূর্ণিমার রাতে যে দু-একজন ছিল জমিদার বাড়িতে টেনে এনে এমন প্রহার দেওয়া হয় যে পরদিন থেকে আর কারো পাত্তা নেই।

প্রচার সচিব মিঃ ফাউলারের গলায় দুর্মূল্য স্কচ আটকে যাবার জোগাড়। ক্রোধ ও বিস্ময় দুইই ছিল। স্বক্ষেদে মন্তব্য করেন,

—আপনার উপস্থিতিতে এ সব হচ্ছিলো!

রোমনো ঠোঁটে হেসে বলে,

—ডায়েরী খুলে তারিখও সেদিনের বলে দিতে পারি।

—কিন্তু এ যে পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক কাজ।

রোমানো চতুর হেসে বলে,

—মিঃ ফাউলার সেদিনের সবচেয়ে বড় বিস্ময়টুকু আপনার জানা দরকার। নিউইয়র্ক টিমের কোনো দোষ নেই। দোভাষীর ওপর তারা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সান্তাক্রুজের অন্য এক শ্রমিক অঞ্চলের অভিজ্ঞতা আরও চমকপ্রদ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিসংখ্যানের কায়দা-কানুন আপনি নিশ্চয়ই ভাল জানেন। তবে আমার কাছে সেদিনের সেই প্রয়োগটি নতুন মনে হলো। আপনাদের টিমের একজন কয়েকটি ফটোগ্রাফ একজন গ্রামবাসীর হাতে তুলে দিয়ে বলে, তুমি যাকে সবচেয়ে পছন্দ কর সেই ছবিটি বেছে নাও। সুন্দর কয়েকটি রঙ্গীন ছবি—কাস্ত্রো, প্রেসিডেণ্ট জনসন, প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস আর পলাতক শ্রমিক নেতা লিচিন।

দোভাষীর ব্যাপার স্যাপারে আমি অবাক হয়েছিলাম আগেই, এবার আমার নাড়ি ছাড়বার জোগাড়। সেই দেহাতী মানুষটার কাছে প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উল্টে দিলো,

—যে লোকটা যুদ্ধ বাধায়, দেশে দেশে বোমারু বিমান পাঠায় আর শ্রমিকদের শোষণ করে সেই মানুষকে চিনে বার করো। ভয় পেয়ো না, এঁরা বিদেশী শ্রমিক নেতা।

দেহাতী মানুষটি একগাল হেসে বলে,

—আমাদের এত বোকা মনে কর কেন? এ পাষণ্ডের কুশ-পুত্তলিকা সেদিন আমরা দাহ করেছি।

লোকটা প্রেসিডেণ্ট জনসনের ছবি তুলে নিল ও পরক্ষণেই দোভাষীর হাতে তুলে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে,

—আমাদের আর চেনাতে হবে না। শ্রমিক বস্তিতে এ শয়তানকে আমরা সবাই চিনি।

নিউইয়র্ক টিমের দিকে ফিরে দোভাষী হো হো করে হাসতে থাকে,

—দেখুন এদিকে শ্রমিক বস্তিতেও মহামান্য প্রেসিডেন্টের কী আশ্চর্য জনপ্রিয়তা। আমি তো ভাবতেই পারি নি।

—লোকটা ছবিটা ফিরিয়ে দিচ্ছে কেন?

—এতটুকু ছবি এদের পছন্দ নয়। এ তো ঘরে রাখবার ছবি। ইউনিয়ন অফিসে রাখবে বলে বড় ছবি চায়।

মিঃ ফাউলারের ঠোঁটে সোনালী স্কচ মুহূর্তে বিস্বাদে ভরে ওঠে,

—এ সব আপনার নিজের চোখে দেখা?

—সমস্ত ব্যাপারটা আমার সামনেই ঘটেছে।

কয়েক মুহূর্তের নিরবতা। রোমানোর কণ্ঠ গম্ভীর ও দৃষ্টিতে প্রখর গভীরতা।

—আপনি কী দোভাষীকে দোষী করবেন মিঃ ফাউলার?

—আপনার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, যদিও জানি আপনি একজন শ্রদ্ধেয় নির্ভিক মানুষ।

—অবিমিশ্র সত্যি কথা বলতে আমি অভ্যস্ত। আপনি নিজে আজ তদন্তে গেলে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। দুঃখের কথা মর্মান্তিক দোভাষীর সাহায্য ছাড়া আপনিও চলতে পারবেন না। আমার তিনটে প্রবন্ধে আপনাদের ভ্রান্ত এই আত্মসমীক্ষা সম্পর্কেই আমি সংশয় প্রকাশ করেছি। এ কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কটাক্ষ নয়। আমি সাংবাদিকের সততা নিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে চেয়েছি।

মিঃ ফাউলারের মনভাব সেদিন পুরোপুরি বোঝা যায় নি। তবে ব্যাপারটা নিয়ে দূতাবাসে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রোমানোকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডাকা হয়। বিভিন্নভাবে কর্মরত বিবিধ মার্কিন সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রোমানো তার সাংবাদিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলিভিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মার্কিন সাহায্যের সাফল্য ও ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরে।

রোমানো বলে,

—বলিভিয়ায় কমিউনিজম রোধ বৃহৎ পরপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। ডলার সাহায্য দিয়ে শুধু দাতা হবার আনন্দ সুখ, আত্মগর্ব বা আত্মতুষ্টির ফাঁকা মানসিকতায় নিজেদের ডুবিয়ে দিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে না। 'এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস'-এর আসল লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। আমি আমার একাধিক রচনায় মার্কিন প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। নীতিগত তাগিদের পারস্পরিক সমঝতা, বলিভিয়ার গণতন্ত্র ও জনজীবনের উৎকর্ষতার মহান দায়িত্বের কর্ত্তব্য বোধ—দয়া দাক্ষিণ্য নয়। আপনাদের লক্ষ্য আমাদের সহায়তা করা। 'সাহায্য' কথাটা আমি এড়াতে বলবো। কারণ অনুগ্রাহকের সঙ্গে অনুগৃহীতের সম্পর্ক কোনো সময়ই উজ্জ্বল হতে পারে না। বে অফ পীগস-এর ব্যর্থ অভিযানে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ক্যারাবিয়নের জলস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডলার ব্যয় করেছিলেন। প্রচুর অপযশ ও প্রচুরতর রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতার মুখে তাঁকে পড়তে হয়েছে। মরা ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরার অনিবার্য ব্যর্থতার সঙ্গেই তার তুলনা চলে। আমি বলিভিয়ার ভৌগলিক গঠনটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। দক্ষিণ আমেরিকার বিশটি দেশের পাঁচটিতে দক্ষিণ আমেরিকার মোট জন-সংখ্যার আশী ভাগ মানুষের বাস। বলিভিয়ার সঙ্গে এই দেশগুলির ভৌগলিক সীমান্ত ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অভিন্ন। একবার যদি বলিভিয়াতে সাম্যবাদী অভিযান বা ফিদেল কাস্ত্রোর ভয়াবহ বিপ্লব প্রাধান্য লাভ করে, তবে বিদ্যুৎবেগে এই বিপ্লবী অভিযান পাঁচটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে গোটা দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রকে বিপদাপন্ন করবে। মিয়ামী, ফ্লোরিডা তটে সে রাজনৈতিক উত্তাপ অনুভব করা যাবে। উত্তর আমেরিকার পক্ষে সেটা নিশ্চয়ই স্বস্তির কারণ হবে না। তাই আজ চাই উপলব্ধি। প্রকৃত রাজনৈতিক তাৎপর্য মূল্যায়ন করার প্রয়োজন। কর্ত্তব্যরত মার্কিন বিশেষজ্ঞদের আমি

অনুরোধ করবো, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে পানামার বালবো হাইটস্ থেকে কর্ণেল মিল্টন বাডস্-এর এয়ার ফোর্স মিশন আমাদের দেশে পাঠালেই বা গ্রীণ ব্যারেট-দের সংখ্যা বাড়ালেই দায়িত্ব শেষ হয় না। রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে চাই দ্রুত রাজনৈতিক মোকাবিলা। দক্ষিণ কোরিয়া ও সায়গন-এর হটকারী রাজনীতিই সামরিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

গুরুত্বপূর্ণ এই রাজনৈতিক বৈঠকে রোমানো সেদিন আসরের মধ্যমণি। কমিউনিজম-এর প্রতি তার তীব্র বিদ্বেষ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজনৈতিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ও বলিভিয়ার কূটনৈতিক মহলের নিশ্চেতনা ও হাস্যকর আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ জোরালো বক্তব্য প্রত্যেকের মনে গভীর রেখাপাত করে।

পত্রিকা ভবনে আলোচনা সভা বসেছিল। সম্পাদকের খাস কামরায়। জরুরী গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কাগজের দৃষ্টিভঙ্গী কী নিয়মে চলবে তার ওপর সুচিন্তিত আলোচনা চলেছিল।

সম্পাদক ডাঃ লিওনার্ড চিনিওস্ বোমানোর কথা পুরোপুরি সমর্থন করেন। রোমানোর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন,

—আমাদের জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার দিকে ঝুঁকতে হবে। বর্তমান শাসনের অন্ধ সমর্থক হতে কৌশলগত দিক থেকে বাধাও আছে। আমরা জানি না হয়তো বছর খানেকের মধ্যে এম. এন. আর পার্টি আবার ক্ষমতায় আসবে। শ্রমিক নেতা লিচিন স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট পাজ-এর বিনিদ্র রজনীর কারণ ছিলেন। তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ক্ষমতায় তিনিও আসতে পারেন। ছাত্রদেরও আমাদের খুশী রাখবার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশের শাসন ও শাসকের এত দ্রুত

পরিবর্তন হয় যে বিরামবিহীন এই ওলোট পালটের মধ্যে কাগজের চরিত্র চালিয়ে নেওয়া মুস্কিল। একমাত্র গেরিলা ফ্রন্ট ও সন্ত্রাসবাদী-দের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আবার পুরোপুরি মার্কিন ঘেঁষা লেখা ছেপে জাত হারানো চলবে না। আমাদের কাগজের একটা ঐতিহ্য আছে।

আলোচনা শেষে প্রস্তাব উঠলো বর্তমানে দেশে আলোচনার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু রেজি ড্রেব্রে সম্পর্কে কাগজের বক্তব্য কী হবে? প্রবীণ ডাঃ চিনিওস্ রোমানোকে বলতে অনুরোধ করে বলেন,

—এ সম্পর্কে একমাত্র গিলবার্তো রোমানো পুরোপুরি দায়িত্ব নেবেন। কামিরি-র ব্যাপারে অন্য কারো কিছু লেখা কাগজে ছাপা হবে না। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমার মনে হয় রোমানো আমাদের কাগজের একমাত্র ব্যক্তি যাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য সকলে আগ্রহের সঙ্গে পড়েন।

রোমানোর ঠোঁটে আত্মতৃপ্তির হাসি,

—এ দায়িত্ব নিতে আমি তৈরী। তবে রেজি ড্রেব্রে সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমার মতপার্থক্য হতেও পারে। প্রথমত এই লোকটির ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। আমরা যদি শুধু একজন ষড়যন্ত্রকারী, বিপ্লব আমদানি করবার কারিগর হিসাবে এই বিদেশীকে দেখি, তাহলে ভুল করবো। ব্যক্তিগত ভাবে এ ধরণের অভিযুক্ত কোনো রাজনৈতিক বন্দী সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহিত হবার কিছু নেই। তাঁর বিরুদ্ধে গরম গরম লেখবার প্রয়োজন থাকে না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি রেজি ড্রেব্রেকে গুরুতর ষড়যন্ত্রকারী ও দেশদ্রোহীতার চূড়ান্ত শাস্তি পেতে দেখলেও খুব একটা খুশী হব না। এখানে একটা গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত। আমি কামিরিতে ও লা পাজ-এর অন্য আলোচনা সভায় আমার বক্তব্য রেখেছি। আমি তাঁর ওপর দৈহিক অত্যাচার চালানোর নিন্দে করেছিলাম।

নানা ধরণের টর্চার চালানোর ঘোরতর বিরোধীতা করেছিলাম কামিরিতে। নাম করতে চাই না, তবে মার্কিন পর্যবেক্ষক মহলের তাতে উষ্মার কারণ হয়। কামিরিতে চতুর্থ ডিভিশন মিলিটারী ক্লাব-এ ছ্যব্রে যেখানে আটক আছেন, গত সপ্তাহে আমি সেখানে ছিলাম। আমার কথায় ভারপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারকে অতিশয় উত্তেজিত হতে দেখলাম। তাঁর মনে হয়, ছ্যব্রের প্রতি বড় বেশী সৌজন্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তিনি ছ্যব্রেকে গুলি করে হত্যা করতে ইচ্ছুক। আমি চটে উঠেছিলাম। এই সব অপরিণামদর্শী মাথা মোটা সামরিক অফিসার পিস্তল ছাড়া কিছু বোঝে না। আমি বলেছি, তাতে দেশের অমঙ্গলই আপনি ডেকে আনবেন। ছ্যব্রেকে আমরা আমাদের রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করবো। অনেক-গুলো টুকরো টুকরো যুদ্ধ জিতে নেবার চেয়ে সেটা আমাদের অনেক বেশী কাজে আসবে। নিয়মিত টর্চার বন্ধ করুন। আপনি গুলি চালাতে জানেন, কিন্তু রাজনীতির বিন্দুবিসর্গও বোঝেন না।

আমার কথা শোনা হয় নি। ছ্যব্রের উপর অত্যাচার চলে। কথা বলতে বলতে মাথার চুল ঘেঁষে, পায়ের ফাঁক দিয়ে অতর্কিতে গুলি চালিয়ে ভদ্রলোকের মানসিক সুস্থতা নষ্ট করবার স্থূল পরিকল্পনা নিজের চোখে দেখেছি। এখানে আমি একমত হতে পারি নি। সামরিক ওপর মহলের একজন আমাকে টেলিফোনে জানালেন, রেজি ছ্যব্রের প্রতি এ পর্যন্ত সামরিক সমস্ত আচরণবিধির দায়িত্ব সামরিক উচ্চ কমিশনের, চতুর্থ ডিভিশন শুধু হুকুম মেনে চলেছে। আমি টেলিফোনে উচ্চ সামরিক কমিশনের আচরণবিধি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি নি। কিন্তু রাজনৈতিক উচ্চমহলকে সতর্ক করেছি সেদিন। বলেছি, ছ্যব্রেকে যদি রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার না করা যায়, তবে তাঁর মুক্তির আবেদন পত্রে আমার সই দেওয়াতে বাধা নেই। কারণ ছ্যব্রে নিয়মিত পাশপোর্ট নিয়ে অন্য পাঁচজন বিদেশীদের মতই এদেশে এসেছেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় ও

'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থটির জের টেনে অহেতুক তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। গেরিলা দলের সঙ্গে তিনি যুক্ত কিনা সেটা সন্দেহের ব্যাপার। শুধু সন্দেহের উপর ভিত্তি করে স্বনামধন্য এই বিদেশীকে গ্রেপ্তার করা অন্যায়। তাঁর সঙ্গে যে কাগজপত্র পাওয়া গেছে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কারণ তিনি রেজি ছত্রে। তাঁর পকেটে ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার সহ লা পাজ-এর রঙমাখা সৌখীন মেয়েমানুষদের ছবি থাকাটাই অস্বাভাবিক।

আমাকে প্রশ্ন করা হলো, 'রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার' বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন? আমি বলেছি শুধু ষড়যন্ত্রকারী, বিপ্লব আমদানীকারী কাস্ত্রোর প্রতিনিধি হিসাবে এই দুর্লভ আসামীর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ তোলা হয়, তাতে গুরুতর ত্রুটি থেকে যাবে। এ ধরণের অভিযোগ তাঁর সাথী বুস্তস্ সম্পর্কে উঠলে আমি এত কথা বলতাম না। তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। তাতে যদি তাঁর মুক্তিলাভও হয় তাতেও আমাদের অনেক লাভ। তিনি বলুন, মাও ৎসে-তুং-এর গেরিলা রণনীতি ও জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লব আজ অচল। তাঁর 'বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব' গ্রন্থে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের ভুল মূল্যায়ন করেছেন। তিনি নিজে যখন আজ আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত, তখন তিনি স্বীকার করুন তাঁর 'সশস্ত্র প্রচার', 'গেরিলা ঘাটি' 'পার্টি ও গেরিলা ফৌজ' সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি অসার মনে হয়। তিনি বলুন, তিনি শুধু সশস্ত্র বিপ্লববাদ পছন্দ করেছিলেন, তিনি মার্কসবাদী লেনিনবাদী নন। তিনি স্বীকার করুন, জঙ্গলে চে গুয়েভারার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে কিন্তু গুরুতর মতপার্থক্যের জন্যে তিনি এই বিপ্লব থেকে সরে যাচ্ছেন। তিনি মুক্তি চান। তিনি বলুন, মস্কো প্রেরিত সামরিক রসদ হ্যানয়ে পৌঁছোতে চীন বাধা দিচ্ছে তাই মুক্তি সংগ্রাম ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলুন, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়ালা ও ব্রেজিলের গেরিলা তৎপরতার কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই।

রোমানো একটু হেসে বলে,

—জানি এ কাজ সহজ নয়। আজ সকালে জানতে পেলাম দ্য গল রেজি দ্যব্রের মুক্তির জন্যে আবেদন করেছেন। এটাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারি। আমরা দ্য গলকে কী মার্কসবাদী বলবো? তবে তিনি কেন রেজি দ্যব্রের মুক্তি চান! একটা পারস্পরিক সমঝতার বানানো চিত্র তুলে ধরতে বাধা কোথায়?

রোমানো একটু থামে। তারপর খুসীর হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলে,

—আমি জানি না আমার কথায় কী ফল হবে। তবে রেজি দ্যব্রেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের দিকটা আজ নতুন করে চিন্তা করা হচ্ছে। এখানকার মার্কিন দূতাবাসও আমার সঙ্গে এখন আশ্চর্য রকম একমত। ল্যাতিন আমেরিকার দেশে দেশে, য়ুনিভারসিটি ক্যামপাস্-এ এই ফরাসী নাতিদীর্ঘ যুবার জনপ্রিয়তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা অস্বীকার করতে পারি না, পানামার ক্যানাল জোন-এ এন্টি গেরিলা ট্রেনিং সেণ্টারে দ্যব্রে পড়ানো হয়। আমাদের জানা থাকা উচিত ফোর্ট লিভেনওয়ার্থে বড় বড় জঁাদরেল পেণ্টাগন-রা চে গুয়েভারা ও দ্যব্রের রণনীতি নিয়ে গবেষণা করেন।

রোমানো একটু থেমে বলে,

—এই চিন্তাধারা আমাদের কাগজে প্রতিফলিত হোক আমার তাই ইচ্ছা। বরং এতবড় একটা রাজনৈতিক প্রচারকে গতি দেবার অন্যতম ভূমিকা আমাদের কাগজের থাকলে, অন্যদের ওপরেও তার প্রভাব থাকবেই। আপনাদের মধ্যে কে কে দ্যব্রে পড়েছেন আমি জানি না, তিনি তাঁর গ্রন্থে মাও ৎসে-তুং-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ল্যাতিন আমেরিকায় অচল বলেছেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলে দ্যব্রের এই রাজনৈতিক ও সামরিক অভিমত আমরা সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পারি। আমাদের কয়েক ডজন সম্পাদকীয়

লেখার চেয়ে সেটি অনেক কাজের হবে। তত্ত্বগত বিরোধকে আরও জট পাকিয়ে তোলার কৌশলগত দিকটাও ভেবে দেখা দরকার। হাভানার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ল্যাতিন আমেরিকায় মাও ৎসে-তুং-এর জনপ্রিয়তা, তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা কিছু মাত্র হীনবল হয়েছে বলে মনে করবার কারণ নেই। এখানে বিপ্লবী দ্যব্রে-কে আমরা প্রতি-বিপ্লবী চরিত্র দিতে পারি। আমি দ্যব্রের সঙ্গে কয়েকটি রাজনৈতিক বৈঠকের জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে বলেছি। বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের প্রশ্ন নিয়ে কামিরি-তে যাবেন। এই তত্ত্বগত আলোচনার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে কিছুটা সাহায্য করবে। মাও ৎসে-তুং-এর কথায় আমাদের রাজনৈতিক সঙ্কট অতিক্রমে এ হবে এক জোরালো উল্লম্ফন।

ডাঃ লিওনার্ড চিনিওস ঘোষণা করলেন,

—আমি রোমানোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ছব্রে সম্পর্কে রোমানো যে বক্তব্য রেখেছে সেটা সহজে অনেকের বোধগম্য হবে না। ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আলোচনার পর ডাঃ চিনিওস্-এর সঙ্গে রোমানো বেরিয়ে পড়ে। ডাঃ চিনিওস্ রোমানোর প্রতি ক্রমেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু পুরোটা স্বীকার করতে চান না। রোমানোই যে তাঁর কাগজের অন্যতম আকর্ষণ, এটা নিশ্চয়ই বোঝেন কিন্তু সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ডাঃ চিনিওস্ প্রশংসা করেন, কিন্তু কাউকেই তিনি অপরিহার্য মনে করতে দেবেন না।

—আপনি তো এবার ক্লাবে গিয়ে বুড়োদের সঙ্গে দাবা খেলবেন।

—তা খেলবো। কিন্তু আমি বুড়ো নই। কোন দিকে যাবে ?

—প্রেস ক্লাবে।

—কি আছে সেখানে ?

—আড্ডা মারতে। সন্ধ্যেটা কাজ না থাকলে ওখানেই থাকি।

ডাঃ চিনিওস্ চলে গেলেন। রোমানো এবার তার নিজের গাড়িতে গিয়ে বসে।

প্রেস ক্লাবে নয় তাকে এখনই যেতে হবে মরিয়ামের ফ্ল্যাটে। কিছুদিন হলো এই নতুন আলাপিতা রোমানোর অন্যতম আকর্ষণ ডাঃ চিনিওস্-এর সঙ্গে আজ দীর্ঘ সময় কাটলো, অথচ মরিয়াম সম্পর্কে কোনো কথা না তোলায় রোমানোর কৌতূহল ও চিন্তা দুইই হচ্ছিলো।

দিনটা মেঘলা। সকালে কয়েক পশলার পর টিপটিপ বৃষ্টি লেগেই আছে। আকাশ ধূসর। পথে রেণ-কোট আর ছাতার মিছিল। গাড়ি ক্রমাগত থামাতে হচ্ছে। রোমানো জোরে চলতে ভালবাসে। বিরক্ত হচ্ছিলো মনে মনে।

মরিয়াম দেহসর্বস্ব সুন্দরী নয়। একমাথা সোনালী চুলের শোভার সঙ্গে আছে অপর্যাপ্ত বুদ্ধিমত্তার প্রখরতা। রোমানোর কাছে এটাই বড় আকর্ষণ। মরিয়ামের কথা যদি ঠিক হয়, তবে ডাঃ চিনিওস-কে নতুন করে চেনবার প্রয়োজন আছে। লোকটা দু-মুখো সাপ। আজ রোমানোকে প্রয়োজন, তাই সদ্ভাব আর অন্তরঙ্গতার অভিনয় করে চলেছেন। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মরিয়ামের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে রোমানো থমকে দাঁড়ায়। সে নিজে প্রচারদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত, তবু সংবাদের অভিনব কায়দা দেখে দস্তুর মত ঘাবড়ে গেল। মোটা শক্ত কাগজে কাৎ করে মরিয়ামের লেখা একটা ঘোষণা দরজার হাতলের সঙ্গে ঝুলছে—ঘুমের ওষুধ খেয়েছি—দয়া করে বিরক্ত করবেন না। কাল সকালে টেলিফোন করবেন।

থ হয়ে রোমানো দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এ অভিনব প্রচারের অর্থ কী? ডাঃ চিনিওস্ কী গতরাত্রের বিনিদ্র রজনীর কারণ? না পুরোটাই ভড়ং। কিন্তু মরিয়াম তো জানে সে এখন আসবে।

মেয়েদের অপর্যাপ্ত বুদ্ধিমত্তা শুধু চাতুরীর দিকে ঝুঁকলে অবশ্য তার সঙ্গে পেরে ওঠা মুস্কিল। কিন্তু তার সঙ্গে এ ছলনার কী প্রয়োজন ছিল।

রোমানো ভেবে ঠিক করলো, গোটাটাই মরিয়ামের কায়দা। ভদ্রতা বাঁচিয়ে দর বাড়ানো। মিথ্যে সতীপণার গ্যাকামোও হতে পারে। তাই যদি হয় এই অভিনব ছলনাটুকু তারিফ করবার অবশ্য মৌলিকতার দাবী মরিয়াম করতে পারে না। রোমানোর মনে পড়ে, নাজী গেস্টাপোর হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে মুসোলিনীর কন্যা এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। ভেরোনা ট্রায়াল তখন চলছিল, মুসোলিনীর জামাই কাউন্ট চিয়ানোর মৃত্যুদণ্ড তখন অপেক্ষায় ছিল। মুসোলিনীর কন্যা এড্ডা চিয়ানো এই ধরনের একটি ঘোষণা দরজার সঙ্গে লটকে নার্সিং হোমের পেছন দিয়ে পালান ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত এক অনুচরের সাহায্যে নাজী গোস্টাপোর চোখে ধূলো দিয়ে সুইস ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করে যান।

রোমানো বেল বাজালো। লটকানো ঘোষণা পত্রটি খুলে নিয়ে পকেটে রাখে। ঘড়িটা একবার দেখলো। পায়চারী করতে থাকে। প্রায় মিনিট খানেক পর দরজা খোলার শব্দ হলো। রোমানো দেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মরিয়াম নিজে।

—বাইরে থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা। চমৎকার! আমি তো চলেই যাচ্ছিলাম।

—ওটা তোমার জন্যে নয়।

—তবু ভাল। কিন্তু এই বুড়ো ভামগুলোকে তুমি বড় বেশী প্রশ্রয় দাও।

—তোমার মত জাগুয়ারকে ভরসা করতে পারি নে।

দুজনে ঘরে এলো। মরিয়াম বলে,

—আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

—কিছুক্ষণ আগেও বুড়ো ভামটা আমার সঙ্গে ছিল। কই আমাকে কিছু বল্লো না। তোমার কাছে তো বলে গেছে দ্বিতীয় দিন আমাকে তোমার সঙ্গে দেখলে সে খুন করবে দুজনকে। রাগ দেখলাম না। মিটিং ছিল একটা। আমি যা বললাম মেনে নিলেন। গাড়িতে ওঠার সময় আমি জানলাম তিনি যাচ্ছেন দাবা খেলতে। তিনি বুঝলেন আমি প্রেসের কাজেই যাচ্ছি।

—বুড়ো ভাম-এর গল্প থাক। তোমার কথা বল।

—আমার ভাল লাগে না মরিয়াম। আমি চাই না আমার মত অন্য পুরুষ তোমাকে ভালবাসুক।

—তুমি আমাকে ভালবাসো?

—প্রমাণ দিতে পারি।

—তুমি এই কথাগুলো যে কতজনকে বল। তবু তোমাকে আমি পছন্দ করি। আমাকে কেউ ভালবাসে না আমি জানি। তুমি আমাকে সৌখীন বেশ্যা মনে কর। অবশ্য কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। তবে আমার শরীর নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবার সুযোগ একমাত্র তুমিই পেয়েছো।

—বিশ্বাস করি না। বুড়ো ভামটা!

—ডাঃ চিনিওস্ আমাকে স্নেহ করেন। আসলে ডাঃ চিনিওস-এর ব্যাপারটা আমি বুঝি। পণ্ডিত, বিদগ্ধ ও শহরে সুপরিচিত ব্যক্তি। হোটেলে বা পাব-এ প্রকাশ্যে অন্তর্বাস পরে মদ খেয়ে মেয়েমানুষ কোলে নিয়ে ঘরময় দৌড়োদৌড়ি করতে পারেন না। ডাঃ চিনিওস্ একজন যৌনবিকারগ্রস্ত মানুষ। লম্পটের চরিত্র কিন্তু লাম্পট্যের শরীর নয়। ডাঃ চিনিওসের পুরুষত্বহীনতা আমাকে বাঁচিয়েছে। ডাঃ চিনিওস্ যে আমার পেছনে কী পরিমাণ খরচা করেন তুমি ভাবতে পার না রোমানো। এই বুড়ো ভামকে পরিত্যাগ করবার মত বোকা মেয়ে আমি নই।

—আমি তোমাকে সব দিতাম।

—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি তো ঐ ভামটার কর্মচারী।

রোমানো এক টুকরো হেসে বলে,

—আসলে লা পাজ-এর উঁচু মহলের সঙ্গে তুমি দোস্তী রাখতে চাও। শুধু অর্থ নয়—ক্ষমতাতেও তোমার প্রচণ্ড আকর্ষণ। তুমি উচ্চাভিলাষী। ডাঃ চিনিওস-এর মত মানুষকে হাতে রেখে অর্থ হাতানোই তোমার বড় উদ্দেশ্য নয়।

—যাক বুড়ো ভাম এখন আর আসছেন না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

—তবে আমাকে তাড়ানোর জন্যেই কী ঘুমোনোর মিথ্যে বুলেটিন ঝুলিয়েছিলে?

মরিয়াম খিল খিল করে হেসে ওঠে। সুন্দর যৌবনশ্রী নাড়া খেয়ে ওঠে। রোমানো একটু কাছে এগিয়ে এসে বসে। তারপর বলে,

—আমার এক অভিভাবক জুটেছে ইদানীং। চরিত্রের দিক দিয়ে ডাঃ চিনিওস্-এর রকমফের। আমার এখানে ঘুমতে আসেন। গরম জলে স্নান করেন। আর আমার টেলিফোন থেকে উকিলের সঙ্গে আয়কর নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। এ এক নতুন উৎপাত জুটেছে।

—মহাপুরুষটি কে?

—ক্ষমতা প্রচণ্ড। আমার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ। প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে বুঝলাম ভদ্রলোক একজন ধনী ব্যবসায়ী। বিপত্নীক। লা পাজ-এ এসেই আমার প্রেমে পড়ে গেলেন। বললেন, তুমি একা, আমিও নির্বান্ধব। আমি তোমার বুড়ো খোকা হয়ে একাকীত্ব ভেঙে দেব। সেই থেকেই মাঝে মাঝে আসেন। মদ খেয়ে কান্নাকাটি থেকে সুরু করে আমাকে নিয়ে সে যে কী জ্বালাতন করেন!—সারা রাত ঘুমতে দেন না। তোমাকে নিয়ে এখন আমার তিন মক্কেল। তবে এই অভিভাবকটিকে আমি আর

সহ্য করতে পাচ্ছি না। অবশ্য দারুণ খরচের হাত। নিজের কোম্পানীর একটা নতুন গাড়ি আমার ব্যবহারের জন্যে দিয়েছেন। ষাঁড়ের লড়াই দেখাতে নিয়ে যাবেন বুয়েনস এয়ার্স। বলেছেন সামনের মাসে কুজকো যাবেন। যাই বল রোমানো এই প্রবীণ অভিভাবকদের বেশ নির্ভর করা চলে

—বেশ মজাদার লোক মনে হচ্ছে।

—খুব রসিক ব্যক্তি। মনটা খুব উদার। ডাঃ চিনিওস-এর মত হিংসুটে নয়। জাত লম্পট নন। গিলবার্তো ক্রে একজন অভিজাত ব্যক্তি।

রোমানো এক রকম আঁৎকে ওঠে,

—গিলবার্তো ক্রে!

—তুমি চেনো নাকি?

পিতৃ পরিচয় রোমানোর অজানা নয়। কিন্তু তিনি যে বিপত্নীক, সম্পূর্ণ নির্বান্ধব জীবন যাপন করছেন—রোমানো জানতো না। আর একাকীত্ব ভাঙতে যে মরিয়ামের সান্নিধ্যের প্রয়োজন এটা ভাবতেই পারে নি রোমানো।

কতগুলো চিন্তা হু হু করে মাথার মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। কোটের পকেটে রোমানোর শক্ত মুঠোটা ক্রমে শিথিল হয়ে আসে।

—লোকটাকে তুমি চেনো?

—নামটা কেমন শোনা শোনা মনে হলো।

মরিয়াম দুপাত্র পানীয় ঢেলে নিল। নিজের হুঁসে আবার রোমানো ফিরে এসেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে জুত হয়ে বসেই কী ভেবে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পর মুহূর্তেই ফিরে এলো। মরিয়ামের আঁকা ভ্রু-লতায় কৌতূহলের আভাস,

—কী হলো?

এক গাল হেসে রোমানো বলে,

—তোমার অভিভাবকের হাত থেকে আমাদের বাঁচা দরকার। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার বুলেটিনটা আমি আবার দরজায় টাঙিয়ে এলাম।

সপ্তাহের সুরু থেকেই লা পাজ-এ পুলিশী সন্ত্রাস নতুন করে সুরু হলো। জঙ্গলের উত্তাপে বড় বড় শহর উত্তপ্ত। সরকারীভাবে পুরোপুরি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বয়ং চে গুয়েভারা। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস রেভিস্তা সিয়েম্প্রে পত্রিকার প্রতিনিধিকে বলেছেন, মার্কিন সামরিক উপদেষ্টারা অতি দ্রুত বলিভিয়ান ফৌজকে গেরিলা রণনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন। দেশের এই জরুরী পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে তিনি দেশবাসীর সক্রিয় সমর্থন চেয়েছেন।

পুলিশ সদর দপ্তর কর্মচঞ্চল। গোয়েন্দা দপ্তরের নবনিযুক্ত বিশেষ পরামর্শদাতা জরুরী পরিস্থিতিতে গোয়েন্দা দপ্তরকে ঢেলে সাজিয়েছেন। ভদ্রলোক কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়ালায় এ্যান্টি গেরিলা ট্রেনিং ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাণাঘুষা শোনা যায় যে অব পীগস্ অপারেশন-এ তিনি ছিলেন। ভদ্রলোক কিউবান। বিপ্লবের পরে পরেই সামান্য এক জলযানে তিনি হাভানা ত্যাগ করেন। আসেন মিয়ামী। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তরে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ্যালফানসো রোডারিগ বলিভিয়ান সরকারের বিশেষ অনুরোধে এই নতুন কর্মভার গ্রহণ করেছেন।

বেশ লম্বাটে চেহারা। চুয়াড়ে মুখশ্রী। বয়স চল্লিশের নিচেই। ক্ষিপ্র গতি, দু-তিনটে সিড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করেন। শোনা যায় আশী নব্বই মাইল বেগে গাড়ির গতি রেখে সামনে পেছনে দুহাতে রিভালভারের অনিবার্য লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় মার্কিন একাদমীতে প্রথম হয়েছিলেন। দৈহিক নির্য্যাতন সহ্য করবার ভীতিপ্রদ পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পান। সর্বসাধারণের অচেনা হলেও এ্যালফানসো রোডারিগ নামটি সরকারী ওপর মহলের বিশেষ পরিচিত।

তবু আজ লা পাজ-এ বিপ্লবী অভিযান ও ব্যস্ততা আশ্চর্যরকম সক্রিয়। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে প্রথম দিকে কিছু গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু মারকাস্ ইউনিটের কেউ এ পর্যন্ত বিপদাপন্ন হয় নি। বলিভিয়াতে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনায় স্বয়ং চে গুয়েভারার নেতৃত্ব দেবার সংবাদে কর্মীদের মনবল বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আত্মপ্রসাদের কিছু নেই। জঙ্গলের গেরিলা ফৌজ এখনও শহরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পাচ্ছে না। সংঘর্ষের প্রথম স্তরেই অপর্যাপ্ত ফৌজী তৎপরতা ও ক্রমাগত নপাম বর্ষণে গেরিলা ফৌজ একরকম বিচ্ছিন্ন। রেজি ছব্রে-র গ্রেপ্তার ও তুইজন দলত্যাগীর সরকারী বাহিনীতে সরাসরি যোগদানের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়।

গুপ্ত বিপ্লবী অভিযানের নেতা মারকাস্ কিন্তু তার সুষ্ঠু পরিচালনার অন্যতম প্রধান চরিত্র হেরণান মাতিনো। মাতিনোর সবচেয়ে বড় সুবিধে পুলিশের খাতায় তার নাম কোনো দিনই নেই। কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিকটা কেটেছে পিতার কর্মস্থলে বিদেশে। সামরিক অভ্যুত্থানের পর ভেনেজুয়ালার সঙ্গে দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কারাকাস থেকে দূতাবাস গুটিয়ে আনতে হয়। মাতিনোর পিতা ছিলেন দূতাবাসের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী। দেশে ফিরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে যোগদান করেন ও হঠাৎ হৃদরোগে মারা যান। মাতিনোর বড় ভাই সামরিক বিভাগের বৈমানিক। প্রাদো এলাকায় মাতিনোর সৌখীন ষ্টুডিও। পেট্রোলিয়ামের ওপর মাঝারি গোছের এক ডিগ্রী আছে কিন্তু সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে চাকরীতে সে ঢোকে নি। এই পরিচয়ই আপাতদৃশ্য। আসলে মাতিনো ভেনেজুয়ালা থাকাকালীন মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে দেশের প্রেসিডেন্ট-এর চেয়ে নেলশন রকফেলারের দাপট তার নিজের চোখে দেখা। প্রায় তুবছর আগে এই ক্যামেরার দোকানেই অ্যানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। অ্যানার তোলা ছবিগুলোতে ভুল ত্রুটি হয়তো ছিল কিন্তু বিষয়বস্তু চয়ণের স্বাতন্ত্র্য মাতিনোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্প সাহিত্য

আর রাজনীতি নিয়ে কথা হতো। সার্ত্রে, নেরুদা থেকে দেশের বাহাত্তো সালের বিপ্লব। মার্কিন যুবার ড্রাফ্‌ট কার্ড পোড়ানো, উৎকট বিটিলস্‌, নিঃসঙ্গ গির্জা, জীবনে বীতস্পৃহ হিপি, সিট্‌-ইন, মার্টিন লুথার কিং আর ভিয়েতনাম।

অ্যানার তবু য়ুনিভারসিটিতে সামান্য কিছু রাজনীতি চর্চা আছে। সরকারের চোখে বড় জোর ধনী তনয়ার সৌখীন সাম্যবাদী চর্চা। কিন্তু মাতিনোর কোনো ভূমিকাই নেই। অ্যানার মাধ্যমে রিকার্দোর সঙ্গে পরিচয়। মানুষ চেনে রিকার্দো। অ্যানাকে একদিন বলেছিল, প্রথমে ভেবেছি দেশকে ভালবাসার কাল্পনিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। বুদ্ধিজীবির বিলাস মনে হয়েছে। কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি মাতিনো বিপ্লবের স্বার্থে সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে পারে। এই নিষ্ঠা আর আত্মপ্রত্যয়ের আজ বড় দরকার।

আজ মাতিনোর ষ্টুডিও হয়েছে বৈপ্লবিক সওদা সারার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। তবে বাইরে থেকে কোনো কারণেই সামান্য রকম সন্দেহের উদ্রেক করে না।

কোচাবাম্বা অধিবেশনের খুঁটিনাটি নিয়ে অ্যানার সঙ্গে আলোচনা চলছিল। রিকার্দো সহ প্রায় সমস্ত ইউনিটের প্রতিনিধিরা সেখানে মিলিত হবে। দায়িত্ব প্রচুর। গোপনীয়তা ও কৌশল অবলম্বনের নানা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলে। পুরো দায়িত্ব মাতিনোর। আগামী দিনের জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে এ অধিবেশনের গুরুত্ব প্রচুর। দৈবাৎ কোনো আঘাত আসলে তার সুদূর প্রসারি প্রতিক্রিয়া।

ফটো ষ্টুডিও। লোকজন আসবেই। দুজন কর্মচারী কাউন্টার সামলায়। ভেতরে একটুকরো ঘর। অন্যদিকে ডার্ক-রুম ও ছবি তোলবার সুসজ্জিত কামরা।

মাতিনো অ্যানার সঙ্গে বসে তখন কথা বলছিল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। মাতিনো জানান দিতেই দোকানের টাক-

ওয়ালা কর্মচারী এডুয়ারদো মেলেনা ঘরে এসে ঢোকে। কর্মচারী জানালো এক যুবা তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নাম জুয়ান।

অ্যানা ও মাতিনোর মধ্যে মুহূর্তে দৃষ্টি বিনিময় হয়। এই সেই জুয়ান যে শেষ মুহূর্তে বিপ্লবী দলের সঙ্গে থাকতে আপত্তি তুলেছে। পার্টি শৃঙ্খলা সে ভাঙ্গতে পারবে না। কেটে পড়া কজনের মধ্যে সবচেয়ে সন্দেহভাজন। স্বয়ং মারকাসের সঙ্গে একদিন অভদ্রভাবে তর্কে নেমেছিল।

সামান্য দুদণ্ড ভাবলো মাতিনো। তারপর জুয়ানকে ভেতরে ডেকে পাঠালো। কর্মচারী চলে যেতেই অ্যানা বলে,

—এখানে ডাকবার কী দরকার।

—তাতে ক্ষতি নেই। জুয়ানের সন্দেহভাজন চরিত্রের কথা আমি শুনেছি। তাকে আমি চিনি। সেই কারণেই ভেতরে ডাকছি। ব্যবহারিক ভদ্রতা ও পূর্বের বন্ধুত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তার উল্টো ফল হবে। মতপার্থক্য থাকুক কিন্তু আমি দেখাতে চাই তাকে আমরা অবিশ্বাস করি না।

—আমার সঙ্গে পরিচয় সামান্য।

—তবু তুমি খুশীর ভাব দেখিও।

জুয়ান এসে ঘরে ঢোকে। হাতে একটা ম্যুভি ক্যামেরা। ঠোঁটে লম্বা সিগার। পোষাক পরিপাটি। একটা দাঁত সোনায় বাঁধানো। মাতিনো বলে,

—হঠাৎ কী মনে করে?

'ক্যামেরা সংক্রান্ত কোনো পরামর্শে বা প্রয়োজনে আমি আসি নি,' জুয়ান এক টুকরো স্বচ্ছ হেসে অ্যানাকে অভিবাদন করে সামনের সোফায় বসে পড়ে।

—কেন ম্যুভির পাগলামো ছুটে গেছে নাকি!

—হ্যাঁ সে পাগলামো এখন আপাতত নেই। তোমার সঙ্গে দেখা করার আমার খুব দরকার। ক্যামেরাটা একটা কভার। যেন

পাঁচজনের মত আমিও ছুটিতে এসেছি। চারদিকে যে রকম অবস্থা—সাবধান হতেই হয়।

—খুব দরকার আমার সঙ্গে?

—খুব।

—গোপনীয়?

—নিতান্তই।

—ব্যক্তিগত না হলে অ্যানার সামনে তুমি বলতে পার। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

—ব্যক্তিগত নয়, তাছাড়া অ্যানাকে দেখে আমার ভালই লাগলো। তার মতামতও জানা যেতে পারে।

—বল।

—তোমাদের বিরক্ত করলাম, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। ব্যাপারটা এত জরুরী।

মাতিনোর স্বাভাবিক নিরুত্তাপ নিষ্ক্রিয়তায় একটা চমক লাগে। বুঝতে পারে জুয়ান নতুন কিছু বলতে এসেছে। মতলব নিশ্চয়ই কিছু আছে। নিজে সর্তক নয়। হেসে বলে,

—নতুন কী কিছু ভাবছো?

—আমি জানি আমাকে আজ তোমাদের বিশ্বাস করা কঠিন। এমন একটা অস্থিরতার মধ্যে আমরা চলেছি, আর এত তাড়াতাড়ি শত্রু মিত্র বেছে নিচ্ছি, যাতে প্রকৃত সত্য অনেক সময় মূল্যায়নে আমরা ভুল করে বসছি। তাই একটা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। হয়তো তুমি আমাকে জালিয়াৎ মনে করবে না।

—তোমাকে আমরা কেউ জালিয়াৎ মনে করি না। অবিশ্বাস তোমাকে আদৌ করি না। আমাদের সঙ্গে তুমি আসছো না, তাই তুমি শত্রু হয়ে গেছো একথা আমি কোনোদিন বলি নি। এটা যুক্তিসঙ্গতও নয়। এভাবে বিপ্লবী আন্দোলন নিতান্তই একটা ছেলে-খেলায় দাঁড়ায়। বিশ্বাস হয়তো আজ করি না, কিন্তু অবিশ্বাসী

শত্রু ভাববো কেন? তাছাড়া ব্যক্তিগত মতাদর্শের মর্যাদা নিশ্চয়ই দিতে হবে।

জুয়ান একটু ইতস্তত করে বলে,

—আমি একজনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছি।

অ্যানার চোখেমুখে বিস্ময়। মাতিনো একদৃষ্টে জুয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকে। জুয়ান বিচলিত বোধ করে,

—আমি জানি যে কজন আমরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হই নি তার মধ্যে আমিই সবচেয়ে সন্দেহভাজন ও ঘৃণার পাত্র। মারকাসের সঙ্গে আমি তর্ক করেছিলাম। তাকে অপমান করে চিঠি লিখেছি, সবই সত্যি। আমার বক্তব্য কোথাও রূঢ় হতে পারে। তবে নীতিগত প্রশ্নের লড়াই ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

—তুমি কার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছো?

—কার্ল সম্পর্কে তোমরা সচেতন না হলে তোমরা গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়ছো।

—কার্ল!

অ্যানা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে,

—কার্ল সম্পর্কে আমার সন্দেহ আগেই হয়েছে। মাতিনো তোমার অনেক আগেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

অ্যানার কথায় কর্ণপাত না করে মাতিনো জুয়ানের দিকে ফিরে বলে,

—কার্ল এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগটা কী তোমার?

—কার্ল হয়তো আজ নিরাপত্তা দপ্তরের বেতনভোগী কর্মচারী!

—হয়তো বলছো কেন?

—কার্ল মারকাসের গোপন আস্তানার খবর পেয়েছে মনে হয়। আমাকে মারকাস্ বিরোধী পাণ্ডা মনে করে কাল অনেক কথাই বলে গেছে। মারকাস্ শহরতলীর এক বস্তিতে থাকে। এক চামড়ার কারখানার শ্রমিক-এর বাড়িতে সে আত্মগোপন করে আছে।

অ্যানা ছোট্ট একটা কাতরোক্তি করে।

মাতিনো স্তব্ধের মত কয়েক মুহূর্ত বসে থাকে। . তারপর ধীরকণ্ঠে বলে,

—তোমাকে সে আর কী বলেছে ?

—তার কথায় বুঝলাম সে তোমাদের বিপদে ফেলতে আগ্রহী। হয়তো শুধু মারকাস্‌কে একা পেয়ে সে খুশী নয়—লা পাজ-এর গোটা দলকে সে হাতে নাতে পেতে চায়। হয়তো আরও বড় রকমের উদ্দেশ্য তার আছে। সে যা হোক, মারকাস্‌ যেন অবিলম্বেই তার আস্তানা পাল্টায়। কার্ল-এর কাছে খবরটা পেয়েই তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগের চেষ্টা করি। কাল সন্ধ্যাবেলা তোমার বাড়িতে ও ষ্টুডিও-তে ফোন করে তোমাকে ধরতে পারি নি। হয়তো অন্য কোথাও ব্যস্ত ছিলে, তাই আজই আমাকে আসতে হলো।

—চিন্তায় ফেল্লে দেখছি। কিন্তু কার্ল যে এত নীচ!

—মারকাস্‌ বিরোধীদের মধ্যে আমি পহেলা নম্বর মনে করেই কার্ল হয়তো অকপটে আমার কাছে এত কথা বলে গেল। আমি কী নিয়মে চিন্তা করছি, অবান্তর প্রশ্ন তুলে আরও নানা কথাই কৌশলে জানতে চাইলো। আমি কার্ল-এর নৈতিক দেউলিয়াপণা দেখে চমকে উঠেছি। কার্ল বললো, সে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বিপ্লবের জন্যে সে আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত। আমি কার্ল-এর হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে পড়ায় ভয়ানক উদ্বেগ বোধ করছি। যদিও তোমাদের সঙ্গে আমি নেই, কিন্তু তোমাদের মহান বিপ্লবী অভিযান কার্ল-এর মত মানুষের হাতে বিপদাপন্ন হবে, মারকাস্‌ গ্রেপ্তার হবে—হয়তো তোমাদের ওপরও আঘাত আসবে, একথা কল্পনাও করতে পারি না।

—বুঝেছি তুমি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছো।

—বিচলিত মানুষ কখন হয় মাতিনো ? এত বড় একটা অন্যায়!

কথার মাঝখানে বেল বাজলো। জানান দিতেই পূর্বের টাকওয়ালা দোকান কর্মচারী এসে ঘরে ঢোকে,

—আপনাকে একজন খুঁজছেন।

—কী নাম ?

—গার্শিয়া পোনসি।

—ঘণ্টা খানেক বাদে আসতে বলুন। এখন আমি ব্যস্ত আছি।

লোকটা চলে যেতেই মাতিনো বলে,

—এই লোকটাকে তাড়াতে হবে। ইদানীং কেমন যেন সন্দেহ হয়। তোমাকে প্যাট প্যাট করে দেখে গেল। আমরা কি আলোচনা করছি সেটা জানবার আগ্রহই সবচেয়ে বেশী। বাছা-ধনকে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে। সন্দেহ আমি ছুটিয়ে দিচ্ছি। জুয়ান তুমি ক্যামেরার কথা বলবে।

সোফার সঙ্গে সাঁটা বৈদ্যুতিক সংকেত বাজাতেই একমাথা টাক নিয়ে লোকটা আবার এলো,

—ডাকছেন।

সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে মাতিনো বলে,

—এতবড় একটা কাজে যখন যাচ্ছো সেখানে তোমাকে যান্ত্রিক খুঁটিনাটি ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ?

—আমার মনে হয় কয়েকটা দাঁত ঠিক কাজ করছে না। ফিল্ম টানতে পাচ্ছে না সেই কারণে।

জুয়ানের দিকে এক লহমা চোখে হেসে মাতিনো বলে,

—ঠিক আছে। আমার দোকানের দুর্নাম আমি হতে দিতে পারি না। আমি নিজে দেখে দেব।

কর্মচারীর মুখের ওপর চোখ তুলে মাতিনো এবার গম্ভীর ভাবে বলে,

—এই ম্যুভি ক্যামেরাটা আমার এক, নম্বর আলমারিতে রাখবেন। ফিল্ম ভরা আছে। নাড়াচাড়া করবেন না। শুধু তুলে রাখুন। আমি নিজে দেখবো।

—রসিদ কাটতে হবে না ?

—না। তাড়াতাড়ি কেটে পড়ুন। ঐ গার্শিয়া পোনসি আবার এলে বলবেন আমি চলে গেছি।

মাত্তিনো সামনে রাখা জুয়ানের ক্যামেরাটা লোকটির হাতে তুলে দিতেই সে চলে গেল। জুয়ান ও অ্যানা দুজনেই মাত্তিনোর ছলনায় কৌতুক বোধ করে। অ্যানা বলে,

—গার্শিয়া পোনসি কে? তুমি সাক্ষাৎ এড়াতে চাইছো?

—ভদ্রলোক একজন চোরাকারবারী। একটি নেংটি ইঁদুরও বলা চলে। তিনি আর্জেন্টিনা থেকে পাচার করা ক্যামেরা সস্তায় আমাকে গছাতে চান।

জুয়ান সহাস্যে বলে,

—কিন্তু তোমার দোকান কর্মচারীর সন্দেহ এড়াতে আমার ক্যামেরা হাতছাড়া করা সম্ভব হবে না। ওটি যে আমার চাই ভাই। কাল সন্ধ্যেতে একটু লাগবে।

—কাল এই সময় এসে নিয়ে যাবে। আমি দোকানে থাকবো। ইদানীং কেমন যেন লোকটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

—দূর করে দিলেই তো পার।

—সেটা হুম করে সম্ভব হচ্ছে না। লোকটা তেড়া চরিত্রের, তবে কাজের লোক। আবার এমনও হতে পারে আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। একটা লোকের চাকরী—একটা পরিবারের ওপর হয়তো আমি অবিচার করবো।

অ্যানা আবার পূর্বের কথায় ফিরে আসে,

—কার্ল সম্পর্কে এখনই কিছু না করা গেলেও, মারকাসের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

মাত্তিনো জুয়ানের কেস থেকে একটা সিগার হাতে তুলে নিয়ে খুব আন্তরিক সহানুভূতির সুরে বলে,

—চিনতে হয়তো ভুল হয়। পূর্বেই তুমি বলেছো, এমন একটা অস্থিরতার মধ্যে আমরা চলেছি, আর এত তাড়াতাড়ি শত্রু-মিত্র

বেছে নিচ্ছি যাতে প্রকৃত সত্য মূল্যায়নে আমরা অনেক সময় ভুল করি। কিন্তু তোমার সম্পর্কে এই মুহূর্তে যে ধারণা, পূর্বেও সেই একই বিশ্বাস আমার ছিল। জানি তোমার দ্বিধা তুমি শীঘ্রই কাটিয়ে উঠবে। আমাদের সংগ্রামের পথে তোমাকেও আমরা পাব। এই দ্বন্দ্বটুকু হয়তো শুভ। পরস্পরের মূল্যায়ন ও সম্পর্কের নিবিড়তা আরও অনেক বেশী যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়।

জুয়ান অ্যানার দিকে ফিরে বলে,

—আমার নিজের দিন এখন খুবই একটা মিশ্রিত অনুভূতির মধ্যে চলেছে। ভাবছি, পড়ছি। বুঝতে চেষ্টা করছি। তোমাদের হটকারী মনে করে নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপনে ফিরে গেছি এ রকম মনে করবার কোনো যুক্তি নেই।

অ্যানা বলে,

—আমি বিশ্বাস করি আপনাকে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে পাব জুয়ান

জুয়ান কোনো কথা বলতে পারে না। অতিরিক্ত চিন্তিত। হাতের নেভা চুরুটটি দেখছিল। হটাৎ যেন সম্বিত ফিরে আসে। ম্লান হেসে বলে,

—আমার সাথীদের আমাকে ছেড়ে যেতে হয়েছে। পার্টিতেও আমি মানিয়ে নিতে পাচ্ছি না। শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য হয় কিন্তু মানসিক চাপ সহ্য করা কঠিন।

—নৈতিক সততাকে, পবিত্র হৃদয়কে মূল্য দিতে হবে। মানুষকে বাদ দিয়ে নীতি নয়। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি তোমাকে আমরা সঙ্গে পাব।

—কার্ল সম্পর্কে তোমরা সতর্ক হয়ে চলবে।

—ভেবে পাচ্ছি না কী নীতি গ্রহণ করবো শুধু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অতি দ্রুত কিছু করা আমাদের ঠিক হবে না। তুমি কী বল জুয়ান।

—নিশ্চয়ই। তবে কার্ল, মারকাস্ সম্পর্কে আমাকে বলতে এলো কেন? আমাকেও কী সে দলে টানতে চায়?

—কার্ল ভুল পথে সম্পূর্ণ ভুল জায়গায় গিয়েছে। কিন্তু তোমার বিপ্লব বিরোধী চরিত্র বা এ পর্যন্ত যে নিয়মে কার্ল-এর সঙ্গে তুমি চলেছো সেই নিয়মেই সম্পর্ক চালিয়ে যাবে। কার্ল-এর সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর যথা সম্ভব নজর রেখো। কার্ল যেন ভুলেও সন্দেহ না করে চোরের ওপর তুমি বাটপারীতে আছো।

জুয়ান ঘড়ি দেখে নড়েচড়ে বসে,

—আমার ক্যামেরাটা কিন্তু কালই দরকার হবে।

—আমি একটু অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছি। লোকটা জানুক তুমি শুধু ক্যামেরার ব্যাপারেই এসেছো। কালই নিও। তোমার কী তাড়া আছে?

—তা আছে। আমি একটু উঠতাম।

—তুমি ঠিকই বলেছো জুয়ান কার্ল হয়তো আরও বড় রকমের জাল বিস্তার করবার মতলবে আছে। নইলে ইতিমধ্যে মারকাস্-এর ধরা পড়া উচিত ছিল।

—সে যাই হোক অবিলম্বেই মারকাসকে সেই বস্তি থেকে সরিয়ে নাও।

অ্যানার সুন্দর মুখশ্রীতে দৃঢ় কাঠিন্য ফুটে ওঠে,

—কার্ল আর কী জানতে চাইলো?

—গুইল্য়ারমো রিকার্দো সম্পর্কে প্রচুর কৌতূহল।

—কার্ল পুলিশের লোক।

উত্তেজনায় অ্যানা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মাতিনো হেসে বলে,

—ভাগ্যিস কার্ল তোমার কাছেই গেছে, নইলে তাকে চিনতে আমাদের অনেক দেরী হয়ে যেত। আমাদের আরও সতর্ক হয়ে চলতে হবে। শত্রু-মিত্র সম্পর্কে আমরা বড় তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করে ফেলছি।

অ্যানা আবেগের সুরে বলে,

—মাতিনো হয়তো আপনাকে বেশী চেনে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা আদৌ ভাল ছিল না। দলত্যাগী বলে নয় শুধু, আপনার সম্পর্কে এত আজেবাজে শুনেছি। কিন্তু আপনার মহান চরিত্র, মতভেদ থাকলেও ষোল আনা দেশপ্রেম আমি অস্বীকার করি না। মারকাস্‌কে আপনি মনে মনে যতটা শ্রদ্ধা করেন, সেটা উপলব্ধি করে আমি আরও অভিভূত হচ্ছি। আপনি আমাদের সংস্থায় আসুন না। সেখানে তো সশস্ত্র বিপ্লব নেই। অন্যের কথা জানিনে কিন্তু একবারই শুধু আপনার অভিনয় আমি দেখেছিলাম। আমার খুব ভাল লেগেছিল। আসুন না।

—মনে থাকবে। ভেবে দেখবো।

—সময় নেই। এটা খুব মামুলী অজুহাত হলো।

—কথাটা অর্ধসত্য। পরে কথা হবে।

—মাতিনো কী বল ?

—এ সম্পর্কে আমার নতুন কিছু বলবার নেই। জুয়ান ভাল অভিনেতা। আমাদের সংস্থায় সে এলে নিশ্চয়ই আমরা লাভবান হবো। তবে এই মুহূর্তে মারকাস্‌ ছাড়া কারো সম্পর্কে আমি ভাবতে পাচ্ছি না। কার্ল-এর কথাও নয়। সংস্থার কথা আমার মাথাতে নেই।

আরও কিছুক্ষণ কথা হয়। জুয়ান সম্পর্কে অ্যানা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মাতিনো কী কারণে যেন ষ্টুডিও-র কাউন্টার থেকে একবার ঘুরে এলো।

অ্যানা বলে,

—সেই চোরাকারবারী গার্শিয়া পোনসির খোঁজ করে এলে ?

—তুমি হাসছো, কিন্তু আমি ভাবছি এমনই এক সমাজব্যবস্থায় আমরা বাস করছি, যেখানে চোরাই মাল না কিনতে চাইলেও ভয় লাগে। গার্শিয়া পোনসি জীবনেও হয়তো এতবড় বিস্ময়কর ব্যবসায়ী জীব দেখে নি। তাই ভাবছি।

জুয়ান উঠতে চাইলো।

করমর্দন করে মাতিনো বলে,

—তোমার চিন্তা নেই। তোমার কথামত আজই আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। খবরাখবর জানাবো।

জুয়ান অ্যানার সঙ্গেও আন্তরিকতা নিয়ে করমর্দন করে,

—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।

—আপনাকে আমি ধরে নিয়ে আসবো।

এবার তিনজনেই হো হো করে হেসে ওঠে। ষ্টুডিওর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মাতিনো সেই একমাথা টাকওয়ালা কর্মচারীকে ভেতরে আসতে বলে।

অ্যানা ভেতরেই ছিল। কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে মাতিনো ফিরে আসায় অ্যানার একটু ভাবান্তর হলো। মাতিনো উত্তেজিত। ধমকের সুরে বলে,

—আগেও আপনাকে বলেছি, আপনার ভদ্রতা বোধ কম। আপনি যখন তখন আমার ভেতরের এই ঘরে ঢুকে পড়েন কেন ?

—আমি তো জানান দিয়েই…

—তর্ক করবেন না। আপনার যোগ্যতা আমি জানি। দয়া করে আপনাকে আমি চাকরীতে রেখেছি।

জুয়ান আবার ফিরে এলো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই মাতিনোর। কর্মচারীকে ধমকে চলে,

—আমার বন্ধু বান্ধব আসে, আপনি যখন তখন ঢুকবেন! এটুকু ভদ্রতাবোধ থাকা দরকার। গুরুতর প্রয়োজন থাকে অন্য কথা। তাই বলে গার্শিয়া পোনসির মত বাজে লোকের খবর নিয়ে আপনি এঘরে ঢুকে পড়বেন!

—আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

—আপনার জানা থাকা উচিত শহরের সম্ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধব

আমার এখানে আসেন। আচ্ছা এখন যান। কী হলো ফিরে এলে যে?

শেষোক্ত প্রশ্নটি জুয়ানকে করা। উত্তরটা অ্যানা দিল,

—সিগারেট লাইটারটা ফেলে গিয়েছিলেন।

টাকওয়ালা লোকটা চলে গেল। জুয়ান আর দাঁড়ালো না। অর্ধদগ্ধ চুরুটটা ধরিয়ে হাতে তুলে হাসিভরা মুখে বলে,

—তুমি ঠিকই বলেছো। লোকটা সন্দেহ জনক। আমার আগাপাস্তালা নিরীক্ষণ করছিল।

মাতিনো ঠোঁটে শুধু একটুকরো হাসলো।

জুয়ান চলে গেল।

'বড় চমৎকার ছেলে জুয়ান,' মিষ্টি হেসে অ্যানা তার পূর্বের আসনে ফিরে এলো।

—আমি জানতাম জুয়ান আবার জানান না দিয়ে ফিরে আসবে। তবে লাইটার ফেলে গিয়ে ফের নিতে আসার মত তুচ্ছ অজুহাতের সে যে আশ্রয় নেবে মনে হয় নি।

অ্যানা বিস্ময় প্রকাশ করে,

—লাইটারটা জুয়ান কি ইচ্ছে করেই ফেলে গিয়েছিল বলতে চাও?

—সেই কারণেই বেচারা মেলেনাকে আগেই ডেকে এনে ধমকাচ্ছিলাম। জুয়ানের মন ষোল আনা জয় করা তাতে সম্ভব হলো।

—তোমার হেঁয়ালী আমি বুঝি না মাতিনো।

—আমরা এক পরিপূর্ণ হেঁয়ালীর মধ্যে চলেছি। সামনে অসীম অনিশ্চয়তা, তবু এই মুহূর্তে আমি নিশ্চিন্ত। আমার আনন্দ হচ্ছে।

'তুমি কী পাগল হয়েছো মাতিনো,' বিস্ময় ও উৎকণ্ঠায় অ্যানা চমকে ওঠে।

—জানি তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে। পুরোটা তোমার জানা নেই। প্রয়োজন হয় নি তাই বলা হয় নি। যাক তার আগে

আমার নিজের সামান্যতম সন্দেহটুকুর নিরসন করতে চাই। একটু বসো।

টাকওয়ালাকে জুয়ানের ক্যামেরাটা দিয়ে যেতে বলে মাতিনো। মাতিনো আপন মনে বলে চলে,

—জুয়ানের প্রতি তোমার অবিমিশ্র সমর্থন আরও অনেক বেশী কাজের হয়েছে। তিলমাত্র সন্দেহ সে রেখে যায় নি। কিন্তু আমার অবাক লাগছে এইটুকু পুঁজি নিয়ে এরা চক্রান্ত চালাবে কিভাবে? অবশ্য আমি ক্যামেরাটা দেখলেই বুঝতে পারবো—আমি জানি আমার অপারেশন গার্শিয়া পোনসি ষোল আনা অভ্রান্ত।

—আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না মাতিনো।

—সত্যি তোমরা এত সহজে ভোলো, অবশ্য তোমার দোষ নেই, সবটা তুমি জান না।

টাকওয়ালা জুয়ানের ক্যামেরা নিয়ে এলো। মাতিনো চট করে উঠে গিয়ে ভেজানো পাল্লাটা এঁটে বন্ধ করে দিল। তারপর কর্মচারীর সঙ্গে আশ্চর্য রকম ব্যবহার করে,

—ক্যামেরাটা দেখলেন?

—ইউ. এস মার্ক টু। পুরোনো মডেল, তবে খুবই শক্তিশালী স্পীকার।

মাতিনো টাকওয়ালার হাতটি ধরে সোফায় বসতে অনুরোধ করে। তারপর বলে,

—আজই পুরো স্পুলটা আমাদের মেশিনে ট্রান্সফার করতে হবে।

চামড়ার সুদৃশ্য কেসের জীপ-ফাসনার একটানে মাতিনো খুলে ফেলে অ্যানার দিকে ফিরে একটু হেসে বলে,

—অ্যানা এই যে দেখছো জীপ ফাসনারের বোতামটা—এইটাই অতি শক্তিশালী মাইক্রোফোন স্পীকার। ক্যামেরার ঢঙ-এ সাজানো। এটা একটা অতি শক্তিশালী টেপ রেকর্ডার। জুয়ান

আমাদের এখানে আমাদের কথাবার্তা তুলতে এসেছিল। কিছু তুলেছেও। তাই কৌশলে এটা রেখে দিতে হলো। আশা করি ব্যাপারটা তোমার কাছে এখন সহজ মনে হবে।

চাপ দিতেই ক্যামেরাটা খুলে গেল। এক দিকের ফিতে ফুরিয়ে গিয়ে অন্যটায় জড়িয়ে গেছে। শূন্য স্পুলটা শুধু তখনও ঘুরে চলেছে।

—'জুয়ান',—অ্যানা এবার একরকম ছোট্ট আর্তনাদ করে ওঠে। মাতিনো তৎপর হয়। টাকওয়ালাকে বলে,

—আপনি এখনই চলে যান। আপনাকে বলবার কিছু নেই, জানেন সব। পুরোটা আমার টেপে ট্রান্সফার করবেন। টাকওয়ালার চোখেমুখে ভাবলেশহীন চাউনি। ছোট্ট করে মাথা নেড়ে বলে,

—ষ্টুডিও-তে ঢোকার পর থেকে যা টেপ-এ তোলা আছে সবটাই নষ্ট করে ফেলবো তো।

—নিশ্চয়ই। তবে খেয়াল রাখবেন তার আগের তোলা অংশ যেন নষ্ট না হয়।

—বুঝেছি।

—কখন পাচ্ছি।

—সকালে।

—খুব সাবধান কিন্তু।

—জানি।

—ক্যামেরাটা তো রেখে যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ।

—আপনার যদি কেউ পিছু নেয়।

—সে প্রস্তুতি আমার থাকবে।

—আপনি কি ক্যামেরাটা দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন?

—না।

—আমার পরে নজর পড়েছে। ততক্ষণ আমাদের অনেক কথা হয়ে গেছে।

—প্রথমটা আমি বুঝতে পারি নি। সন্দেহ হচ্ছে ওরা তিনজন ছিল।

—বাকী দুজন কি করছিল।

—শো-রুম দেখছিল। এটা সেটা নাড়াচাড়া করছিল। জুয়োন যাবার আগেই অবশ্য তারা চলে গেছে।

—আপনি এখনই যাচ্ছেন?

—এখনই।

—কাল সকালে আমার আসতে দেরি হবে।

—ক্ষতি নেই। কাজ তৈরী থাকবে।

—গার্শিয়া পোনসি লোক পাঠিয়েছিল?

—সে কাল আসবে।

টাকওয়ালা চলে গেল। অ্যানার চোখের সামনে উত্তেজক এক নাটকের দৃশ্য শেষ হলো। তবে আগামী দৃশ্যের কৌতূহল তাতে কমে না। মাতিনো অ্যানার মনভাব আন্দাজ করতে পারে। সহজ করে নিতে সাহায্য করে মাতিনো,

—অ্যানা আমাদের ইউনিটের মধ্যে যে টুকরো টুকরো সাব ইউনিট কাজ করছে, তাতে আমাদের ক্ষমতা ও নিরাপত্তা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে। তুমি হয়তো জান না, কারণ প্রয়োজন হয় নি এতদিন। আজ তোমার জানা খুবই দরকার। লা পাজ-এর কর্মীদের মধ্যে কার্ল একজন নির্ভিক, একনিষ্ট কর্মী। মারকাস্-এর নির্দেশেই সে প্রকাশ্যে দলত্যাগীর ভূমিকা নেয়। প্রকৃত দলত্যাগী ও সন্দেহ-ভাজন কর্মীদের তত্ত্বাবধানে সে নিযুক্ত হয়েছে। জুয়ান এখন গোয়েন্দা দলে যোগ দিয়েছে। মারকাস্-এর আস্তানার সন্ধান জুয়ান কোনেক্রামে জানতে পারে। কার্ল-এর সঙ্গে দেখা হয়। কার্ল কৌশলে জুয়ানের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে জুয়ান দুর্বল মুহূর্তে বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারে নি। মারকাস্ গ্রেফতার হলে যে-হেতু জুয়ানের ওপর আমাদের সন্দেহ হতে পারে, সেই কারণে তার

অপরাধপ্রবণ মন কার্লকে ব্যবহার করবার অপকৌশলে নিযুক্ত হলো! জুয়ানের ভুলের সুরু এখান থেকেই। কালই মারকাস্‌কে এগুয়ের-এর বস্তি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। জুয়ান এটা জানে না। জুয়ান উচ্চাভিলাষী। মারকাস্‌কে ধরিয়ে দিয়েই সে খুশী নয়। সে আমাদের জড়াতে চায়। আজ ষ্টুডিওতে ক্যামেরা হাতে কার্ল এর বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযোগ নিয়ে সেই কারণেই তার অবির্ভাব। জুয়ানকে কার্ল নাকি বলেছে সে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবে। তাকেও ডেকেছে। জুয়ান কার্ল-এর ফাঁদে এই ভাবে পা দিয়েছে। খানিকটা আমি তৈরী ছিলাম, কিন্তু জুয়ান যে এত প্রস্তুত হয়ে আসবে ভাবতে পারি নি। সবটাই ভাল ভাবে উৎরেছে। প্রথমে ঘরে ঢুকেই বললো আপতত, ম্যুভির পাগলামো তার নেই। ষ্টুডিওতে আসার যৌক্তিকতার আপাতদৃশ্য কভার হিসাবে সে এটি সঙ্গে এনেছে। যেন সে পাঁচ জনের মত ষ্টুডিওতে এসেছে। যেন পেছনে তার পুলিশ আছে। অথচ ক্যামেরাটা কৌশলে একদিনের জন্যে রাখতে চাইলে জুয়ান যথাসম্ভব আপত্তি করলো। কালই ম্যুভির খুব প্রয়োজন দেখা দিল। এমনই বোকা, ম্যুভিটা আবার আমাদের তিনজনের মাঝখানে রাখলো। জুয়ান ভেবেছে তাতে আমাদের আলোচনা ভাল রেকর্ডিং হবে। বাইরের লোকে জানে না কিন্তু ইউ.এস মার্ক টু এই গুপ্ত টেপ রেকর্ডার আমি চিনি। আমার ভাই একজন সামরিক বিভাগের বৈমানিক তুমি জান। তার বন্ধুর হাতে প্রথম দেখেছিলাম। তবে এটা পুরোনো মডেল। এতে ম্যুভি, স্টীল ছবি ও কথা রেকর্ডিং সবই করা চলে। যখন যেটার প্রয়োজন। জুয়ান খুব একটা আপত্তি করলো না শেষ পর্যন্ত। কারণ আমাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্যে একটু ঝুঁকি তাকে নিতে হয়েছে। ক্যামেরা সে রেখে গেল কিন্তু দুশ্চিন্তা নিয়ে গেল। আমরা জুয়ানকে আদৌ চিনতে পেরেছি বা সামান্য রকম সন্দেহ করছি কিনা, সেটা জানার জন্যে জুয়ান নিঃশব্দে ঘরে ফিরে এসেছে আবার। লাইটার ফেলে

যাওয়া, টুপি ভুলে রেখে যাওয়া খুবই স্থূল অজুহাত। আমি জানতাম সে আবার আসছে। তাই এডুয়ারদো মেলেনাকে ডেকে এনে সম্ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধবের মধ্যে হুট হুট করে ঢুকে পড়ার জন্যে ধমকাতে সুরু করলাম। জুয়ান ষোল আনা তাতে খুশী হয়েছে। সে নিশ্চিন্ত।

—উত্তেজক রহস্যঘন নাটক দেখছি নাকি।

—উত্তেজক এক আবহাওয়ার মধ্যে আমরা চলেছি তুমি ভুলে যেও না অ্যানা। তবে অলিখিত ও অজানা নাটকে তোমার নির্ভুল অভিনয় অনেক কাজের হয়েছে। তুমি জুয়ানকে নাট্য সংস্থায় ডেকেছো। জুয়ান এত অভিভূত হয়েছে যে সে মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছিল না।

—এখন আমাদের কী কর্তব্য।

—বেরিয়ে পড়া।

—তারপর।

—এক পাত্র কফি পান করে আমি মারকাসের সঙ্গে দেখা করতে যাব। কাল হলে চলবে না, আজই কার্ল-এর সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার। জুয়ান সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য বেছে নিতে হবে। তবে ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না। অপারেশন গার্শিয়া পোনসির জের এখনও চলবে।

—গার্শিয়া পোনসি!

—কার্লই গার্শিয়া পোনসি। নামটা মারকাসের দেওয়া।

অ্যানা বিস্ময়োক্তি করে,

—আমাদের কার্ল! তোমার দোকানের কর্মচারীর এ চরিত্র আমি এতদিন জানতাম না। আমি দস্তুর মত চমকে উঠেছি।

মাতিনো খুশীর হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলে,

—টাকওয়ালা দোকান কর্মচারীর আসল চরিত্র তুমি কিছুই জান না অ্যানা। অবসর সময়ে আলাপ করো।

—ইনি কী আমাদের সঙ্গে আছেন?

—তুমি পরে একদিন আলাপ করো। নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে। আসলে, ইনি কর্মচারী আদৌ নন।

অ্যানা আর মার্তিনো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ষ্টুডিওর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে সুবেশা এক ঢেঙা তরুণী। মুখোমুখি কানে পেন্সিল গোঁজা টাকওয়ালা এডুয়ারদো একগাদা নোট গুনে চলেছেন। টুথ ব্রাশের মত গোঁফ। যুক্ত ভ্রু-যুগলে পরিপূর্ণ বিস্ময়-রেখা।

খবরটা কাগজের হেড লাইনে স্থান পেলেও তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। এ সংবাদ যেন সবার জানাই ছিল। রেজি ডুব্রের হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন মঞ্জুর হলো না।

আগামী কোচাবাম্বা অধিবেশন সম্পর্কে মাতিনোর সঙ্গে মারকাস্-এর আজ দীর্ঘ আলোচনা হলো। মূল খসড়ালিপি আজ তৈরী শেষ হলো। সান্তাক্রুজ ইউনিট-এর সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার বিরুদ্ধে মারকাস্ দীর্ঘ আলোচনা রেখেছে।

মারকাস্ বলে,

—ষোল আনা নির্ভরযোগ্য মানুষ ছাড়া কাউকেই আমরা সঙ্গে রাখবো না। সেই কারণেই জুয়ান সম্পর্কে আমাদের নীতি নির্ধারণ করা দরকার। প্রয়োজন হলে যে কোনো তীব্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো কিছু ঘটবার আগেই আমরা গুরুতর পুলিশী অভিযানের সামনে পড়তে চাই না। এখন আমাদের তৈরী করা, আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতিই বড় কথা। জঙ্গলের গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের আদর্শগত মিল, সাহায্যের জন্যে আমরা প্রস্তুত, সক্রিয় অংশ গ্রহণে কেউ কেউ তৈরী। কিন্তু আমরা যদি মনে করি শহরে থেকে গেরিলা বাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে আমরা কাজ করছি, তাহলে ভুল করবো। আমরা সম্পূর্ণ পৃথক স্তরে আছি। গেরিলা দলের সঙ্গে আমাদের কোনো রকম যোগ নেই। থাকা উচিতও নয়। বিপ্লবী গেরিলা গোপনে গড়ে উঠে। প্রথম দিকে অসামরিক জনগণের সঙ্গেও তার কোনো যোগাযোগ থাকে না। শত্রুর সামরিক ক্ষমতা ধ্বংস করার মধ্যে দিয়েই তারা জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে। গেরিলারাই উদ্যোগী হয়ে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করবে, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। তবে গেরিলা দলের দৈনন্দিন নীতি ও কৌশল আমরাও মেনে চলে কাজ করবো।

প্রথমত আমাদের তিনটি মূল্যবান নীতি হলো—সদা জাগ্রত দৃষ্টি, সর্বদা অবিশ্বাস ও সচলতা। গেরিলা ফ্রন্ট যেটুকু সাহায্য আমাদের কাছে চাইবে, শুধু সেটুকুর ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য। অন্যথায় আমরা বিপদাপন্ন হবো। গেরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থাও নইলে নষ্ট হবে। আমাদের দেখতে হবে জুয়ান পুলিশের লোক কী না। টেপ রেকর্ডার-এর ব্যাপারটা থেকে আমরা দেখলাম সে নিরাপত্তা দপ্তরের নিয়মিত কর্মী। উদ্দেশ্য যাই থাক, সে ব্যর্থ হয়েছে। নইলে তোমার ওপর আঘাত এসে পড়তো। অ্যানা গ্রেপ্তার হতো। জুয়ানের মুখের কথায় তারা বিশ্বাস করে নি। এগুয়ের-এর বাড়িতে হানা দিয়ে জুয়ানের ওপর তারা বিরক্তই হয়েছে। তবে জুয়ানকে আমরা কতদিন এভাবে চলতে দেব সে সম্পর্কে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—মারকাস্, জুয়ানের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

—বেশ।

—অ্যানা জুয়ানকে আমাদের নাটকে অভিনয় করবার জন্যে ডেকেছে।

—অ্যানা চৌখস মেয়ে। তোমরা নিশ্চয় ভেবে চিন্তেই জুয়ানকে নিয়েছো।

—ভাবনা চিন্তা না করেই তাকে প্রথমে ডাকা হয় কিন্তু এখন আমি দেখছি তাতে ভালই হবে।

—তোমাদের শো করা উচিত। পুলিশকে এত বোকা মনে করো না। প্রায় মাস তিনেক অভিনয়ের মহলা চলেছে, কিন্তু শো হচ্ছে না। তোমাদের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। পুলিশ মনে ভাবতে পারে, গোপনে আলোচনা চালানো আর ষড়যন্ত্র ফাঁদবার বহিরাবরণ হিসাবে নাটকের রিহার্সল তোমরা বেছে নিয়েছো।

—সামনের মাসে শো হবে। মেয়র প্রধান অতিথি। সভাপতির চেয়ারে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তিকে আমরা ডাকবো ঠিক করেছি।

—এক মজার ব্যাপার দেখছি।

—কার্ল বলছিলো, রিকার্দো এখন আগের আস্তানায় নেই।

—আমার মতই সে আস্তানা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে।

—তিনি কী এখন. সুস্থ ?

—সম্পূর্ণ।

—মারিয়ার বাড়িতে রিকার্দো আশ্রয় নেওয়াতে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। মারিয়া শুনেছি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

—রিকার্দো বাধ্য হয়।

—আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার পেছনে কী কারণ ?

—রিকার্দো হঠাৎ নিজেকে বিপদাপন্ন মনে করে।

—মারিয়া কী······

কথা কেড়ে নিয়ে মারকাস্ বলে,

—সে সব কিছু নয়। আমি কার্ল-এর হাতে দুদিন আগে রিকার্দোর পাঠানো একটা চিঠি পাই। তাতে মারিয়া ও তার ডাক্তার স্বামীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল। রিকার্দো খুলে কিছু লেখে নি, তবে অনুমান করা গেল, মারিয়াদের সে বিপদাপন্ন করতে চায় না। চিকিৎসার প্রয়োজনও ফুরিয়েছিল। তবে রিকার্দো হঠাৎ কেন আস্তানা পাল্টালো সে সম্পর্কে কিছু লেখে নি। হয়তো বিপদের আশঙ্কা করেছিল। অ্যানার ভাই-এর প্রবন্ধটি প্রকাশ হবার পর ঝিমিয়ে পড়া পুলিশী অভিযান যেন নতুন করে সক্রিয় হলো। আচ্ছা মাতিনো তোমার সঙ্গে অ্যানার ভাই গিলবার্তো রোমানোর পরিচয় আছে। শুনেছি ভদ্রলোক লম্পট। চেনো নাকি তুমি ?- আমার সঙ্গে পরিচয় নেই।

—ভদ্রলোক আমাকে পছন্দ করেন। মনে হয় অ্যানার পুরুষ বন্ধু হিসাবে আমাকে বরদাস্ত করতে পারেন। অহমিকা প্রচণ্ড। তাঁকে পরামর্শ না করে দেশের রাজনীতি চলতে পারে না, এই রকম ভাব দেখান।

—করিতকর্মা লোক নিঃসন্দেহে। পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অস্বীকার করা চলে না।

—সা পাজ-এ মার্কিন ঘেঁষা সর্বনেশে মানুষগুলোর মধ্যে রোমানো নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে জায়গা পাবেন। কোথায় যে ভদ্রলোকের হাত পৌঁছোয় বুঝি না। মার্কিন দূতাবাসের তিনি অন্যতম বিশ্বস্ত লোক।

—অ্যানা তার ভাইয়ের সম্পর্কে কী বলে ?

—অ্যানা আমাদের চেয়ে আরও উঁচু পর্দায় কথা বলে। বলে, গিলবার্তো রোমানো পুরোপুরি একজন মার্কিন প্রতিনিধি। নিজের স্বার্থের জন্যে আবার সে আনুগত্য বিসর্জন দিতেও সময় লাগবে না। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর রাজনীতি শুধু বোঝেন না, পরিচালনাও করতে জানেন।

—সম্পর্ক ওদের কেমন ?

—খুব ভাল। অ্যানাকে একটু ভয়ও পায়। বামপন্থী বলে ক্ষেপায়।

—অ্যানার বাবাকে আজ তুমি এই অবস্থায় দেখছো, কিন্তু ভদ্র লোক এক সময় সক্রিয় রাজনীতির মধ্যে ছিলেন। লেখাপড়াও জানেন। পাজ এসতেন্‌সোরোর পার্শ্বচর হিসাবে বাহান্নো সালের বিপ্লবের সময় বুয়েনস এয়ার্স চলে যান।

—অ্যানার বাবা ?

—বলছি কী ! কয়েক বার গ্রেপ্তার হয়েছেন। এম. এন. আর পার্টি ক্ষমতায় এলে সামান্য ব্যবসা অল্প দিনেই কেঁপে ওঠে। সেনেটর হয়েছেন। আজ সম্পূর্ণ অন্য লোক। বিদেশী কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের একচেটিয়া এজেন্ট। বর্তমান শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক। এমন একটা পরিবারে অ্যানাকে দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। অ্যানার মা বোধ হয় অসুস্থা মহিলা।

—অ্যানা বলে, একটা চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে অসুস্থা করে রাখা

হয়। মায়ের জন্যেই অ্যানাকে যেটুকু মন খারাপ করতে দেখি।

—গিলবার্তো ক্রে অভিজাত একজন লম্পটও বলা চলে। এসব পরিবারে এটা স্বাভাবিক। সেই হিসাবে অ্যানার হওয়া উচিত ছিল উচ্চাভিলাষী লোভী এক সোসাইটী গার্ল। অ্যানা সেটা আশ্চর্য রকম পরিহার করেছে। শুধু তাই নয়, নবীন বয়সের সৌখীন আদর্শবাদ তাঁকে স্পর্শ করে নি। অ্যানার বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আজ এত পরিণত যে ইদানীং কালে মেয়েদের মধ্যে এমন একটি দ্বিতীয় চরিত্র আমি দেখি নি। 'ল্যাতিন আমেরিকায় সশস্ত্র বিপ্লব' প্রবন্ধটি সে ছাত্রের বই পড়ার আগেই লিখেছিল। মাঝে মাঝে আমার অবাক লাগে।

মারকাসের নতুন আস্তানাটি শহরের প্রধান সড়কের সামনে। বারান্দা থেকে ব্যস্ত পুলিশ ভ্যানগুলো পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। এক বিজ্ঞাপন কোম্পানীর ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাট। বিশ্বাসী এক অনুচরের দায়িত্বে মারকাস্ এখানে ভালই আছে। অনেকটা মেস বাড়ি। কেউ কারো সম্পর্কে কৌতূহলী নয়। সারাদিনের কাজ কর্ম সেরে ডিনার আর মদ গিলে রাত্রে শুধু শুতে আসে। বিজ্ঞাপনের নানা কাজে বাইরে থেকে যাঁদের লা পাজ-এ আসতে হয়, তারাই এখানে আস্তানা গড়েন। এখানে শুধু থাকার ও শোবার ব্যবস্থা। খেতে হয় বাইরে।

তবু মারকাসের এ জায়গাটা পছন্দ নয়। বহু মানুষের সাক্ষাৎ এড়ানো মুস্কিল হয় সময় সময়। গত পাঁচ বছর পুলিশ বিরক্ত করেছে সবচেয়ে বেশী। কারণে অকারণে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, ধর্মঘট, হরতাল বা ছাত্র বিক্ষোভের আগেই অতর্কিতে হানা দিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। সৌখীন বেশ্যারা বড় বড় হোটেল আর পাব-এ বহু মানুষের মধ্যে থেকে রসিক সমাজদার যেমন নির্ভুল চিনে নেয়, সুপ্রচুর অভিজ্ঞতায় মারকাস ঠিক তেমনি বহু লোকের মধ্যে থেকে পুলিশ গোয়েন্দা চিনে নিতে পারে স্বচ্ছন্দে।

অ্যানার কথাই চলছিল। মাতিনোর হঠাৎ কার্ল-এর কথা মনে এলো,

—অ্যানা কার্ল সম্পর্কে যে নতুন কাজের কথা বলেছে সে সম্পর্কে তুমি কিছু স্থির করেছো ?

—তোমার নিজের কী মনে হয় ?

—আমার আপত্তি নেই।

—প্রথমদিকে কার্ল-এর জন্যে আমাদের একটু অসুবিধে হবে। কারণ তার মত যোগ্য লোক পাওয়া কঠিন। তবে অ্যানার দিকটাও ভেবে দেখবার। এই সময়, এই ধরনের সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামো হবে। কার্ল বলেছে তার কোনো মতামত নেই। সে শুধু আদেশ বহণ করবে। অ্যানা কাল বলেছে, এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। শত্রু শিবিরের গতিবিধি নিরীক্ষণ করা দরকার। কার্ল উপযুক্ত লোক। আমার ষ্টুডিওতে গার্শিয়া পোনসির যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে সে হতবাক। কার্ল-কে অ্যানা একদম চিনতে পারে নি। দলত্যাগীদের মধ্যে, বিরোধীদের আড্ডায় কার্ল যে নিয়মে কথাবার্তা বলে, সত্যিই সে যেমন মৌলিক, তেমনই চমকপ্রদ। জুয়ান কার্ল-এর সুনিপুণ চাতুরীর সহজ শিকার ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য কাজ অ্যানার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, কার্ল বা আমার মতামতই সব নয়। চাকরীর আগে প্রাথমিক একটা পরীক্ষা নিরীক্ষাও আছে। অবশ্য সে রকম রাজনৈতিক তাৎপর্য না থাকলে কার্ল-এর সময়ের অপচয়ও হতে পারে। কার্ল হয়তো অ্যানার ভাই-এর সঙ্গে দেখা করবে। ব্যাপারটা দেখাই যাক না।

—ব্যক্তিগতভাবে আমি কার্ল-এর এ ধরণের সুযোগ নষ্ট হতে দিতে চাই না। অবশ্য তোমার ঐ কথাটাও ঠিক, কার্যক্ষেত্রে সে রকম রাজনৈতিক তাৎপর্য না থাকলে কার্ল-এর সময় নষ্ট হবে। আমরাও ক্ষতিগ্রস্থ হবো। এ ধরণের চাকরী দুম করে ছেড়ে আসাও মুস্কিল।

—অ্যানার কাছে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের সাংবাদিক বৈঠকের কথা শুনছিলাম। ভাইয়ের মুখে শোনা। ছত্রে-কে নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়ে গেছে। খবরের কাগজের লোক বলে তিনি ছত্রে-কে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। আবার বলেছেন, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পুনর্বহালের জন্য তিনি কংগ্রেসের অনুমোদন চাইবেন। অন্তঃসারশূন্য একটা মানুষের আস্ফালন সত্যি বরদাস্ত করা চলে না। আন্তর্জাতিক প্রেসম্যানেরা প্রশ্নবানে জর্জরিত করায়, শেষ পর্যন্ত অসম্ভব চটে গিয়ে গাড়িতে ওঠেন।

—আচ্ছা মারকাস্ তুমি কী মনে করো জেনারেল ওভানদোর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের সম্পর্ক খুবই তিক্ত ?

—স্বাভাবিক। ক্ষমতা দখলের সময় থেকেই সম্পর্ক দুজনের জঘন্য। কিন্তু উপায় নেই। সংঘর্ষ কিছু হবার নয়। জেনারেল ওভানদো সামরিক বাহিনীতে সে রকম সুবিধে করতে পারবে না। তাঁর গ্রুপ আদৌ শক্তিশালী নয়। তারপর মার্কিন দূতাবাস প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে ঘাটাতে চাইবেন না। সুতরাং সম্পর্ক যত তিক্তই হোক, পরিবর্তন কিছুমাত্র সম্ভব নয়। কমলালেবুতে রস যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ব্যবহার করা চলবে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখবে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের সায়গনের নগো দিন দিয়েম বা সান্ত-দামিনগোর প্রেসিডেন্ট ত্রুজিল্লোর মত অবস্থা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট পালিয়েছেন বা নিহত হয়েছেন। ইদানীংকালে আমাদের এদিকের সবকটা দেশের এই একই ইতিহাস। জনগণের কাছে শাসক শ্রেণীর 'ইমেজ' পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে মার্কিন দূতাবাস অতর্কিতে দৃশ্যপট বদলে দেন। নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর প্রতিনিধি বেছে নেন। গুয়াতেমালায় প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জকে সরাতে ফস্টার ডালেসের সেই রাজনৈতিক ব্লু-প্রিণ্টই দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে আজ ঘুরে ঘুরে আসছে। এ ছাড়া তাদের কোনো পথ নেই। আমার মনে হয় এদেশে একমাত্র সামরিক গুরুতর চাপ নতুন কিছু ঘটাতে পারে। জঙ্গলের

গেরিলা আক্রমণ তীব্র হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন হবে। পার্লিয়ামেন্টারী ডেমক্রেসীর দিকেও ঝুঁকতে পারে। এখানেও এক ব্যাটানকোর্ট খাড়া করা বিচিত্র নয়।

—প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে তুমি অবশ্য যতটা নিরেট মনে করো আমি অবশ্য তার সঙ্গে একমত নই। চাকো-র সীমানা নিয়ে হৈ চৈ তুলে জাতীয়তাবাদী সস্তা দেশপ্রেম ছড়ানোতে তিনি কিছুটা কৃতকার্য হয়েছেন একথা স্বীকার করতেই হবে।

—এ প্রতিক্রিয়া শহরের। প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা যাঁরা কাগজে পড়েন তাঁদের মধ্যে এই ভাঁওতা কিছুটা কার্যকরী হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এ পুরোনো কায়দা আর চলছে না। দেশের আসল সমস্যা ঢাকা দেবার জন্যে হারানো সীমান্ত ফিরে চাইবার গরম গরম বুলি কিছু মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীদের আর বিত্তবানদের ভুলোতে পারে, কিন্তু দেশবাসী তার ধার ধারে না।

মারকাসের ঘরে বসে কথা হচ্ছিলো। অল্পক্ষণ পরে মাতিনো তার প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ করে উঠে পড়ে। ষ্টুডিও-তে কার্ল এসে হয়তো এতক্ষণ বসে আছে। জুয়ান সম্পর্কে একটা বুদ্ধি তার মাথায় এসেছে। বড় নিষ্ঠুর কিন্তু তার মৌলিকতা অসাধারণ।

—তোমার সমস্ত খবর ভুল। সামান্য একটা যন্ত্রের ব্যবহারও তুমি জান না। সাহায্যের চেয়ে তুমি আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছো।

—খবর আমার ঠিকই ছিল। কিছুক্ষণ আগে হলেও হয়তো আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হতো।

—তোমার সম্পর্কে আমি হতাশ হয়ে পড়ছি। শুনলাম আমাদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেও তুমি এখনও শেখ নি।

—কী কারণে যন্ত্রটা গোলমাল করলো বুঝলাম না। যতদূর জানি, আমি রেকর্ডিং-এর বোতাম টিপেই দোকানে ঢুকেছিলাম।

—আসলে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং নিয়ে এ ধরণের কাজে লেগে পড়বার যোগ্যতা তোমার নেই। তোমাকে কিছুদিন হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আঁদ্রের সঙ্গে তুমি মাস দুই কাজ কর। একা একা এত বড় ব্যাপারে তুমি পেরে উঠবে না। তাছাড়া যাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান তারা সহজ লোক নয়। বর্তমান শাসনের সমালোচক, জঙ্গলের লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জানালেই সে ষড়যন্ত্র-কারী নয়। তুমি যাদের সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছো, সেটা ভুল। অভিজাত, শিক্ষিত ও কেউ কেউ কমিউনিস্ট ঘেঁষা কথাবার্তা বলতেন, তাই তাদের ষড়যন্ত্রকারী মনে করবার কোনো কারণ নেই। তোমার তালিকায় একমাত্র মারকাস্ ছাড়া কেউই সন্দেহভাজন নন। আমরা শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করতে পারি না। নইলে লা পাজ-এর পুরো যুব সম্প্রদায়কে ধরে আনতে হয়। তুমি চুরি ডাকাতির আসামীর সন্ধান করছো না, এটা একটা রাজনৈতিক অনুসন্ধান। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হলেও শুধু পুলিশী তৎপরতার খুব একটা দরকার নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তুমি কিছুকাল আগেও কমিউনিস্ট

পার্টিতে ছিলে—তাদের মত ও পথের সঙ্গে তোমার আজ মিল নেই। অতীব আনন্দের কথা। কিন্তু কমিউনিস্টদের মত ও পথ সম্পর্কে তোমার খুব বেশী জানা আছে বলে মনে হয় না। পার্টি ছেড়ে আসা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আদর্শগত বিরোধ হয়তো কিছু নেই। আসলে আদর্শ তোমার আগেও ছিল না, এখনও নেই। তবু তোমাকে আমাদের দরকার। তবে জেনে রেখো, মিথ্যে আর ভুল সংবাদ দিয়ে চমক দেবার চেষ্টা করবে না। যাদের তুমি বিপ্লবী মনে কর, তারা আসলে কিছুই নয়। হাতে-নাতে ধরতে না পারলে শুধু সন্দেহভাজন মানুষ জেলে পুরে আমাদের কোনো লাভ নেই। তাতে আমরা বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ হই। তাছাড়া বর্তমান সরকার অহেতুক গ্রেপ্তার চালিয়ে যেতে চায় না। তাতে গুপ্ত ষড়যন্ত্র আরও বৃদ্ধি পাবে। যোগাযোগ এক সময় ছিল, এখন তোমাকে কেউ বিশ্বাস করে না। যারা এখনও তোমার পরিচিত তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগই নেই। আমাদের হাতে যখন কিছুই নেই, সেখানে শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কাজ করা চলে কী? নজর রাখো। হাতেনাতে ধরবার চেষ্টা করবে। আদ্রেঁর অধীনে তুমি কাজ করবে। তোমার রিপোর্টের পর আমি অনুসন্ধান চালাই। তোমার সমস্ত অভিযোগ আশ্চর্যরকম হাস্যকর। তোমার আরও জানা থাকা দরকার, তুমি কোনো সময়েই কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোমার আগের প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করবে না। তুমি নিজে বিপদাপন্ন হবে। আমরাও প্রয়োজনে হাত পরিষ্কার রাখবো। তুমি নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পূর্বের যোগাযোগ গড়ে তুলে রাজনৈতিক ঘাঁটি আবিষ্কার করবার চেষ্টা চালিয়ে যাও। সেখানে কী ধরনের লোকের যাতায়াত, কথাবার্তা কী হয় লক্ষ্য রাখবে। শুধু সরকার বিরোধী উত্তেজক আলোচনা চালালে তাকে তুমি বিপ্লবী আখ্যা দিতে পার না। তোমার আমার বাড়িতেও এই সরকার বিরোধী কথাবার্তা হতে পারে। তাই বলে ধরপাকড় সম্ভব কী! আশা

করি তোমার কাজের গুরুত্ব তুমি উপলব্ধি করেছো। এখন তোমার কাজ হবে প্রথমত মারকাসের পাত্তা করা। খুব সাবধানে সতর্ক ভাবে চলবে। তুমি ভেবো না তোমাকে সন্দেহ করবার লোক পেছনে নেই। আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে যন্ত্রটার কোনো ব্যবহারই তুমি করতে পার নি। কোনো সময় জিনিষটা কী তুমি হাত ছাড়া করেছিলে? ভেবে দেখতো?

—কোনো সময়ই নয়।

জুয়ান পুরোপুরি মিথ্যে কথা বললো।

প্রবীণ অফিসার তাচ্ছিল্যের এক টুকরো হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলেন,

—এতটা আনাড়ীর মত কাজ করবে ভাবা যায় না।

—যান্ত্রিক গোলযোগও তো হতে পারে।

—হতে পারে। কিন্তু এটাতে সে সব কিছু ঘটে নি। যন্ত্রটা আমি নিজে পরীক্ষা করেছি। একমাত্র হতে পারে রেকর্ডিং কেউ যদি নষ্ট করে দেবার সুযোগ পায়। কিন্তু তুমি তো বলছো যন্ত্রটি কোনো সময়ের জন্যেই তুমি হাতছাড়া কর নি।

—আজ্ঞে না।

—ঠিক আছে তুমি এখন এস। ভেবে চিন্তে কাজ করবে। তুমি আমাদের লোক বলে যদি তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়, তবে আমাদের তোমাকে আর প্রয়োজন হবে না। তাই সাবধানে চলবে। উত্তেজনার মাথায় কিছু করে বসবে না।

জুয়ান উঠে পড়ে। তাকে অসম্ভব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে সে যেন তছনছ হচ্ছে।

প্রবীণ অফিসার একজন বিদগ্ধ পুরুষ। নাম কর্নেল গাইতান। লা পাজ-এ নিরাপত্তা দপ্তরের রাজনৈতিক বিভাগের অন্যতম সচিব। গোয়েন্দা দপ্তরের নবনিযুক্ত কিউবান পরামর্শদাতার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কাজ করেন। শোনা যায়, জেনারেল ওভানদো প্রথম

যেদিন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দখল করে নিজেকে প্রায় সর্বেসর্বা ভাবতে শুরু করেছেন, তখন কোচাবাম্বায় জরুরী বেতারে বারিয়েনতোসকে প্রথম সে সংবাদ জানিয়ে তাঁকে দ্রুত লা পাজ চলে আসতে বলেন। দেশব্যাপী গোয়েন্দা তৎপরতার অন্যতম দায়িত্বশীল অফিসার। যদিও জুয়ানের মত কর্মচারীর ভুলত্রুটি নিয়ে কথা বলবার সময় তার কম, তবে এ সবকিছুই তিনি নিজের হাতে করেন। নতুনদের তৈরী করবার তাঁর খুবই আগ্রহ। দলত্যাগী কমিউনিস্টদের নিরাপত্তা দপ্তরে নানা কৌশলে টেনে আনবার পরিকল্পনা তাঁর মৌলিক। যদিও তত্ত্বগত মতপার্থক্য যতই বৃদ্ধি পাক, এ পর্যন্ত এ কৌশল আদৌ কার্যকরী হয় নি। বিপ্লবীদের সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ থাকলেও বিরোধীদের ধ্বংস করবার জন্যে নিরাপত্তা দপ্তরের আশ্রয় নিতে কাউকে দেখা যায় নি। এ ধরনের একটা ঘটনাও ঘটে নি। অন্তত লা পাজ-এ নয়। তাই অতি বড় আনাড়ী জুয়ানকে স্বয়ং কর্নেল গাইতান মূল্য দেন। জুয়ানের পূর্ব পরিচিতি তাঁদের অনুসন্ধানে কাজে আসবে বলে মনে ভাবেন। দাইগো রেসে ষোলো আনা ক্রেমলিনের ভক্ত। ল্যাতিন আমেরিকায় অন্য কোথাও কিউবা বিপ্লবের আর পুনরাবৃত্তি হবে না, সে সম্পর্কে তিনি সরবে প্রচার চালান—কিন্তু তু একজন অন্যতম কিউবান বিপ্লবীকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সুতরাং বাইরে থেকে কে যে কী করছেন বোঝা মুস্কিল।

কর্নেল গাইতান মনে করেন ভবিষ্যতে জুয়ানকে দিয়ে কাজ হবে। লা পাজ-এর বিপ্লবীদের হদিশ করা সোজা হবে। তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা এতদিন যাঁরা বিপ্লবী বলে সরকারী খাতায় পরিচিত ছিলেন তার মধ্যে অধিকাংশই আজ সশস্ত্র বিপ্লব ও গেরিলা সংঘর্ষের তীব্র নিন্দা করেছেন। প্রথম থেকেই বিপ্লবীদের কৌশল ও প্রচার পদ্ধতি অনেক বেশী সতর্ক।

কর্নেল গাইতান উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে এসে ঢোকেন সহকারী লরাস ক্যামারাগো। বেশ উৎফুল্ল। অভিবাদন

করে চেয়ার টেনে বলেন,

—আপনার রিপোর্ট স্যার অভ্রান্ত। কামিরিতে সেই আর্জেন্টিনার ছেলেটা স্বীকার করেছে তানিয়ার আসল নাম লয়রা গুতিয়েরেজ বেউয়ের।

—কিছুক্ষণ আগে শুনেছি। তবে আসল নাম কোনটা আর্জেন্টিনার ছেলেটাও জানে না। তানিয়াই যে ওরফে লয়রা গুতিয়েরেজ বেউয়ের সেটুকু শুধু জানা গেছে।

—এটা একটা দারুণ খবর। ইনি যে এতকাল প্রেসিডেন্ট ভবনের প্রেস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভাবা যায় না। অধিকর্তা গঞ্জালো লোপেজ মুনোজ নিজেই হতভম্ব।

—এটা একটা পুরোপুরি দুর্ধর্ষ নেটওয়ার্ক। প্রস্তুতি আজকের নয়। আমাদের মধ্যেই কোথায় কোন স্তরে কে কী কাজ করছে ধরা দুঃসাধ্য! লয়রার বাবা একজন জর্মন কমিউনিস্ট। মা রুষ ইহুদী। তানিয়ার জন্ম আর্জেন্টিনায়। তখন তানিয়ার নাম কী ছিল আমি জানি না। বেশ কিছু বছর আগে তানিয়া মা-বাবার সঙ্গে পূর্ব জার্মানীতে ফিরে আসে। তানিয়া সেখান থেকে আসে হাভানায়। তারপর সোজা বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে চাকরী। দ্যব্রে-কে জঙ্গলে তিনি জিপ চালিয়ে পৌঁছে দেন। চে গুয়েভারার সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয় নিশ্চয়ই ছিল। এ সবই আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি। তবে তানিয়া-রহস্য এত সোজা নয়। বড় গভীর ও জটিল। অনুসন্ধান এখন চলবে। তবে কী জান, এরা পেছনে কোনো সূত্র রেখে যায় না। ঘটনা ঘটে যাবার পর আমাদের রিপোর্ট বড় সুন্দর ভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করা হয় কিন্তু কী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে সেটুকু আগে থাকতে আন্দাজ করতে আমরা পারি না। এটাই আমাদের খামতি। গেরিলা যুদ্ধ প্রতি মুহূর্তেই চলেছে। এসব অনেক দিন আগের প্রস্তুতি। সে তুলনায় আমরা অনেক অপ্রস্তুত। মৃতসেনাদের জঙ্গল থেকে টেনে এনে সঠিক সনাক্ত

করতে পারাই সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় সাফল্য। ঘটনা ঘটে যাবার পর নিখুঁত রিপোর্ট আমরা তৈরী করতে জানি। কিন্তু আমরা যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটবার আগেই সেটি ধরতে পারার দায়িত্বে বহাল আছি, কখনই সে কথা ভাবি না। আমরা সন্দেহ করি অকারণে। ভুল জায়গায়, ভুল লোকের পেছনে ভুল অনুসন্ধান চালাই। একটা পুরানো ছক বাধা নিয়মে চলি। সরকারের ওপর আনুগত্য তোমার আমার মত অনেকের নাও থাকতে পারে। তার মানে এই নয় সে কমিউনিস্ট। সে বিপ্লব চাইছে। এতক্ষণ নূতন এক ছোকরাকে আমি নিজে সে কথা বোঝাচ্ছিলাম। নেলশন রক-ফেলারের বিরুদ্ধে য়ুনিভারসিটির ছেলেদের বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। ভিয়েতনাম নিয়ে তারা হৈ চৈ করবেই। আজ যদি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো যুবা তার ভিয়েতনামের নিয়োগপত্র পোড়ায়, তুমি তাকে শত্রু মনে করতে পার না। আর যাই হোক সে যে কমিউনিস্ট একথা কখনই বলা চলে না। আজ এখানে যাঁরা সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রাম বেছে নিয়েছে তাদের সবাইকে কমিউনিস্ট মনে করলে ভুল হবে। যেমন ভিয়েতনামে সায়গনী শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদকে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মনে ক্‌রে গোড়া থেকেই ভুল করা হয়েছে।

—আপনার এই বিশ্লেষণগুলো আমাদের অনেকে ভেবে দেখেন না।

—তানিয়া আসলে কার প্রতিনিধি এটা আবিষ্কার করা দরকার। বুস্তস্ ছোকরা অন্য কিছুই স্বীকার করে নি।

—কামিরিতে আর কোনো সূত্র আবিষ্কার করা যায় নি। তবে আজ এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার, জঙ্গলে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্বে স্বয়ং চে গুয়েভারা আছেন। ভাবতেও আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

—দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তিনি কী ভাবে এদেশে

প্রবেশ করেছেন তার কিছুমাত্র যোগ-সূত্র এখনও আমাদের হাতে আসে নি।

—সেটা বড় কথা নয়, চে গুয়েভারা আমাদের দেশে এসেছেন এটাই বড় কথা। তবে আমি বিশ্বাস করি, শহরের সঙ্গে গেরিলা বাহিনীর নিবিড় সম্পর্ক এখনও স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। হয়তো কৌশলগত দিক থেকে তারা শহরকে এখন বাদ দিয়েই চলবে। লা পাজ থেকে জঙ্গলের যোগাযোগ একটা আছে। লা পাজ থেকে বিদেশের সঙ্গে জঙ্গলের যোগসূত্র টিকিয়ে রাখছে। এই নেটওয়ার্কটি আমরা ভাঙতে পারি নি। আপত্তিকর কোনো কিছুই পাওয়া যায় নি এ পর্যন্ত। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার মধ্যে বেশির ভাগই বাজে লোক।

—আশা করি এ সপ্তাহের মধ্যেই আপনার কাছে একজনকে হাজির করবো।

—একমাসের মধ্যে হলেও আমি খুশী হব।

—গুইল্য়ারমো রিকার্দো যে জীবিত সে সম্পর্কে এখন কোনো সন্দেহ নেই। আমি গোটা ওরোরো অঞ্চলে তীব্র অভিযান চালিয়েছি কিন্তু কিছুমাত্র যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে ক্ষীণ সূত্র একটা পেয়েছি।

—ভুল হয়েছে গোড়াতেই। রিকার্দোর মৃত্যু সংবাদ আর্মি থেকে প্রচার করে আমাদের বিভ্রান্ত করে। যদিও কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাপারটা বোঝা গেছে কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর মত মানুষের আত্মগোপন করা খুবই সহজ। এইভাবে আমরা যোগসূত্র হারিয়েছি। তিনি আহত আদৌ হয়েছিলেন কিনা আমার সন্দেহ হয়।

—গোটা খনি অঞ্চলের শ্রমিক বস্তিতে অনুসন্ধান চালিয়ে কোনো হদিশ করা যায় নি। তবে তিনি গুলিতে আহত হন এটা ঠিক। কী ভাবে ঐ পাহারার মধ্যে থেকে পালান এটা আমরা বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

—একটা ক্ষীণ যোগসূত্রের কথা বলছিলে সেটা কী?

—এখনও খুব প্রাথমিক স্তরে আছে, আপনাকে জানানোর মত কিছু নয়।

—সংঘর্ষের অনেক আগেই রিকার্দোকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ ছিল। শ্রমিক সমাবেশে সে বক্তৃতা দিল অথচ তাঁকে গ্রেপ্তার করা গেল না, এটা আমাদেরই চূড়ান্ত ব্যর্থতা। রিকার্দো আজ শুধু শ্রমিক নেতা নন—আজ দেশের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ভয়াবহ ব্যক্তি। শ্রমিক বস্তিতে অভিযান চালিয়ে সুবিধা হবে না, কারণ আমার অভিজ্ঞতা বলে প্রাণ দিয়ে এই নেতাকে তারা বাঁচাতে চেষ্টা করবে। দলত্যাগী ও বিরোধী শ্রমিক সংস্থার মধ্যে গোপনে কাজ চালিয়ে হয়তো কিছু সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। আবার এমনও হতে পারে, রিকার্দো এখন দেশের কোনো শহরেই নেই। তিনি জঙ্গলেও চলে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে শুধু নিযুক্ত থাকবেন এটা মনে হয় না। তোমার ক্ষীণ সূত্রটা কী?

—আমি একজন দলত্যাগীকে ধরেছি। আশা করি কিছু খবর পাওয়া যাবে। সে আহত রিকার্দোকে ঘটনার দিন রাত্রে দেখেছে। সে বলেছে রিকার্দো কাস্তাভিতেই আছেন। গুলিতে তিনি আহত হন। গোপনে কোনো ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। আমি তালিকা মিলিয়ে সমস্ত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এ পর্যন্ত অবশ্য কোনো আশানুরূপ সূত্র আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে একজন হাসপাতালের নার্সের এক ডাক্তার সম্পর্কে কিছু সন্দেহজনক কথাবার্তার ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়ে কিছু যোগসূত্র পাওয়া গেছে। এ সম্পর্কে আমি নিজে অনুসন্ধান করবো ঠিক করেছি। কালই আমি চলে যাচ্ছি।

—এ ধরনের অনুসন্ধানে কোনো কিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। যে সূত্র

পেয়েছো সেটা উপেক্ষণীয় হয়তো নয়। আমার বেশ মনে পড়ে সে আজ প্রায় বছর পনের আগের কথা। সামান্য সূত্র থেকে এক ভয়াবহ বিপ্লবীকে আমি গ্রেপ্তার করেছিলাম। বাঁ-হাতে ভদ্রলোক লেখেন—এই ছিল আমার সূত্র। অনুসন্ধানে কোনো সূত্রই উপেক্ষণীয় নয়। এক হোটেলের দারোয়ানের কাছে খবর পেয়েছিলাম, হোটেলে এক নূতন আগন্তুক এসেছেন যিনি বাঁ-হাতে সই করেন। শুধু এই সূত্রটুকু ধরেই আমি সেই দুর্লভ বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

একটা ফোন এলো। লরাস ক্যামারগো-কে ইশারায় ঘর থেকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন কর্নেল গাইতান। হয়তো অতিরিক্ত গোপনীয় কোনো নির্দেশ আছে। এখানে সবকিছুই গোপনীয়। প্রত্যেকেই যেন সন্দেহভাজন। লরাস ক্যামারগো-রও সবটা জানতে নেই।

পানীয় ঘটিত ব্যাপারে জুয়ান ফারনেনদেজ একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। এটা-সেটার সঙ্গে মিশিয়ে হরেক রকম গ্লাস তৈরীতে এই মানুষটির জুড়ি নেই। এটাই তাঁর শখ। কথাবার্তায় মনে হয় এ নিয়ে পড়াশুনোও বিস্তর করেছেন। জুয়ান ফারনেনদেজ একজন কৃতি পুরুষ। লা পাজ-এ তরুণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি অনেকের ঈর্ষার কারণ। মার্কিন দূতাবাসে কোনো এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক ফারনেনদেজ-এর সঙ্গে রোমানোর প্রথম আলাপ।

রোমানোর আকৃতিগত গঠন ও ঠাটঠমকে আকর্ষণ একটা আছেই। তা ছাড়া বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা ও হাস্যরসের সুপ্রচুর দক্ষতা স্বভাবতই যে কোনো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সান্তিয়াগো প্রত্যাগত দূতাবাসের মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধি কথা প্রসঙ্গে 'চিলি' নামের অবিজিন সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলে এডিথ ফারনেনদেজ সেদিন বলেছিলেন,

—'চিলি' কথাটা মেক্সিকো-র লঙ্কা থেকে আসছে। পিজারো অভিযাত্রী দলের সঙ্গে এই আশ্চর্য মশলা দুর্গম দেশে এসেছিল।

রোমানোর আসন ছিল পাশেই। সামান্য পরিচয়। তারপর অতি সুন্দরী এডিথ। বিদেশী মার্কিন প্রতিনিধির সামনে তাঁর 'চিলি'-র অরিজিন সম্পর্কে গুরুতর ভ্রান্তি শুধরে দিতে রোমানোর ব্যবহারিক ভদ্রতায় বাধে।

চিলির কথাই চলতে থাকে। নিয়মিত ভূমিকম্পে কাতর এই দেশটির জনগণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা হতাশা মার্কিন প্রতিনিধি প্রত্যক্ষ করেছেন। রোমানো বলে,

—চিলির মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ও অজানিত ভীতির আরও দুটো কারণ আছে। খাদ্যে অতিরিক্ত মাছ শরীরে মাত্রারিক্ত আয়োডিন সৃষ্টি করে, আর একমাত্র রবিবার ছাড়া এদেশের মানুষ

পুরোপুরি ঘুমোয় না। এই তিনটে মিলিয়ে এই মানসিক অস্বস্তির কারণ। হতাশাও অবশ্য বলতে পারেন।

'আপনি ঠিক বলেছেন, হোটেলে আমি কোনো সময়ই রাত এগারোটার আগে ডিনার খেতে পাই নি। ছুটো-আড়াইটে পর্যন্ত আড্ডায় অভ্যস্ত মানুষ আমি ওখানে দেখেছি', এডিথ ফারনেনদেজ স্বচ্ছ হেসে রোমানোর দিকে ফিরে তাকায়।

এডিথ ফারনেনডেজ-কে রোমানোর ভাল লাগছিল। দিঘল গড়ন। দেহ সৌষ্ঠবে প্রচণ্ড একটা আকর্ষণ আছে। ঠোঁট ছুটো তুলনাহীন।

মার্কিন কুটনৈতিক প্রতিনিধি কথা প্রসঙ্গে ভূমিকম্পে পর্যুদস্ত চিলি সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সর্বশেষ কী পরিমাণ ডলার সাহায্য চিলিতে গেছে তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সে তুলনায় সাম্যবাদী দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিতান্তই নাকি তুচ্ছ। তবু কেন যে চিলি-তে কমিউনিস্টদের তৎপরতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে মার্কিন প্রতিনিধি বুঝতে পারেন না। রোমানোকে তিনি প্রশ্ন করেন,

—আপনি হয়তো বলতে পারবেন, এতবড় একটা ভূমিকম্পের পর সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যের পরিমাণ কী হাস্যকর নয়?

রোমানো এডিথ ফারনেনদেজ-এর দিকে ফিরে বলে,

—আমার স্মরণশক্তি মোটামুটি পাশ নম্বর পায়। সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য আমার যতদূর মনে পড়ে, ২৫টি রেডিও কণ্ট্রোল্ড রকেট, উত্তেজক বক্তৃতাবাজীতে ওস্তাদ ১৫ জনের এক প্রতিনিধি দল, ৩২টি বাজুকা, ৫ পেটি ভট্‌কা আর শক্তিশালী ক্যামেরা সহ একজন গুপ্তচর। কিউবার সাহায্য ছিল, ৫ হাজার কপি চে গুয়েভারা-র 'গেরিলা যুদ্ধ' আর ৭২ টন ফিদেল কাস্ত্রোর বক্তৃতা।

জুয়ান ফারনেনদেজ ছিলেন সেদিন রোমানোর পাশেই। এতক্ষণ ছিলেন শ্রোতা। তারিয়ে তারিয়ে সোনালী স্কচ উপভোগ

করছিলেন আর এডিথকে বুদ্ধিজীবি মহলেও কী আশ্চর্য রকম মানায় সেই কথা হয়তো ভাবছিলেন। রোমানোর কথায় খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন,

—আপনার সঙ্গে বসে কথা বলা একটা দুরন্ত আনন্দ। আপনার নাম আমি শুনেছি খুবই কিন্তু আলাপ করবার সৌভাগ্য হয় নি। চিলি যে কারণেই হোক একটা তাজ্জব দেশ। ভূমিকম্প, মাছ থেকে মাত্রারিক্ত আয়োডিন বা ঘুম কতটা তার জন্যে দায়ী আমি বলতে পারবো না, কিন্তু ওখানে ব্যবসা পওর চালু করা খুবই ঝুঁকি। আমি যা কিছু ছিল গুটিয়ে নিয়েছি। তিন সপ্তাহ পরে চিলির মুদ্রামূল্য কী হবে এটা স্বয়ং প্রেসিডেন্টও হলপ করে বলতে পারবেন না।

রোমানো চতুর হেসে বলে,

—শুধু মুদ্রামূল্য কেন, তিনি ক্ষমতায় আর কতদিন আছেন সে সম্পর্কেও প্রেসিডেন্ট ওয়াকিবহাল নন। কমিউনিস্টরা অবশ্য বলবে সেটা একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল মানিটারী ফাণ্ড-এর ডিরেক্টর বলতে পারেন। অবশ্য এ কথার সঙ্গে আমি মোটেই একমত নই।

স্কচ নীরবে তার প্রভাব বিস্তার করে। রাত হয়। সারা আসরে বেশ ঝিম ধরেছিল সেদিন। রোমানো তার জায়গা পরিবর্তন করে নি। এডিথকে দেখতে ভাল লাগছিল। এডিথের নিটোল যৌবনশ্রীর অস্থিরতা রোমানোকে অধৈর্য করে তোলে। স্কচের ঘাড়ে বেহিসাবী হবার দায়িত্ব পৌঁছে দিয়ে প্রগলভ হবার সুযোগ-টুকু তবু রোমানো গ্রহণ করে নি। মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধির সঙ্গে বর্তমানে আন্দিজ পর্বতমালায় ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনৈতিক ও সামরিক ষড়যন্ত্রকে পিজারোর অভিযানের সঙ্গে তুলনা টেনে নিদারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ও দীর্ঘ রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরে। বলিভিয়াতে গেরিলা অভিযানের তাৎপর্য সম্পর্কে রোমানোর চিন্তাধারার মৌলিকতায় সবাই নতুন চিন্তার খোরাক পান। সে রাত্রে রোমানো ছিল টেবিলের মধ্যমণি।

আসর ভাঙ্গতে রাত হয়েছিল। বাড়িতে ফেরা সেদিন অনেক রাতে। এডিথের চোখে স্বপ্নালু জড়িমা। মিতভাষী চতুর জুয়ান ফারনেনদেজও কিছুটা আর্দ্র হয়েছেন। রোমানোর চোখে গদগদ জড়িমা। আপন মনে আবৃত্তি করে চলে :

This night is the same night ; it whitens
The same trees ; casts similar shadows ;
It is as dark, as long, as deep, and as endurable
As any other night. It is true : I do not want her.

মার্কিন কূটনৈতিক প্রতিনিধির ঠোঁটে স্মিত হাসি,

—আপনার সঙ্গ পাওয়া সত্যিই এক অপূর্ব অনুভূতি। নেরুদার কবিতার এত সুন্দর আবৃত্তি ইতিপূর্বে আমি শুনি নি।

জুয়ান ফারনেনদেজ মন্তব্য করেন,

—আপনাদের দূতাবাসে এত সুন্দর সময় ইতিপূর্বে আমার কাটে নি।

এডিথ কোনো মন্তব্য করে না। সমস্ত পরিবেশ যেন সে নীরবে উপভোগ করে।

কোনো কথাই রোমানো কানে তোলে না। গাড়িতে উঠতে গিয়ে শুধু একবার ফিরে তাকিয়ে বলে, চিলির এক নেরুদার কবিতা ছাড়া সবই ক্ষণস্থায়ী। শুধু একটা কথা আমি বুঝতে পারি না, এই নেরুদাই আবার কী ভাবে চিলির কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোতে থাকেন!

বাড়ি পৌঁছোতে সেদিন অনেক রাত। এডিথ সবে তখন পোষাক পরিবর্তন করছে। কোম্পানীর বেরসিক এক টেলিগ্রাম পাঠোদ্ধারে জুয়ান ফারনেনদেজ তখন ব্যস্ত। এমন সময় ফোন এলো। রোমানোর। এডিথের সঙ্গে কথা বলতে চায়। জুয়ান ফারনেনদেজ-এর কেমন লেগেছিল কে জানে! শিষ্টাচার ও বিনয়ের শেষ নেই। অধিক রাত্রে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমাভিক্ষা। এডিথ কিন্তু অবাক হয়েছিল। বিরক্তও হয়েছিল মনে মনে। তবে

রিসিভার কানে তুলেই নিজের ভুলটুকু সে বুঝতে পারে। কবিতা নেই। পানীয় ঘটিত উচ্ছ্বাস নেই। গদগদ জড়িমার লেশমাত্র ছিল না। রোমানো আর একপ্রস্ত বিনয় প্রকাশ করে বলে,

—দূতাবাসে অন্য পাঁচজনের সামনে আপনার ভুলটুকু শুধরে দিতে আমার কেন যেন সঙ্কোচ হয়েছিল। এত রাত্রে রিসিভার তুলে বিরক্ত করতে দ্বিধাও আমার কম হচ্ছে না। তবে গোটা ব্যাপারটাই কাল সকালে হয়তো ভুলে যাব, তাই জানাতে বাধ্য হচ্ছি। 'চিলি' শব্দটির উৎপত্তি মেক্সিকোর লঙ্কা থেকে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 'চিলি' কথাটা যে কী ভাবে এসেছে সেটা সঠিক বলা যায় না। তবে মেক্সিকোর লঙ্কার কোনো ভূমিকা নেই এটা ঠিক। এটা এখনও একটা বিতর্কিত বিষয়। তবে এই নামের উৎস সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য যেটুকু জানা যায় সেটুকু আপনাকে বলছি, পেরু-র আদিবাসীদের ভাষায় 'চিরি' শব্দের অর্থ—'ঠাণ্ডা। ইনকা-রা এখানে এসে প্রচণ্ড শীতে কাতর হয়ে পড়ে। সেই কারণেই জায়গাটার নাম 'চিরি'—'চিলি' তার আজ অপভ্রংশ। আর একটা যুক্তি, আয়মারা আদি ভাষায় 'চিলি' শব্দের অর্থ জমির সীমানা যেখানে শেষ হলো। 'চিলি' শব্দটা সেখান থেকেও আসতে পারে। আরও একটা যুক্তি অবশ্য আছে, যা নাকি অভ্রান্ত বলে দাবী করে—সামুদ্রিক এক ছোট পাখী—'ত্রিলি' থেকে 'চিলি' নামটা এসেছে। তারা নাকি ঝাঁক বেধে ডাকতে থাকে 'চিলি—চিলি'।

—আপনি একটি অসম্ভব পুরুষ। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

এই প্রথম দিন। রোমানোর সঙ্গে জুয়ান ফারনেনদেজ ও এডিথের পরিচয় এই ভাবেই।

অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেয়েছে তারপর। রোমানোর প্রতি জুয়ান ফারনেনদেজ-এর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। এডিথকে এক রকম জয় করে ফেলেছে রোমানো। তবে নিজের ব্যবসায়ে জুয়ান যে এভাবে রোমানোকে ব্যবহার করতে পারবে সে কথা মুহূর্তের জন্যেও ভাবে

নি। এ নিয়ে রোমানোকে বিরূপ সমালোচনার সামনে পড়তে হয়েছে। জবাবদিহি করতে হয়েছে কয়েক জায়গায়। কিন্তু সে সবই রোমানো তার অভ্যস্ত নিপুণতায় কাটিয়ে উঠেছে।

জুয়ান ফারনেনদেজ অত্যাবশ্যকীয় কিছু মার্কিন প্রসাধন সামগ্রীর একচেটিয়া এজেন্ট। এটি তার মূল ব্যবসায়ের একটি শক্তিশালী প্রত্যঙ্গ। একদিন পানীয় ঘটিত সন্ধ্যার আসরে রোমানোর ফন্দিটা মাথায় আসে। জুয়ানকে বলে প্রচারের পেছনে আপনি বড় বেহিসাবী খরচা করছেন। পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন ভুরি ভুরি না ছেপে আমাকে বল্লেই আপনার মুনাফার মাত্রা দ্বিগুণ করে দিতে পারি।

জুয়ান ফারনেনদেজ কৌতূহল প্রকাশ করেন,

—কী রকম?

রোমানো তার অভ্যস্ত নির্লিপ্ত সুরে বলে,

—জরুরী পরিস্থিতিতে মার্কিন সামরিক সাহায্য ও বলিভিয়ার ডলার সঙ্কট নিয়ে আলোচনা জুড়ে সৌখীন দ্রব্য সামগ্রী, বিশেষ করে বিপুল প্রসাধন দ্রব্য আমদানীর অপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলিভিয়ার বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ও বিদেশী মুদ্রা অর্জন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন—এ জাতীয় বিশ্বস্ত সূত্রের এক গরম খবর আমার কাগজে ছেপে দিলে আশা করি তার প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ হবে না। আপনি শুধু তিন সপ্তাহ মাল বাজারে ছাড়বেন না।

প্রথমে এটা ছিল কথার খাতিরে কথা। মদের টেবিলে দায়িত্বহীন অলস বিশ্রম্ভালাপ। কিন্তু পরদিন সকালে জুয়ান গতরাত্রের কথার খেই ধরে রোমানোকে এক রকম তাগাদা দেয়। খেলোয়াড়ের মন নিয়ে রোমানো বলে, আপনি রাজী থাকলে আমি রবিবারের কাগজেই খবরটা ছেপে দিতে পারি।

কথা রেখেছে রোমানো। বিদেশী মুদ্রা সঙ্কট ও অপ্রয়োজনীয় বাজে খরচ শিরনামায় নিজস্ব সংবাদদাতার বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়া হয়েছে কল্পনাতীত।

প্রতিটি প্রসাধন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জুয়ান হেসে হেসে কবুল করেছে, দু সপ্তাহে নব্বই সহস্র পেসো তাঁর অতিরিক্ত মুনাফা হয়েছে।

এডিথ মনে করে রোমানো হয়-কে নয় করতে পারে। বলা বাহুল্য জুয়ান ফারনেনদেজ এখন রোমানোর একজন অতি গুণমুগ্ধ ভক্ত। রোমানোর ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি।

রোমানোর মনটা আজ বেজায় খুশী। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোস রোমানোর প্রশংসা করেছেন। ডাঃ চিনিওস নিজের কামরা ছেড়ে অন্যের ঘরে বিশেষ যান না। কিন্তু আজ নিজে রোমানোকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন। আগামী দিনে রোমানোর প্রচুর সম্ভাবনার কথা হেসে হেসে কবুল করে গেলেন।

দেশের জরুরী পরিস্থিতিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত প্রেস কনফারেন্সে এ কথা উঠেছিল। প্রেসিডেণ্ট দায়িত্বহীন সমালোচনা ও গুজব প্রচারের তীব্র নিন্দা করে জাতীয়তাবাদী শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রোমানোর রাজনৈতিক গঠনমূলক সমালোচনা, নির্ভিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন, গিলবার্তো রোমানো একজন আদর্শ সাংবাদিক। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আশ্চর্যরকম অভ্রান্ত। আমি তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করি।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অ্যানা বাড়িতেও তার কথাবার্তা, চাল চলন পাল্টেছে। রোমানোর সমালোচনা সে ছেড়ে দিয়েছে। চুপচাপ থাকে। কার্লকে রোমানোর সুপারিশে মার্কিন দূতাবাসে কাজে ঢোকানোর ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়েছে। রোমানোর সন্দেহ আগে ছিল, এখন নেই। মনে মনে ভাবে য়ুনিভারসিটির

উত্তেজনা সাময়িকভাবে অ্যানার ওপর প্রভাব বিস্তার করলেও, বুদ্ধিমতী অ্যানা তার বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠেছে পুরোপুরি। রোমানোর এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে, সাজপোষাকে অ্যানার পূর্বের পরিপূর্ণ নিরাসক্তি আজকাল আশ্চর্যরকম অনুপস্থিত। মনে মনে ভাবে মাতিনোর সঙ্গে অ্যানা আজকাল একটু বেশী মিশছে। ভালই লাগে। মাতিনো অভিজাত। ধনী সন্তান। ছোকরার কথাবার্তা পরিপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্ত। ছেলেটা নাট্যকার, সবচেয়ে সৌখীন অঞ্চলে আকর্ষণীয় ষ্টুডিও। পিতৃ পরিচয়ও উঁচু মানের। অ্যানা যদি মাতিনোকে বিয়ে করতে চায় গিলবার্তো ক্রে হয়তো নানা খুঁত বার করবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু রোমানো তার পুরো সমর্থন জানাবে।

—প্রেসিডেন্টের প্রশংসায় আমি খুব খুশী হই নি। কারণ আমার মনে হয় ঐ খাকী পরা গেঁয়াড় ভদ্রলোক তোমার লেখা পুরোপুরি বোঝেন না।

রোমানো সহাস্যে অ্যানার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে,

—যতটা গাড়োল মনে কর, ততটা নয়। লোকটা অসুরের মত খাটতে পারেন। এত কাজের ফাঁকে সময় চুরি করে কিছুক্ষণ আকাশে ওড়েন। বৈমানিকের অভ্যাসটা পরিত্যাগ করেন নি। বাড়িতে দেখবে এয়ার ফোর্সের নীল ইউনিফর্ম গায়ে দিয়ে একটার পর একটা কনফারেন্স করছেন। প্রেসিডেন্ট হলেও তিন তারকাওয়ালা জেনারেল-এর চেয়ে মাইনে বেশী নেন না। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোকের পড়াশোনা কম, কিন্তু অন্যান্য আর্মি জেনারেল-এর সঙ্গে বিস্তর তফাৎ। সাম্যবাদ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট দস্তুর মত সজাগ। সেদিন তো স্পষ্টই বললেন, সাম্যবাদীরা থাকবেই। কমিউনিজম বলিভিয়াতে ছড়াবেই। লোকে এখানে পেটের জ্বালায় সাম্যবাদী হচ্ছে—বুদ্ধি দিয়ে নয়। ভূমি বণ্টনে শুধু সুবিধে হবে না, ট্রাক্টার চাই, চাই বীজধান। রাস্তাঘাটের আরও প্রসার দরকার। জান অ্যানা, তোমরা যাই বল, প্রেসিডেন্ট সামরিক শাসন ব্যক্তিগতভাবে

পছন্দ করেন না। কিন্তু দেশের দায়িত্ব নেবার মত রাজনৈতিক দল নেই। লোক তো নেই-ই। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকেও তিনি খুব খাতির করে কথা বলেন না। গাড়োল, গোঁয়াড় যাই বল, আজ প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসই দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন।

—সে যাই হোক, কোনো কারণেই সামরিক একনায়কত্ব তুমি সমর্থন করতে পার না।

—কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর উপায় কী? এম. এন. আর পার্টির আজ কিছু নেই। কমিউনিস্টদের কথা তো ওঠেই না। একমাত্র লিচিন হয়তো ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপযুক্ত ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর হাতে ক্ষমতা গেলে অবস্থার আরও অবনতি হবে। আসলে দেশের পরিস্থিতির উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে তোমাদের ভুল হচ্ছে। আজ আমাদের দেশে অঘোষিত একটা যুদ্ধ চলেছে এটা উপলব্ধি করা দরকার। আজও গুরুতর গেরিলা সংঘর্ষ হয়ে গেছে। আমাদের সেনাবাহিনী বিস্তর নাজেহাল হয়েছে। হতাহত হয়েছে অনেকেই। আমরা বিপুল অস্ত্রশস্ত্র খুইয়েছি।

—দক্ষিণ আমেরিকায় আজ সর্বত্রই গেরিলারা সক্রিয় হয়েছে। আমাদের দেশে নতুন নয়।

—অনেক তফাৎ অ্যানা। এখানে শুনছি স্বয়ং চে গেরিলা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বলিভিয়াতে আর একটা দ্বিতীয় ভিয়েতনাম তৈরী হবে কী না বলতে পারি না। চে তো দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভিয়েতনাম সৃষ্টি করবার আহ্বান দিয়েছেন অনেক আগেই। দ্রেব্রে হঠাৎ মযুপম্পায় ধরা পড়লেন। জীবনে বীতস্পৃহ এক শ্রেণীর বেপরোয়া যুব গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাস বলে মনে করলে তুমি ভুল করবে। যা আমরা প্রথম দিকে করেছি।

—তুমি নিশ্চয়ই অনেক বেশী খবর রাখ, সত্যই কী চে এখানে এসেছেন?

—সরকারের হাতে এ পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া গেছে, তাতে তিনি এখানে আছেন বলেই ধরে নিতে হয়।

—দ্ব্রে স্বীকার করেছেন একথা ?

—স্বীকার ঠিক করেন নি, তবে এটুকু বলেছেন চে বলিভিয়ার জঙ্গলে এসেছিলেন। পরে চলে গেছেন। চে-র সঙ্গে যে তাঁর দেখা হয়েছে এখানে, একথা দ্ব্রে স্বীকার করেন নি। তবে দ্ব্রে মিথ্যে কথা বলেছেন।

—কিন্তু আমার মনে হয় আমরা একটা ব্যক্তির পেছনে বড় বেশী গুরুত্ব আরোপ করছি। আচ্ছা চে সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

—একটা দুর্দমনীয় লোক। কল্পনাতীত ব্যক্তিসত্তা। শত্রু হিসাবে তাঁকে ঘৃণা করি, কিন্তু তাঁর যোগ্যতাকে অস্বীকার করতে পারি না। এঁরা ইতিহাস তৈরী করতে পারেন। চে-র লেখা আমি পড়েছি—অসাধারণ পাণ্ডিত্য। মার্কিন দুঁদে পেন্টাগনেরও চে হৃদকম্পের কারণ। একটি ব্যক্তির পেছনে অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না অ্যানা। আমি জানি চে-কে তুমি মনে মনে শ্রদ্ধা করো। সেটা দোষের নয়। হার্ভাড য়ুনিভারসিটি-তে ক্যাডিল্যাক-এ চেপে এমন অনেক এফ্লুয়েন্ট সোসাইটির মেয়েরা পড়তে আসে, যাদের কাছে চে সবচেয়ে প্রিয়। গত কয়েক বছরে চে-র ব্যক্তিগত জীবন এত অতিনাটকীয় চড়া সুরে বাঁধা, যে এই যুবা সমগ্র পৃথিবীর যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অকল্পনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। এমন একটা দ্বিতীয় নজীর আমার হাতের কাছে নেই। এইটাই আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। চে-র 'গেরিলা যুদ্ধ' আজ ল্যাতিন আমেরিকায় সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়। এ ধরনের এক ব্যক্তির পেছনে বড় বেশী গুরুত্ব নিশ্চয়ই দিতে হবে। শহরেও ধীরে ধীরে শক্তিশালী নেট-ওয়ার্ক গড়ে উঠছে। আজ লা পাজ-এ এক জাঁদরেল বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সিকিউরিটি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি লা পাজ-এই বহাল তবিয়তে ছিলেন।

অদৃশ্য এক প্রচণ্ড আঘাতে অ্যানা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধের মত বসে থাকে। ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টি। মনের নিদারুণ উৎকণ্ঠা সংযত করতে চেষ্টা করে,

—জাঁদরেল বিপ্লবীটি কে?

—জেকব মারকাস্।

অ্যানা আশ্চর্যরকম নিজেকে সংযত করেছে। মারকাস্-এর সঙ্গে কালও তার কথা হয়েছে। আজ কোথায় কী ভাবে মারকাস্ গ্রেপ্তার হয়েছে তার বিন্দু বিসর্গও সে জানে না। কৌশলে মনের নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ সংযত করতে চেষ্টা করে।

রোমানো তার নিজের কৃতিত্বের কথা শোনায়। নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত। রেজি হুব্রে-র আইনজীবি পিতার বিস্তর তদ্বির ও হু গলের-র পত্রের কথা তুলে মন্তব্য করে,

—রেজি হুব্রে-কে মুক্ত করবার জন্যে হু-গল প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না। হুব্রে-কে নিয়ে সর্বত্র বড় বেশী হৈ চৈ হচ্ছে। আসলে লোকটি ভীরু। কামিরিতে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে আমার এক বৈঠক আছে। এই ভয়ানক বিপ্লবীকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। সমগ্র ল্যাতিন আমেরিকাব্যাপী বিক্ষুব্ধ বিপ্লবের তাত্ত্বিক শুনছি আজ খুবই ভেঙে পড়েছেন। সামনের সপ্তাহে জোরালো কিছু লিখবো।

অ্যানা মারকাস্-এর কথাই ভাবছিল। কোথায় কী অবস্থায় সে গ্রেপ্তার হয়, সেটি জানবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। খবরটা মাতিনোর কাছেও কী অজানা আছে!

নাটকের মহলায় জুয়ান সবাইকে মুগ্ধ করে। অভিনেতা হিসাবে জুয়ানের ভবিষ্যত সম্ভাবনা যে প্রচুর, মোটামুটি সবাই একথা

স্বীকার করবে। একজন অনুতপ্ত প্রতারকের জীবনযন্ত্রণার চরিত্র জুয়ান অতি সুন্দর ফুটিয়ে তোলে। নাটকটি আধা রাজনৈতিক। তবে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পুরাতন পটভূমি। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নাটকের শেষে নিরুপায় ও হতাশায় ভারাক্রান্ত একটি একক ব্যক্তিসত্তা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা বেছে নয়। নাটকে বিশেষ কিছু নেই, তবে এক শ্রেণীর সামরিক নেতা চাকো যুদ্ধের সময় বিদেশী রাষ্ট্রের অন্যায় অধিকার টিকিয়ে রাখবার যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও চরিত্র নাটকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটি মাতিনোর লেখা।

জুয়ান দস্তুরমত পারদর্শী। পূর্ব পরিচয় অবশ্য কম বেশী সবার সঙ্গে, কিন্তু পূর্বের প্রাধান্য সে যে ফিরে পাবে ভাবতে পারে নি। স্বয়ং মাতিনোই জুয়ানের অন্যতম সমর্থক। অ্যানার সমর্থনও যথেষ্ট কাজের হয়েছে।

একমাত্র ইউজেনিও প্রবল আপত্তি তুলেছিল। মারকাস্ গ্রেপ্তার হবার পর মাতিনোর পক্ষে ইউজেনিওকে সামলানো মুস্কিল হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে অ্যানার ওপর কার্লও যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। নাট্য সংস্থা থেকে জুয়ানকে সরিয়ে দেবার দাবী ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। মাতিনো ধীর স্বভাবের মানুষ। নিজের দায়িত্ব সে বোঝে। উত্তেজনার বশে কিছু করে বসবার মানুষ সে নয়।

—আমি সব জানি ইউজেনিও। জুয়ানকে হয়তো তোমার চেয়ে আমি কিছু বেশী জানি, কিন্তু এই মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব। আমি জানি জুয়ান পুলিশের লোক। জুয়ান আমাদের ওপর নজর রাখবার জন্যেই নাট্য সংস্থায় এসেছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে কোনো হটকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয়। তাকে তাড়ানো অসম্ভব।

ইউজেনিও প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলে,

—সে পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। আমাদের দৈনন্দিন ডায়রী পৌঁছে দিচ্ছে। তাকে আমরা কিছুতেই রাখতে পারি না।

—উত্তেজনার মাথায় কিছু করে বসবার সময় এখন নয়। জুয়ানকে সরালে আমরা বিপদাপন্ন হতে পারি। তাছাড়া তাকে যখন আমরা পুরোপুরি জেনে ফেলেছি তখন ভয়ের কিছু নেই। এই নাট্য সংস্থায় অনেকেই আছেন যাঁদের সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির কোনো যোগ নেই। জুয়ান সম্পর্কে আমি আরও জানি। সে মারকাস্-কে ধরিয়ে দেবার পেছনে ছিল। জুয়ানকে শাস্তি দিয়ে বা ক্ষেপিয়ে দিয়ে নাট্য সংস্থা বানচাল করা ঠিক হবে না। আমি জুয়ান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব হয়তো, সেদিন তোমাদের খারাপ লাগবে না। আমি জানি জুয়ান প্রথম থেকেই একটা গোলমেলে চরিত্র। রাজনৈতিক কোনো দল বা মতের অনুগামী সে নয়। যেহেতু আমরা সবাই তাকে চিনি সুতরাং তার দ্বারা বিপদাপন্ন হবার আশঙ্কা আমাদের নেই। আমি আমাদের এই প্রকাশ্য জমায়েতের সুযোগটুকু নষ্ট করিতে চাই না।

—তুমি রাজী থাকলে আমি যে কোনো দিন জুয়ানকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারি।

—তাতে লাভ হচ্ছে না। আমাদের অন্য কৌশল আবিষ্কার করতে হবে। আমি ঠিক সময়ে তোমাকে বলবো। জুয়ানের ব্যাপারটা পরিষ্কার আমার মাথায় আছে।

দুজনে কথা হচ্ছিল। একে একে অনেকে এসে হাজির হয়। জুয়ান আসে। সবার সঙ্গে জমিয়ে তোলবার দক্ষতাও তার যথেষ্ট। মার্তিনো পরিচালক। সামরিক নেতার ভূমিকায় জুয়ান। ছোটখাটো চরিত্রে মার্তিনো অভিনয় করছে। অ্যানা আছে বিদেশী বণিকের স্ত্রীর ভূমিকায়। ইউজেনিও ও আরও অনেক।

মহলার পর আলোচনা আছে। অভিনয়ের দিন নির্বাচন আজ করার কথা।

—রিকার্দো যে চিঠি লিখে গিয়েছিল, সত্যি সেটা কী তুমি নষ্ট করেছিলে।

—আমি করি নি, তুমিই সেটা সিগারেট লাইটারে পুড়িয়েছিলে। কিন্তু আজ হঠাৎ এ পুরোনো কথা তুলছো কেন?

—ওরা সন্দেহ করছে।

—তোমার এখানেও এসেছিল।

—তোমাকেও কিছু জিজ্ঞেস করেছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—বল কী!

মারক্যুইস মারিয়ার পাশে এসে বসে। সে একটু চিন্তিত। মারিয়ার চোখেমুখে উৎকণ্ঠার মেঘ। গতকাল হস্টেলে অপরিচিত আগন্তুকের মুখটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। লোকটা হয়তো আগে থেকেই তার অপেক্ষায় ছিল। কলেজ থেকে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে তার উপস্থিতি জানান দিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে মারিয়া একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল। সামান্য রকম দুর্বলতা হয়তো তার প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে মনভাব মুহূর্তে সে গোপন করেছে। একটানা অনেক কথা লোকটা বলে গেল। পরিচয়ও একটা সোজা-সুজি মারিয়ার সামনে রেখেছে। তবু মারিয়া বিভ্রান্ত হয় নি। লোকটার মুখের ওপর পরিপূর্ণ কৌতূহল মেলে শুধু বলেছে,

—আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। আপনার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

—আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। দয়া করে আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করুন।

—আপনার মতলব আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—মারকাস্ গ্রেপ্তার হওয়ায় বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে নিদারুণ

প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আত্মগোপন করায় অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় মুস্কিল হয়ে পড়েছে। তাই আপনার সামনে আমি নিয়মিত পরিচয় পত্র রাখতে পাচ্ছি না। আপনি কমরেড রিকার্দোকে চেনেন না?

—এ সব প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দেব না।

—জানি এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে চলতে হচ্ছে, অপরিচিত কাউকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা শক্ত। কমরেড রিকার্দোর আদেশেই আমি আপনার কাছে এসেছি। তিনি আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাঃ মারক্যুইস-কে বড় দরকার। তাঁর ক্ষতস্থান আবার দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। গুলিতে তিনি আহত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

—কোথায় গুলি লেগেছিল?

আগন্তুক প্রথম এবার বেকায়দায় পড়ে। কী যেন একটা ভেবে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বলে,

—উরুর ক্ষতটাই আবার নতুন করে খারাপ হয়েছে।

মারিয়া সামান্য রকম দ্বিধাও এবার কাটিয়ে ওঠে। মনের গুমট ভাবটা কেটে যায়,

—আপনি আমার কাছে কী চান?

—ডাঃ মারক্যুইস-কে আপনি কমরেড রিকার্দোর চিকিৎসার কথা জানান। একটা পরিচয় পত্র আমাকে দিন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।

—কিন্তু আমি আপনাব কোনো কাজেই আসবো না। রিকার্দো-কে আমি এক সময় চিনতাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই দীর্ঘদিন। তাছাড়া তিনি একজন পলাতক বিপ্লবী। আপনি নিজেকে একজন গুপ্ত বিপ্লবী বলে দাবী করছেন। কিন্তু বিপ্লব ও বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কী কিছুমাত্র সহানুভূতিও নেই। আপনি কমরেড রিকার্দোকে বলবেন, তার

অনুরোধ আমি রাখতে অক্ষম। পূর্বের পরিচয় ধরে আজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। তিনি কী অধিকারে আপনার মারফৎ তাজ্জব অনুরোধ জানিয়েছেন আমি বুঝতে পারি নী।

—আপনি আমাকে আসলে বিশ্বাস করছেন না।

—বিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠেই না। আপনি চলে যান। নইলে আমি পুলিস ডাকতে বাধ্য হব।

মারক্যুইস ব্যাকুলতা প্রকাশ করে,

—লোকটা রিকার্দোর উরু জখমের কথা বলল কেন?

মারিয়া একটু হেসে বলে,

—ঐ উরুই আমাকে বাঁচিয়েছে। লোকটা যে একজন গোয়েন্দা সে সম্পর্কে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি। রিকার্দো আহত হয় এটা অনেকেই জানে। তাকে পাত্তা করবার সব রকম চেষ্টা চলেছে। আমাদের পূর্ব জীবনের সূত্র ধরেও তাকে খোঁজ করবার চেষ্টা হচ্ছে। তবে আমি প্রথম থেকেই সাবধান হয়েছিলাম। বিপ্লবী সেজে, গুরুতর পীড়িত রিকার্দোর খবর জানিয়ে আমাদের জড়িয়ে ফেলবার কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। সোজাসুজি পুলিশী তালাশ কিছু মাত্র কাজের হবে না, ওরা আন্দাজ করেছিল।

—তুমি পুলিশ ডাকার কথা বলায় সে কী বললো?

—লোকটা উঠে পড়লো। বললো, আপনার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে উপযুক্ত প্রমান আমি সঙ্গে আনতে চললাম। আমারই ভুল। চারদিকের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও তীব্র সন্ত্রাসের মধ্যে পরিপূর্ণ সদিচ্ছাও মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে।

মারক্যুইস মারিয়ার কথা কেড়ে নিয়ে বলে,

—কিন্তু সিকিউরিটি স্টাফের পরিচয় পত্র দেখিয়ে কাল একজন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। মেকী বিপ্লবী সেজে অপর একজনের ঐ একই দিনে তোমার ওপর হামলা করার কী কারণ? তবে তুমি সুন্দর জবাব দিয়েছো। সামান্য ভুল হলে বিপদে পড়তে।

—সন্দেহ আমার প্রথম থেকেই সুরু হয়। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে রিকার্দো কাউকে ওভাবে পাঠাবে একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। তারপর ক্ষতস্থান সম্পর্কে লোকটা যা জানালো তাতে সামান্য দ্বিধাও আমি কাটিয়ে উঠেছি।

—তোমার কথার সঙ্গে আমার জবাবেরও আশ্চর্য রকম মিল। তোমার অনুমানই ঠিক। পুলিশের হাতে প্রমান কিছু নেই। তবে আমাদের পুর্বজীবনের সূত্র ধরে একটা খোঁজপত্র চলছে।

—সিকিউরিটি স্টাফের পরিচয় দিয়ে তোমার কাছে যখন এসেছিল, তখন নিশ্চয়ই তার প্রশ্ন ও কায়দাকানুন ভিন্ন ছিল ?

—আমি তখন সবে হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। সিকিউরিটি স্টাফের গাড়িটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এলো। আমার এখানে কায়দাকানুন ভিন্ন। প্রশ্নগুলো সোজাসুজি।

মারক্যুইস প্রথমে বিব্রত বোধ করে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। আশঙ্কা সে করেছে। সিকিউরিটি দপ্তরের এক অনুসন্ধান পত্রও তার কাছে এসেছে। জবাবও সে পাঠিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করে আগন্তুক নিজের পরিচয়পত্র পেশ করে সোজাসুজি প্রশ্ন করে,

—আপনি গুইল্য়ারমো রিকার্দোকে জানেন ?

—গুইল্য়ারমো রিকার্দো !

—ভেবে দেখুন তো। ভেবে দেখুন তো। নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়বে।

—ভেবে দেখবার কী আছে। রিকার্দো এককালে কলেজে সহপাঠী ছিল। তাঁকে আমি যথেষ্ট চিনি। প্রায় বছর-দুই আড়াই আগে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। যে সোফাতে বসে আছেন, ঐ আসনেই সে ছিল সেদিন ঘণ্টা দুই। রাস্তা থেকে আমিই তাকে টানতে টানতে ধরে এনেছিলাম। তারপর আর কোনো যোগাযোগ

নেই। কাগজে ও বেতারে অবশ্য উল্টোপাল্টা নানা কথাই শুনি।

—কী শোনেন?

—যা প্রচার করা হয়।

—তিনি একজন বিপজ্জনক লোক।

—তাই তো দেখছি।

—আপনার সঙ্গে রিকার্দোর যোগাযোগ নেই আড়াই বছর?

—সামান্য হেরফের হতে পারে।

—তিনি গুলিতে আহত হয়েছিলেন জানেন?

—কাগজে দেখেছি। নানা গুজব রটেছিল। আপনার কী মনে হয় তিনি বেঁচে আছেন?

—সেই তত্ত্বতাবাশেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। তাঁকে আমাদের বড় দরকার। আমাদের অনুমান আপনি তাঁর হদিশ জানেন।

—আমি দুঃখীত। রিকার্দোর সন্ধান আমার জানা নেই।

—আপনারা তো এক সঙ্গে রাজনীতি করতেন এক সময়।

—সে সময় সম্পর্ক ছিল।

—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়তো একটু বেশী ছিল।

—খুবই বন্ধুত্ব ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বিয়ের পর এই বাড়িতে ঐ একদিন রিকার্দোকে আমরা দেখেছি।

—এ সব কথা বিশ্বাস করতে বলেন?

—সত্যি কথাগুলো বলছি, বিশ্বাস করা না করা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছাধীন।

—রিকার্দো সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না?

—না।

—আপনার স্ত্রী?

—অসম্ভব।

সিকিউরিটি অফিসার এক টুকরো হাসলেন। শয়তানের হাসি। চোখ দুটোতে বাজ পাখীর দৃষ্টি।

মারক্যুইস বলে,

—সিকিউরিটি দপ্তরের একটা চিঠি আমি আগেও পেয়েছি। তাতে কোনো পলাতক আসামী ও ফেরারী রাজনৈতিক কর্মীকে আমি গোপনে চিকিৎসা করেছি কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে। অবশ্য সে চিঠি ডাক্তারদের মধ্যে প্রায় সকলেই পেয়েছেন। জবাবও তার পাঠিয়েছি। আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। হাসপাতালের রোগী ছাড়া অন্য কোথাও কোনোভাবে কোনো কারণেই কোনো রোগীর চিকিৎসা করতে পারি না।

—এ তো আইনের কথা বলছেন। অভ্যস্ত নিয়মের কথা তুলছেন

—আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হয়।

—কিন্তু আমাদের অনুমান রিকার্দোর চিকিৎসা আপনি করেছেন। আপনি তাকে সুস্থ করে তুলেছেন। তাঁর হদিসও আপনার জানা আছে।

—এ আপনাদের ভুল অনুমান।

মারক্যুইস এক টুকরো ম্লান হেসে বলে,

—মারিয়া, ভয় আমার হচ্ছিলো। তোমার কথা ভেবে আমি আরও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলাম।

—তারপর।

—লোকটা চলে গেল। মনে হলো আমার কথার বিন্দু বিসর্গও সে বিশ্বাস করলো না।

—কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের দুজনের কাছে একই দিনে দুভাবে এ অভিযান চালানোর অর্থ কী?

—কিছু না, রিকার্দোকে আজ তাদের দরকার। তাই তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এ নিয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু রিকার্দোকে ধরা যাবে না। নইলে সে অনেক আগেই ধরা পড়তো।

—তোমার আমার কথায় পুরোপুরি সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে।

ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান হয়তো হবে। তুমি সাবধানে থেকো।

—তাই কাল থেকেই আমি অনুসন্ধান চালাচ্ছি। তুমি কি স্পষ্ট মনে করতে পার, রিকার্দোর সেই রাত্রের চিঠি আমি নষ্ট করেছিলাম?

—আমার যতদূর মনে পড়ে তুমি সিগারেট লাইটারে পুড়িয়ে দিয়েছিলে চিঠিটা।

—আমি কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছি না। তুমিও দেখছি নিশ্চিত করে বলতে পাচ্ছো না।

—কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

—সিগারেট লাইটারে আমি পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। ধর যদি কাগজটা কোনো ভাবে অন্য কারো হাতে পড়ে?

—নষ্টই করেছিলে কাগজটা।

—ওদের অনুমানটা হচ্ছে কোথা থেকে। শুধু কী পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে এত নির্ভুল অনুমান সম্ভব!

—আচ্ছা সেই চোরটাও তো হতে পারে। যার জন্যে রিকার্দো রাত্রে পালাতে বাধ্য হয়।

—অসম্ভব। এত দেরীতে অনুসন্ধান হবে কেন। চোরের কোনো মতলব থাকলে তার পরদিনই পুলিশ হামলা করতে আসতো।

—সঠিক যখন কারো মনে নেই, চিঠিটা বরং একবার খোঁজ করা যাক।

পর্দা সরিয়ে পরিচারিকা প্রাতঃরাশ নিয়ে ঘরে ঢোকে। সুপ্রভাত জানিয়ে এটা সেটা নামিয়ে রেখে চলে গেল। মারক্যুইসকে অসম্ভব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। অপসৃয়মান পরিচারিকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর মারিয়ার দিকে ফিরে অস্ফুট স্বরে বলে,

—পর্দার আড়ালে মনে হলো এমিলি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। মারিয়া, আমরা কী জোরে কথা বলছিলাম?

অতিরিক্ত আনন্দ হলে রোমানোর মাত্রা জ্ঞান থাকে না। কিন্তু মাত্রারিক্ত আনন্দ প্রকাশের রুচিসম্মত স্থান কাল পাত্রের আজ বড় অভাব। মরিয়াম ডাক্তার চিনিওস-এর সঙ্গে সুক্রে গেছে। বুড়ো ভামটা মরিয়ামকে নিয়ে যে কী করছে কে জানে।' এবার ফিরে এলে মরিয়াম সম্পর্কে রোমানো স্থির সিদ্ধান্ত নেবে। আবার নিঃসঙ্গ গিলবার্তো ফ্রে-র কথা মনে পড়তেই মনটা অসম্ভব খিঁচড়ে যায়।

রোমানো অফিসে বসে কাজ করছিল। কিন্তু অস্থির চিত্ত আজ তার শাসনে নেই। হঠাৎ কী ভেবে রিসিভার হাতে তুলে নেয়। আর কিছু না হলেও এডিথের সুরেলা কণ্ঠ শোনা যেতে পারে। জুয়ান ফারনেনদেজ লা পাজ নেই। কোচাবাম্বা গেছেন।

প্রথম থেকেই টেলিফোনে রোমানো আজ অনেক বেশী বেপরোয়া। কথাগুলো অর্থপূর্ণ ও হেঁয়ালীতে ভরা। এডিথ হয়তো জুয়ানের কাছে শুনে থাকবে। অভিনন্দন জানিয়ে বলে,

—আপনি ক্রমেই হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট আর রাষ্ট্রদূত আপনার গুণগ্রাহী। আমার মত মানুষের খোঁজ নিচ্ছেন তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ।

—আমি আমার গুণগ্রাহীদের তালিকা রাখি না, কিন্তু আমি আপনার সবচেয়ে গুণমুগ্ধ। তবু কেন যে হাতের নাগাল পাই না বুঝি না।

—আসুন না।

—কোথায়?

—বাড়িতে।

—অসম্ভব।

—কাজের চাপ?

—আদৌ নয়।

—তবে ?

—বাগানের মালী থেকে ডজন খানেক কুকুর আমাকে চোখে চোখে রাখবে। এত নিষেধাজ্ঞা আমার বরদাস্ত হয় না।

—আমি আসতে পারি।

—খুব খুশী হতাম।

—তারপর।

—তারপর যা বলবেন।

—আপনি কাগজের অফিস থেকে বলছেন ?

—হ্যাঁ, এখানেই আসুন। এখান থেকেই আমরা বেরিয়ে পড়বো।

—কখন ?

—আপনি যখন বলবেন। আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো।

—পাঁচটায়।

—আমি তৈরী থাকবো।

রিসিভার নামিয়ে রেখে রোমানো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। সমস্ত চিন্তাশক্তিকে যেন এডিথ আচ্ছন্ন করে রাখে। একটা নিদারুণ অনুভূতি শরীরের ওপর বয়ে যায়।

হঠাৎ মরিয়ামের ফ্ল্যাটের কথা মনে হলো। ইদানীং ফ্ল্যাটের চাবিও একটা সে সঙ্গে রাখে। মরিয়ামের শূন্য ফ্ল্যাটে এডিথকে নিয়ে তুলতে আজ বাধা নেই। অবশ্য এডিথ যদি রাজী থাকে। হোটেল বা ক্যাবারের ভীড়ের কথা মনে হতেই মরিয়ামের শূন্য ফ্ল্যাটের প্রয়োজনীয়তাটুকু বেড়ে গেল।

রোমানোর মনটা ক্রমেই অবাধ্য শিশুর অস্থিরতায় পেয়ে বসে। তবু অল্পক্ষণের মধ্যেই আজকের লেখাটা শেষ করলো। আজকাল রাজনৈতিক লেখাগুলো কলমের ডগায় বেশ তর তর করে আসে।

ভাবতে হয় না এতটুকু। ডাঃ চিনিওস না থাকায় দু একটা বাড়তি কাজও করতে হয়।

এডিথ এসেছে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। আঁটোসাটো কালো গাউনে এডিথকে আজ মানিয়েছিল আরও সুন্দর। গাড়িতে উঠে বসতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতেই রোমানো বলে,

—প্রাদো অঞ্চলের ভীড় থেকে আমাদের আগে বাঁচা দরকার। প্লাজা মুরিল্লো দিয়ে আমরা সরে পড়ি।

এডিথ আজ বেশ দ্রুতলয়ে বাজে। গ্রীবা নেড়ে বলে,

—নিরালা হোটেলে বসে শ্যাম্পেন গেলবার আমার এতটুকু কিন্তু ইচ্ছে নেই।

গাড়ি বাঁক নিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

রোমানো মনস্থির করে ফেলে। মাথা নেড়ে বলে,

—ঠিক আছে সোজা চলুন। আমার পিসির খালি ফ্ল্যাটটা আশা করি আপনার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।

—আপনার সঙ্গে আজ আমি নরকেও যেতে পারি।

—কদিন ধরেই আপনার কথা ভাবছিলাম।

—আজ সারাদিন খুবই একাকী, নিঃসঙ্গ লাগছিল।

রোমানো একটা সিগারেট ধরালো। মরিয়ামের ফ্ল্যাট খুব দূরের পথ নয়। রোমানো গাড়ি রাখতে বলে। দ্বিধা বা কুণ্ঠা এডিথের হয়তো একটু ছিল, কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতেই রোমানো হেসে বলে,

—আমার পিসির ফ্ল্যাটে কেউ নেই। আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না।

'নিরালায় আড্ডা দেবার পক্ষে দেখছি চমৎকার জায়গা,' ঘরে ঢুকে এডিথ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

রোমানোর শরীর ও মন আছড়াচ্ছিলো। পর্দার পাশে টুপি ও কোট রাখবার হেঙারের সঙ্গে নরম শরীরটা নিবিড় আলিঙ্গনে চেপে

ধরে পাগলের মত এডিথকে চুমু খেতে থাকে। হেড্ডার থেকে টুপি খসে এলো, ছাতাও একটা পড়ে গেল। সে এক শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গন। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে এডিথ কপট ক্রোধ প্রকাশ করে ও পরক্ষণেই রোমানোকে দ্বিগুণ উৎসাহে আরও নিকটে টেনে নেয়।

বেরসিক এক ফোন আসতেই ওদের দুজনের সম্বিত যেন ফিরে এলো। ভূপতিত টুপিটায় রিসিভার চাপা দিয়ে রোমানো এডিথকে নিয়ে সোফায় এসে বসে।

এডিথকে রোমানোর অসম্ভব ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল নিজেকেও। এডিথ সম্পর্কে তার ধারণা যে কতটা অভ্রান্ত, এ কথা ভেবে নিজের সুপ্রচুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ছিল।

ফোনটা বেজে বেজে থেমে গেল। হঠাৎ নিঃসঙ্গ পিতার কথা মনে হতেই রোমানো তার শিরদাঁড়ার মধ্যে শিতল স্পর্শ অনুভব করে। মরিয়ামের ওপর মেজাজটা খিঁচড়ে যায়। এবার একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার।

—কী ভাবছো ?

রোমানোর হুস ফিরে আসে। দু পাত্র পানীয় ঢেলে এনে পূর্বের আসনে ফিরে এসে বলে,

—আজকের দিনটা আমার জীবনে একটা স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে।

—তার পেছনে তোমার পিসির দান অনেকখানি। এমন চমৎকার নিরালা জায়গার কথা আমি ভাবতেই পারি নি।

এডিথ হাতের দস্তানা খুলে ফেলে। জুতো খুলে রোমানো বড় আলোটা নিভিয়ে নরম বাতিটা জ্বেলে দিল। এডিথ শূন্য গ্লাসটি হাতে তুলে দিয়ে বলে,

—পানীয়ের ব্যাপারে তোমার পিসি বেশ রসিক বলে মনে হচ্ছে।

—তুমি ঠিক ধরেছো।

রোমানো কী ভেবে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে একটানে গলার টাইটা খুলে ফেলে।

ঘড়িতে ছটা বাজলো।

'চোরাই প্রেমের উত্তেজনাটুকু তোমার কেমন লাগে,'—এডিথ তার পোষাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

—মেয়েদের ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ী।

—বেচারা।

—শিল্পীর চোখ আমার নয়, তবে এটুকু বলতে পারি, পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পী তোমাকে একবার মডেল হিসাবে পেলে ধন্য হবেন।

—শিল্পীর প্রয়োজন নেই, তোমার মত সমঝদারেই আমি সুখী। নরম আলোতে এডিথের সুন্দর শরীরটা অনেক বেশী কৌতূহলের সৃষ্টি করে। রোমানোর চোখে রহস্যদ্রোষ্টা শিশুর আগ্রহ। নিজেকে সার্থক মনে হয়।

কতটা সময় কেটে গেছে খেয়াল নেই, আচমকা বৈদ্যুতিক বেল-এর আওয়াজে রোমানো ধড়মড় করে উঠে বসে। পাশে এডিথ। শ্রান্ত নগ্ন শরীর। চাদরে এডিথকে ঢেকে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় রোমানো। ট্রাউজার্স্‌টা গলিয়ে নিল।

আবার বেল বাজলো।

বেরসিক লোকটাকে গুলি করে মারলে কেমন হয়।

—কোথায় যাচ্ছো?

—বাইরে কেউ এসেছেন।

—দরজা খুলবে না তুমি।

'তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমাকে কেউ দেখবে না,' কার্পেটের ওপর খসে পড়া অন্তর্বাসটি এডিথের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রোমানো এগিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ পিতার কথা মনে হতেই রোমানোর

সমস্ত মেজাজটায় অদৃশ্য এক ঝাঁকুনি খেল।

গর্তে চোখ লাগিয়ে আগন্তুককে বুঝতে চেষ্টা করে। নাতিদীর্ঘ টুপি পরা এক ভদ্রলোক।

রোমানোকে দেখে লোকটা একটু হকচকিয়ে গেল। কিছু বলবার আগেই মরিয়ামের অনুপস্থিতির কথা জানান দিয়ে বলে,

—কোনো খবর থাকলে দিতে পারেন। কাল দুপুরের আগে তিনি ফিরছেন না।

—ঠিক আছে, আমি কালই আসবো। মাপ নেবার জন্যে আজ ডেকেছিলেন। আমি দর্জি।

—কালই আসবেন, দেখা হবে।

রোমানো দরজা বন্ধ করে মনে মনে লোকটাকে অশ্রাব্য একটা গালি দিল।

ফিরে আসতে এডিথের কৌতূহলী প্রশ্ন,

—কে?

—পিসির মাপ নিতে এসেছিল। আমার মনে হয় এডিথ, দেশের দর্জিগুলোকে গুলি করে মারা উচিত।

—তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি রোমানো। ওরা না থাকলে আজ এই পোষাক খুলে ফেলবার আনন্দ থেকে আমরা দুজনেই বঞ্চিত হতাম।

ঘরটা লম্বায় আট ফিট হয়তো হবে, কিন্তু চওড়ায় পাঁচ ফিটের বেশী কখনও নয়। মেঝেটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। দেওয়াল ভিজে—স্যাঁতস্যাঁতে। এক দিকে শুধু লোহার ভারি দরজা। ঘরে কোনো জানালা নেই। শুধু দেওয়ালের একদিকে উঁচু জায়গায় লোহার গরাদ লাগানো। এক ফালি আলো আসবার ব্যবস্থা। নোঙরা পাত্রে জল। এক টুকরো শুকনো রুটি আর চায়ের মগটা পড়েছিল।

থেৎলানো মুখটায় আঙুলের স্পর্শও সহ্য হচ্ছিল না। অন্য সময় খেয়ালই থাকে না। প্রয়োজনও বোধ করে না। কিন্তু নিজের মুখশ্রীটা আয়নায় দেখবার আজ বারবার ইচ্ছে হচ্ছিলো। খাকী কুর্ত্তার অকথ্য অত্যাচারের অভিজ্ঞতা আগেও ছিল কিন্তু এবার সুরু থেকেই দৈহিক নির্যাতনের প্রচণ্ডতা যেন সহ্য করা অসম্ভব। কায়দা কানুনও বেশ পাল্টেছে মনে হয়।

যন্ত্রণাকাতর কম্বলে জড়ানো শরীরটা এখন স্থির। চুপচাপ শুয়ে মারকাস্ অনেক কথাই ভাবতে থাকে। গরাদের ওপর ছোট একটা পাখীর একখণ্ড মরা ঘাস ঠোঁটে নিয়ে বিরামবিহীন ইতি-উতি তাকানোর দিকে চেয়েছিল। নিস্তব্ধ সেলের উঁচু গরাদের কোনো গর্তেই হয়তো নতুন নীড় বাঁধবার চেষ্টা। মারকাস্-এর হাসি পেল। কিন্তু পরক্ষণেই মেজর-এর কথা মনে পড়তেই মনটা বিস্বাদে ভরে ওঠে।

ভেবে দেখবার জন্যে মারকাস্ আজ সারা দিনটা সময় পেয়েছে। সন্ধ্যেতে তিনি আবার মোকাবিলায় বসবেন। সবটাই মারকাসের মতিগতির ওপর নির্ভর করছে। সহযোগী মনবৃত্তি নিয়ে কথা বললে মেজর মারকাস্‌কে সাহায্য করবেন। এমন কী দ্রুত মুক্তির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন।

ভেবে দেখবার কী আছে মারকাস্ বুঝে উঠতে পারে না।

সহযোগী মনবৃত্তির তিলমাত্র সুযোগ নেই। মনস্থির করতে মারকাসের একবেলা সময় লাগে নি। এক মুহূর্তও নয়। দ্রুত মুক্তির সম্ভাবনার সুযোগ সম্পর্কে সে কিছুই ভাবছিল না।

গ্রেপ্তার হবার পর আর কার কার ওপর আঘাত এসে পড়তে পারে সেই কথা ভেবে মারকাস্ বিচলিত বোধ করে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেও গ্রেপ্তার এড়ানো সম্ভব হয় নি। মারকাস-এর সমস্ত চাতুরী ব্যর্থ হয়েছে। তবে মনে হয় গোয়েন্দা আগে থেকেই ওৎ পেতে ছিল। খবর তারা আগেই পেয়েছিল। নেহাৎই বেকুব, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে আরও দুজন বিপ্লবীকে অনায়সেই ধরতে পারতো। তিনজন একত্রিত হবার আগেই শুধু তাকে ধরা হয়। অপরিচিত মেয়েটার জন্যে মারকাস্ লজ্জিত বোধ করে। তার জন্যে সেই তরুণীর গতকালের সন্ধ্যেটা নষ্ট হয়েছে। অবশ্য ছাড়া পেয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পুলিশের হাতে নাজেহাল তাকে অবশ্য হতে হয়েছে। রাত্রের ঘটনাটা মারকাস্-এর কাছে কেমন যেন নাটুকে মনে হয়। প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা ও দুরন্ত চাতুরীর আশ্রয় নিয়েও শেষ পর্যন্ত মারকাস্ ব্যর্থ হয়েছে।

নাচের উঠোনের অপর প্রান্তে মারকাস্ যথা সময়ে আসন গ্রহণ করেছিল। সাদা পোষাকে পর্যাপ্ত পুলিশ ব্যবস্থার কথা সে ভাবতে পারে নি। একটু আগেই পৌঁছেছিল। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্যে মহার্ঘ হোটেলই নিরাপদ মনে হয়েছে। ঢিমেতালে বিলম্বিত অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত চলছিল। নাচের উঠোনের নরম আলোতে দৈহিক-নৈকট্য সুখের আনন্দে বিভোর নরনারীর আলস্য জড়িত গতি ছন্দ মারকাস্-এর কেমন হাসির উদ্রেক করে। পরিচিত স্টুয়ার্ড হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো। কান থেকে পেন্সিল নিয়ে অর্ডার নেবার ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে বলে,

—আপনাকে চিনতে পেরেছে। পালান।

কথাটা বলেই স্টুয়ার্ড উধাও হয়ে গেল।

মারকাস্ বিলম্ব করে নি এতটুকু। কাচের ঘোরানো প্রবেশ পথটি নিরাপদ মনে হলো না। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিয়ে মারকাস্ নাচের উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। জোড়ায় জোড়ায় নারীপুরুষের নাচের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে সুযোগ মত সরে পড়বার মতলবটা ওর মাথায় এলো।

সুযোগও জুটে গেল। অপেক্ষারত একাকী এক সুন্দরীকে পাওয়া গেল। রোমানো অর্কেস্ট্রার আরোহনের সুর ধরে নাচের ঢেউ-এর মধ্যে হারিয়ে গেল। মারকাস্ অনভ্যস্ত, তবু পা ঠিক রাখতে অসুবিধে হয় না।

—নিশ্চয়ই কারো জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

'হ্যাঁ', মেয়েটা বললো।

—যতক্ষণ না তিনি আসেন, অন্তত ততক্ষণ আমার সঙ্গে নাচতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই।

—নাচতে আমার ভাল লাগে।

কয়েক পাক ঘুরেই মেয়েটি বুঝতে পারে মারকাস্ আনাড়ী। তাই নিজে সক্রিয় হয়। ঘুরতে ঘুরতে মারকাস্ পশ্চিমের প্রশস্ত সিঁড়ির পাশের নির্গমন পথের দিকে লক্ষ্য রাখছিল। পালানোর পক্ষে ঐ দিকটাই নিরাপদ মনে হলো। সঙ্গীতে দ্রুততা আসে। অবরোহন নেই, শুধু আরোহন। চড়া সুরের সঙ্গে পাক খেতে খেতে মারকাস্ ক্রমে উঠোন অতিক্রম করে পশ্চিম দিকের বেরুনোর পথে এসে থামে।

'আমি অনভ্যস্ত। আর পাচ্ছি না,' মারকাস্ হাঁপাচ্ছিলো।

তার পরের মুহূর্তটি আশ্চর্যরকম বেসুরো।

দুদিক থেকে দুজন। আর পাঁচজনের মতই পোষাক। শুধু হাতে ধরা উদ্ধত রিভলভার।

'পালাতে চেষ্টা করবে না। কুকুরের মত গুলি করে মারবো,' দুদিক থেকে দুটো রিভলভার ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে।

সম্পূর্ণ নিরুপায়। মারকাস্ নিরস্ত্র।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই পেল না মেয়েটা। ধস্তাধস্তিতে সুন্দর ফ্রকটা একটু ছিঁড়ে গেল। চুল অবিন্যস্ত হলো। হাতের খানিকটা ছড়ে গেল।

সুন্দর প্রস্তুতি। খাকী রঙের সামরিক ভ্যানটা পাম গাছের ফাঁকে থরথর করে কাঁপছিল। দুজনকে নিয়ে তুলতেই গাড়িটা ছেড়ে দিল।

অভয় দিয়েছে মারকাস্,

—আপনার কোনো ভয় নেই। আমিই অপরাধী। আপনাকে সন্দেহ করে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো কথা লুকানোর দরকার নেই, আপনার পরিচয় ও কীভাবে আপনি আমাকে পেলেন বলবেন। ছেড়ে দেবে। আমার সঙ্গে আপনাকে দেখে এরা আপনাকেও সন্দেহ করেছে।

—আপনি শুধু শুধু আমাকে জড়ালেন।

—শুধু শুধু নয়, আপনাকে জড়িয়ে নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পালানোর সুযোগ পেলাম না। চারদিক থেকে এরা ঘিরে ফেলেছিল।

—আপনি কী খুনে ডাকাত?

—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

—আপনি নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট।

—কী ভাবে বুঝলেন?

—কমিউনিস্টরা ভাল নাচতে জানে না। একজনকে আমি জানি।

তালা লাগানো ভ্যানটা প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে।

—আমি খুবই দুঃখীত। আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হবে অবশ্য আজই আপনাকে ছেড়ে দেবে মনে হয়।

—আপনি কী করেছেন যে এরা এত ঘটা করে আপনাকে

বিরামবিহীন নড়াচড়ায় বেশ কৌতুক বোধ করে। ডাক্তারের কথাগুলোও বেশ গোলমেলে! কার পক্ষ যে তিনি সমর্থন করছেন বোঝা মুস্কিল। মারকাস্ একটু স্মিত হেসে বলে,

—আপনি কী বলতে চান ডাক্তার?

—আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। বেশী বলবার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন। মেজর পিনো-কে খুশী না করলেও রাগিয়ে দেবার ঝুঁকি নেবেন না। মেরেই আপনাকে খুন করে ফেলবে।

—আপনাকে তিনি পাঠিয়েছেন?

—আমি ডাক্তার, নিজের তাগিদেই এসেছি। কেমন আছেন এবেলা দেখতে এলাম। আপনাকে মনে মনে সমর্থনও করি। কিন্তু অবিবেচকের মত কাজ করে আপনি অযথা গুরুতর একটা ঝুঁকি নেন, তা আমি চাই না। আপনি যদি নিজেই মারা যান, তবে সে বিপ্লব দিয়ে হবে কী! অবশ্য আপনি বলতে পারেন আপনার জীবনের চেয়ে আপনার আদর্শ অনেক বড়। হয়তো সত্যি, কিন্তু সে যে খুব বড় বড় কথা হলো। জানি মনে মনে আপনি ভাবছেন আমি মেজর পিনো-র লোক। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। কথা বার করবার জন্যে আমি মিষ্টি কথার ভাঁওতা মারতে এসেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার মত একজন তরুণের সুন্দর জীবন নষ্ট হবে আমি ভাবতে পারি না।

—আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে।

ডাক্তার একটু দমে যান। অস্থির গোঁফজোড়াটা থেমে গেল। পরক্ষণেই অপ্রতিভ কণ্ঠে বলেন,

—আপনি বিরক্ত হচ্ছেন।

মারকাস্ মনের উত্তেজনা দমন করবার চেষ্টা করে,

—আদৌ নয়। আপনি ডাক্তার। আমার মঙ্গল চান। মানুষের

ওপর শারীরিক অত্যাচার একমাত্র নেকড়ের ভাল লাগে। আপনার খারাপ লাগবেই। আপনি অনমনীয় বলছেন, কিন্তু আমার ভুল কী হয়েছে বলতে পারেন? মেজর পিনো-র হাজারো প্রশ্নের একটা উত্তরও আমার জানা নেই। আমি কী তাঁর পছন্দসই জবাব তৈরী করবো?

—জানি না। আপনার সঙ্গে তর্কে যেতে আমি চেষ্টাই করবো না। আমি শুধু বলতে চাই, আপনি মুক্ত হতে চেষ্টা করুন। আপনার সুন্দর জীবন এভাবে নষ্ট করবেন না। দেশের মঙ্গল আমিও চাই। তাই বলে নিজের চূড়ান্ত অমঙ্গল ডেকে আনতে আমি রাজী নই। শুধু শহীদ হবার আনন্দের জন্যে আমার জীবন নয়। কেতাবে অনেক কিছুই থাকে। জীবনটা অতিমাত্রায় বাস্তব। কেতাবী কথার সঙ্গে একটা ভারসাম্য বজায় রাখবার প্রশ্ন এখানে জড়িত। আমার সময় কম। বেশ সুস্থ আছেন দেখে আমার ভাল লাগলো। কাল আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

ডাক্তার চলে গেলেন। দুজন প্রহরী অল্পক্ষণ পরেই এসে হাজির। আবার মারকাস্-এর ডাক এসেছে।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো। হাঁটু-র চোটটা বেশী। ফুলেও গেছে অনেকটা। চওড়া বারান্দা দিয়ে অনেকটা হাঁটাপথ। বারান্দাতেও লোহার গরাদ। একদিকে আত্মীয়স্বজনের খোঁজপত্রে প্রতীক্ষারত মানুষের ভিড়। নিয়মিত ব্যবধান রেখে সশস্ত্র পাহারা চারদিকে নজর রাখছে। বিরাট এলাকা জুড়ে এই নিষিদ্ধ অঞ্চল। খোলা জায়গায় নতুন একটা বাড়ি উঠছে। প্রাথমিক কাজকর্মের আয়োজনে আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার ইঙ্গিত।

মারকাস্-এর অনেক কথাই মনে হয়। তবু মনে মনে ভরসা পায়, নিজে বিপদাপন্ন হলেও অন্যের নিরাপত্তা তাতে ব্যাহত হয় নি। কোচাবাম্বা অধিবেশনের আগে তার ধরা পড়া আন্দোলনের দিক থেকে একটা বড় রকমের আঘাত।

আজ একটা অন্য ঘরে আনা হলো। গতরাত্রের লোকজনও এখানে অনুপস্থিত।' গোটা তিনেক ফোন ও বেতারযন্ত্র সুমুখ করে নিখুঁত পোষাকে একজন প্রিয়দর্শন ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে অপর এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মারকাস্-কে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করেন। প্রহরী দুজন চলে গেল। দু চার কথা শুনে মারকাস্ বুঝে নিল রাজনৈতিক কারণে তার মতই ধরা পড়া কারো নিকট আত্মীয়। ধৃত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রৌঢ় অতিশয় ব্যাকুল।

সামরিক অফিসার খুব মন দিয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে মারকাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন,

—এই মুহূর্তে একটা প্রমাণ অবশ্য পেলাম, জেকব মারকাস্-কে আপনি চেনেন না। আগে কখনও এঁকে দেখেছেন ?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক রকম চমকে ওঠেন। মারকাস্ শুধু লোকটাকে এক নজর দেখে নিল। রহস্যদ্রোষ্টা বিহ্বল মানুষের অসহায় রিক্ত মুখশ্রী। ঠোঁট দুটো বিবর্ণ।

—আপনার মেয়ের সঙ্গেই ইনি ধরা পড়েছেন। আপনার যুক্তিতে ইনিই আপনার মেয়ের বিপদের কারণ।

মারকাস্ বিমূঢ়। নিস্ফল ক্ষোভে সারা প্রাণ মন অস্থির। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুপায়। কয়েক মুহূর্ত পর অপ্রস্তুতের সুরে বলে,

—আমি আপনার মেয়ের বিপদের কারণ হয়েছি। তার জন্যে আমি উপযুক্ত শাস্তি মেনে নিতে প্রস্তুত।

পরক্ষণেই মারকাস্ দুরন্ত প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। অফিসারের দিকে ফিরে বলে,

—কিন্তু কাল আমাকে বলা হয়েছে লরা-কে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন। আপনারা স্বীকার করেছেন লরা-কে ভুল করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপনারা কথা দিয়েছেন, ঐ নিরপরাধ মেয়েকে আপনারা হয়রানি করবেন না। এখন সবই দেখছি বাজে কথা।

ন্যায় বিচার আপনাদের কাছে আশা করি না, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপরাধ ঐ মেয়েটিকে এখনও আটকে রেখেছেন দেখে মনে হয় আপনারা কী অসম্ভব রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন।

প্রিয়দর্শন অফিসারের ঠোঁটে পাতলা হাসির রেখা। মারকাস্-এর কথা কানেই তোলেন না যেন। প্রৌঢ়ের দিকে ফিরে বললেন,

—আমি ব্যক্তিগত ভাবে সবই বুঝলাম। আশা করি আপনার মেয়েকে শীঘ্রই মুক্তি দিতে পারবো। আপনার কথা, আপনার মেয়ের জবানবন্দীর সঙ্গে প্রধান আসামীর বক্তব্যের মিল আছে পুরোপুরি। রিপোর্ট আমি দিয়েছি। আদেশ পেলেই আমি সেই নিয়মে কাজ করবো। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি আমাকে নিষ্ঠুর সামরিক অফিসার মনে করতে পারেন, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি নিরুপায়। আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি। সেই কারণেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ানোর চেষ্টাই আমি করি নি। জেকব মারকাস্ আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত বিশ্বাস করি।

একটু থেমে মারকাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,

—শুধু আপনার জবানবন্দীর ওপর ভরসা করে মেয়েটিকে আমরা ছেড়ে দেব এতটা দুরাশা করা আপনার উচিত হয় নি। আমাদের একটা নিয়ম মেনে চলতে হয়। আচ্ছা আপনি এবার আসতে পারেন।

শেষ কথাটা প্রৌঢ়কে বলা। প্রৌঢ়ের পরনে কয়েক যুগ পূর্বের তৈরী পোষাক। আঁটো। পায়ের দিকটা লম্বায় খাটো হয়ে গেছে। লাঠিটা হাতে নিয়ে অদৃশ্য ধর্মাবতারের উদ্দেশ্যে বোধ হয় কী যেন ঠোঁটে বিড় বিড় করেন। মারকাস-এর দিকে একবার ফিরে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গতকাল সন্ধ্যার খাকী শাসনের প্রচণ্ডতা আজ নেই। ঘরে সশস্ত্র মানুষের চিহ্ন নেই। সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার আয়োজন লক্ষ্য করা গেল না। তুখড় লোক নিঃসন্দেহে তবু এই সামরিক অফিসারকে কিছু ভদ্র মনে হয়।

—কী যুক্তিতে মেয়েটাকে মুক্তি দেবার কথা কাল আপনাকে জানানো হয়েছিল আমি জানি না—তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ হলেও অভ্যস্ত নিয়মে মুক্তি পেতে আরও দু-এক দিন সময় লাগবেই।

মারকাস্ নিরুত্তর।

—অনেক তো সময় পেয়েছেন। ভেবে নিশ্চয়ই কিছু ঠিক করেছেন!

মারকাস্ একবার শুধু ফিরে তাকালো।

—হঠাৎ এখানে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। অসামরিক লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো আমার একদম ধাতে নেই। কিন্তু উপায় নেই। আদেশ মেনে আমাকে চলতেই হবে। আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি কী ছাত্র ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, আপনার নিশ্চয়ই ইতিহাস বা অর্থনীতি।

—পদার্থবিদ্যা। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম।

—নিশ্চয়ই আপনি ভাল ছাত্র ছিলেন?

—ফার্স্ট ক্লাস একটা ছিল।

—গবেষণা না করে কমিউনিজম সুরু করলেন? আপনার যোগ্যতা দিয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত ভবিষ্যত গড়া যেত।

—আমি নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে মনে করি।

—নিঃসন্দেহে, আমি বলছি আপনি অনেক সুন্দর ও সুখী জীবন পেতে পারতেন। আপনি তো শ্রমিক নন। আপনি বুদ্ধিজীবি। আর কমিউনিজম-ই যে শেষ কথা এটা অন্তত আজ আর বলা চলে না। এ যুক্তি অসার।

মারকাস্ সতর্ক হয়। ভদ্রলোকের ঠোঁটে লেগে থাকা হাসিটি অসম্ভব কপট মনে হয়।

—প্রথমেই আমার সম্পর্কে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা

থাকা দরকার। আমি কাজের লোক, অযথা সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার হাতে নেই। আপনাকে মারধর করা হবে না। আপনি একজন সম্মানী রাজনৈতিক কর্মী। নেতাও বলা চলে। আপনার পূর্ব পরিচয় আমি ফাইল থেকে পেয়েছি। সে প্রসঙ্গ আমি টানবো না। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের দেশে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ সুরু হয়েছে আপনি জানেন?

—শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

—হয়তো নেই, কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ আছে লা পাজ-এ বর্তমানে যে বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছে, জঙ্গলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ একটা আছেই, আপনি সেই দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

—এ রকম কোনো দলের কথা আমার জানা নেই।

—গত এক বছর অনেক বিদেশী বিপ্লবী নিয়মিত ছাড়পত্র বা গোপনে বা ভুয়া পরিচয়পত্র নিয়ে আমাদের দেশে এসেছেন। তাঁদেরকে নিরাপদে জঙ্গলে পৌঁছে দেবার অন্যতম দায়িত্বে আপনি লা পাজ থেকে কাজ করছেন। গেরিলা শক্তিকে প্রবলতর করবার কাজে যে বিপ্লবীরা শহরে থেকে গোপনে কাজ করছেন, আপনি তাঁদের একজন নেতা। জঙ্গল থেকে হাভানা পর্যন্ত সংবাদ আদান প্রদানের অন্যতম ঘাঁটি লা পাজ। জঙ্গলের কোড বা সাইফার আপনি জানেন। চোরা গোপ্তা অস্ত্র আপনাদের হাত দিয়ে পাচার হচ্ছে। আপনি বেকার, ধনী সন্তানও আপনি নন, কিন্তু গ্রেপ্তারের সময় আপনার পকেটে চার হাজার পেসো পাওয়া গেছে। আপনি এই বিপ্লবী দলের নেতা গুইলয়্যারমো রিকার্দো কোথায় আত্মগোপন করে আছেন আপনি জানেন। অধিক সংখ্যায় গেরিলা যোদ্ধা সংগ্রহ করবার দায়িত্বে আপনি লা পাজ-এ কাজ করছেন। মোটামুটি আপনার বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযোগ।

মারকাস্ সামরিক অফিসারকে বুঝতে চেষ্টা করে। গত রাত্রের নির্দয় সামরিক অফিসারের মত আস্ফালন নেই, কিন্তু ইনি অনেক

প্রস্তুত। কথার মারপ্যাচ অনেক বেশী পরিণত। ঠোঁটে লেগে থাকা হাসিতে সুপ্রচুর অভিজ্ঞতার ছাপ। মারকাস্ সমস্ত অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করে দীর্ঘ এক ভাষণই দিল,

—গতকাল রাত্রে এই ধরনের প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছে। কাল্পনিক অভিযোগ তুলে অমানুষিক অত্যাচার আমার ওপর চালানো হয়। আমি আমার তরফ থেকে পরিষ্কার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করবো। বর্তমান সরকারের সমর্থক আমি নই। বলিভিয়ার নিপীড়িত জনগণের কল্যাণ বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য নয় আমি বিশ্বাস করি। মার্কসবাদ লেনিনবাদের আমি অনুগামী। জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতার উৎকট মোহ বিস্তার করে বর্তমান সামরিক চক্র দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস দেশের শাসক নন—মার্কিন রাষ্ট্রদূত এখন একরকম আমাদের দেশ শাসন করছেন। ল্যাতিন আমেরিকার এই অন্যতম দরিদ্র দেশ আজ হাঁ করা ডলারের চাপে সম্পূর্ণ দেউলিয়া। আমি কমিউনিস্ট। আমার রাজনৈতিক প্রত্যয় আমি সামনে রেখেছি। কিন্তু যে অভিযোগের মোটামুটি তালিকা আপনি উপস্থিত করেছেন আমি তার প্রতিবাদ করবো। গত একবছর বিদেশী কোন কোন বিপ্লবী আমাদের দেশে এসেছেন আমি জানি না। জঙ্গলে নিরাপদে তাঁদের পৌঁছে দেবার দায়িত্বে ছিলাম এ সম্পূর্ণ কষ্টকল্পিত অলীক অভিযোগ। গেরিলা শক্তিকে প্রবলতর করবার কাজে আমার কোনো ভূমিকা নেই। জঙ্গলের সঙ্গে হাভানার যোগাযোগের কথা আমি জানি না। সেইসব সশস্ত্র বিপ্লবীদের কোড ও সাইফারের কথা আমার জানা নেই। গুইলয়ারমো রিকার্দো-র সঙ্গে একসময় আমার পরিচয় ছিল কিন্তু তাঁর গতিবিধি আজ আমার অজ্ঞাত। তিনি মারা গেছেন আপনারাই প্রচার করেছিলেন। তাঁর খবর আপনাদেরই ভাল জানবার কথা। জঙ্গলের গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে আমার কোনোদিন যোগ ছিল না। আজও নেই। চার সহস্র পেসো খুব একটা বিরাট অঙ্ক নয়। মাসের

পর মাস আমার ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকায় আমার নিজের কাছেই সঞ্চিত অর্থ থাকতো। কিন্তু আমি যতদূর জানি আমার সঙ্গে আরও পাঁচশো পেসো অতিরিক্ত ছিল। গ্রেপ্তার হবার পর হয়তো আপনাদের কোনো সেনা যিনি আমার জিনিষপত্র সরকারী খাতায় নথিভুক্ত করেছেন, তিনি সেটা নির্বিঘ্নে সরিয়েছেন। আমার ব্যাগে সাড়ে চার হাজার পেসো থাকার কথা। সামান্য কিছু কম বেশী হতে পারে। শুধুমাত্র অনুমান, যুক্তিহীন সন্দেহ, আর আপনাদের পরিপূর্ণ দায়িত্বহীনতা আজ আমাকে এই অবস্থায় এনেছে। আদালতে আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবো। নিতান্ত অকারণে নাচের উঠোন থেকে লরাকে আমার সঙ্গে ধরে এনেছেন। তার সঙ্গে আমার নাচতে যাওয়া আপনাদের গেয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোর একটা কৌশল মাত্র। এই ভদ্রমহিলার কাছে আমি চিরদিন অপ্রস্তুত হয়ে থাকবো। আগেও আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিনা বিচারে আটক থেকেছি কয়েকবার। বিপজ্জনক লোক হিসাবে আপনাদের পাকা খাতায় নাম আমার আছে। সুতরাং যে কোনো রাজনৈতিক গোলযোগের সময়, শেষ রাত্রে ঘুম থেকে টেনে তুলে ভ্যানে তোলা হয়েছে। এমন কী ছাত্র বিক্ষোভ ও শ্রমিক ধর্মঘটের আশঙ্কায় আগে থেকেই কোনো কিছু ঘটবার আগেই তালিকা মিলিয়ে গ্রেপ্তারের সময় আমাকে বাদ দেওয়া হয় নি। প্রচণ্ড প্রহার, কল্পনাতীত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আজ নতুন নয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শুধু অভিযোগগুলো বদলেছে। আপনি এখন প্রশ্ন করবেন তবে এখন আমি কী রাজনীতি করছি? আমার মত লোক চুপচাপ বসে আছে এটা বিশ্বাস হয় না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু চুপচাপ বসে না থাকলে আমি খুশী হতাম। বর্তমানে দেশব্যাপী রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের মধ্যে আমি একটা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। বিচ্ছিন্ন একক জীবন যাপন করছি। পার্টির সঙ্গে

আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সক্রিয় কোনো রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে আমার আজ কিছু মাত্র যোগ নেই। জঙ্গলের গেরিলা অভিযানকে আমার রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি সমর্থন করে না। এভাবে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না বলেই আমার মনে হয়। আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অলীক, যুক্তি-হীন ও কল্পনাপ্রসূত। আমার পূর্বের পরিচয়ের সূত্র ধরে একটা বৈপ্লবিক চরিত্র আমার উপর আরোপ করা হয়েছে। আজ আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত টর্চার চেম্বারে হয়তো আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে পাগল করে তুলবেন। কিন্তু আমি আপনাদের খুশী করবার মত জবাব দিতে পারি না। আমি মিথ্যা গল্প তৈরী করতে অক্ষম। আমি চাই আমার বিচার হোক। বেসামরিক বা সামরিক আদালতে আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হোক। আমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবো। আপনাদের হাতে নাকি প্রমাণ আছে আমি বিপ্লবীদের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত। আমি একজন নেতাও বলা চলে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ পর্যন্ত একটা প্রমাণ, নজীর কিছুই আপনারা আমাকে দেখাতে পারেন নি। আপনি বিজ্ঞানের ছাত্র, য়ুনিভারসিটিতে ছিলেন—খাকী পোষাক ছাড়াও আপনার পৃথক একটা চরিত্র আছে। আপনি যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করুন। শুধু অশিক্ষিত, মাথা মোটা গোঁয়াড় গোয়েন্দাদের ভুল রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এ প্রহসন চালাবেন না। আমি আমার রাজনৈতিক প্রত্যয় আপনাকে জানিয়েছি। আমি মার্কসবাদ লেনিনবাদের ছাত্র। আমি কমিউনিস্ট। সামরিক শাসনকে আমি ঘৃণা করি। আমি পার্টির শোধনবাদী ভূমিকার তীব্র নিন্দা করি। আমি মনে করি আমাদের দেশ আজ শাসন করছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর নেলশন রকফেলার-এর মত কয়েক জন মার্কিন ধনকুবের। যদি দেখি আমাকে বর্তমান সরকার বিরোধী, সামরিক শাসন বিরোধী, মহামান্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

অবমাননায়, লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগকারী নেলশন রকফেলার বিরোধী ও মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে অভিযুক্ত করছেন—আমি সে অভিযোগ অস্বীকার করবো না। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ বলপূর্বক আমার উপর চাপিয়ে দিলে আমি নিরুপায়। আমি প্রতিবাদ করবো।

—বলছেন, শুনতেও মন্দ লাগছে না। কিন্তু আপনার জানা থাকা উচিত এটা বক্তৃতা দেবার জায়গা নয়। অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে আপনি মূল প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এড়াতে চাইছেন।

—মূল প্রশ্ন নয়—অমূলক মিথ্যা অভিযোগ বলুন।

—প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আপনি স্বয়ং চে গুয়েভারার সঙ্গে হোটেল কোপাকাবানা-য় দেখা করেছিলেন। নিরাপদে জঙ্গলে পৌছে দিতে জিপ জোগাড় করেছিলেন।

—আপনাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন শক্তির আমি তারিফ করবো।

—আমার কাছে তরুপের তাস আছে। আপনাকে ভেবে দেখবার সময় দিয়েছি। এবার পুরো ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে চলে যাবে।

—বিচার হবে না, বলিভিয়াতে প্রাণদণ্ড নিষিদ্ধ, তাই পিটিয়ে মারবেন হয়তো।

—কথা কী ভাবে বার করতে হয় আমি জানি।

সুদর্শন অফিসারের ঠোঁটে লেগে থাকা হাসি এতক্ষণে অপসৃত। ত্বার বৈদ্যুতিক বেলের গোঙানীর সঙ্গে সঙ্গে দুজন সেনা মারকাসকে এসে তুলে নিল। রিসিভার হাতে নিয়ে অফিসার ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

মারকাসকে নিয়ে সেনা দুজন চলে যেতেই ঘরে ব্যস্তভাবে এসে ঢোকেন গোঁফওয়ালা ডাক্তার।

'মারকাস্ মারা গেলে আপনাকে আমি গুলি করবো,' অফিসার ইঙ্গিতে ডাক্তারকে বসতে বলে হাসতে থাকেন।

—আমি নিজেও বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু লোকটা অসভ্য।

—এদিকে তো বলছেন, বেশী মারধর চলবে না।

—শরীরে সহ্য হবে না। ওয়াটার টর্চার চলবেই না। যে কোনো সময় মারা যাবে।

—ইলেকট্রিকিউশন?

—চলতে পারে।

—ইলেকট্রোড লাগিয়ে দূরে বসে গোঁফে তা দেবেন না। সব সময় লক্ষ্য রাখবেন। লোকটা মারা গেলে আমাদের নিদারুণ ক্ষতি হবে। তবে আমার মনে হয় কথা বার করা এক রকম দুরাশা।

একমাত্র মারকাস্ আজ অনুপস্থিত। সমস্ত ইউনিট থেকে প্রতিনিধিরা হাজির হয়েছে। শেষকালে এসেছে রিকার্দো। গুরুত্বপূর্ণ এই অধিবেশনে প্রতিনিধিদের একত্র সমাবেশের সুনিপুণ ব্যবস্থায় মার্তিনো কল্পনাতীত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

মার্তিনোর মূল প্রস্তাব রিকার্দোকে দেওয়া হয়েছিল আগেই। বিপ্লবী দলের বাইশ দফা পরিকল্পনা তাতে স্থান পায়। জায়গাটা কোচাবাম্বার অতি সম্ভ্রান্ত অঞ্চল। দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্তত এ অঞ্চলে একখানি বাগানবাড়ি আছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আফিস, রেড ক্রশ সেণ্টার, পীস কোর-এর সদর দপ্তর ও কোচাবাম্বার বিখ্যাত প্রাচীন গির্জা এখান থেকে সামান্য পথের ব্যবধান।

অধিবেশনের স্থান নির্বাচনেও মার্তিনোর পুরোপুরি দায়িত্ব ছিল। প্রাক্তন সেনেটর, টিন ব্যবসায়ী ও বর্তমানে প্রবাসী এক ধনীর এটি বাগানবাড়ি। এটর্নী অফিস ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতে সব কিছু দেখা শুনো করবার ভার নিয়েছে। এটর্নী অফিসের সুপারিশে মার্তিনো ভুয়া পরিচয়ে নিয়মিত ফিস দিয়ে দুদিনের প্রমোদ বিহারের জন্যে ভাড়া নিয়েছে। মালিকের অনুপস্থিতিতে বাগানবাড়ি ভাড়া দেবার রেওয়াজ এখানে আছে। অনেক সময় স্থানীয় কর্মচারী ও মালীরা এটর্নী অফিস বা মালিকের অজ্ঞাতসারে কামরা ভাড়া দিয়ে দু চার পয়সা কামায়। কোচাবাম্বা দুরদুরান্তের মানুষের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। লা পাজ, সান্তাক্রুজ বা সুক্রে-র ব্যস্ততা এখানে নেই। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে এখানে মানুষ বড় আসে না। সামরিক ও বেসামরিক দপ্তর এখানে সামান্যই। গোটা শহরটা জুড়ে সারি সারি বাগানবাড়ি। বেশীর ভাগ স্থানীয় বাসিন্দা এখানে বিত্তশালী ইউরোপীয় বা চোলো সম্প্রদায়। আবহাওয়া এখানে মনোরম। অর্থ থাকলেই অভিজাত হওয়া চলে। নাক উঁচু এ্যারিস্টোক্রেসী অতিমাত্রায় প্রকট।

প্রচুর সতর্কতা ও পরিপূর্ণ সাবধানতা নিয়ে অধিবেশন শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিনিধি মারকাস্-এর অনুপস্থিতি ও বন্দী অবস্থায় গুরুতর নির্যাতনের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে তাদের বক্তব্য রাখে। প্রস্তাবে মাত্রারিক্ত উত্তেজনা ও চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার ঝোঁক প্রথম থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। দলের অন্যতম প্রতিনিধি এ্যালভারো জুনিন বলে,

—শহরের বিপ্লবীরা শুধু জঙ্গলের গেরিলা দলের নির্দেশ মেনে চলবে, একথা আমি মানতে রাজী নই। জঙ্গল থেকে যে রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হবে, আমরা শুধু সেই অনুযায়ী চলবো এটা হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি চরম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শাসক শ্রেণীকে সব সময় ব্যস্ত রাখতে হবে। শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করে দিতে হবে। পুলিশ ও সামরিক দপ্তরকে হয়রানি করে অস্থির করে তুলতে হবে। দরকার হলে শত্রুদের ইলোপ করতে হবে। মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর যেখানে সেখানে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা আমাদের নেওয়া উচিত। এতে আমরা শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারি, অন্য দিকে জনগণের মধ্যে সাহস ও সংগ্রামী উদ্দীপনা সৃষ্টি করা সহজ হবে। বিপ্লবী পরিস্থিতিকে সচল করার পথ সুগম হবে। আমি চাই আমাদের বিপ্লবী দলের এটি শহরাঞ্চলের অন্যতম কর্তব্য। জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতি আজ কাটিয়ে দেবার দরকার। দিকে দিকে শত্রুপক্ষকে অতর্কিতে বিপদাপন্ন করবার প্রয়োজনীয়তা আজ অসীম। কৃষক ও শ্রমিকদের সশস্ত্র আত্মরক্ষার সংগ্রাম একই সঙ্গে চলবে।

নিয়মিত সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার পরিকল্পনার ওপর আলোচনা চলে। সমর্থন কিছু পাওয়া গেল। সন্ত্রাস সৃষ্টির বিরুদ্ধে লা পাজ ইউনিট প্রথম থেকেই বাধা দেয়। মাতিনো এই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ হটকারী আখ্যা দিল।

অধিবেশনে উত্তাপ সৃষ্টি হয়। আলোচনা কখনও তীব্র বাদানু-

খানে পৌঁছোয়। মাত্তিনো উত্তেজিতভাবে এ্যালভারো জুনিন-এর দিকে ফিরে বলে,

—আমরা নিহিলিস্ট বিপ্লব করছি না। স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমরা কী আজ সেই জারের আমলের পিপল্‌স উইল পার্টিকে অনুসরণ করবো। শহরে সশস্ত্র বিপ্লবী সচলতা এখন বন্ধ রেখে আপনাদের ইউনিট থেকে বেশী মাত্রায় গেরিলা যোদ্ধা জঙ্গলে পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা আপনাদের ভেবে দেখা উচিত। আপনাদের পরিকল্পনা বৈপ্লবিক সংগ্রামকে ব্যহত করবে। জঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

শেষ পর্যন্ত এ্যালভারো জুনিন-এর প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গেল।

তারপর এলো খুঁটিনাটি কাজের কথা। জঙ্গলের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগে সুক্রে ইউনিট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। জনবিরল অঞ্চলে সংগ্রামরত গেরিলাদের প্রচুর অসুবিধা ও কয়েকটি বড় রকমের বিপর্যয়ের জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আরও বেশী পরিমাণ গেরিলা যোদ্ধা সংগ্রহ করবার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়। রেজি দ্ব্রে ধরা পড়ায় পৃথিবীব্যাপী তার প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা হলো। দ্ব্রেকে বিপ্লবী অভিবাদন জানিয়ে কামিরীতে সামরিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর অভূতপূর্ব নির্ভিক তত্ত্বগত বিতর্কের ভূয়সী প্রশংসা করা হলো। গেরিলা দলের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করবার জন্যে রিকার্দোর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার মনোনীত একজন প্রতিনিধির অবিলম্বেই জঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার প্রস্তাব পাশ হয়।

অধিবেশনে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। মাত্তিনো তারপর মারকাস্‌ কী ভাবে গ্রেপ্তার হয় ও সর্ব শেষ সংবাদ কী পাওয়া গেছে সবার সামনে বর্ণনা করে। শেষের দিকে মাত্তিনো ম্লান হেসে বলে,

—মারকাস্‌ জানে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। এই

অধিবেশন ডাকবার প্রয়োজনীয়তার কথা সে-ই প্রথম আমাকে বলে। কমরেড রিকার্দো হঠাৎ গুরুতর বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন, তাই আমাদের মিলিত হতে কিছু দেরী হয়েছে। কিন্তু আজ মারকাস্-এর অনুপস্থিতি আমাদের কাছে একটা বড় রকমের আঘাত। শুনেছি সামরিক হাসপাতালে সে এখন সুস্থ হয়ে উঠছে। তার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র একটা বার করবার সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে। সে চেষ্টা আমি চালিয়ে যাচ্ছি।

রিকার্দো কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদের মূল প্রস্তাব তারপর পাঠ করে। মাতিনা লক্ষ্য করে তার রচিত খসড়াসূচীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রিকার্দো অনেক জায়গায় বদলেছে। খসড়াসূচী ও পরিকল্পনার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করে রিকার্দো অধিবেশনের তাৎপর্য, পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও গেরিলা সংগ্রাম সম্পর্কে প্রতিনিধিদের কাছে তার বক্তব্য পেশ করে। রিকার্দো দ্রুত বলে। তবু আজ থেকে থেকে কখনও কথার পুনরাবৃত্তি ও তুলনা টেনে নিজের বক্তব্যকে সহজ ও যুক্তি গ্রাহ্য করবার চেষ্টা করে।

রিকার্দো বলে,

—অধিবেশনের সুরু থেকেই উপস্থিত প্রতিনিধিদের কারো কারো মধ্যে আমি অতি দ্রুত জয়লাভের প্রচণ্ড একটা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করেছি। তাঁদের নিষ্ঠা, আত্মত্যাগের প্রস্তুতি ও প্রবল সংগ্রামী চেতনাকে আমি অভিনন্দন জানাই। দেশের স্বার্থে, বিপ্লবের প্রয়োজনে এই বিপ্লবী উপলব্ধির আজ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি আজ যদি সততা আর সদিচ্ছায় ভরা শুধু মেটাফিজিক্স-এ দাঁড়ায় তবে আমাদের সর্তক হতে হবে। কৃষক ও শ্রমিকদের সশস্ত্র আত্মরক্ষার কথা তোলা হয়েছে। চীন ও ভিয়েতনামের নজীর দেখানো হয়েছে। কিন্তু প্রতিনিধিদের কেউ কেউ কিউবা বিপ্লবের তাৎপর্যের মূল্যায়ন করেন নি। ভুলে গেলে চলবে না বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার প্রচণ্ড সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কিউবায় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিশেষ অবস্থায়, রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতির তাৎপর্য উপলব্ধি করে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োগ পদ্ধতির হেরফের হয়। সে দেশের নিজস্ব একটা বিশেষ কৌশল সশস্ত্র বিপ্লবকে গতি দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে প্যারী কমিউন-কে অনুসরণ করে নি। চীনে রুশ বিপ্লব হয় নি। ভিয়েতনামের সশস্ত্র সংগ্রামের পদ্ধতির সঙ্গে সোভিয়েত বিদ্রোহের কোনো যোগ নেই। ল্যাতিন আমেরিকায় বিপ্লবী সংগ্রামের স্বকীয়তা ভিন্ন। এই উপলব্ধি বিশেষ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। গণযুদ্ধের পূর্বের তাত্ত্বিক আলোচনা ও নজীর কোনো কাজে আসবে না। কিউবার বিপ্লব এই নতুন সংগ্রামী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই নতুনকে বোঝবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। বুদ্ধিজীবির দল অভ্যস্ত নিয়মে মতাদর্শের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাই ভুল করেন। ল্যাতিন আমেরিকার বিপ্লবী সংগ্রামে তাই তরুণ ছাত্র ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবিদের প্রথম সারিতে দেখা যায়। ল্যাতিন আমেরিকায় সর্বহারা বিপ্লব ও শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতাকে রূপ দিতে কিউবার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতাই কাজে লাগবে। কিউবার বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা আমাদের কী শিক্ষা দেয়? গেরিলা যুদ্ধের কয়েকটি স্তর আছে। আগে গেরিলা দল গঠন ও প্রতিষ্ঠার স্তর, তারপর আসে বিকাশের স্তর। শত্রুরা তার সমস্ত শক্তি নিয়ে গেরিলাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানে, সবার শেষে আসে বিপ্লবী পাল্টা আক্রমণের স্তর। যা হবে একই সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক। বলিভিয়াতে এখন চলেছে প্রথম স্তর। বিরামবিহীন সচলতা বা ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন চলছে।

বলা হয়েছে আমাদের সংগ্রামী গেরিলা দল শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না। পার্টির বিপ্লবী অংশের সঙ্গেও সম্পর্ক তাদের অতি ক্ষীণ। পার্টির বিপ্লবী অংশকেও গেরিলা দল যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছে। ব্যক্তিগতভাবে দু-একজন জঙ্গলের গেরিলা সক্রিয়তা সম্পর্কে অবহিত। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের রেডিও প্রচার ও

প্রেস নোট-এর সংবাদ ছাড়া শহরের বিপ্লবী কর্মীরা প্রায় কিছুই জানতে পারে না—এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। জনগণের মধ্যে প্রচার খুবই সীমিত। বিপ্লবী পার্টি থেকে গেরিলা দল বিচ্ছিন্ন একথাও বলা হয়েছে। শহরাঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার সঙ্গে গেরিলা সক্রিয়তার পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলবার প্রয়োজন কেউ কেউ উপলব্ধি করেছেন।

এখানে এক মারাত্মক ভুল আছে যা নাকি বৈপ্লবিক সংগ্রামকেই বানচাল করে দিতে পারে। বিপ্লবী গেরিলা ফৌজ গোপন ভাবে, বিচ্ছিন্ন ভাবেই গড়ে ওঠে। জনগণের সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। তারা আত্মনির্ভর। শত্রুকে ধ্বংস করবার বিরামবিহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনগণকে তারা সঙ্গে পাবে। সমষ্টিগত ভাবে জনগণের বৈপ্লবিক চরিত্র থাকলেও, শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে একক ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাস করা চলে না। প্রচুর নিপীড়নের শেষে সে গেরিলা দলকে প্রচুরতর বিপদের মধ্যে ফেলে দেবে। সদাজাগ্রত দৃষ্টি, নিজের ছায়াকেও অবিশ্বাস ও ক্রমাগত সচলতা গেরিলা দলের অন্যতম নীতি। শত্রুর পক্ষের জনগণকে ছলেবলে কৌশলে বশীভূত করা সহজ। বাইরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা বিপজ্জনক। কিউবা অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বাইরের সঙ্গে যারা গেরিলা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার কাজে নিযুক্ত থাকে তাঁরাই বিপদ ডেকে আনে। শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়—সদিচ্ছা থাকলেও এঁদের মাধ্যমে শত্রুপক্ষ কাজ হাসিল করবার সুযোগ করে নেয়। সুতরাং গেরিলা দল তাদের তাগিদে শুধু যেটুকু সাহায্য চায়, আমরা তার বেশী তৈরী থাকলেও সে প্রস্তুতি ব্যবহার করবো না। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শহরাঞ্চল ব্যস্ত রাখার কথা ওঠেই না। গেরিলা সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। গেরিলা সংগ্রামকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হলে চাই প্রচার। সেটা সম্পূর্ণ সশস্ত্র

প্রচার। ভিয়েতনামের সঙ্গে ল্যাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা ভিন্ন। ভিয়েতনামের মুক্তি ফৌজের সংগঠন নীচের থেকে গড়ে উঠেছে। ল্যাতিন আমেরিকায় বিপ্লবী বাহিনী গড়া হবে ওপর থেকে নীচে। কারণ এখানে জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল খাকি ফৌজের প্রতি নিদারুণ ভীতি বদ্ধমূল। তারা ভাবতেই পারে না এরা অজেয়। এদের ধ্বংস করা সম্ভব। তাই গেরিলা দল গড়া হয়েছে লোকালয় থেকে দূরে। গেরিলা দলে বিদেশী যোদ্ধা থাকায়, স্থানীয় অবস্থা ও জনগণের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক না থাকায় এটার প্রয়োজন আরও বেশী। বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে গেরিলা দলের সম্পর্ক এখন থাকতে পারে না। বরং বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব এখন গেরিলা দলের হাতে চলে গেছে। এ নিয়ে আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বুলেটিনে বিস্তৃত আলোচনাও হয়েছে। গেরিলা বাহিনীই আজ বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রবিন্দু। গেরিলা অভিযানই আজ রাজনৈতিক প্রধান সক্রিয়তা। গেরিলাদের গোড়া থেকেই মার্কসবাদী লেনিনবাদী হতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ তত্ত্বকথা ও সামরিক সক্রিয়তার মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। সামরিক সক্রিয়তা, বৈপ্লবিক সংগ্রামের সচলতা থেকে বিচ্ছিন্ন, রণক্ষেত্র থেকে বিযুক্ত, শুধু মার্ক্সিয় তাত্ত্বিক আলোচনায় পারদর্শী বিপ্লবী বুলির ওপর কখনই নির্ভরযোগ্য নয়। তদের হাত দুটোকে কোনো সময়ই বিশ্বাস করা চলে না।

রিকার্দো তার বক্তব্য রেখে শেষ করবার আগে বললো,

—আমি উপস্থিত প্রতিনিধিদের আর একবার হাভানা সম্মেলনের কুড়ি দফা সম্বলিত ঘোষণাপত্র পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। ল্যাতিন আমেরিকায় সত্যিকারের বিপ্লবী পথের স্বাতন্ত্র উপলব্ধি করা দরকার।

অ্যানার মনে কতকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছিল। আজকের অধিবেশনে সে প্রশ্নগুলো আরও বেশী করে তাকে পেয়ে বসে।

রিকার্দোর মূল প্রস্তাব ও শেষের বক্তব্যগুলো পুরোপুরি মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল। পাল্টা প্রশ্ন করবার সুযোগ অবশ্য ছিল। সহজেই সে নিজের বক্তব্যটুকু সবার সামনে রাখতে পারতো। সোজাসুজি সবার সামনে রিকার্দোর বক্তব্যে বাধা সৃষ্টি করতে বা সমালোচনায় যেতে অ্যানার আপত্তি ছিল। অধিবেশনের সামগ্রিক সাফল্য ও পরিপূর্ণ সংহতি অটুট রাখা দরকার।

রিকার্দোর মূল প্রস্তাব ও বক্তব্যের ওপর আলোচনা সুরু হলো। অতিরিক্ত জঙ্গী প্রতিনিধিরা রিকার্দোকে পুরোপুরি সমর্থন জানায়। একজন বক্তা ল্যাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করে অভ্যস্ত প্রাচীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, বর্তমান ল্যাতিন আমেরিকায় কোনো রাজনৈতিক চিন্তা কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে যদি সামরিক সংঘাতকে অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে সেই রাজনৈতিক ভাবনায় যত সদিচ্ছাই থাকুক তাকে প্রতিবিপ্লবী পথ ছাড়া কিছুই আখ্যা দেওয়া চলে না।

পর পর চারজন রিকার্দোর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা দিল। সামরিক সংঘাতকে রাজনৈতিক তত্ত্বকথায় খাটো করবার প্রচেষ্টাকে সকলেই তীব্র নিন্দা করে। ল্যাতিন আমেরিকার স্বকীয় বিপ্লবী পথ মস্কো ও পিকিং অনুগামী নয়। ভিয়েতনামের সঙ্গেও তাঁর মিল নেই। সিয়েরা জঙ্গলের রক্ত ও কাদামাটির পদচিহ্নের মধ্যে ল্যাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

লা পাজ ইউনিটের তরফ থেকে মারকাস-এর অনুপস্থিতিতে মাতিনোর বলার কথা। কিন্তু সম্মতি না নিয়েই মাতিনো অ্যানার নাম প্রস্তাব করে। রিকার্দো ব্যক্তিগতভাবে তাতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করে।

অ্যানা তৈরী ছিল না এতটুকু। প্রত্যেকের বক্তব্য সে মন দিয়ে শুনছিল। প্রতিটি বক্তব্যের খসড়া সে যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করছিল। অধিবেশনে সে একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি। উপস্থিত অনেকের

সঙ্গেই তার পরিচয় নেই কিন্তু অ্যানাকে সবাই চেনে।

অ্যানার সুন্দর টসটসে দেহশ্রী অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ঝলমল করে। ডাগর আঁখিতে ক্লান্তির স্তূপ। ঠোঁটে হাসি টেনে নিজের বক্তব্য রাখতে উঠে দাঁড়ালো।

—উপস্থিত প্রতিনিধিদের অনেকের বক্তব্য আমি শুনলাম, কমরেড রিকার্দোর রাজনৈতিক প্রস্তাব ও তার বিশ্লেষণ আমি মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি। মোটামুটি আমি প্রস্তাবের সমর্থন জানাই। কিন্তু আমার নিজের তরফ থেকে দু-একটি প্রশ্ন উপস্থিত প্রতিনিধিদের আমি ভেবে দেখতে বলবো। প্রশ্নগুলো কিছুদিন ধরে আমার মনে জমা হয়েছে। উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের সামনে তাই সেই প্রশ্নগুলো আমি রাখবো।

হাতের দস্তানাটা খুলে টেবিলের ওপর সামান্য ঝুঁকে অ্যানা বলে চলে,

—প্রতিটি দেশ তার স্বকীয় ইতিহাসকে অনুসরণ করবে। বিপ্লবী আন্দোলনও তার একান্তই নিজস্ব। ল্যাতিন আমেরিকার বিশটি দেশের ইতিহাস মোটামুটি একই সূত্রে গাঁথা। স্পেনীয় উপনিবেশিক শাসনে পর্যুদস্ত, পরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারে জর্জরিত। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট বীর পুরুষদের প্রচণ্ড শাসন ও মার্কিন ধন-কুবেরদের একচ্ছত্র শোষণ প্রতি দেশকে আজ ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। এখানে একই শোষক, শাসকের চরিত্রও অভিন্ন। তাই ল্যাতিন আমেরিকার বিপ্লবী পরিস্থিতি সামগ্রিক ভাবে একই নিয়মে বর্তমান। কিন্তু চীন ও ভিয়েতনামের বিপ্লবী সংগ্রামের পবিত্র শিক্ষা থেকে কী আমরা কিছুই নিতে পারি না! চীন ও ভিয়েতনামের প্রতিক্রিয়াশীল খাকি ফৌজের প্রতি কী জনগণের ভীতি ছিল না? ল্যাতিন আমেরিকার জনসাধারণই কী শুধু মনে করে নিয়মিত সশস্ত্র শত্রুরা অজেয়? এদের ধ্বংস করা যায় না! হাভানা অধিবেশনের গৃহীত ঘোষণাপত্রের ১০ নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে,

'বিপ্লবী সংগ্রাম আরম্ভ করা ও সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছানোর একমাত্র পথ গেরিলা সংগ্রাম এবং গেরিলারাই হচ্ছে আগামীদিনের মুক্তি ফৌজের ভ্রূণাবস্থা'। এই গৃহীত প্রস্তাবে দেশের জনগণ ও জনযুদ্ধের নীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধু সশস্ত্র গেরিলা ফৌজকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গেরিলা যুদ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধের বা বিপ্লবী সংগ্রামের একটি দিক মাত্র। এতে সামগ্রিক জাতীয় নীতি থেকে গেরিলা যুদ্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। দেশব্যাপী গণসংগ্রাম ও বিপ্লবী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে গেরিলা যুদ্ধকে দেখতে হবে। গেরিলা ফৌজ বিপ্লবী সংগ্রামের একটি শক্তিশালী প্রত্যঙ্গ। জনগণের চেতনা, সংগঠন, সংগ্রামী মনোবলই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে ধ্বংস করতে পারে। গেরিলা সংঘর্ষ চলবে। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণের শক্তি, দৃঢ় সংকল্প ও আত্মত্যাগের দুর্জয় সাহস বিপ্লবী সংগ্রামের প্রথম চালিকা শক্তি। আমাদের মনে রাখা দরকার বিপ্লবের প্রধান ও মূল শক্তি—জনগণ। সশস্ত্র গেরিলা সংঘর্ষ সেই বৈপ্লবিক পটভূমির একটি শক্তিশালী প্রত্যঙ্গ ছাড়া কিছু নয়।

কিউবার কথা উঠেছে। মহান কিউবা বিপ্লবী ল্যাতিন আমেরিকার সংগ্রামী মানুষের অন্যতম প্রেরণা। সেইসঙ্গে আমি একথাও বলবো, সিয়েরার জঙ্গলে মুক্তি ফৌজ যখন বাতিস্তা বাহিনীকে নাজেহাল করতে শুরু করে, তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা কী অনেকটা দর্শকের ভূমিকা ছিল না? বাতিস্তা সরকারের অস্ত্র সাহায্য কী প্রকাশ্যে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয় নি? সেখানে কী গ্রীণ ব্যারেট-এর চিহ্ন ছিল? ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী অভিযানের বিরুদ্ধে কী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল? মোটেই না। তবে কী দশ বছর আগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ভিন্ন ছিল? মোটেই না। কিউবায় যে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হতে যাচ্ছে, ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী অভিযান যে শতবর্ষের শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করতে চলেছে, ওয়াশিংটন একথা কল্পনাও করতে পারে নি।

মার্কিন ধনকুবেরদের লক্ষ লক্ষ ডলারের তামার খনি, আখের আবাদ ও দেশের কাঁচামালের একচেটিয়া মুনাফা যে বিপ্লবী সংগ্রামের স্রোতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, ফস্টার ডালেস এ নির্মম সত্য জানতেন না। এ্যালেন ডালেস-এর সি. আই. এ নেটওয়ার্ক মনে করেছে, বাতিস্তা শাসনের জায়গায় নতুন এক প্রেসিডেণ্ট ক্ষমতায় আসছেন। তিনি আর্জেন্টিনার পেরণ-এর মত হবেন, না কলম্বিয়ার রোজাজ পিনিল্লা-র মত তাঁর চরিত্র হবে—এই কথাই ভেবেছে। কিউবা বিপ্লবের রাজনৈতিক চরিত্রের আভাস ওয়াশিংটন জানতে পারে নি। কিউবা বিপ্লবের ছ'বছর আগে গুয়াতেমালায় আমরা দেখেছি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর স্বার্থে জনপ্রিয় আরবেঞ্জ সরকারকে ধ্বংস করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমস্ত ন্যায়নীতি ও আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র প্রকাশ্যে হিংস্র ভাবে গুয়াতেমালার গণতান্ত্রিক সরকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু কিউবা-য় মার্কিন ষড়যন্ত্র আমরা প্রকট ভাবে দেখি নি। কারণ ওয়াশিংটন মনে করেছিল ল্যাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ক্ষমতা বদলের অভ্যস্ত নিয়ম মেনেই কিউবায় নতুন রাজনৈতিক পরিবর্তন আসছে। একটি মাত্র ফসলের ওপর কিউবা নির্ভরশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিনি রপ্তানীর ওপর কিউবার অর্থনীতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমির ঢঙ যতই বদলাক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতাব্দীর শোষণ ব্যাহত হবে না। ইয়াঙ্কী ডলার নৃত্য অব্যাহত থাকবেই। কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো ও মহান কিউবা বিপ্লবের চরিত্র মূল্যায়ন করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ব্যর্থ হয়েছে। ফ্লোরিডা থেকে নব্বই মাইল দূরে ক্যারাবিয়ন সাগরের বুকে কিউবা বিপ্লব সফল হলো। কিন্তু ঠিক এই সময়ই দশ বার হাজার মাইল দূরে ভিয়েতনামে, থাইল্যাণ্ড ও লাওস-এ কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ক্রমে বীভৎস

রূপ নিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক চীনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবার পরিকল্পনার বাস্তব রূপ আমরা দেখেছি। কালো আফ্রিকায় চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। সুতরাং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আজকের মতই সেদিন তীব্র, নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন ছিল। ফিটজারেল্ড কেনেডী তাঁর পূর্বসূরীর ভুল শুধরাতে তাই 'বে-অফ পীগস' এর মধ্যে দিয়ে কিউবা অভিযান সুরু করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। কিউবার নেতৃত্ব ও জনগণের প্রতিরোধে ইয়াঙ্কী ষড়যন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অপর্যাপ্ত ডলার কবুল করেও বিপ্লবী কিউবাকে ধ্বংস করতে পর্যাপ্ত প্রতিবিপ্লবী কিউবায় আমদানি করতে পারেন নি। তাই কিউবাকে খরচের খাতায় রেখে ল্যাতিন আমেরিকার বাকী উনিশটি দেশের তথাকথিত হাস্যকর খাকি গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইণ্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ড, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক ও পরে ঘটা করে 'এলায়েন্স ফর প্রগ্রেস'-এর মাধ্যমে জনগণ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। সামান্য রকম বিপ্লবী তৎপরতার সন্ধান পেলেই মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা ও রণ কৌশলীদের উপদ্রুত দেশে পাঠানো হয়। এ্যাণ্টি গেরিলা ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হয়। পীস-কোর-এর দলপতির ছদ্মবেশে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারী আমদানি করেছেন। স্বয়ং মার্কিন রাষ্ট্রদূতও সেই ভয়াবহ মানুষের সঠিক পরিচয় জানেন না। ডমিনিকান রিপাবলিক-এ যুয়ন বশ অনুগত দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কাস্ত্রোপন্থী বলশেভিকদের ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে রাতারাতি এয়ার ক্রাফট কেরিয়ার 'বক্সার' থেকে ফাইটার বোম্বারকে নপাম নিয়ে ডমিনিকান রিপাবলিকের আকাশে ছুটে আসতে আমরা দেখেছি। রকেট বোঝাই যুদ্ধ জাহাজে ক্যারাবিয়ন ঘিরে ফেলেছেন প্রেসিডেণ্ট জনসন। ওয়াশিংটনের পদলেহী জেনারেল ওয়েসিনকে ক্ষমতায় রাখতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত আমরা দেখেছি।

অ্যানা এবার একটু থেমে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের সবার দিকে ফিরে তাকায়। সবাই চুপচাপ। কারো মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না।

অ্যানা আবার সুরু করে,

—তাই কিউবা বিপ্লবের নয়-দশ বছর পরে আজকের বিপ্লবী সংগ্রামের পটভূমিতে ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা দরকার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড ও ভয়াবহ শক্তির সঙ্গে আমাদের প্রথম থেকেই মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের দেশে ইতিমধ্যে মার্কিন উপদেষ্টা ও গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী ভিয়েতনামের যুদ্ধবাজরা এসেছেন। সামরিক বিভাগে তাঁদের তৎপরতা সুরু হয়েছে। পেরু ও চিলির সীমান্ত বন্ধ করা হয়েছে। আমি বলতে চাই বলিভিয়ার বিপ্লবী সংগ্রাম অনেক বেশী তীব্র ও ব্যাপক হবে। তাই পাল্টা প্রস্তুতি আমাদের দরকার। এখানে নতুন করে সুরু হয়েছে ভিয়েতনাম। কিউবা বিপ্লবের চেয়ে এই সংগ্রাম আরও অনেক বেশী তীব্র হবে। অনেক বেশী রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে। এই দীর্ঘ সংগ্রাম পাঁচ, দশ বা বিশ বছর চলতে পারে। এই ব্যাপক দীর্ঘ সংগ্রামে দেশের জনগণই প্রধান শক্তি। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে। বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে জনগণের ঐক্য ও একাত্মতার বিশেষ দরকার। তত্ত্বগত সংকীর্ণতা থেকে আমরা মুক্ত থাকবো। যান্ত্রিক নিয়মে মার্কসবাদ প্রয়োগ করা যায় না। সততা ও সদিচ্ছার কথা উঠেছে, তাই বলি, শুধু সদিচ্ছায়পূর্ণ জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের ওপর নির্ভর করা চলে কী! শুধু সদিচ্ছা ও জনগণের মঙ্গলকামী আদর্শ সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌছানোর চেয়ে বুর্জোয়া মতাদর্শের কোনো উদারনৈতিক অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা কর্মপন্থায় শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে চলে যাবার আশঙ্কা। তাই বিপ্লবী সক্রিয়তার আগে বিপ্লবী পার্টিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মার্কসবাদ লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয়।

আমার বক্তব্য অমি শেষ করেছি।

সান্তা ক্রুজ ইউনিটের এক তরুণ অ্যানার কথায় প্রতিবাদ করে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু পর মুহূর্তে অপর এক তরুণ ঝড়ের বেগে ঘরে প্রবেশ করে। হাঁপাতে হাঁপাতে সভার মাঝখানে এসে বলে,

একজন বাইরের লোক বাগান অতিক্রম করে ভেতরে আসছে।

তৎপরতা সুরু হয়। গোটা পরিবেশ যেন নাড়া দিয়ে চমকে ওঠে।

মাতিনো জানায়,

—বিনা অনুমতিতে ওপরে ওঠবার কারো সম্ভাবনা নেই। তাই মনে হচ্ছে আগন্তুক কোনো মতলববাজ বা পুলিশের লোক নয়। পাহারায় উপযুক্ত লোক রাখা হয়েছে। তবে কিছুক্ষণের জন্মে আলোচনা এখন বন্ধ থাকুক। আমি নিজে খোঁজ নিতে যাচ্ছি।

মাতিনোর সঙ্গেই প্রথম দেখা। অনেকগুলো সিঁড়ি কয়েক লাফে সে অতিক্রম করে এসেছে।

—হেরণান মাতিনো!

—কথা বলছি।

আগন্তুক বেশ মোটা সোটা চতুর চতুর চেহারা। চোখ দুটোতে সন্ধানী দৃষ্টি। চওড়া গালের দুপাশে বিস্তৃত জুলফী। দাঁত একটা সোনায় বাঁধানো। ঠোঁট অস্বাভাবিক লালচে। মনে হয় ঠোঁটের লিপস্টিক ঘসে তোলা হয়েছে।

—আমি হোটেল সিসিল থেকে আসছি।

আগন্তুকের আগা পাস্তলা মাতিনো ভাল করে একবার দেখে নিল।

—এতক্ষণে লাঞ্চ ও ডিনারের পুরো অর্ডার তো আপনার ওখানে পৌঁছে যাবার কথা।

পাহারারত মাতিনোর এক পার্শ্বচর এগিয়ে এসে দাঁড়ায়।

—গার্শিয়া পোনসি আমাকে পাঠিয়েছেন।

মাতিনো আগন্তুকের কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। কৌতূহলী হাসি ঠোঁটে টেনে বলে,

—বলুন। হোটেল সিসিল-এ তারই তো যাবার কথা।

—দেখুন এইসব বাগানবাড়িতে বাইরে থেকে যে সব সম্ভ্রান্ত পার্টি আসেন, আমরাই তাঁদের সমস্ত রকম আনন্দ ও রুচিসম্মত সম্ভ্রান্ত মেয়েদের ব্যবস্থা রাখি। যার যেমন পছন্দ। ক্যাটালগ আমার সঙ্গেই আছে। গার্শিয়া পোনসি আমাকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।

মুহূর্তে ব্যাপারটা মাতিনো আন্দাজ করে ফেলে। লোকটার দোষ নেই। সম্ভ্রান্ত বাইরের লোকেরা এইসব বাগানবাড়িতে এসে সম্ভ্রান্ত মেয়েদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। হোটেল সিসিল লাঞ্চ, ডিনার ও মদের সঙ্গে মেয়েমানুষও বিক্রী করে।

মাতিনো চাতুরীর আশ্রয় নিল। ফটো এ্যালবামে একটির পর একটি মেয়ের ছবি ওল্টাতে ওল্টাতে বলে,

—শুনেছিলাম জাপানী মেয়েদের ভাল ব্যবস্থা আপনারা রাখেন। আগন্তুক একগাল হেসে বলে,

—খবর রাখেন দেখছি। আপনি রসিক লোক। আমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি দেখছি। কিন্তু জাপানী মেয়েদের আমি দিতে পাচ্ছি না। সামরিক ব্যারাকের অফিসারদের জন্যে প্রচণ্ড চাহিদা বাড়ছে। পরিচারিকা হিসাবে পীস-কোর-এর মার্কিনদের সঙ্গে তাদের পাঠানো হয়েছে। আমাদের ক্যাটালগের মেয়েদের অবশ্য আপনি সব সময়ই পাবেন। প্রশংসা করবো না, ছবি দেখেই বুঝতে পারবেন।

—ঠিক আছে। আমি গার্শিয়া পোনসিকে দিয়ে খবর পাঠাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে পড়বে। আমাদের টিমে অবশ্য রসিক ব্যক্তি কম। মেয়েদের ব্যবস্থা হয়তো অন্যত্র করতে হবে।

—যেমন আপনি আদেশ করবেন।

—হয়তো কাল আমাদের দরকার হবে। আজ কোচাবাম্বা-য় ঠাসা প্রোগ্রাম।

—ঠিক আছে।

—ছবির এ্যালবামটা আমার কাছেই থাক। অর্ডার দিতে সুবিধে হবে।

—ঠিক আছে।

—গার্শিয়া পোনসির হাতে অর্ডারের সঙ্গে ফেরৎ পাঠাবো।

—ঠিক আছে।

আগন্তুকের চোখে মুখে হালকা হাসি নেই। মাতিনোর ভাবসাব দেখে মনে হয় এ ধরনের সম্ভ্রান্ত মেয়েদের ক্যাটালগ নাড়াচাড়ায় সে খুবই অভ্যস্ত। দুজনেই যেন গুরুতর সমস্যার সমাধানে মনোযোগী। যেন সাংঘাতিক কোনো পীড়িত রোগীর দ্রুত অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে দুজনের মিশ্রিত অনুভূতি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে যাচ্ছে।

বড় অসময়ে আজ লোহার ভারী দরজাটা যান্ত্রিক আর্তনাদে খুলে গেল।

শরীরের মধ্যে একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করে মারকাস্। বর্ণনাতীত অত্যাচারের বিরতি গেছে মাত্র কয়েকদিন। জর্জরিত দেহটা ফেরাতেও কষ্ট হয়। কাল সকালে দেওয়াল ধরে সেলের মধ্যে হাঁটতে চেষ্টা করেছে। বেশীক্ষণ পারে নি। অত্যাচারের তীব্রতার সঙ্গে মারকাসের পূর্ব পরিচয় আছে। কিন্তু এ কদিনের দৈহিক নির্যাতনের প্রচণ্ডতা মারকাসের মর্মান্তিক উপলব্ধি। অমানুষিক অত্যাচারের মুখে কেন যে অনেকেই হার স্বীকার করে, শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হয়, মারকাস্ তার কিছুটা যুক্তি যেন আজ খুঁজে পায়। অনেকের পক্ষেই এই নিদারুণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শক্ত। আদর্শ, আত্মবিশ্বাস অটুট রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত বিপ্লবী গুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু জ্ঞান হারানোর আগে ঘণ্টা দুই-এর বিবিধ অত্যাচারের স্তর মুখ না খুলে অতিক্রম করা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

—মারিস্কেল লোপেজ নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সশস্ত্র প্রহরীর মুখের ওপর চোখ দুটো তুলে মারকাস্ কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলে,

—মারিস্কেল লোপেজ?

—তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আপনি কী মারিস্কেল লোপেজের সঙ্গে দেখা করতে চান?

পরিচয় দূরে থাকুক, দর্শনপ্রার্থীর নামটাই মারকাস্ আজ প্রথম শুনলো।

—বুঝেছি, আপনি দেখা করতে চান না।

মারকাস্ কী ভেবে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,

—নিশ্চয়ই দেখা করবো। কিন্তু আমি কী হেঁটে আজ যেতে পারবো ?

—বেশতো ভালই আছেন। হাড় তো আপনার ভাঙে নি। তবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

—তাঁকে সেলে নিয়ে আসা যায় না ?

—আপনার জন্যে নতুন আইন তৈরী হবে নাকি। পাঁচজন কয়েদীর কাছে যে নিয়মে লোক দেখা করতে আসে, আপনিও সেই সুযোগ পাবেন। রাজী থাকেন তো চলুন। আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

মারিস্কেল লোপেজকে অনেক চেষ্টা করেও মারকাস্ চিনতে পারে না। একবার মনে হলো সরাসরি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দেয়। পরক্ষণেই ভেবে দেখে ছদ্ম পরিচয়ে যদি কেউ এসে থাকে তবে এতবড় সুযোগ সে হারাবে।

আজকের প্রহরী নতুন। কথায় ঝাঁজ আছে। তবে মারকাসকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

—বেশ পারবেন, ভনিতা ছেড়ে পা চালিয়ে আসুন। টর্চার চেম্বারে তো যাচ্ছেন না।

মারকাস্ প্রহরীর নিষ্ঠুর রসিকতায় বিষন্ন এক টুকরো হাসতে চেষ্টা করে।

—ভনিতা নয়, আমাকে দরকার হলে সাহায্য করবেন। মাথাটা আমার ঘুরছে।

—বাইরের খোলা হাওয়ায় দেখবেন ভালই লাগছে।

সেল থেকে বেরিয়ে মারকাস্ মুহূর্তের জন্যে থামলো। প্রহরীর নির্দেশ মত তারপর সামনে এগিয়ে চললো। একই রাস্তায়, তবে করিডোর অতিক্রম করে কিছুটা এসেই ডান দিকে ঘুরতে হলো।

—কেন খামখা মশাই জিদ ধরেছেন, যা জানেন বলে দিন না। আপনারাও এক একজন কম নন।

—কী বলে দেব?

—যা জানেন সব খুলে বলুন। আরও কয়েকদিন ধোলাইয়ের পর আপনার আদর্শ আপনাকে বাঁচাবে?

—আদর্শের জন্যেই তো বেঁচে আছি। আদর্শকে বাঁচানোর দায়িত্বই আমার।

—অনেক দেখলাম, শেষ পর্যন্ত কিছুই ধোপে টেকে না। খামখা পৈত্রিক প্রাণটা আপনার মাঠে মারা যাবে।

—আপনাদের জন্যে আমার কষ্ট হয়।

—আমাদের জন্যে!

—হ্যাঁ, খাকি পোষাক পরা নিরীহ আপনাদের কথাও আমরা ভাবি। পৃথিবীর সর্বত্র নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসনে আপনাদের ব্যবহার করে খুশিমত কিছু লোক অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় থাকেন। আপনারা জানেন না আপনারা কোথায় কার বিরুদ্ধে লড়ছেন। আপনাদের বুঝতে দেওয়া হয় না আপনাদের প্রকৃত শত্রু-মিত্র কারা। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আদেশ বহন করে শুধু খুন করেন। যুগ যুগ ধরে পৃথিবী-ব্যাপী দেশদ্রোহী দুশমনরা আপনাদের দিয়ে দুশমনী চালিয়ে যাচ্ছে।

—আপনি থামুন। কথা বলা আপনার বারণ।

মারকাস্ হাঁপিয়ে পড়ে। একটু দাঁড়ালো। এদিকটা নির্জন। সোজা পথটা ঢালু হয়ে গেছে। ছোট ছোট খুপরি খুপরি লোহার জাফরী দেওয়া ঘর। নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। লোহার হাতল লাগানো সরু একফালি রাস্তা পেছন দিয়ে বাইরে চলে গেছে। দর্শনপ্রার্থীর ওদিক দিয়েই প্রবেশ পথ। সন্ধ্যের এখনও অনেক দেরী, তবু দিনের আলোর এদিকে চিহ্ন নেই।

ছোট্ট লোহার প্রকোষ্ঠে মারকাসকে আনা হয়। এবার প্রহরীর তৎপরতা সুরু হলো। অপরিচিত আগন্তুক সম্পর্কে নানা চিন্তাই

মারকাস্‌-এর মাথায় আসে। এই সাক্ষাৎপ্রার্থী আজ একমাত্র বাইরের লোক যে নাকি মারকাস্‌ সম্পর্কে আগ্রহী।

সশস্ত্র পাহারায় আগন্তুক অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হন। মারকাস্‌-এর সমস্ত কৌতূহল মুহূর্তে নিভে গেল। অপরিচিত ব্যক্তি আর কেউ নয়—লরার পিতা। ইনিই মারিস্কেল লোপেজ।

—দরখাস্ত দিয়ে রোজ রোজ এসে ফিরে যাই। ভগবানের কৃপায় আজ কিছুক্ষণের জন্যে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।

বৃদ্ধ লোপেজের কণ্ঠে যেন কান্নার সুর। মারকাস্‌ বুঝতে পারে যে ষড়যন্ত্রে সে জর্জরিত, লরাও সেই একই পাকচক্রে আবদ্ধ। আজও সে মুক্তি পায় নি। আফশোষ, আত্মগ্লানি আর হতাশায় নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়। লরার পিতার উপস্থিতিই যেন তার কাছে পরিপূর্ণ অপমান।

—আমাকে ওরা কথা দিয়েছিল লরাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বৃদ্ধ লোপেজ-এর নিষ্পেষিত হৃদয় অব্যক্ত বোবা কান্নায় আছড়াচ্ছিল। মুখে কোনো ভাষা নেই। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপে। নিতান্তই অস্বস্তিকর পরিবেশ। মুখটা ফিরিয়ে নিল মারকাস্‌।

—আপনি আমাকে দয়া করুন।

অদৃশ্য এক চাবুকের আঘাতে যেন মারকাস্‌ ফিরে তাকায়।

—নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে থেকে আপনি আমাকে বাঁচান। লরা আমার একমাত্র সম্বল। তার চাকরীর ওপর গোটা সংসার নির্ভর করে। আমার স্ত্রী লরার জন্যে ব্যাকুল। লরা-ই আমার সব।

—আমাব কিছু বলার নেই। অপরাধ সম্পূর্ণ আমার নিজের। আমি ভেবেছিলাম লরার সঙ্গে নাচঘরে মিশে গিয়ে কোনোরকমে আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতে পারবো। কিন্তু পুলিশ সব দবজায় পাহারায় ছিল। তাদের ব্যাপক প্রস্তুতি আমার জানা ছিল না। আমি ব্যর্থ হয়েছি। সেই সঙ্গে আপনার মেয়ের জীবনে

চূড়ান্ত দুর্যোগ টেনে এনেছি। লরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সে কোনো-ভাবেই আমার জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়। রাজনীতির সঙ্গে তার কিছুমাত্র যোগ নেই। পুলিশ বা গোয়েন্দা এটা ভালভাবেই জানে। খবর তারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ করেছে। তবু অযথা তাকে আটকে রেখেছে। আমার ওপর একটা নৈতিক চাপ সৃষ্টি করবার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু আমি কী করবো? আপনি বলছেন, দয়া করতে। আপনি বলছেন নিদারুণ বিপর্যয় থেকে আমিই আপনাকে বাঁচাতে পারি। আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারি। এ অনুরোধের তাৎপর্য আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু আপনি শুধু লরার পিতা নন। এ দেশেরই মানুষ। এই অত্যাচারী শাসনের মর্মান্তিক লাঞ্ছনার আপনিও একজন শীকার। আপনাকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো। হৃদয় ও ভাবপ্রবণতাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে অনুরোধ জানাবো। আপনার মেয়ের জীবনে চূড়ান্ত বিপর্যয় আমি টেনে আনলেও তার পূর্ব জীবনে ফিরিয়ে দেবার শক্তি আমার আজ আদৌ নেই।

—আপনি পারেন। আপনি মহান ব্যক্তি, কিন্তু আমরা সামান্য লোক।

—আমি কী করলে আপনি খুশী হন। লরাকে মুক্ত করবার সবরকম চেষ্টা আমি করতে রাজী আছি।

—কর্ণেল বলেছেন, আপনি একটু সহযোগী মনভাব নিয়ে কথাবার্তা বললে তিনি লরাকে মুক্ত করবেন।

—সহযোগী মনভাব! কর্ণেলের সঙ্গে সহযোগী মনভাব!!

—আপনি যদি অপরাধ স্বীকার করেন, তবে সমস্ত কিছুই সহজ হতে পারে।

—অপরাধ!

—প্রশ্নের উত্তর দিলেই গোটা ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে বলে তিনি কথা দিয়েছেন।

—কিন্তু আমার জবানবন্দীর সঙ্গে লরার মুক্তির কী সম্পর্ক? সে কোনোভাবেই আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্যে অপর কেউ শাস্তি পেতে পারে না। তাছাড়া কর্ণেলের এ কথার ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। যুক্তিহীন অজুহাত সৃষ্টিতে এঁদের নির্লজ্জ বেহায়াপণার সীমা নেই। নিত্য নতুন অভিযোগ, নতুন নতুন উদ্ভাবন শক্তি আমি নিজে প্রত্যক্ষ করছি।

মারিস্কেল লোপেজ এবার সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েন। কোটের হাতায় দু চোখের জল সরিয়ে নিয়ে আর্দ্র কণ্ঠে বলেন,

—আপনি আমাকে দয়া করুন।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পায় না মারকাস্। এই প্রবীণ মানুষটি অন্য কিছুই ভাবতে পারে না। মাবকাসের কথা বোঝবার মানসিক অবস্থা সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। বৃদ্ধ পূর্বের কাতরোক্তি করেন,

—আপনি লরাকে বাঁচান।

নিজেকে এবার আর সংযত করতে পারে না মারকাস্। নিস্ফল উত্তেজনায় ক্ষোভের সুরে বলে,

—আপনি সম্পূর্ণ আমাকে ভুল বুঝেছেন। লরার মুক্তি আমি আপনার মতই কামনা করি। লরাকে আমিই বিপদাপন্ন করেছি, সে অনুতাপ সর্বসময়ই আমাকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু আমি কী করবো! কর্ণেল খুব ভালভাবেই জানে লরা নিরপরাধ। লরাকে মুক্ত করবার সব রকম চেষ্টা আমি ইতিপূর্বে করেছি। ছেড়ে দেওয়া হবে বলে কথাও দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিনের সাক্ষাতের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়ে। কিন্তু আমি লরাকে মুক্ত করবার সর্ত হিসাবে কর্ণেলের কাছে আমার রাজনৈতিক জীবনের কথা কী প্রকাশ করবো? সে কী কখনও সম্ভব! টর্চার চেম্বারে আমাকে পিটিয়ে হত্যা করলেও আমি আদর্শ বিরোধী কোনো হীন পথ অবলম্বন

করতে পারি না। নিজের জন্যে আমার আদর্শকে ভ্রষ্ট হতে দেব না। সাজানো অভিযোগের আমি কী উত্তর দেব!

সশস্ত্র প্রহরী এবার ধমকে ওঠে,

—আস্তে কথা বলবেন না। নইলে আপনাদের কথা আমি বন্ধ করে দেব। আর অল্পক্ষণ সময় আছে। তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

মারকাস্ এক নজর তাকিয়ে নিয়ে আবার সুরু করে,

—মর্মান্তিক পীড়ন আমি সহ্য করছি। লরার জন্যে একটা মানসিক চাপ আরও অসহ্য লাগছে। তিন দিন টর্চার চেম্বারে আমি জ্ঞান হারিয়েছি। কান্না ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে আমার এক পবিত্র উপলব্ধি হচ্ছে। আদর্শের সঙ্গে দুষমনের লড়াই প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে আমি উপলব্ধি করছি। এ লড়াই চলছে। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে এ সংগ্রাম চলবে। আপনি লরার বাবা। আপনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। আপনাকে আমি গোটা সমস্যাটি ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখতে বলবো। লরার চেয়ে আমি আমাকে নিশ্চয়ই বেশী ভালবাসি। আমার এই একান্ত প্রিয় একক ব্যক্তিসত্ত্বা আবার তার মহান আদর্শকে এত বেশী ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে, সেখানে সেই আদর্শের পবিত্রতা অটুট রাখতে আমারই একান্ত প্রিয় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে আমি মুহূর্তের জন্যেও দ্বিধা করি না। তবে দৈহিক অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু এখনও আমি হেরে যাই নি। যদি একান্তই অসহ্য মনে হয় আমাকে হয়তো চোরের মত পালিয়ে যেতে হবে। আত্মহত্যাই বেছে নিতে হবে। এতদিনে বুঝতে পারি, আমার মত অবস্থায় পড়ে লোকে কেন আত্মহত্যা করে। আপনাকে আমি লরার পিতৃত্বের অধিকার, অনুভূতি ও ব্যক্তিগত জীবনের লাভ-লোকসান ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে সরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে একজন সুস্থ নাগরিকের মন নিয়ে আমার বক্তব্য উপলব্ধি করবার অনুরোধ জানাবো। দেশের কথা ভাবুন, অগনিত প্রতারিত জনগণ ও প্রতারককে চিনতে চেষ্টা করুন। অনাহার, রোগ ও শোকে জর্জরিত

দেশবাসীর কথা একটু ভেবে দেখুন। এই মর্মান্তিক শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের পবিত্র সংগ্রামের ডাক উপলব্ধি করুন। দেখবেন শুধু অন্ধকার নেই, স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের ইঙ্গিত অনুধাবন করে নিদারুণ হতাশার মধ্যেও আশা খুঁজে পাবেন। লরার মত আরও অনেক সুন্দর পবিত্র মেয়ে যারা এই বন্দী শিবিরে আটক আছে, তাদের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে। লরার মত খনি শ্রমিক ও আমাদের মেয়েরা যারা সেদিন মেশিনগানের গুলিতে প্রাণ দিল তাদের কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়বে। আমার মত বহু মারকাস্-এর রক্তে দেশের জনপদ ও বনভূমি আজ সিঞ্চিত হচ্ছে। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ ও ক্ষয়ক্ষতি ঊর্দ্ধে তুলে চারপাশে তাকানোর দিন এখন। আশাকরি আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন। কর্ণেলেব সঙ্গে সহযোগী মন নিয়ে আমি কেন যে কথা বলতে পারি না, হয়তো উপলব্ধি করবেন।

প্রবীণ মারিস্কেল লোপেজ-এর চোখে মরা মানুষের দৃষ্টি। স্থির। অচঞ্চল। হঠাৎ শব্দ করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

—জ্বালালে দেখছি! আপনাদের সময় পার হয়ে গেছে।

সশস্ত্র প্রহরী মারকাসের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,

—ভবিষ্যতে কারো সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ যাতে না পান সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাকে জোরে কথা বলতে বলেছিলাম। নিয়মিত শৃঙ্খলা আপনি মানেন নি। এটা চুপি চুপি কথা বলবার জায়গা নয়।

পরক্ষণেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। অপর একজন সশস্ত্র সেনা সরু পথ বেয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসে। বৃদ্ধ লোপেজ-কে ঘর থেকে চলে যাবার ইঙ্গিত ক'রে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় প্রহরী মারিস্কেল লোপেজকে নিয়ে গেল। যাবার সময় হাত তুলে বৃদ্ধ ঠোঁটে কী যেন বলতে চেষ্টা করলো। শোনা গেল না।

অসহায় মানুষটির প্রতিক্রিয়া যে কী হলো মারকাস্ বুঝে উঠতে পারে না। ভাবলেশহীন শূন্য দৃষ্টি। সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিহীন।

—আর একজন সাক্ষাৎ প্রার্থী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

মারকাস্ চমকে ওঠে। বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলে,

—আবার কে দেখা করতে চান?

—আপনি দেখছি বেশ মাস্তান লোক। নিউজ ম্যান আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। কাল আপনার ছবি বেরুবে হয়তো।

কথা বলতে বলতেই এসে হাজির। একজন নয় দুজন। পরিপাটি পোষাকে বেশ তড়িঘড়ি দুই যুবা। টুপি খুলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে সামনে এসে বসে। ছিপছিপে গড়নের যুবাটি সেনার দিকে তাকিয়ে বলে,

—আমাদের কথাবার্তার সময় তোমাদের থাকা নিষেধ নিশ্চয়ই জান। বাইরে অপেক্ষা করো। কর্ণেল গাইতান-এর বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমরা আসছি।

মারকাস্ লক্ষ্য করে সেনা কিছুমাত্র দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে লোহার ঘর ছেড়ে সরে গেল।

মারকাসের দিকে ফিরে বলে,

—ঘণ্টাখানেক আগে অনেক তেল খড় পুড়িয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি অপরজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে,

—টর্চার যে সাংঘাতিক চালানো হয়েছে চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

প্রথম যুবা কোনো মন্তব্য না করে একটু এগিয়ে বসে। ব্যাগ খুলে দ্রুত লিখনের প্রস্তুতি সাজিয়ে নেয়। মারকাস্ নির্বাক। দুই আগন্তুককে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

—আমরা দুজনেই প্রেস ব্যুরো থেকে আসছি। আমি ফ্রাণচেসকা যোশ গ্যাসপার, ইনি আমার সহকর্মী আঁদ্রে বেলাউন্দি।

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি। দেখে মনে হচ্ছে কয়েক প্রস্থ টর্চার আপনার ওপর হয়ে গেছে। দৈহিক অত্যাচার আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। কিন্তু সর্বত্র মধ্যযুগীয় এই একই হীন অপকৌশল আজও চলে আসছে। কামিরীতে রেজি দ্যব্রে-কেও সেনা বাহিনী রেহাই দেয় নি। এতে শাসনযন্ত্রের দেউলিয়াপণাই প্রকাশ পায়। যাক সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পুরো সুযোগটা নিতে চাই। আপনার ধরা পড়াটা আশ্চর্য রকম নাটকীয়। আপনার সম্পর্কে আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। নিউজ ব্যুরো আপনার সংবাদের জন্যে ব্যস্ত।

মারকাস্ নিরুত্তাপ, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে,

—সবই তো শুনেছেন দেখছি। তার পরের ঘটনা আমাকে দেখেই আন্দাজ করতে পেরেছেন।

—আপনাকে গ্রেপ্তার করার অর্থ কী! আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?

—এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজেই জানি না। হয়তো আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যিনি আপনাদের অনুমতি দিয়েছেন, তিনিই হয়তো বলতে পারেন।

—আপনি বিপ্লবীদের একজন প্রথম সারির নেতা বলে সরকার দাবী করে। শহরের সঙ্গে জঙ্গলের যোগাযোগ আপনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিদেশী বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন আদানপ্রদানে আপনি লিপ্ত ছিলেন।

—এ সব মামুলী অভিযোগ রাখতেই হয়। এ পর্যন্ত প্রামাণ্য কোনো অভিযোগ সরকার আমার বিরুদ্ধে রাখতে পারে নি। তাছাড়া আমাকে প্রথম সারির বিপ্লবী নেতা হিসাবে মনে করা হাস্যকর। আমি আমার জবানবন্দীতে কর্ণেলের কাছে পুরো পরিচয় রেখেছি। আমি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ছাত্র। আমি কমিউনিস্ট। আমি বিশ্বাস করি প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস অন্যায়

ভাবে শাসন ক্ষমতা হাতে রেখেছেন। দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী বণিকদের হাতে বিকিয়ে দিতে বসেছেন। এই শাসনযন্ত্র বলপূর্বক উচ্ছেদ করা দরকার। তবে বর্তমান বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। কিছুদিন আমি সমস্ত আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করছিলাম। কিন্তু পুলিশের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর ধরা পড়লাম। মিথ্যা স্বীকৃতি দিতে পারি নি তাই নিয়মিত টর্চার চলেছে।

—আপনি নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করছিলেন কেন? আপনি কী সশস্ত্র বিপ্লব পছন্দ করেন না?

—বিপ্লব সব সময়ই সশস্ত্র। সামরিক সংঘর্ষ ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। তবে নীতিগত প্রশ্ন ও তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল।

—চে গুয়েভারার সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?

—আমি মহান এই বিপ্লবীকে অন্য পাঁচজন দেশবাসীর মতই জানি। পরিচয় তাঁর মত মানুষের সঙ্গে আমার থাকার কথা নয়।

—তিনি বলিভিয়ার দুর্গম অরণ্যে থেকে গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

—কিছু জানি না।

—বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি চে-র বিরুদ্ধাচরণ করেছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

—সক্রিয় বিশ্বাসঘাতকতাও চলেছে।

—হার্বার্ট মার্কিউজ অনুগত লা পাজ-এর এক ছাত্র সম্প্রদায় খুব তৎপর হয়েছে এ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

—আমি কিছুই জানি না। তবে অধ্যাপক মার্কিউজ অর্থনৈতিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে মুক্ত দেশের সত্যানুসন্ধানী আলোকপ্রাপ্ত মস্তিষ্কদের মাধ্যমে সমাজের যে উৎকর্ষতার কথা

বলেছেন, আমি সে সম্পর্কে বিশেষ আশাবাদী নই। এ ধরনের আলোকপ্রাপ্ত মস্তিষ্ক অনেক সময়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—ল্যাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামরিক কলাকৌশলের যে তত্ত্ব রেজি দ্ব্রে প্রচার করেন, বর্তমান বলিভিয়ার বিপ্লবী সংঘর্ষ কী সেই রীতি মেনে চলছে?

—বর্তমান বিপ্লবী সংঘর্ষের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো যোগ নেই। কী নীতি তারা গ্রহণ করেছেন আমি জানি না। নেতৃত্বের পেছনে স্বয়ং চে গুয়েভারা আছেন কি না আমি বলতে পারবো না। তবে রেজি দ্ব্রের বৈপ্লবিক গ্রন্থের অনেক কিছুই আমি সমর্থন করি। কিছু কিছু বক্তব্য সমালোচনার অপেক্ষা রাখে।

—তিনি কী শুধু সাংবাদিকের ভূমিকা নিয়ে এদেশে এসেছিলেন?

—আমি সামান্য লোক। তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে আমার কিছু জানা থাকবার কথা নয়।

—আপনি নিজের সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? আপনি আমাদের কাছেও কিছু কবুল করতে নারাজ। আমরা পুলিশ বা গোয়েন্দা নই। সামরিক দপ্তরের খাকি পোষাকের অনুচরও নই। পবিত্র সাংবাদিকতাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমার অবাক লাগছে আমার মত সামান্য লোকের সম্পর্কে আপনারা এত উৎসাহী কেন? কবুল করার কথা বলছেন, কিন্তু আমি কোনো কথাই গোপন করি নি। আমি সরকারের পছন্দ মত জবানবন্দী তৈরী করতে পারি না।

—চে গুয়েভারার সঙ্গে আপনার পূর্বে পরিচয় না থাকলেও, লা পাজ-এ তাঁর গোপন প্রতিনিধির কথা আপনি জানতেন এ কথা কী সত্যি?

—আপনি অনর্থক অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলছেন। এত বড় নেতার হদিশ আমি কোনোদিনই জানতাম না।

রিপোর্টার বেলাউন্দি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। একটা

সিগারেট ধরিয়ে হেসে বললেন,

—আমরা প্রশ্ন করবোই। খবর সংগ্রহ আমরা করতে এসেছি। আপনার সম্পর্কে বাইরে অনেক জল্পনা কল্পনা হচ্ছে। কাল্পনিক কাহিনী, অলীক অভিযোগ আপনার সম্পর্কে গড়া হয়েছে বেশ বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু বাস্তবে দেশের ও আপনার জীবনের ভবিষ্যৎ আদৌ ভাল হচ্ছে না। আমি বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে, একজন শুভানুধ্যায়ী হিসাবে বলতে চাই আপনার সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ও কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে, তার তীব্র বিরোধীতা করে আপনি একটি লিখিত বিবৃতি দিলে তার ফল নিশ্চয়ই ভাল হবে। আমরা প্রেসের মাধ্যমে তার বহুল প্রচার চালিয়ে জনগণের কাছে বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারি। সামরিক চাপ সৃষ্টি বন্ধ হতে পারে। আপনাকে মুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করবেন।

—লিখিত বিবৃতি!

—হ্যাঁ, আপনি সত্যি কথাই বলবেন। একবর্ণও কাউকে খুশী করবার প্রয়োজন নেই।

—আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, আপনারা লিখিত বিবৃতি বলতে কী বলতে চাইছেন।

—আপনি যা আমাদের বলেছেন, সেইটুকুই যথেষ্ট। আপনি লিখে দিন যে বর্তমান বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে আপনার কোনো সংস্রব নেই। বলিভিয়াতে যে গেরিলা সংঘর্ষ চলেছে তার প্রতি আপনার সমর্থন নেই। এ ধরনের বিপ্লব জনগণের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তাছাড়া আরও যা যা বক্তব্য রাখতে চান আমরা সানন্দে ছেপে দিতে আগ্রহী।

মারকাস্ আগন্তুক দুই সাংবাদিককে প্রথম থেকেই স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারে নি। কর্তৃপক্ষ এ ধরনের সাক্ষাৎকারের সুযোগ যে তাকে দেবে সে ভাবে নি। প্রেস ব্যুরো তার সংবাদের জন্যে ব্যস্ত হবে কেন মারকাস্ বুঝতে পারে না। সুরু থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো।

দুজনের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সে ক্রমেই সন্দিহান হয়েছে। কথা বার করবার নতুন ধরনের গোয়েন্দা অভিসন্ধি হওয়া বিচিত্র নয়। রিপোর্টার বেলাউন্দির কথাবার্তায় গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস। বিপ্লব বিরোধী বিবৃতি আদায় করে সে তার মতলব হাসিল করতে চায়।

মারকাসকে বুঝতে চেষ্টা করেন রিপোর্টার বেলাউন্দি। চতুর মানুষটি হঠাৎ সহাস্যে মন্তব্য করেন,

—জানি আপনার বিবৃতি দেবার দায়িত্ব অনেক। ভেবে দেখতে হবে। আমরা অপেক্ষা করতে রাজী আছি। আমরা বরং কাল আসবো।

—ভেবে দেখবার খুব একটা কিছু নেই। লিখিত বিবৃতি প্রেসকে দিতে আমার আপত্তি আছে।

ফ্রাণচেসকা যোশ গ্যাসপার এক গাল হেসে বলেন,

—আপনি নিজেকে নিরাপদ জীবনে নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। এভাবে আটক থাকা ও বর্ণনাতীত অত্যাচার সহ্য করা অসম্ভব।

কী ভেবে মারকাস্ হঠাৎ বলে,

—লিখিত বিবৃতি আমি ইচ্ছামত দিতে পারি?

—নিশ্চয়ই। আপনার যেমন ইচ্ছে। সত্যি কথা বলবেন। কাউকে খুশী করবার প্রয়োজন নেই। আপনাকে মুক্ত করবার দিকটাও আমরা আলোচনা করে দেখেছি। সংবাদপত্রের চাপ ও জনমত একটা সৃষ্টি হওয়া দরকার।

আঁদ্রে বেলাউন্দি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠেন। ব্যাগ খুলে কাগজ টেনে কলম এগিয়ে দেন। লিখিত বিবৃতি যে মারকাসের মুক্ত হতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, সে সম্পর্কে একটানা বলে চলেন।

মারকাস্ দুই রহস্যময় সংবাদদাতার দিকে ছোট্ট করে ফিরে তাকিয়ে এক টুকরো হাসে। প্রচণ্ড অত্যাচারের হাত থেকে হাতের আঙুলগুলোও রেহাই পায় নি। কলম ধরতে কষ্ট হচ্ছিল।

আঁদ্রে বেলাউন্দি বলে চলেন,

—বর্তমান বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের গেরিলা সংগ্রামের ওপর আপনার কিছুমাত্র সমর্থন নেই। বিপ্লব কিউবা থেকে ও বিদেশী নেতাদের পরিচালনায় সম্ভব নয়। এ ধরনের সামরিক সংঘাত জনগণের বিপ্লবী প্রয়াসকে ধ্বংস করে। সব কথাই লিখবেন, নিজের মনের কথা অকপটে প্রকাশ করবেন। আমরা আপনার মুক্তির দিকটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবো। সামরিক কর্তৃপক্ষ যদি বুঝতে পারে আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা তখন আপনাকে আটকে রাখবে বলে মনে হয় না। আপনি এই বিপ্লবী সংঘর্ষের মধ্যে নেই, গেরিলা সংঘর্ষের প্রতি আস্থাশীল নন, আর সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। সে কথা আপনার রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ থেকেও প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

মারকাস্ সামান্য কয়েক মিনিটেই তার লিখিত বিবৃতি শেষ করলো। আঁদ্রে বেলাউন্দির হাতে তুলে দিয়ে বলে,

—আপনারা আমাকে অসম্ভব গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমি সামান্য লোক। সংবাদপত্রের এত সহযোগিতা আপনারা আমাকে দিচ্ছেন যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। অনেকক্ষণ বসে আছি, আমি অসুস্থ বোধ করছি। আমি এবার নিজের সেলে ফিরে যাব।

দুজনে মারকাসের ছোট্ট বিবৃতি পাঠ করে। মুখ দেখে মনে হয় সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন। আঁদ্রে বেলাউন্দ মন্তব্য করেন,

—বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলেন বলেছেন, কিন্তু আপনি তো গেরিলা সংঘর্ষের নিন্দা করেন নি। বর্তমান গেরিলা লড়াই যে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর নয়, এ কথা আপনি বাদ দিয়েছেন। এ ধরনের সামরিক প্রয়াস জনগণের বিপ্লবী শক্তিকেই ধ্বংস করে এ কথা আপনি বলেন নি। আপনার রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি বর্তমানে দেশের এই সশস্ত্র বিপ্লবকে সমর্থন করে না, এ কথাও আপনি বাদ দিয়েছেন। কিউবা থেকে ও বিদেশী নেতার

পরিচালনায় এ ধরনের বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে জাতীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে কোনো যোগ নেই, এ কথাটাও আপনি এড়িয়ে গেলেন।

মারকাসের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠলো,

—আপনারাই বলেছেন সত্যি কথাটুকু লিখতে। কাউকে খুশী করবার প্রয়োজন নেই।

ফ্রাণচেস্কা যোশ গ্যাসপার কুটিল হেসে মন্তব্য করে,

—আপনাকে বিপদ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার অনমনীয় মনভাব শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।

আঁদ্রে বেলাউন্দি আরও বেশী তৎপর,

—অনর্থক সময় নষ্ট। আমি জানতাম বিবৃতি এ ধরনেরই হবে। সত্যি কথা বলতে বলেছিলাম, কিন্তু আপনার চাতুরী অসহ্য। সেলে-এ পচে মরাই আপনার কপালে আছে। আমাদের সঙ্গেও আপনি প্রতারণা করলেন। তবে জানা থাকা আপনার দরকার, প্রয়োজন-বোধে সত্য বিবৃতি আমরা তৈরী করে নিতে পারি।

বিদায় জানানো নেই, সম্ভাষণের তিলমাত্র প্রকাশ ছিল না। রহস্যময় দুই সংবাদদাতা লোহার সেল থেকে ক্ষিপ্র ও পরিপূর্ণ ব্যস্ততা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ নজরে পড়ে মেঝেতে একফালি কাগজ। সেই লিখিত বিবৃতি। এক টুকরো ম্লান হেসে মারকাস্ কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নেয়। কী ভেবে পর মুহূর্তে ছিঁড়ে ফেলে কাগজটা।

—বেরিয়ে আসুন।

কর্কশ আদেশ। প্রহরীর গলার আওয়াজ কঠোর।

এবার ফেরা। মারকাস্ উঠে দাঁড়ায়। প্রতি পদক্ষেপে শরীরটা যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সেলে পৌঁছোতে অনেকটা হাঁটতে হবে। আজ আবার কর্ণেল ডেকে পাঠাবেন কিনা কে জানে।

গেরিলা সংঘর্ষের খবরে আজ সংবাদপত্র ও রেডিও ভরাট হয়ে আছে। গেরিলাদের আক্রমণে সামরিক বিভাগের একটা গোটা ইউনিট কী ভাবে ধ্বংস হয়েছে তার বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। সামরিক চাপ বৃদ্ধি করবার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস আবার ফিদেল কাস্ত্রো ও কিউবার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। বড় বড় শহরে ধরপাকড় চলেছে। এ সপ্তাহের প্রথমেই এগুয়ের ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রচণ্ড সন্ত্রাস ও গোয়েন্দা তৎপরতার মধ্যে কাজ চালানো ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ছে। জঙ্গলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। গেরিলা সংগ্রামে অংশ গ্রহণে আগ্রহীদের তালিকা নিয়ে যে বিশেষ দূতের জঙ্গলে যাবার কথা ছিল, তিনি আজও গেরিলা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি। অতর্কিতে বিপুল সামরিক চাপের মুখে গেরিলাদের বেশ অসুবিধাতে পড়তে হয়। সামরিক পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। অপেক্ষাকৃত জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলারা হটে যেতে বাধ্য হয়েছে।

উল্টোপাল্টা অনেক খবর শোনা যায়। গেরিলা সংঘর্ষের খবর চিলি যেভাবে বর্ণনা করেছে, তার সঙ্গে সামরিক প্রচার বুলেটিনের কোনো যোগ নেই। চিলি-র রেডিও দাবী করছে, সুমাইপাতা এখন গেরিলাদের দখলে। সামরিক প্রচারপত্র উল্টো দাবী জানাচ্ছে, বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অসম্ভাব্যতা গেরিলাদের চূড়ান্ত সঙ্কটের মুখে নিয়ে চলেছে। ওঙ্গানিয়া সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। পেরু তার সীমান্ত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে কড়া সামরিক সতর্কতা অবলম্বন করছে।

সান্তাক্রুজ থেকে প্রেরিত এক গোপনবার্তা পাঠোদ্ধার করতে

মাতিনোর পুরো বিকেলটা গেল। সেখানে প্রচণ্ড পুলিশী সন্ত্রাস নতুন করে সুরু হয়েছে। কোচাবাম্বা অধিবেশনের কথা সরকার জানতে পেরেছে বলে সান্তাক্রুজ ইউনিট সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

ইউজেনিও আজ মাতিনোর সাহায্যে ছিল। সন্ধ্যেতে রিহর্সাল। নাটকের মধ্যে রাজনৈতিক নাটকের নিরাপদ বৈঠকের পরিকল্পনা প্রথম মারকাস্-এর মাথায় আসে। এ এক চমৎকার কৌশল। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন, উল্টোপাল্টা চিন্তাধারার অনেকেই এখানে নিয়মিত আসে। তারা ভাবতেই পারে না—মহলা সুরু হবার আগেই বিশেষ রাজনৈতিক বৈঠক শেষ হয়েছে। মাতিনো যখন অ্যানা বা এ্যালভারো-কে তাদের পৃথকভাবে মহলা দেবার অজুহাতে মহলার সময় ধার্য করে, তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না ওদের তিনজনের ভিন্ন বৈঠক পুরোপুরি রাজনৈতিক সলা পরামর্শ ছাড়া কিছু নয়।

কাজের ফাঁকে মাতিনো ষ্টুডিওর কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায়। কর্মচারীরা যে নিয়মে কাজ করে তাদেরই মত হয়ে যায়। ক্যাশমেমো লিখছে বা নতুন অর্ডার বুক করছে। বা পঙ্গু ইংরেজীতে কোনো ট্যুরিস্ট-এর সঙ্গে ঠাট্টা মস্করায় লেগে যায়। আকর্ষণীয় জায়গার মাতিনোর ষ্টুডিও। তাই নিয়মিত ব্যস্ততা থাকেই। ইদানীং বিদেশীদের চাপ শহরে বাড়ায় ষ্টুডিও পূর্বের চেয়ে সরগরম। কথা প্রসঙ্গে দেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রচুর ট্যুরিস্টদের কথা তুলে সৌখিন এই ষ্টুডিও ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যখন নিদারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তখন মাতিনো যেন অন্য মানুষ।

বেরুনোর মুখে এলো গার্সিয়া পোনসী।

জানান না দিয়ে কার্ল এভাবে বড় আসে না। অবশ্য ইউজেনিও থাকাতে আজকাল আর অসুবিধে নেই। সে কার্ল-এর আসল পরিচয় জানে।

—কার্ল তুমি কেন অসময়ে?

—বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে এসেছি।

মাতিনো কার্ল-এর দিকে ফিরে বুঝতে পারে সে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছে। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। অযত্নে মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। কার্ল যেন একটু বেশী মাত্রায় চিন্তিত।

—ইউজেনিও থাকবে?

—ইউজেনিওর থাকাটাও খুব দরকার।

—তোমার তো আজ প্রেসের কাজ মিটিয়ে ফেলবার কথা।

—সব বলছি। প্রেসেই আশ্চর্য রকম যোগাযোগ। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অবশ্য নতুন নয়। নোঙরা জীবটাকে আমরা সবাই জানি, কিন্তু সে যে এত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ও প্রতি মুহূর্তে আমাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করি নি।

—কী ব্যাপার বল।

—প্রেসে আমি গিয়েছিলাম। অফিস ঘরে ঢুকেই দেখি ডাঃ মারক্যুইস-এর স্ত্রী সেখানে বসে আছেন। বললেন, কলেজের কাজেই তিনি লা পাজ এসেছেন। কলেজের বাৎসরিক স্মারক সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব তাঁর। প্রেসে তাই কাজ বুঝিয়ে দিতে এসেছেন। আমাকে দেখে খুশী হয়েছেন, তবু মনে হলো বেশ একটু বিব্রতও বোধ করলেন।

আসলে কার্লকে দেখে মারিয়া সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে যায়।

কার্লই একমাত্র মানুষ যে মারিয়ার মাধ্যমে মারকাসের হয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল রিকার্দোর সঙ্গে। আহত অবস্থায় মারক্যুইস-এর বাড়িতে রিকার্দোর আত্মগোপন করে থাকবার পর্বটির সঙ্গে শুধু এই মানুষটিরই যোগাযোগ ছিল।

মারিয়া স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেছে। নিজের মনের উত্তেজনা সংযত করে মিষ্টি হেসে কার্লকে বলে,

—আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতে পারি নি। আপনার কী উদ্দেশ্যে এখানে আসা?

কার্ল পাশের আসনে বসে বলে,

—আমরা সামনের বিশ তারিখে নাটক করছি। সেই সম্পর্কে অনুষ্ঠানলিপি ছাপার ব্যাপারে এসেছি।

—কী নাটক?

—আমাদেরই এক সভ্যের লেখা। পরিচালকও তিনি। নাটকের নাম 'মুক্তি নেই'।

—লা পাজ-এ থাকলে আপনাদের অভিনয় দেখতাম।

চতুর হেসে কার্ল বলে,

—দিনটা রবিবার, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে সেদিন নিশ্চয়ই আপনি লা পাজ থাকছেন না।

—ঠিকই।

অফিস ঘরের কর্মচারী অপর এক ভদ্রলোকের কভার ডিজাইন সম্পর্কে কথা বলছিলেন। ঘরের এক পাশে দেওয়ালের ফ্রেমে সাদা কালো, তিন ও চার রঙ-এর কভারের নমুনা দেখিয়ে প্রেসের কাজের বৈশিষ্ট ও দরদাম নিয়ে কথা চলছিল। বড় প্রেস। ভালো কাজের জন্যে অনেকেই এখানে আসেন। দাম একটু বেশী পড়ে কিন্তু সময় লাগে কম। নির্ভুল ছাপার জন্যে এ প্রেসের যথেষ্ট সুনাম।

কথা প্রসঙ্গে কার্ল তার অনুষ্ঠানলিপির কাগজপত্র মারিয়াকে দেখতে দিল। নাটকের গল্পাংশ, চরিত্রলিপি আর বিজ্ঞাপন। সেই সঙ্গে গোটা পাঁচ ছয় ফটোগ্রাফ। নাটকে অংশ গ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীর ছবি। মাতিনো নিজের হাতে তুলেছে। কোথায় কোন লেখাটা যাবে, ছবি ও বিজ্ঞাপন কী ভাবে দেওয়া হবে সে সম্পর্কেও পরিপূর্ণ নির্দেশনামা দেওয়া ছিল। কার্ল-এর সঙ্গে প্রেসের কথা আগের দিন হয়েছে। আজ কাজ বুঝিয়ে দেবার কথা।

অল্প কয়েক লাইনে গল্পাংশ লেখা। মারিয়া বলে,

—বিষয়বস্তুটা ভালই। 'মুক্তি নেই' নামটাও সুন্দর।

কার্ল-এর তাড়া ছিল। কাজ বুঝিয়ে দিয়ে অল্পক্ষণেই প্রেস

থেকে কেটে পড়াই তার হিসেবে ছিল।

হঠাৎ অস্ফুট এক বিস্ময়োক্তিতে ফিরে তাকায়। মারিয়ার মুখশ্রীর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে কার্ল সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে পড়ে। ভয়, ত্রাস ও উদ্বেগভরা মারিয়ার চোখ দুটোকে অনুসরণ করে কার্ল লক্ষ্য করে জুয়ানের ফটোগ্রাফটি হাতে ধরা আছে। সুদর্শন জুয়ান। সুন্দর পোষাক পরে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে।

—আপনি এঁকে চেনেন নাকি?

কথা কানেই পৌঁছোলো না। মারিয়া জুয়ানের ফটোগ্রাফটি তখনও উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখছিল।

—আপনি চেনেন বুঝি!

মারিয়া শুধু ফটোগ্রাফ নয়, সমস্ত কাগজপত্র ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে কার্ল-এর দিকে ফিরে বলে,

—এই লোকটাই। এই সেই লোক।

মারিয়া বিচলিত হয়ে পড়ে।

কার্ল অসম্ভব হকচকিয়ে যায়। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না। মারিয়ার ভাবান্তর তাকেও কিছুটা ভয় পাইয়ে দেয়।

—আপনি কী লোকটাকে চেনেন?

মারিয়ার এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে আসে। কার্ল-এর দিকে অপলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলে,

—এই মুখটা আমি ভুল করতে পারি না। নিশ্চয় এই সেই লোক।

—আমাকে বলতে বাধা আছে?

—এখানে নয়, কাজ মিটিয়ে বাইরে চলুন। আমার অনেক কিছু বলার আছে। শুধু আমি নই, আপনাদেরও বিরাট বিপদ আসছে।

মারিয়া আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রেস কর্মচারীকে নিজের আসনের দিকে ফিরে আসতে দেখে কার্ল প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

'আপনার কাগজপত্র এনেছেন,' একগাল হেসে চেয়ারে বসতে বসতে প্রৌঢ় মানুষটি কার্ল-এর দিকে ফিরে তাকায়।

—ছাপার পাণ্ডুলিপি ও বিজ্ঞাপন আমি দিয়ে গেলাম। গতকাল বিজ্ঞাপনের চারটি ব্লকও দিয়ে গেছি। তবে ফটোগ্রাফগুলো আমি আপনাকে কাল দেব।

—ঠিক আছে। কালই দেবেন। দাঁড়ান, এঁকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আপনার রসিদটা লেখা হয় নি।

শেষ কথাগুলো ভদ্রলোক মারিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন। ব্যাগ খুলে মারিয়া একটা লেখা চেক ভদ্রলোকের হাতে তুলে দেয়। খসখস করে মেমো লিখে সহাস্যে মন্তব্য করেন,

—আপনাদের মধ্যে জানাশুনা আছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

রসিদ নিয়ে মারিয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। ছবি কাল পৌঁছে দেবার কথাটা কার্ল আর একবার কবুল করলো।

দুজনের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা উত্তেজনা চলছিল। কিছুটা আন্দাজ কার্ল করেছে। কিন্তু জুয়ান সম্পর্কে মারিয়ার কী বক্তব্য থাকতে পারে সে বুঝে উঠতে পারে না।

—চলুন সামনের কফি কাউণ্টারে বসা যাক।

সামান্য পথ। কফি কর্ণারের ব্যস্ততা এখন কম। ওরা কোণের দিকে দুটো চেয়ার দখল করে বসে।

—আজ আপনি কোচাবাম্বা ফিরছেন না?

—কাল ভোরের ট্রেনে যাব। কলেজের কাজেই এসেছি।

—যাক কাজের কথায় আসা যাক। আপনার দেখার ভুল হবার আশঙ্কা করে সব ছবিগুলোই আমি সঙ্গে এনেছি। আপনি একটা ছবি দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। এখনও আপনি

স্বাভাবিক হতে পারছেন না।

বয় দু পাত্র কফি রেখে গেল। মারিয়া বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কী যেন সে চিন্তা করছে। কার্ল-এর কথায় হুস ফিরে আসে। বলে,

—ছবিটা আর একবার দেখাবেন ?

কার্ল বিনা বাক্যব্যয়ে জুয়ানের ছবিটা মারিয়ার হাতে তুলে দেয়।

—সেই লোকটা! কী আশ্চর্য মিল!!

—মিল কার সঙ্গে ?

—এই ভদ্রলোক আমার কলেজের হোস্টেলে সেদিন গিয়েছিলেন। নিজেকে রিকার্দোর প্রেরিত প্রতিনিধি বলে দাবী করেন।

কার্ল চরম বিস্ময়োক্তি করে,

—তারপর!

—অল্পক্ষণ কথা বলেই আমার কেমন সন্দেহ হয়। কী সূত্রে সে আমার সন্ধান পেয়েছে জানি না, কিন্তু আমি সরাসরি তাঁকে প্রতারক বলে চিনতে পারি। লোকটা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িত। কিছুদিন আগে ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন কলেজ হোস্টেলে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন।

কার্ল মারিয়ার বক্তব্যটাই শুনতে চায়। জুয়ান সম্পর্কে তাদের হাতেও যে খবর আছে, তার আভাস কার্ল-এর কথায় ছিল না। তাতে মারিয়ার মনভাবের পুরো মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে বলে সে মনে করেছে।

কথাপ্রসঙ্গে মারিয়া হোস্টেলে জুয়ানের আবির্ভাব ও রিকার্দোর পাত্তা করবার কৌশলী প্রশ্নগুলো পর পর বর্ণনা করলো। কী কারণে জুয়ানকে সন্দেহ হয় ও শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র সে বানচাল করে দিতে পারে, সে সব কথাই কার্লকে খুলে বলে। ওদিকে মারকুাইস-এর কাছে ঠিক একই সময় সিকিউরিটি থেকে অনুসন্ধানে আসার ঘটনা মারিয়া কার্ল-এর কাছে বর্ণনা করলো।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে কার্ল। জুয়ানের ফটোগ্রাফ দেখে মারিয়ার বিস্ময়, ত্রাস ও উদ্বেগের কারণ সে উপলব্ধি করে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মারিয়া বলে,

—জানি না আমাদের কপালে কী আছে। অবশ্য কোনো কিছুর জন্যেই আমাদের দুজনের অনুশোচনা নেই। রিকার্দোর বিপদে সাহায্য করতে পেরেছি তাতে আমরা গর্বিত। আমি অবাক হয়েছি এই গোয়েন্দা ছোকরা আপনাদের মধ্যে কী ভাবে যুক্ত হলো। আপনারা কী এর আসল পরিচয় জানেন না।

—কিছুদিন আগে সে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। তবে সে জানে না তাকে আমরা চিনে নিয়েছি। প্রয়োজন মত অপসারণের ব্যবস্থা হবে। তবে আপনার সঙ্গে কলেজ হোস্টেলে গিয়ে দেখা করা ও মেকী বিপ্লবী সেজে আপনাকে জড়িয়ে ফেলবার সুন্দর পরিকল্পনার এক অন্যতম চরিত্র হিসাবে যে তাকে পাব নিশ্চয়ই আমরা ভাবতে পারি নি। কিন্তু সূত্রটা কী? কোনোমতেই গোপন খবর তার কানে যেতে পারে না। হয়তো অনুমানের ওপর গোটা পরিকল্পনা আশ্চর্য রকম অভ্রান্ত ভাবে তৈরী হয়েছে। আপনার সঙ্গে কমরেড রিকার্দোর পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাকে হয়তো পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আপনি কী ভাবে জুয়ানকে চিনে নিলেন, এইটাই আমার কাছে অবাক লাগছে। শুধু উরু জখমের ভুল খবরটাই কী আপনার সন্দেহের কারণ?

—এ সব ব্যাপারে আমি খুব সতর্কতা মেনে চলি। তারপর বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের দায়িত্বের কথা আমি জানি। আমি বিশ্বাসই করি না অচেনা; অজানা এ ধরনের একজনকে রিকার্দো আমার কাছে পাঠাবে। তাছাড়া ডাঃ মারক্যুইস-এর কাছে সরাসরি না গিয়ে আমার কাছে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবার লোক আসবে কেন? আমি বেশ বুঝতে পারলাম রিকার্দোর পাত্তা করতেই লোকটা এসেছে। রিকার্দোর সঙ্গে আমাদের

কোনো সংস্রব আদৌ আছে বা ছিল কিনা সেটাই জানতে আসে। আমি জানি রিকার্দোর সঙ্গে কোনোদিন আমার কোনো সংস্রব ছিল না, এ ধরনের মিথ্যে কথা বলা বোকামো। তাই সেটুকু এড়াতে পারি নি। হয়তো কৌশলগত দিক থেকে পূর্ব পরিচয় অস্বীকার করা ভুল হতো।

কার্ল-এর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ক্রোধে ফেটে পড়ে ইওজেনিও।

—এ সব হবেই আমি জানতাম। অনেক আগেই জুয়ানকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া আমাদের উচিত ছিল। আমি বিশ্বাস করি জুয়ানই মারকাসকে বিপদাপন্ন করেছে? নোংরা জানোয়ার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

মাতিনো ইউজেনিওকে থামিয়ে বলে,

—জুয়ান আমাদের বিপদাপন্ন করছে না কেন, সেটা বোঝা দরকার। আমাদের কব্জায় ঠিক পাচ্ছে না। তাছাড়া জুয়ান আশঙ্কা করে আমাদের কেউ বিপদে পড়লে হয়তো তার নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হবে। সে শুধু সময় নিচ্ছে।

—আর কত সময় তাকে দেওয়া হবে? যখন তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না, আশঙ্কার কিছু থাকবে না আর নিরাপদে আমাদের বিপদাপন্ন করতে পারবে সে পর্যন্ত কী আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

—ইউজেনিও, তুমি মাথা গরম করবে না। জুয়ানকে আজই তুমি সরিয়ে ফেলতে পার কিন্তু তাতে আমাদের লাভ নেই। উল্টে আমাদের ওপর সন্দেহের জাল বিস্তার হবে। অন্য কোনো ভাবে জুয়ানের হাত থেকে আমাদের পথ কেটে বেরিয়ে আসতে হবে। আমি যথা সময়ে তোমাকে বলবো। এখনই আমাদের বিপদাপন্ন হবার কারণ নেই। অন্তত জুয়ান আমাদের ওপর আঘাত আনবার ঝুঁকি নেবে না।

কার্ল চুপচাপ দুজনের কথা শুনছিল। জুয়ানের কথায় সায় দিয়ে বলে,

—আমাদের অভিনয় পর্যন্ত ব্যাপারটা এই ভাবেই চলুক। তারপর জুয়ান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

—আমি একমত নই।

—সামান্য কয়েকটা দিন, বড় জোর এক সপ্তাহ। আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

—আমি তোমাদের কলা কৌশল কিছু বুঝি না। এখন আবার রিহার্সালে জুয়ানের একান্ত অনুচর হিসাবে আমাকে অভিনয় করতে হবে।

ইউজেনিও-র কথায় কার্ল ও মাতিনো হো হো করে হেসে ওঠে।

হালকা পরিবেশে অল্পক্ষণেই আবার পূর্বের ব্যস্ততা ফিরে আসে। সাংকেতিক বার্তার জবাব নিয়ে কার্ল এয়ার পোর্টে চলে গেল। ইউজেনিও ও মাতিনো ঘড়ি দেখে তৈরী হয়ে নেয়।

আজ নাটকের পুরো রিহার্সাল। সবাই তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

সশস্ত্র সেনার চীৎকারে কয়েদখানার নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। ঠিক চীৎকার নয়—অনেকটা যেন ভয়ার্ত মানুষের আর্তকণ্ঠের মত শোনালো।

অনেক রাত। ব্যস্ততা নেই। রাত্রের প্রহরী ও অল্পসংখ্যক কর্মচারীদের আনাগোনা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ঘর ফাঁকা। টেলি-ফোন ও বেতারের দায়িত্বে কয়েকজন ছাড়া সকলেই ঘুমোনোর চেষ্টা করছে।

বেরসিক সেনা সব গোলমাল করে দিল। যে যেখানে ছিল সবাই করিডোরের দিকে ছুটে আসে। ঘুমন্ত পাষাণপুরী হঠাৎ নাড়া খেয়ে জেগে ওঠে। ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন স্বয়ং ক্রস বেল্ট আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে পড়েছেন। কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—কয়েদী পালিয়েছে। অপর একজন মন্তব্য করে, ডিউটিতে মত্ত অবস্থায় আসার জন্য লোকটার শাস্তি পাওয়া উচিত।

ক্যাপ্টেন নিজে সক্রিয় হন। আদেশ না দিয়ে কয়েক লাফে সেনার সামনে এসে দাঁড়ান,

—কী ব্যাপারটা কী? ও রকম চীৎকার করছো কেন?

মুখোমুখি ক্যাপ্টেনকে দেখে সেনার হুস ফিরে আসে। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে,

—সাতাশ নম্বর সেলে শীঘ্রই চলুন। ওখানে ভয়ানক ব্যাপার।

—কয়েদী পালিয়েছে। এতক্ষণ এলার্ম চেন টানা হয় নি কেন?

—পালায় নি! লোকটা হয়তো মারা গেছে।

—হারামজাদা ছুঁচো কোথাকার, একটা কথার জবাবও ঠিক মত দিতে পারে না।

ক্যাপ্টেন আর অপেক্ষা করলেন না। নিজেই করিডোরে দৌড়তে সুরু করেন। ঘটনাটি বুঝে উঠতে সকলেরই অসুবিধে হচ্ছিল।

সাতাশ নম্বর সেল। মারকাসের ঘর। পাহারারত সেনাই শুধু নয়, ক্যাপ্টেন নিজেই ভীত হয়ে পড়েন। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে মারকাস্। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝেটা।

'তালা খোলো,' চীৎকার করে ওঠেন ক্যাপ্টেন। ভীত চকিত কণ্ঠ। সাতাশ নম্বরের বিশেষ রাজনৈতিক বন্দীর কথা তার ভাল ভাবেই জানা আছে। দৃশ্যপট ভয়াবহ। সেলের মধ্যে এ ধরনের ব্যাপার কী ভাবে ঘটতে পারে তিনি ভেবে পান না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেলের তালা খুলে ফেলা হয়। রক্তাপ্লুত মেঝে থেকে অর্দ্ধমৃত মারকাসকে দ্রুত অপসারণ করা হলো। সংবাদটা জানাতেই ওপর থেকে প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট ক্যাপ্টেনের কাছে চাওয়া হয়।

সামরিক হাসপাতালে মারকাসকে দ্রুত অপসারণ করে ক্যাপ্টেন দুজন পার্শ্বচর নিয়ে মারকাস-এর ঘরে নিজে তদন্তে এলেন আবার। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়ে সিদ্ধান্ত নেন: মারকাস্ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। কাঁচের গ্লাশের ভাঙা টুকরো দিয়ে মারকাস্ তার ধমনী কেটে ফেলে। খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে, গোপনে ও পরিপূর্ণ সজ্ঞানে সে এই কাজটি সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। সাদা দেওয়ালে রক্ত দিয়ে সে মনের কথা প্রকাশ করে গেছে ; বলিভিয়া দীর্ঘজীবি হোক ! বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক ! !

ক্যাপ্টেন নিজের কামরায় ফিরে এসে জরুরী নির্দেশ পাঠালেন, রাজনৈতিক বন্দীদের সেল থেকে কাঁচের গ্লাস, ব্লেড, বা তীক্ষ্ণ যে কোনো জিনিষ সরিয়ে নিতে। মারকাস্ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, টর্চার চেম্বার থেকে সে অজ্ঞান অবস্থায় ফিরে আসে। সন্ধ্যের দিকে তার জ্ঞান ফেরে। একজন পাহারারত সেনার কাছে মারকাস্ তারিখ ও সময় জানতে চেয়েছিল।

সিকিউরিটি চীফ সেই রাত্রেই সামরিক হাসপাতালে নিজে এসে হাজির হয়েছেন। চিকিৎসার সবরকম প্রচেষ্টা শুরু হয়। নির্দিষ্ট

এক বিশেষ কেবিনে মারকাসকে রাখা হয়। ডাক্তার কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। শুধু বলেন,

—রক্ত দেওয়া হচ্ছে। শরীর খুব দুর্বল ছিল। বাঁচিয়েই যদি রাখার এত দরকার, তবে এ ধরনের অমানুষিক টর্চার চালানো যুক্তিহীন। আর পনের মিনিট পর এলে টেবিলে আমরা মারকাস্‌-কে মৃত অবস্থায় পেতাম। বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে এখন কিছুই বলা যায় না।

সিকিউরিটি চীফ ফেরার পথে জনৈক উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা অফিসারকে রাজনৈতিক গুপ্ত কর্মীদের মুখ থেকে কথা বার করবার বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দিতে থাকেন। বললেন,

—দৈহিক অত্যাচারের সামনে এ ধরনের বন্দীরা সহজে নতি স্বীকার করে না। অত্যাচারের তীব্রতা বাড়িয়েও বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। উন্মাদের মত এরা একরোখা চরিত্রের—এটাই নাকি এদের আদর্শ। তাই আঘাত হানতে ভিন্ন পথ, নতুন উদ্ভাবন শক্তির দরকার। এদের মনবল নষ্ট করতে নিখুঁত সাজানো গল্প বা কাহিনীর আশ্রয় নেবার দরকার। ভয় দেখিয়ে এ জাতের লোকের কাছে সুবিধা হয় না। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এই কথা বলে।

সিকিউরিটি চীফ নিজে কয়েদখানা পরিদর্শনে এসেছেন। কয়েদীদের ওপর কড়া নজর রাখবার নির্দেশ দিয়েছেন। ধারালো সমস্ত কিছু ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলবার নির্দেশ কার্যকরী হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু সাতাশ নম্বর ঘরে এসে মুহূর্তে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন,

—আপনি কী আমাকে দেওয়ালের বিপ্লবী শ্লোগান দেখাতে এনেছেন। এতবড় একটা ভয়াবহ নজীর এখনও আপনি নষ্ট করেন নি। সেলের তালাও দেখছি লাগানো নেই।

—সেলটা ফাঁকা তাই হয়তো দেওয়া হয় নি।

—ফাঁকা কোথায় দেখছেন। সাদা দেওয়ালে গায়ের রক্ত দিয়ে লেখা জ্বল জ্বল করা বিপ্লবী শ্লোগানগুলো আপনার নজরে পড়লো না! আপনি জানেন, এই দেওয়ালের ছবি যদি কেউ ফটোগ্রাফ করে প্রেসের হাতে দেয়, তাহলে আপনার কী শাস্তি হবে! আপনি কী মনে করেন সবই এখানে আমাদের লোক? গোপনে সর্বত্র বিপ্লবীরা সক্রিয়। যে কোনো ভাবে আমাদের ওপর আঘাত হানবার চেষ্টা চলেছে রাত্রি দিন।

—আমি এখনই দেওয়াল ঠিক করবার ব্যবস্থা করছি।

—এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞান আপনার থাকা উচিত ছিল। কোনো দলিল সে যে ভাবেই হোক, আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলবেন। ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, কিন্তু বাইরে এসবের নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সরকারকেও বিব্রত হতে হবে। এসব আগে থেকেই আন্দাজ করা উচিত।

—ইনি যে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করবেন আমাদের কোনো সময়ই মনে হয় নি।

—ব্যাপারটা একটু আকস্মিক। এ ধরনের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আত্মহত্যার চেষ্টা করবে আশঙ্কা করা সত্যিই কঠিন।

অনেকদিন পর ছেলে-মেয়েকে ডিনার টেবিলে দেখে গিলবার্তো ফ্রে-কে বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। স্ত্রী ইসাবেলা আবার অসুস্থ। ইদানীং নিজের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। ব্যবসাপত্রের অবস্থাও জটিল। ক্রমেই সরকারী চাপ বাড়ছে। নিত্য নতুন নিয়ম কানুন চালু হচ্ছে। বিদেশী মালপত্র আমদানীতে ক্রমেই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য এ শুধু গিলবার্তো ফ্রে-র একার সমস্যা নয়। দেশের জরুরী অবস্থায় সামরিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার অন্যান্য ব্যবসা-পত্রের ওপর স্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করেছে।

গিলবার্তো ফ্রে অবশ্য সরকারী এত বাধা নিষেধকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। সামরিক প্রস্তুতিকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মাত্রারিক্ত জটিলতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে প্রকাশ্যে সমালোচনাও করেন। গিলবার্তো ফ্রে মনে করেন, যুদ্ধকালীন জরুরী পরিস্থিতি যে ভাবে দেশব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য।

রোমানো আজ খোলা মেজাজে ছিল। নিজের চিন্তা ভাবনায় সে এমন মসগুল থাকে যে অন্য কিছু তার আজকাল চোখে পড়ে না। চোখে পড়লেও দেখে না। নিজেকেই সে তারিফ করে মনে মনে। অতিরিক্ত স্বীকৃতি সে অল্প সময়ে অর্জন করেছে, তাই হয়তো অপরকে স্বীকার করে নেবার উদার মানসিকতার অভাব হয় না।

কাশ্মিরী থেকে ফিরে আসবার পর রোমানোর পর পর কয়েকটি ধারাবাহিক রচনা কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সেগুলি রাজনৈতিক পর্যালোচনা ছাড়া কিছু নয়। সুনাম ছড়িয়েছে। দুর্নামও সেই সঙ্গে সে কিছু অর্জন করেছে। রোমানো নাকি মার্কিন দূতাবাসের নির্দেশে প্রবন্ধগুলো লেখে। রোমানোর নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাস্পমাত্র লেখাগুলোতে নেই। স্বয়ং ডাঃ চিনিওস খুশী হতে

পারেন নি।

বার্ট্রেণ্ড রাসেল ফাউণ্ডেসন কমিটির একজন প্রতিনিধি রেজি দ্যব্রে সম্পর্কে তদন্তে আসছেন, সে সম্পর্কে রোমানোর তীব্র সমালোচনা বুদ্ধিজীবি মহলের অনেকেরই ভাল লাগে নি।

সুরু থেকেই রোমানো দ্যব্রেকে নস্যাৎ করবার মন নিয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ চালায়। দ্যব্রেকে গ্রেপ্তার করায় বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে রোমানো বলে, ষড়যন্ত্রকারী, হীন গুপ্তচরদের সঙ্গে চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ায় যে নিয়মে মোকাবিলা করার রেওয়াজ আছে বলিভিয়াতে সে নীতি অনুসৃত হয় নি। তাঁকে সাংবাদিক বা লেখক হিসাবে মর্যাদা দেবার কোনো যুক্তি নেই। হৈ চৈ পড়ে যাবার মত যোগ্যতা তাঁর কিছুই নেই। তবে তাঁর মুক্তির প্রসঙ্গ বর্তমান বলিভিয়া সরকার ভেবে দেখতে হয়তো পারেন, যদি তাঁর গুরু ফিদেল কাস্ত্রো কিউবা থেকে বন্দী হুবার মাতো-কে মুক্ত করে আমাদের হাতে দেন। সিয়েরাতে সংগ্রামী যোদ্ধা হিসাবে হুবার মাতো কাস্ত্রোর চেয়ে অনেক বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রের রাজনীতির সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, কমিউনিজম-এর জন্যে তিনি বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন নি। হুবার মাতো—রাতারাতি তাই দেশদ্রোহী হয়ে যান ও কাস্ত্রোর অন্ধকার বন্দী শিবিরে বছরের পর বছর তিনি আটক আছেন। হুবার মাতোকে মুক্ত করলে আমরা রেজি দ্যব্রেকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারটা ভাবতে পারি।

রেজি দ্যব্রের মুক্তির সর্ত হিসাবে রোমানোর কৌশলী রাজনৈতিক চাল সবচেয়ে পছন্দ করেছেন স্বয়ং বারিয়েনতোস। সপ্তাহ শেষে রোমানোর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, রেজি দ্যব্রে সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসাবে এ দেশে আসেন নি। আমাদের হাতে প্রচুর দলিল এসেছে, তাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে তিনি সশস্ত্র

বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন নেতা। দুঃখের কথা আন্তর্জাতিক প্রেস ও দেশ বিদেশের মহান নেতারা এই ফরাসী যুবার আসল চরিত্র না জেনে অযথা বিভ্রান্তিকর প্রচারে নেমেছেন। আজ যদি আমাদের দেশের কোনো নাগরিক ফ্রান্সে গিয়ে বর্তমান দ্য গল সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব সুরু করেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করবেন? সার্ত্রে কী তার মুক্তির জন্যে মিছিল বার করবেন। তবে রেজি দ্যব্রেকে আমি হুবার মাতোর বিনিময়ে মুক্ত করতে রাজী আছি। মহান হুবার মাতো আজও কাস্ত্রোর বন্দী শিবিরে আটক আছেন। তিনি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন নি, তাই তিনি কাস্ত্রোর চোখে দেশদ্রোহী। হুবার মাতোকে আমাদের হাতে দিলে আমরা রেজি দ্যব্রের মুক্তির কথা ভেবে দেখতে পারি।

ডিনার টেবিলে সেই কথাই উঠেছিল। গিলবার্তো ফ্রে হাসি-খুশী মুখটায় ন্যাপকিন বুলিয়ে নিয়ে বলেন,

—প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের উচিত তোমাকে একজন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা। আসলে তুমি যাই বল, খাকি পোষাকের লোকগুলোর মাথায় রাজনীতি বলে কিছু নেই। আজ যদি ক্ষমতায় এসতেন্সসোরো থাকতেন, তবে ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না। নপাম বর্ষণ করবার প্রয়োজন হতো না। এম. এন. আর পার্টি আর কিছু না করলেও জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতায় দেশবাসীকে যে ভাবে একত্রিত করেছিলেন, বলিভিয়ার ইতিহাসে সে রকম নজীর তুমি পাবে না। ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যেত না।

—প্রেসিডেন্টকে তুমি জান না তাই এ কথা বলছো। ভদ্রলোক পেরণ-ও নন, ব্যাটানকোর্ট-ও নন। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, এই বারিয়েনতোস একদিন আর্জেন্টিনা থেকে এসতেন্সসোরোকে বিমান-যোগে লা পাজ ধরে এনে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়েছিলেন। সামরিক

একনায়কত্ব ছাড়া এখন কোনো উপায় নেই। আর গেরিলাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অভিযান চালিয়ে ধ্বংস করা ছাড়া উপায় কী? আমি তো বলবো, সামরিক বিভাগে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস যে বিশেষ 'এ্যাকশন সিভিকা অপারেশন' সুরু করেছেন, তাতে দেশবাসীর মনে সেনাবাহিনীদের সম্পর্কে সুন্দর ইমেজ তৈরী হচ্ছে। গ্রামে আগে সেনাদের দেখলেই লোক ভয়ে পালাতো। কারণ খাকি পোষাক সম্পর্কে তাদের যুগ যুগ ধরে যে অভিজ্ঞতা সেটা মোটেই আনন্দের নয়। তাই সেনাদের যখন তারা গ্রামে পথঘাট তৈরী করতে দেখে, স্কুল ও হাসপাতাল চালাতে দেখে ও চাষীদের মধ্যে বীজধান বণ্টনে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় তার ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হবেই।

আমার তো মনে হয় আজ এসতেন্সসোরোর এম. এন. আর পার্টি ক্ষমতায় থাকলে বিপ্লবীরা আমাদের অনেক বেশী বেকায়দায় ফেলতো। সামরিক পরিকল্পনায় প্রেসিডেন্ট নিজে সামরিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে যে নীতি গ্রহণ করতে পারবেন, সেটা অন্য কোনো নেতার পক্ষে সম্ভব নয়।

অ্যানা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। গিলবার্তো ফ্রে মেয়ের কথায় খুব একটা গুরুত্ব দেয় না কিন্তু রোমানো অ্যানাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। অ্যানা সম্পর্কে তার ধারণা বদলেছে। সৌখীন সাম্যবাদী চর্চাতেও অ্যানা যে আজকাল নেই রোমানো বিশ্বাস করে। নাটক, ছবি ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে বিশ্বাস।

—তবে যুক্তিহীন ধরপাকড় সম্পর্কে তোমাদের লেখা উচিত।

কথাটা অ্যানার। রোমানোকে লক্ষ্য করেই বলা।

—যুক্তিহীন ধরপাকড় তুমি কী যুক্তিতে বল!

—বিনা কারণে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রচণ্ড মারধর চলেছে জেলের মধ্যে। সংবাদপত্র নীরব।

—এ তোমার য়ুনিভারসিটির উত্তপ্ত ছেলেমেয়েদের প্রচার। আমি যতটুকু জানি লা পাজ-এ উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার

করা হয় নি। তা যদি হতো তোমাদের অধ্যাপক ডায়েজ বাইরে থাকতেন না।

—অধ্যাপক ডায়েজ!

—তিনি তো বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবী মোনজে আজও পার্টি অফিস আলো করে বসে আছেন। বিনা কারণে কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয় নি।

—অধ্যাপক ডায়েজ ও কমরেড মোনজে তো বহাল তবিয়তে থাকবেনই। তাঁরা তো এ ধরনের সশস্ত্র বিপ্লব সমর্থন করেন না। বরং বিরোধিতা করেন শুনেছি।

—মুখে বলেন, আসলে ভেতরে ভেতরে প্রচ্ছন্ন সমর্থন নেই একথা তুমি বিশ্বাস কর?

অ্যানা হেসে বলে,

—রাজনীতি না করলেও এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝি। তোমরা দ্ব্রেকে বুঝতে পার আর কমরেড মোনজে-কে চেনো না! এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত। মোনজেকে সরকার বিরক্ত করবে কেন? তিনি বুলগেরিয়া সফরে যাচ্ছেন। তিনি তো বিপ্লব বানচাল করবার চেষ্টাই করছেন।

—তুমি দেখছি এখনও তোমার য়ুনিভারসিটির উত্তাপে এখনও উত্তপ্ত আছ।

—যা কানে আসে শুনি। তবে বাবা যা বললেন সে কথা আমি সমর্থন করি। ক্ষমতায় এসতেন্সসোরো থাকলে আজ দেশের এত খারাপ অবস্থা হতো না। অস্ত্র আমদানী করতেই আমাদের অর্থনীতি বানচাল হতে বসেছে। মুদ্রাস্ফীতি ঠেকানো অসম্ভব। বেকারী বাড়বে। সবচেয়ে আমার খারাপ লাগে দেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় কী ভাবে বর্তমান সামরিক শাসনকে সমর্থন করে। অধ্যাপক ডায়েজ নিজে সামরিক অফিসারদের সমাবেশে ভাষণ দেন। নিজেকে সাম্যবাদী বলেন আবার 'এসায়েন্স ফর প্রগ্রেস'-এর প্রশংসা করেন।

গিলবার্তো ক্রে শূন্য প্লেটে চামচটি সশব্দে নামিয়ে রেখে রাজনৈতিক অস্থির আবহাওয়া ভেঙে দিতে চেষ্টা করেন,

—রাজনীতি থাক, তোমাদের নাটক হচ্ছে কবে?

—সেই কথাই বলতে চাইছিলাম। বিশ তারিখে। রোমানো, তুমি আমার কিছু টিকিট বেচে দেবে। কাগজে ভালভাবে সমালোচনা যাতে ছাপে সে দিকটাও তোমাকে দেখতে হবে।

রোমানো সহাস্যে বলে,

—তোমাদের মাতিনো ছেলেটি বেশ। ছেলেটার মধ্যে বস্তু আছে। পড়াশুনা যথেষ্ট। ছেলেটা লেখে না কেন?

—কোনোটাই মন দিয়ে করে না। তবে মনে হচ্ছে নাটক লেখাটা চালিয়ে যাবে। মাতিনো তোমাকে খুব পছন্দ করে কিন্তু।

—একদিনই আলাপ হয়েছিল। বিস্তর খবর রাখে। মাতিনোর লেখা নাটক যখন কিছু সাহায্য করতেই হবে। দিও টিকিট—বেচে দেব। কাগজের লোক পাঠিয়ে সমালোচনা লেখবার ব্যবস্থাও হবে।

—শুধু দাম দিলে চলবে না। টিকিটগুলোও বেচা চাই।

—তার মানে!

—এর আগে তুমি একটাও টিকিট বিক্রি কর নি। কিন্তু পুরো দাম দিয়েছো। অনেকগুলো খালি চেয়ার পড়েছিল। আমরা দর্শক চাই, শুধু টিকিট বিক্রির দাম পেলে আমরা খুশী নই।

—সেবার আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। টিকিটগুলো বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিলাম। এবার সব বেচে দেব। তবে ভাল টিকিট দিও।

—দু-এক দিনের মধ্যে পাবে।

ডিনার টেবিলের হালকা আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। রোমানো টেবিলে থাকলে হাজারো কথা ও নানান প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়। তার সমস্ত খবরই মৌলিক। কোন রাষ্ট্রদূতের পুত্রসন্তান

হয়েছে, প্রেসিডেন্ট-এর দাঁতের ব্যথা বা আর্মি চীফ ওভানদো-র হাত-পা নাড়ার বিশেষ ধরনের মুদ্রাদোষ রোমানো বলে চলে।

প্রসঙ্গ শেষে এসে ঠেকেছিল ডাঃ চিনিওস-কে নিয়ে। ইদানীং রোমানোর সঙ্গে বেশ তিক্ততা সুরু হয়েছে। তার প্রধান কারণ মরিয়াম। সুবিধার জন্যে রোমানো দু-কামরার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। ইচ্ছেমত আনন্দ স্ফুর্তির জন্য উপযুক্ত জায়গার অভাব আর নেই। এডিথ খুশী হয়েছে। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার বুলেটিন মরিয়ামকে আর টাঙাতে হয় না। কিন্তু ডাঃ চিনিওস সবই জেনে ফেলেছেন। মরিয়ামের সঙ্গেও সম্পর্ক আজকাল ভাল নয়। সুক্রে থেকে ফেরার পর ডাঃ চিনিওস নাকি মরিয়ামের সঙ্গে দেখা করেন নি। তবে খবর রাখেন সব।

ডাঃ চিনিওস-এর মুণ্ডপাত চলছিল। কাগজের নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গীর অজুহাত তুলে ইদানীং প্রচ্ছন্ন যে মনকষাকষি চলেছে রোমানোর সঙ্গে, সে সম্পর্কেই কথা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ ফোন এলো। অ্যানা ধরে। রোমানোকে চাইছে।

বেরসিক ফোন ধরতে রোমানো এগিয়ে যায়। রিসিভার হাতে নিয়ে কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন হলো। গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর এসেছে বোঝা গেল। রোমানোর কথা থেকে অবশ্য কিছু আন্দাজ করা গেল না।

ফোন রেখে রোমানো আর ডিনার টেবিলে ফিরে এলো না। ব্যস্ততার সঙ্গে বলে,

—আমাকে এখনই একবার যেতে হচ্ছে। কখন ফিরবো জানি না। প্রেসিডেন্ট হঠাৎ এখনই প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে হচ্ছে।

রোমানো পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গরম জলের স্ফটিকের পাত্রাধারটি টেনে নিয়ে গিলবার্তো অ্যানার দিকে চেয়ে বলেন,

—জেনারেল ওভানদো-র সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসের একটা সংঘর্ষ যে কোনো দিন বাধতে পারে। এখন শুধু তোড়জোড় চলেছে। গত সপ্তাহে আমাদের মহলে জোর গুজব। শেয়ারের দাম পর্যন্ত পড়তে সুরু করেছিল। যে ভাবে চামড়ার দাম নামছিল আমি তো ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। শুধু রোমানোর কথায় বিশ্বাস করে চুপ করে বসেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে একটা পরিবর্তন আসছে। যদিও রোমানো বলে প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোসকে উচ্ছেদ করবার ক্ষমতা এখন অন্য কারো নেই কিন্তু আমি খুব একটা ভরসা পাই না।

আনুষ্ঠানিক নিয়মের দিকে মাতিনোর বিশেষ নজর ছিল। সবদিকে তার প্রখর দৃষ্টি। প্রথিতযশা অধ্যাপক অভিনয়ের আগে নাটকের ওপর তাঁর আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখলেন। পুরো প্রেসকে ডাকা হয়েছে। সরকারী বেসরকারী সম্মানী অতিথিদের নির্দিষ্ট বিশেষ আসনের ব্যবস্থা। অনুষ্টানলিপি হাতে হাতে ফিরছে। প্রেক্ষাগৃহ প্রায় ভরে উঠেছে। পর্দা উঠতে সামান্য কিছু দেরী। নাট্যসংস্থার পক্ষ থেকে অ্যানা দু চার কথা বলে। 'মুক্তি নেই' নাটক সম্পর্কে কিছু বলা হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ও পটভূমি সম্পর্কে অ্যানা বলে,

—চাকোর যুদ্ধে প্যারাগুয়ার হাতে আমরা পরাজয় বরণ করেছিলাম। আমাদের নাটক 'মুক্তি নেই'-সেই পটভূমিতে রচিত। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতক এক সেনাধ্যক্ষ কী ভাবে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে একটি সেনা দলকে অনিবার্য বিপদের মধ্যে ফেলে ও শেষ পর্যন্ত নিজে ধ্বংস হয় সেই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আমাদের নাটক।

রোমানো গ্রীণরুমে এসে সবাইকে উৎসাহিত করে যায়। বলে,

—শহরের বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবি ও অতি সাম্মানী ব্যক্তিরা এসেছেন। আপনারা প্রম্টার রাখছেন নাকি ?

—না।

—চমৎকার।

—ভয় আপনার বোনকে নিয়ে। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে যায়। ধরিয়ে দিতে হয়।

কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে অ্যানার মাথার চুলগুলো নেড়ে দিয়ে রোমানো বলে,

—পাঠ মুখস্থ কর নি কেন! পাঠ মুখস্থ কর নি কেন দুষ্টু !!

বেশ একটা মেজাজী ভাব। কর্তৃত্ব করার একটি স্বাভাবিক ঝোঁক। তবু প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশী রোমানাকে বেশ লাগে।

অভিনয় সুরু হলো। পর পর কয়েকটি দৃশ্যে জুয়ান অপূর্ব অভিনয় করে। সেনাধ্যক্ষের পোষাকে' তাকে মানিয়েছেও সুন্দর। একদিকে সেনাদলের মধ্যে এসে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করার দীপ্ত ভঙ্গি ও পরক্ষণেই প্যারাগুয়ার গুপ্তচরের সঙ্গে কুটিল সলা-পরামর্শে ডুবে যাবার চারিত্রিক বৈপরীত্য জুয়ান চমৎকার ফুটিয়ে তোলে।

মাতিনো উইং-এর পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবে সেনাধ্যক্ষের চরিত্র চিত্রণে যেটুকু খামতি তার লেখায় ছিল, জুয়ান সত্যিই মঞ্চে যেন তাতে রক্ত মাংসের সজীবতা এনে দিয়েছে। এই জুয়ান! অসাধারণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে একটা আধা জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়। এটা কী করে সম্ভব! জুয়ানের শিল্পীসত্তা কী প্রতিবাদ করতে জানে না। কিছুতেই মাতিনোর হিসেবে আসে না।

অন্ধকারের মধ্যে কার্লো পাশে এসে দাঁড়ায়। সামনে চালু মাইক্রোফোন, তাই বিপরীত দিকে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে,

—দর্শকদের প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। কেউ কোনো মন্তব্য করছে না।

মাতিনো মন্তব্য করে,

—প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রেসকে ডাকাতে আমার আপত্তি ছিল। তোমাদের কথায় রাজী হতে হয়েছে। এখন শেষরক্ষা হলে হলো।

বিরতির সময় রোমানো আবার এলো। জুয়ানকে আলিঙ্গন করে মাতিনোর ভূয়শী প্রশংসা করে বলে,

—আপনি একটি প্রতিভা। এ ধরনের নাটক আজ আমাদের দরকার। স্বাদেশিকতায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করতে বক্তৃতার চেয়ে এ ধরনের নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

আরও কয়েকজন এসেছেন। মাতিনো ও জুয়ানকে সবাই দেখে গেল। নাট্যকার-পরিচালক হেরণান মাতিনোর সঙ্গে কথা বলতে সবাই আগ্রহী।

মেয়েদের মেক-আপ রুম থেকে অ্যানা বেরিয়ে এসে হঠাৎ কার্লকে গালাগালি সুরু করে। সে তার লাল ছাতাটা পাচ্ছে না। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র জোগাড় রাখাই কার্ল-এর কাজ। মঞ্চ পরিকল্পনাও তার নিজের।

অভিনয় আবার সুরু হয়। গিলবার্তো ফ্রে সস্ত্রীক এসেছেন। রোমানো, এডিথ ও জুয়ান ফারনেদেজ বসেছে কিছুটা তফাতে। গিলবার্তো ফ্রে ইসাবেলাকে বলেন,

—অ্যানা যে এত সুন্দর অভিনয় করতে পারে সে সম্পর্কে আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

ইসাবেলার ঠোঁটে আত্মপ্রসাদের হাসি,

—ছেলে-মেয়ে আমার তুজনেই গুণী।

গিলবার্তো বলেন,

—আমরা দেখছি ছেলে-মেয়ের প্রতিভা সম্পর্কে সব সময়ই দেরীতে খবর পাই।

মাতিনো অল্পসংখ্যক সেনাকে মঞ্চে এনে আবহসঙ্গীতে বহু ভারী বুটের চলমান শব্দ রেখে যে জমজমাটে আবহাওয়া মঞ্চে গড়ে তোলে তাতে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়।

নাটকের শেষ পর্যায়। সেনাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার একান্ত পার্শ্বচর। সে চরিত্রে অভিনয় করছে ইউজেনিও। চাকো সীমান্তে এক অত্যাচারী জমিদারের স্ত্রীর ভূমিকায় অ্যানা। সেনাধ্যক্ষ তার নিজের শিবির এখানে স্থাপন করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতার সমস্ত রহস্য জমিদারের স্ত্রী প্রথমে সেনাধ্যক্ষের পার্শ্বচরকে ফাঁস করে দেন। সেই নাটকীয় মুহূর্তগুলো অ্যানা চমৎকার ফুটিয়ে তোলে।

ইউজেনিও-র নেতৃত্বে বিদ্রোহী সেনারা সেনাধ্যক্ষের শিবির আক্রমণ করে। শেষ দৃশ্যের এই জটিল দৃশ্যপট কার্ল যে সামান্য সময়ে কী ভাবে সাজিয়ে তুলেছে মাতিনো অবাক হয়ে যায়। স্টেজ রিহার্সালেও সময় লেগেছিল এর দ্বিগুণ। অভিনয়ের আগে ভারী ভারী সেট বার বার খুলে ফেলে আবার লাগানোর কাজে কেন যে কার্ল ব্যস্ত ছিল, মাতিনো এখন বুঝতে পারে। এতগুলো মানুষের ব্যস্ত চলাফেরা—কিন্তু শব্দ নেই। সহকারী চারজনকে রবারের জুতো পরতে বলেছিল কার্ল। আর খালি পায়ে নিজে দৌড়াদৌড়ি করছে।

সেনাধ্যক্ষ বিদ্রোহী সেনাদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে না। তার একান্ত অনুগত দেহরক্ষীদের ডেকে পান না। জমিদার পালিয়েছেন। স্টেজে অ্যানা অনুপস্থিত। নাটকীয় চরম মুহূর্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। বিদ্রোহী সেনারা বিশ্বাসঘাতককে ধরবেই। জুয়ানের অভিনয় দেখতে দেখতে মাতিনো মুগ্ধ হয়ে পড়ছে।

পালানোর কোনো উপায় নেই। সমস্ত পথ রুদ্ধ। আবহ-সঙ্গীত ক্রমে বাড়তে থাকে। পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিদ্রোহী সেনারা আসছে। সেনাধ্যক্ষ আর অপেক্ষা করে না। চূড়ান্ত সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন। জীবিত অবস্থায় তিনি ধরা দেবেন না। রিভলভার টেনে নেন। আত্মহত্যাই বেছে নিলেন।

বিদ্রোহী সেনাদের মঞ্চে প্রবেশ ও পজিশন নেওয়া নিখুঁত কিন্তু মাতিনোর নির্দেশ ছিল আহত অবস্থায় টলতে টলতে সে বিছানার দিকে এগিয়ে যাবে। হাতল ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেনাদের দিকে ফিরে তাকাবে ও আস্তে আস্তে লুটিয়ে পড়বে। বিদ্রোহী সেনাদের নেতা সেনাধ্যক্ষের পার্শ্বচর ইউজেনিও-র কথার ওপর যবনিকা নেমে আসবে। কিন্তু জুয়ান পজিশন নিতে ভুল করলো। অর্দ্ধেক সেনা মঞ্চে প্রবেশ করবার আগেই জুয়ান লুটিয়ে পড়ে। গুলির আওয়াজও বেসুরো শোনালো। ইউজেনিও তার কথা ধরবার আগেই হঠাৎ

বেসুরো গলায় কে একজন চীৎকার করে ওঠে। সব গোলমাল হয়ে গেল। হাত কামড়াচ্ছে মাতিনো। আর একজন যেন ভয় পেয়ে অদ্ভুত এক আর্তনাদ করে ওঠে। পর্দায় যে ছিল সে কিছু না বুঝে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকে। মাতিনো অবাক হয়ে লক্ষ্য করে ইউজেনিও তার শেষ কথাগুলো বলছে না। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। সেনাদের মধ্যে কেউ কেউ পজিশন ভেঙে পরস্পরে অস্ফুট স্বরে কী যেন বলাবলি করে।

আর অপেক্ষা করে না মাতিনো। পেছনের কালো পর্দা ঠেলে দৌড়ে এসে নিজেই সামনের পর্দা ফেলে দিল। দুরন্ত প্রতিবাদ নিয়ে মঞ্চের মাঝখানে একলা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। তাড়িতাহত মানুষের মত মাতিনো এবার নিজেই চীৎকার করে ওঠে। রক্তে সিঞ্চিত জুয়ান। সে এক বীভৎস দৃশ্য।

মঞ্চ থেকে খবরটা এবার নিচে নামে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহে সংবাদ পৌঁছে গেছে। নির্গমন পথের দিকে ঠেলাঠেলি সুরু হয়। সুরেলা বামাকণ্ঠের আর্তনাদ। কে একজন চীৎকার করে জানায়—'প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বেলে দিন।'

মঞ্চের মানুষের হুস ফিরে আসে। আলো জ্বেলে দেওয়া হয়। মাতিনো পর্দা সরিয়ে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে কাঁপা গলায় জানায়,

—গুরুতর এক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের নাটক শেষ হয়েছে। সেনাধ্যক্ষের ভূমিকায় আমাদের অন্যতম সভ্য জুয়ান সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা আর কিছু বলতে পাচ্ছি না।

মাতিনো পর্দা সরিয়ে মঞ্চে ঢুকে দেখে চক্রাকারে ভীড় জমেছে। অপরিচিত একজন জুয়ানকে পরীক্ষা করছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

—হাসপাতালে নিয়ে যাবার দরকার নেই। জুয়ান মারা গেছে।

আমি ডাঃ গোমেজ। সকালে জুয়ানই নার্সিংহোমে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে রোমানো,

—রিভলভারে আসল গুলি ভরা ছিল? অপেক্ষা কোরো না, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

ডাঃ গোমেজ রোমানোর দিকে ফিরে বলেন,

—পরীক্ষা আমি করেছি। জুয়ান সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। গুলিতে মাথাটা ওর চূর্ণ হয়ে গেছে। চিকিৎসার আর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমি ভাবছি কী সাংঘাতিক দুর্ঘটনা। আপনারা এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনাও করা যায় না।

মাতিনোর মাথায় কিছুই নেয় না। রোমানোকে বলে,

—আপনি চলে যাবেন না। কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

বিচক্ষণ রোমানো মাতিনোকে ভরসা দিয়ে বলে,

—এ দুর্ঘটনা মর্মান্তিক। তবে আপনাদের নাট্যসংস্থার কেউ যেন হলের বাইরে না যায়। পুলিশ কেস হবে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত কেউ যাবেন না। স্টেজের কোনো জিনিষ ছোঁয়া বা সরানো যেন না হয়।

প্রেক্ষাগৃহের মালিক এসে হাজির হয়েছেন। উদ্বেগের ছাপ চোখেমুখে। মোটা নাতিদীর্ঘ মানুষ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন,

—পুলিশে ফোন আমি করে দিয়েছি। এ্যাম্বুলেন্সও আসছে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই। এই কারণে আমি সৌখীন নাটুকে দলকে হল ভাড়া দিতে চাই না। নাটকের প্রয়োজনে সেবার তো একটা দল মঞ্চে আগুনই ধরিয়ে দিয়েছিল। অথচ সিগারেট বা বাতি জ্বালানো ছাড়া মঞ্চের ওপর আগুন জ্বালা নিষেধ। আপনারা অসম্ভব দায়িত্বজ্ঞানহীন। সেই সেনাপতির ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন—বড় খাসা অভিনয়! রিভলভারে যে আসল গুলি ভরা ছিল আপনারা কেউ দেখেন নি! এ তো পুলিশ কেস হবে!

আমাকেও আপনারা বিপদে ফেললেন। নাটকের প্রয়োজনে হত্যাকাণ্ড—আমার বাপের জন্মে এত বড় বাস্তববাদী নাটক মশাই দেখি নি। ছি ছি ছি!

ভূপতিত রিভলভারটি রোমানো হাতে তুলে নেয়। পরীক্ষা করে ক্ষোভের সঙ্গে বলে,

—এখনও পাঁচটা গুলি ভরা আছে। গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে।

অসম্ভব অস্বস্তিকর পরিবেশ। আনন্দোৎসবের মধ্যে মর্মান্তিক বিস্বাদে সবাই বিমূঢ়। সম্পূর্ণ নির্বাক। চারদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে।

একটানা সাইরেন ধ্বনিতে সবাইকে সচকিত করে পুলিশ ওয়েরলেস ভ্যান এসে থামে। অতিরিক্ত তৎপরতায় রোমানোও বিব্রত বোধ করে। অবশ্য তার অনুমানই ঠিক। নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত ও অভিনয়ের সময় মঞ্চে বা নেপথ্যে যারা অংশগ্রহণ করেছে, সবাইকেই থাকতে বলা হয়। জুয়ানের মৃতদেহ পুলিশই সরিয়ে নিয়ে গেল।

এক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ অফিসার বেতারযোগে কী একটা নির্দেশ পাঠালেন। রোমানো রিভলভার হাতে তুলে দেওয়ায় আগাপাস্তালা দেখে নিয়ে প্রশ্ন করেন,

—আপনি কে?

—আমি একজন দর্শক।

—আপনি এখানে কেন?

—এখানে এসে জড়িয়ে পড়েছি।

—এই সংস্থার কেউ নন, তবু রিভলভারটা আপনার হাত থেকে পেয়েছি যখন আপনাকে থাকতে হবে। বাইরের আর কেউ আছেন?

কজন ছিল। দু'জন কাগজের লোক। কৌতূহলী আরও কয়েকজন মঞ্চে এসে হাজির হয়েছিলেন। পুলিশ অফিসার সবাইকেই থাকতে বলেন।

পুলিশী তৎপরতা তার অভ্যস্ত নিয়ম মেনে চলে। গ্রীণরুম ও মঞ্চ সংলগ্ন আরও দুটো ঘরে তারা পাহারা বসায়। গেটও বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তাতে ভীড় জমেছে। সহকারী দুজন পুলিশ কর্মচারী রুটীন কাজ সারছিলেন। অ্যানাকে পুলিশ অফিসার প্যাট প্যাট করে কবার বিশেষ নজরে দেখে নিলেন। অভিনয়ের পোষাক কারো পরিবর্তন হয় নি। অ্যানাকে অসম্ভব বিচলিত দেখাচ্ছিল। ইউজেনিও ও মাতিনোর জামায় ও হাতে রক্তের দাগ। পুলিশ অফিসার সেগুলোও নষ্ট করতে বারণ করলেন।

বেতারে জরুরী বার্তা পেয়ে অল্পক্ষণের, মধ্যেই আরও চারজন অফিসার এসে হাজির হন। স্বয়ং পুলিশ অফিসারকে সেলাম ঠুকতে দেখে বোঝা গেল এঁরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বয়ঃজ্যেষ্ঠ নিখুঁত পোষাকের পুলিশ অফিসারের হাতে একটি সুন্দর মজবুত ছড়ি। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলেন,

—নাটকের মধ্যে নাটক। লোকটা মারা গেছে শুনলাম।

—হ্যাঁ স্থার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

উপস্থিত সবার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে রোমানোকে দেখে এক রকম ছুটে এগিয়ে আসেন,

—আপনি এখানে।

চেষ্টাকৃত বিনয়ের হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে রোমানো বলে,

—নাটক দেখতে এসে এই বিয়োগান্ত নাটকে জড়িয়ে পড়েছি।

পূর্বের পুলিশ অফিসার মন্তব্য করে,

—রিভলভারটা ইনি আমার হাতে দেন, তাই এঁকে ছাড়ি নি।

'ছাড় নি কী হে! তুমি কাকে আটকে রেখেছো জান,'—প্রৌঢ় পুলিশ অফিসার সহাস্যে মন্তব্য করে রোমানের দিকে ফিরে বলেন, 'খাকি পোষাক না পরলেই এদের চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তি। আপনাকে শেষ আমি প্রেসিডেন্ট প্যালেস-এ দেখেছি। এখানে আপনাকে দেখে আমি অবাকই হয়েছি। এদের আর কী দোষ বলুন।'

রোমানো ইঙ্গিতে প্রৌঢ় পুলিশ অফিসারকে পাশে ডেকে বলেন,

—আমার খুবই তাড়া। চলে যাচ্ছি। এই নাটকের দলের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু আমার বোন অ্যানা এদের মধ্যে আছে। নিতান্তই দুর্ঘটনা মনে হচ্ছে। আপনার অভ্যস্ত নিয়ম অনুযায়ী তদন্ত আপনি নিশ্চয়ই করবেন। তবে রিভলভারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। এখনও তাতে পাঁচটা গুলি ভরা আছে।

রোমানো একটু থেমে মাত্তিনোকে কাছে ডেকে অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে,

—আমি এঁকে বিশেষ চিনি। আমার ভগিনী অ্যানার বন্ধু। এঁরই নাটক। বেচারা বড় মুষড়ে পড়েছে। একেই সব জিজ্ঞেস করবেন। এ আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে! আপনি আসায় ভালই হলো। হয়রানী কম হবে। আমার বড় তাড়া।

—সুযোগ যখন পেলাম বলে রাখি আপনার সঙ্গে আমারও একটু দরকার আছে। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন।

—আসুন না একদিন ফোন করে। তিনটে থেকে সন্ধ্যে ছটা আমি কাগজের অফিসে নিয়মিত থাকি।

রোমানোর সঙ্গে প্রৌঢ় পুলিশ অফিসার পা চালিয়ে কিছুক্ষণ এলেন। দুজন পুলিশ কর্মচারী আগে থেকেই গেট মুক্ত করতে গেল।

মাত্তিনোর সঙ্গেই বেশী কথা হয়। গোটা ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মাত্তিনোকে বলেন,

—মঞ্চ পরিচালক আর নাটকের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের তদারকিতে কেউ কী বিশেষ দায়িত্বে বহাল ছিলেন?

অ্যানার পাশ থেকে কার্ল উঠে দাঁড়ালো।

প্রশ্ন সুরু হলো:

—আপনি কী জানেন বলুন ?

—আমি মঞ্চের বাইরে ছিলাম। টর্চের আলোর ইঙ্গিত পেয়ে আমি বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করি। আজকের অনুষ্ঠানে এইটাই আমার বিশেষ দায়িত্ব।

—এই রিভলভারটি কার ?

—সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে স্টেজে ব্যবহারের জন্যে জুয়ানকে আমি অন্য একটা রিভলভার দিয়েছিলাম। সেটা অকেজো, গুলিও তাতে ভরা ছিল না। এ রিভলভার আমি দেখি নি।

—জিনিষটা না দেখেই আপনি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

—দেখেছি। জুয়ানকে যেটা দিয়েছিলাম সেটা ছিল জর্মনীর তৈরী। বহু পুরোনো। ট্রিগারটার অর্দ্ধেকটা ভাঙ্গা।

তাজা রিভলভারটি হাতে নিয়ে কার্ল সেটা আর একবার নিরীক্ষণ করে পুলিশ অফিসারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে,

—জুয়ানকে যে রিভলভার দিয়েছিলাম সেটা অন্য।

—প্রমান দেখাতে পারবেন ?

—খারাপ রিভলভারটা আমার হাতে না এলে আপনাকে প্রমাণ দিতে পারবো না। তবে যথেষ্ট সাক্ষী আমাদের এখানে আছে।

মাতিনো বলে,

—বেওয়ারিস এই রিভলভারটির মালিকের হদিশ পেলে আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা। নিষ্ঠুর ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আমাদের অতি প্রিয় জুয়ান নিহত হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা যুক্তির প্রশ্ন জড়িত। ধরে নিলাম আমরা সবাই, নাট্যসংস্থার সকলেই দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নই। শুধু ধরে নিলাম না, একথা আমি ষোল আনা বিশ্বাস করি। কিন্তু রহস্যজনক ভাবে এই রিভলভারটি কী ভাবে এখানে এলো ? কার্ল-এর অকেজো

রিভলভারটি কোথায় গেল? জুয়ান মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করতে পারে নি কেন? আত্মহত্যা? একথা আমি বিশ্বাস করি না। মনে হয় অদৃশ্য কোনো হাত এর পেছনে আছে। আমি আরও সন্দেহ প্রকাশ করি ষড়যন্ত্রকারী যিনিই হোন, তিনি আমাদের নাটকের গল্পাংশ খুব ভালভাবে জানেন। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মে রিভলভারের গুলিতে মিথ্যা আত্মহত্যার অনিবার্য মুহূর্ত তার জানা ছিল। সে শুধু মেকী রিভলভারটা বদলে দিয়ে এতবড় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। আমাদের প্রিয় জুয়ান ও নাট্যসংস্থার সবচেয়ে শক্তিমান অভিনেতাকে আমরা হারিয়েছি। এর তদন্ত হওয়া উচিত। আমি পুলিশ অফিসারকে আমার নাট্যসংস্থার তরফ থেকে সব রকম সাহায্য করতে রাজী আছি।

প্রৌঢ় পুলিশ অফিসার রোষের সঙ্গে বলেন,

—২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারবো। রিভালভারের মালিক-কে খুঁজে পেতে আমার অসুবিধে হবে না। আপনারা সম্ভ্রান্ত। কাউকে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এতজনের থাকার দরকার নেই। আপনারা দুজন থাকলেই যথেষ্ট। আমরা এবার অনুসন্ধান চালাবো। অযথা হয়রানী কাউকে করতে চাই না।

প্রত্যেকের নাম ঠিকানা ও পেশা লেখা হয়। একজন পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যে বিস্তৃত বিবরণ লিখেও ফেলেছেন। প্রত্যেকের দেহ তাল্লাসী করা হলো। সবাইকে যেতে দেওয়া হয়। শুধু মাতিনো ও কার্লকে পুলিশ থাকতে বলে।

পুলিশ পুরুষদের গ্রীণরুম সার্চ করে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় না। হঠাৎ একজন পুলিশ উপস্থিত সবাইকে সচকিত করে চেঁচিয়ে ওঠে,

—আর একটি রিভলভার পাওয়া গেছে।

কার্ল-এর বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে। অকেজো, মরা একটা রিভলভার।

—স্যার, এই ট্রাউজার্স-এর পকেটে ছিল।

মাত্তিনো জানায় জুয়ানের পরনে আজ ঐ ট্রাউজার্স ছিল। টুইড্-এর স্যুট পরে সে এসেছিল। এই ঘরেই অভিনয়ের সময় সে সেনাধ্যক্ষের খাকি পোষাক পরেছিল।

শুধু মাত্তিনোর কথা নয়, প্রমান পুলিশ অফিসার পকেট থেকেই টেনে বার করে। চামড়ার একটা ব্যাগ। খুচরো মিলিয়ে তাতে পাওয়া গেল প্রায় দেড়শো পেসো। কিছু ব্যক্তিগত কাগজপত্র।

পুলিশ প্রধান মন্তব্য করেন,

—দুটো রিভলভার আর বন্দুকটা আমরা নিয়ে যাব। নিহত ব্যক্তির জিনিষপত্র সবই আমরা নিয়ে যাচ্ছি। বিশেষজ্ঞরা মঞ্চ পরিদর্শনে আসবেন। আজকের মত আমাদের কাজ এখানেই শেষ হবে। আপনারা যেতে পারেন।

মাত্তিনো বলে,

—জুয়ানের বাড়িতে এ খবর আমি কী ভাবে নিয়ে যাব। কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আপনারা জুয়ানের মৃতদেহ আমাদের হাতে দেবেন তো? আমরা কোথায় যোগাযোগ করবো?

—কালকের আগে কিছুই হচ্ছে না। সকালে আমাদের ফোন করবেন।

দলবলসহ পুলিশ অফিসার চলে যান। সাধারণভাবে বাজেয়াপ্ত করা জিনিষপত্রের একটি তালিকা সই করে মাত্তিনোকে দেওয়া হয়।

প্রায় বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল কিন্তু পুলিশ দপ্তর সম্পূর্ণ নীরব। মাত্তিনো, কার্ল ও ইউজেনিও অনেক চেষ্টা করেও জুয়ানের কোনো খবর পায় না। জুয়ানের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে মাত্তিনো

সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত জানা যায়, পরদিন মর্গ থেকে জুয়ানের দেহ আত্মীয়স্বজনের হাতে দেওয়া হবে।

ষ্টুডিওতে সারাদিন আজ যাওয়া হয় নি। শেষ সংবাদ মাত্তিনো অ্যানাকে পৌঁছতে এসেছিল। মুখোমুখি রোমানোর সঙ্গে দেখা।

ব্যবহারিক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারে রোমানোর জুড়ি নেই। এই বিশেষ গুণটা সহজে সবাইকে আকর্ষণ করে। সুন্দর ব্যবহার করা রোমানোর একটা সহজ অভ্যাস। মাত্তিনোকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,

—আপনার কথাই হচ্ছিল। আমি খবর নিয়েছিলাম। আমিও ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সম্পর্কে দায়িত্ব বোধ করি। ভয়ের কিছু নেই। পুলিশ অফিসার আমাকে বিকেলে জানিয়েছেন তারা এটাকে নিতান্তই অবাঞ্ছিত এক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু মনে করেন না। ঐ রিভলভারের গুলিতেই বেচারা মারা গেছে। বন্দুকের গুলির সঙ্গে কোনো যোগ নেই। মৃতদেহ পরীক্ষা করেও তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন নিহত ব্যক্তি নিজের অসাবধানতায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

মাত্তিনো বলে,

—জুয়ানের দেহ কাল পাওয়া যাবে বলছে। কিন্তু ঐ সর্বনেশে রিভলভারটার কোনো কিনারা করা গেল না?

রোমানো উঠে দাঁড়িয়ে সামনের পাত্রাধার থেকে স্ফটিকের দু পাত্র পানীয় তৈরী করে একটি রোমানোর হাতে তুলে দিয়ে আবার নিজের আসনে ফিরে আসে।

—ঐটাই কিনারা করা দরকার। সে ব্যাপারে পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। নিহত ব্যক্তির বাড়িতেও আজ পুলিশ গিয়েছিল। আমি সব সময় যোগাযোগ রাখছি।

—আমার মনে হয় রহস্যজনক ঐ রিভলভারটার কিনারা হলেই পুরো ব্যাপারটা জানা যাবে। জুয়ানের মৃত্যু ও আমাদের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সবাইকে খুব বেকায়দায় ফেলেছে।

—হ্যাঁ অ্যানাও খুব আঘাত পেয়েছে। সামনের ওপর এতবড় দুর্ঘটনা! মানসিক এমন একটা চাপ। সারাদিন বাড়িতেই ছিল। খবরের জন্যে আমাকে অফিসে ফোন করেছে বার বার। আপনাকে ইুডিওতে ফোন করে না পেয়ে আরও চিন্তায় পড়েছিল। যুক্তিহীন দুশ্চিন্তার ব্যাপারে সব মেয়েই সমান। বাবা-মা অ্যানাকে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে গেছেন। তবে ডিনার বাবার আটটায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরবেন।"

রোমানোর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে মাতিনো বেরিয়ে পড়ে। নতুন কোনো খবর রোমানো দিতে পারে নি। রহস্যজনক রিভলভারটির হদিশ করা এখনও সম্ভব হয় নি পুলিশের।

সিকিউরিটি দপ্তরের কর্নেল গাইতানের খাস কামরার সামনে জুয়ানের ব্যাপারে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার প্রতিক্ষা করছেন।

সিকিউরিটি দপ্তরের উন্নাসিকতার সঙ্গে সাধাবণ পুলিশ দপ্তরের দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্ক। নিয়মিত পুলিশ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন স্বরাষ্ট্র বিভাগের এই সিকিউরিটি দপ্তর সব সময়ই নিজেদের উচ্চবর্ণের এক বিশেষ ক্ষমতাশীল বিভাগ বলে দাবী করে। অথচ বেশীর ভাগ ছোট বড় কর্মী সবাই এসেছেন নিয়নিত পুলিশ বিভাগ থেকেই। পূর্বে সিকিউরিটি বিভাগের চারিত্রিক উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে সরবে যিনি আসর জামিয়েছেন, তিনিও তাঁর পূর্ব চবিত্র ভুলে গিয়ে নতুন পদের কৌলিন্য সম্পর্কে নিরতিশয় সজাগ হয়ে ওঠেন।

—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন!

—বসুন। আলমানিদো জুয়ান সম্পর্কে একটা বিশেষ দরকারে আপনাকে ডেকেছি। তদন্তের রিপোর্ট আমি দেখেছি। সবই আমি জানি।

—আমাদের রিপোর্ট যখন দেখেছেন তখন সবই বুঝেছেন।

রিভলভারটা গোয়েন্দা বিভাগের এটা রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে রিভলভারটি ব্যবহারের জন্যে কাকে দেওয়া হয়, বা খোয়া গিয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। তাই আমি একটা রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি।

কর্নেল গাইতান ছোট্ট করে তাকিয়ে বলেন,

—আলমানিদো জুয়ান সম্পর্কে তদন্তের ভার আপনাদের হাত থেকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি। কাগজপত্র সবই আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন। আপাতদৃশ্য দুর্ঘটনার যে ছবি দেখছেন ওটা সাজানো। এটা একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। আলমানিদো জুয়ান সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব আপনাদের থাকবে না। তদন্ত আমরা করবো।

—রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড!

—আমার তাই মনে হয়। তবে তদন্তের ভার যে আমরা নিয়েছি সেকথা প্রকাশ করবেন না। প্রয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আমরাই যোগাযোগ করবো। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে একজন রাজনৈতিক গোয়েন্দা অফিসারকে আপনার অফিসে কাল পাঠাবো। তাঁর সামনে ঐ নাটকের দলের নেতৃস্থানীয়দের আপনি ডেকে পাঠাবেন। তারা যেন জানতে না পারে যে রাজনৈতিক গোয়েন্দা অফিসার তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন। আমি একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র ভেদ করবার চেষ্টা করছি। আলমানিদো জুয়ানের হত্যাকাণ্ড থেকে বিরাট একটা সূত্র পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার চিন্তিত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। রহস্যজনক রিভলভার এবার আরও যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে।

সাধারণ পুলিশ দপ্তরে রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের বিচক্ষণ অফিসারের সামনে মাতিনো, কার্ল, অ্যানা ও ইউজেনিও হাজির হয়েছিল যথারীতি। প্রত্যেককে পৃথকভাবে ডেকে পাঠানো হয়। জুয়ান ও নাট্যসংস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি অনেক প্রশ্ন করা হয়।

আপত্তি করবার মত অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নি। তবে সমস্ত কিছুই রেকর্ড করে রাখা হলো।

চূড়ান্ত রিপোর্টে তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সুপারিশে বলেছেন, গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে আমাব মনে হয়, হত্যাকারী আলমানিদো জুয়ান নিজে। নিজের ভুলের মাশুল সে নির্মমভাবে দিয়েছে। স্বাভাবিক যুক্তিতে আমার মনে হয়, তাড়াহুড়োতে অকেজো রিভলভারের জায়গায় সে নিজের শক্তিশালী রিভলভারটি ভুল করে অভিনয়ের দৃশ্যে ব্যবহার করেছিল। শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কারো ওপর সন্দেহ চালিয়ে দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ। এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

একমত হতে পারেন নি লরাস ক্যামারগো। তিনি কর্নেল গাইতানের কাছে রিপোর্ট পাঠান—অনুমানের উপর ভিত্তি করে এই নাট্যসংস্থার নেতৃস্থানীয়দের ও জুয়ানের পূর্ব ডায়রী অনুসরণ করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা উচিত। এটা নিছক দুর্ঘটনা আমি মানতে রাজী নই।

অনেক ভেবেচিন্তে কর্নেল গাইতান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। লরাস ক্যামারগোকে ডেকে বললেন,

—নাট্যসংস্থা ভেঙে দিয়ে এদের আটক করলে আমাদের লাভ হচ্ছে না। তা ছাড়া আমাদের রিভলভারটির সত্য পরিচয় বার করবার জন্যে চাপ আসবে। জুয়ান যে গোয়েন্দা দপ্তরের পে-রোলে ছিল একথা প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। কারণ সন্দেহভাজন যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা পূর্ব অপরাধের নজীর নেই। এদের ওপর আঘাত আসলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হবে। আমি নির্দেশ দিয়েছি সাধারণ পুলিশ বিভাগ তদন্ত শেষ করবে। ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে বলেছি। তবে জানানো হচ্ছে

রিভলভারের খোঁজ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আপনার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই নাট্যসংস্থা ও এই দলের সবার পেছনে লোক রাখতে। সূত্র কিছু হাতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করবেন। শুধু শুধু আটকে রেখে আমাদের কোনো লাভ নেই। আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলছি। অভিজাত, প্রভাবশীল এসব দিক ভেবে আমি কাউকে ছাড়বো না। সামান্য সূত্র পেলে আমি নির্মমভাবে মোকাবিলা করবো। তানিয়ার ঘটনা থেকে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্তই একমাত্র পথ। আপনার কথামত এখনই কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া জুয়ান যে সত্যিই নিজের ভুলের শিকার নয় একথা জোর করে বলা চলে না। মেকী বা অকেজো অস্ত্রের জায়গায় তার নিজের গুলিভরা পিস্তল সে হয়তো নিজের অজান্তে ব্যবহার করেছিল। তাড়াতাড়িতে সে গুলিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য সবই অনুমান। তাই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করতে হবে। বরং এই ঘটনার পর নিরাপদ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে তাদের মধ্যে একটা অসতর্কতা, বেপরোয়া হবার ঝোঁক ও গোয়েন্দাদের সম্পর্কে নিরুৎসাহের ভাব দেখা দেবে। যদি এরা কোনোভাবে গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়, ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কেউ কেউ সংযোগ রক্ষা করার কাজে থাকে, সক্রিয় বিপ্লবী কেউ হন, আমাদের আটক করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি লা পাজ-এর নেটওয়ার্ক নষ্ট করতে চাই। তাই জেকব মারকাস্ সম্পর্কে আমি নতুন নিয়মে ভাবছি। এ পর্যন্ত একটা কথাও বার করা যায় নি। মারকাস্ সম্পর্কে আমি অসম্ভব হতাশ হয়েছি। আজকের খবর কী ?

—যতদূর জানি তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। আপনি কী নিয়মে ভাবছেন ?

—অনেক কিছুই ভাবছি। মনে হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা অন্য

নিয়মে সাজাতে হবে। কৌশলের পরিবর্তন করার দরকার হতে পারে। এমন কী আমাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভেবে গুরুতর ঝুঁকিও আমাদের নিতে হতে পারে। আমি নিজে সবটা পর্যালোচনা করবার জন্তে একটা অধিবেশন ডাকবো ঠিক করেছি। আশা করি তাতে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছোতে পারবো।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় জুয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ মোটামুটি মেনে নেওয়ায় কয়েক সপ্তাহের অনিশ্চয়তার গুমট ভাবটা অনেকটা কেটে গেল। প্রশ্নটা তুলেছিল ইউজেনিও। নিতান্তই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। সে আলোচনার অনেকটা জুড়ে মারকাস্। কার্ল খবর এনেছে হাসপাতালে মারকাস্ এখন অনেক সুস্থ। কথার মাঝখানে ইউজেনিও বেফাঁস প্রসঙ্গ তুলেছিল সেদিন। মাতিনোকে বলে,

—আকস্মিক দুর্ঘটনায় জুয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ মেনে নেওয়ায় দুশ্চিন্তা আর আমাদের নেই। ওদিক থেকে আঘাত আসছে না। কিন্তু আমার কৌতূহল, এই বিয়োগান্ত নাটকটির প্রকৃত পরিচালক কে? এখানে আমরা ছাড়া কেউ নেই। নিশ্চয়ই খোলাখুলি কথা হতে পারে।

মাতিনো কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো। তারপর ধীরে মুখটা তুলে ইউজেনিওকে বলে,

—আমার অনুমান তুমিই নাটকের শেষ দৃশ্যের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছিলে।

—তোমার অনুমান সত্যি হলে আমি খুশীই হতাম। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে এখনও রহস্য।

মাতিনো কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে,

—তুমি সত্যি বলছো ইউজেনিও?

—তবে বলছি কী। কার্ল তুমি কিছু জান?

—ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও গুরুতর রহস্য।

অ্যানা চুপচাপ কোণের দিকে বসেছিল। কার্ল-এর কথায় ফিরে তাকিয়ে বলে,

—কার্ল তুমি নাটকের শেষের দিকে গ্রীণরুমে ঢুকেছিলে আমার বেশ মনে পড়ে। আমার স্পষ্ট মনে আছে জুয়ানের শেষ দৃশ্যের পোষাক তুমি নাড়াচাড়া করেছিলে। আমার আরও মনে পড়ে…

কার্ল অ্যানার কথা কেড়ে নিয়ে মাথা নেড়ে বলে,

—আমরা যুক্তিহীন কৌতূহল প্রকাশ করছি। আমি দায়িত্বহীন মন্তব্য করতে চাই না। এ নিয়ে কোনো আলোচনা তোলাই বিপজ্জনক। এটা দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। এখানে আমি পুলিশ রিপোর্টের সঙ্গে একমত।

কব্জিটা নাড়াতে আজ আর যন্ত্রণা নেই। লোহার খাটের পিঠের দিকটা উঁচু করে আধশোয়া হয়ে বসেছিল মারকাস্। হাতের কব্জিটা দেখছিল। এ কদিনের নানা কথাই ভাবছিল। সবটাই কেমন দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। ডাক্তার বলেছেন, সপ্তাহখানেক পর হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পাবে। কিন্তু সেই বন্দীশালার কথা মনে হতেই চোখের সামনের দৃশ্যমান সমস্ত কিছুই কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। অনেকের কথাই মনে পড়ে। কে কোথায় কেমন আছে কে জানে! মাতিনো যদি ধরা পড়ে, লা পাজ-এর বিপ্লবীদের অনেকেরই বিপদাপন্ন হবার আশঙ্কা। নিজের ওপর মনটা কেমন খিঁচড়ে যায়। অত্যাচারের কোন স্তরে সে তার মানসিক সমস্ত শক্তি হারিয়েছিল আজ আর মনে নেই। যুক্তি দিয়ে মারকাস্ নিজের স্বপক্ষে সমর্থন খুঁজে পায় না। নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হয়। এ যেন এক সুবিধাবাদ। হাস্যকর সংগ্রামবিমুখতা। এ ধরনের পলায়নের স্বপক্ষে প্রকৃত কোনো বিপ্লবীর সমর্থন বা সহানুভূতি থাকা উচিত নয়! প্রকৃত বিপ্লবী হিসাবে এই নৈতিক পরাজয়ের গ্লানি মারকাস্ কাটিয়ে উঠতে পারে না।

দরজায় প্রতীক্ষারত সদাজাগ্রত পাহারা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকতে দেখা গেল। পরক্ষণেই আধা মুখচেনা এক সামরিক অফিসার কেবিনে এসে ঢুকলেন। বন্দী অবস্থায় কোনোদিন এই মানুষটিকে মারকাস্ দেখে নি। হাসপাতালেই দু'একবার তত্ত্বাবাসে এসেছেন। অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোক। মতলবের বর্শা উঁচিয়ে প্রশ্ন করতে দেখা যায় নি।

—বেশ ভালই তো আছেন দেখছি। আপনাকে তো সামনের সপ্তাহে ছেড়ে দেওয়া হবে।

—হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে আবার তো সেই খোঁয়াড়ে

ঢুকতে হবে।

—ওসব আমি জানি নে। আমি আপনাদের মত বীরপুরুষদের দায়িত্ব নেব যতক্ষণ এই হাসপাতালে আপনারা থাকবেন। এখান থেকে পালালে আমার দোষ। জানালা দিয়ে গলে এই চারতলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করলে আমি অপরাধী।

—পালানোর ক্ষমতা আমার নেই। মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি, পারি নি। চারতলা থেকে লাফিয়ে পড়ার বাসনাও আমার আজ নেই।

—ডাক্তারও তাই বলেন, বিছানা থেকে এখনও আপনি উঠতে পারেন না। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস নেই। দু'একটা এমন কাণ্ড আগে হয়ে গেছে তারপর থেকে ডাক্তারের কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। বড় রকমের অপারেশনের ত্রিশ ঘণ্টা পর আপনাদেরই মত একজন গত বছর পালিয়েছিলেন। তাজ্জব মানুষটি সিঁড়ি দিয়ে সবার চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। লিফ্‌টও ব্যবহার করেন নি। তবে যাই বলুন, ঐ মেয়েটার দিকে তাকিয়েও এ কাজটা করা অন্তত আপনার উচিত হয় নি।

মারকাস্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতে সামরিক অফিসার কৌতূহলী হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলেন,

—নিচে বসে চারটে বাজার অপেক্ষায় আছেন। আপনার প্রতি আমার আদৌ সহানুভূতি নেই, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখে খুব খারাপ লাগে। প্রথম দিন জেরা করার সময় তো কেঁদেই ফেললেন।

—বুঝেছি, আপনি লরার কথা বলছেন। সে এসেছে বুঝি?

—যে পথ বেছে নিয়েছেন তাতে প্রেম ভালবাসার খুব একটা মূল্য নেই, তবে কেন খামাখা মশাই একটি মেয়েকে এভাবে কষ্ট দেন। স্বাভাবিক জীবন যখন আপনাদের নয়, সেখানে অন্য একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করেন কেন?

—আপনি ভুল করছেন অফিসার। লরার সঙ্গে আমার কোনো

সম্পর্ক নেই। আমি যেদিন গ্রেপ্তার হই, লরাকেও সেদিন অকারণে আপনারা গ্রেপ্তার করেছিলেন। তার আগে লরাকে আমি কোনো দিন দেখি নি। হাসপাতালে আসার কদিন পর লরা ছাড়া পেয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আপনি যে ভাবে ব্যাপারটা দেখছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগসূত্র নেই। কষ্ট দিয়েছি বলতে পারেন, জীবনও লরার কিছুটা নষ্ট করলাম। বেচারার চাকরীটা গেছে।

—এ সব কথাই শুনেছি। তবে বিশ্বাস হয় না। সাধারণ যে কোনো মানুষ আপনাদের মত বিপজ্জনক লোকের থেকে দশ হাত দূরে থাকবে। আপনি তার জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। চাকরীটাও তার আপনার জন্যে গেছে, কিন্তু তবু সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে। অনেক আগে থেকে এসে প্রতীক্ষা করে। আর সবচেয়ে বড় কথা যে মেয়ে নাইট ক্লাবে ফ্লোর শো-তে, হোটেলের নাচের উঠনে পছন্দ মত নিত্য নতুন পুরুষ বন্ধু জুটিয়ে থাকে সে আপনার মত সর্বনেশে লোকের পেছনে সুন্দর বিকেল কষ্ট করবে কোন দুঃখে। আসলে আপনারা কেউ সত্যি কথা বলেন না। মেয়েটি আপনাকে ভালবাসে এ কথা স্বীকার করতেও আপনার আপত্তি। কিন্তু আমাদের এত গাড়োল মনে করেন কেন? আপনার একটা যুক্তিও ধোপে টেকে না।

—লরাকে আমি বারণ করেছিলাম। কিন্তু সে আসতে চায়। আমি তাকে বাধা দেব! সে হয় না। চাকরী হারানোর ব্যাপারটা সত্যিই বড় দুঃখের। সন্দেহ আর অবিশ্বাস থেকে আপনাদের চারিত্রিক গড়ন এমন হাস্যকর রকম দেউলিয়া যে সুস্থ মানুষের মানসিকতা উপলব্ধি করতে পারেন না। আপনারা এক তাজ্জব লোক। যাক কী বলতে চান বলুন।

—বলার কিছু নেই। সপ্তাহের রিপোর্ট দিতে হবে তাই সরজমিনে আপনার খোঁজ নিয়ে গেলাম। সামনের সপ্তাহে

আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

—বেশতো! আবার আমি আমার আগের জীবনে ফিরে যাব।

—আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। সামরিক অফিসার বলতেই আপনারা মনে মনে একটা ছক কেটে নেন। সবাই সমান নয়। আমারও স্ত্রী আছে। তাকে আমি ভালবাসি। ছেলেটাকে দেখি না আজ ছমাস। পুরোপুরি হাস্যকর দেউলিয়া অসুস্থ মানসিকতা নিয়ে আপনাদের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, এটাই শুধু সত্যি কথা নয়।

—আপনাকে কটাক্ষ করে আমি কিছু বলতে চাই নি। আমি সামরিক চরিত্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন করেছি। আপনারা শিক্ষিত, এই দেশেরই মানুষ। কিন্তু অত্যাচারী শাসনযন্ত্রের অন্ধ ভক্ত। আপনারা কোনোদিন জয়লাভ করতে পারেন না। ধূমকেতুর মত ইতিহাসের পাতায় আপনারা উদয় হন, আবার অল্প সময়ে মিলিয়েও যান। আপনাদের পূর্বসুরীর কবর থেকে যাত্রা সুরু করে কিছুদিন পর নিজেদের সমাধি রচনা করেন। ইতিহাসের পাতায় হিটলার-মুসোলিনী থেকে সুরু করে দক্ষিণ আমেরিকার টুকরো টুকরো দেশের একনায়কত্বের এই একই পরিণতি। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস সেই একই পথ বেছে নিয়েছেন। ভুলে যাবেন না, পঁচিশ বছর আগে আমাদের দেশের ল্যাম্পপোষ্টে দেশের প্রেসিডেন্টকে ঝুলতে হয়েছে। এই অনিবার্য ইতিহাস আপনারাও এড়াতে পারবেন না। হাসপাতাল থেকে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখানে আমি যে চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা পেয়েছি তার তুলনা নেই। কিন্তু আমি জানি আমাকে কেন বাঁচিয়ে রাখা আপনাদের দরকার। আবার এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছি। ষড়যন্ত্র আর নানা ছলনার রহস্যজাল নতুন করে আমার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। আপনারা আপনাদের ইচ্ছেমত আমাকে হত্যা করবেন। সেখানেও আমার কোনো বক্তব্য নেই।

সামরিক অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান,

—আপনার জ্ঞানের কথা শুনতে মন্দ লাগে না। আদর্শবাদীদের বক্তৃতা সব সময়ই বেশ গুরুগম্ভীর হয়। যাক আমি চললাম।

হাত নেড়ে সামরিক অফিসার বিদায় নিলেন। দরজার প্রহরী আর এক প্রস্থ সেলাম ঠোকে। নার্স অভ্যস্ত নিয়মে তার রুটীন মাফিক একটা ইনজেকশন দিয়ে গেল। জানিয়ে গেল কব্জির সেলাই কাল সকালে কাটা হবে।

কিছুক্ষণ পরই লরা এলো।

হাতের ফলের ঠোঙা মিডসেফ-এর ওপর নামিয়ে রেখে মিষ্টি হেসে কাছে এসে বসে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে বলে,

—কেমন আছেন আজ। চোখটা এখনও সারে নি দেখছি।

—ভালই।

—আমি তো দেখছি অনেক ভাল। আপনাকে আগের চেয়ে অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে।

—কালকেও তোমাকে আমি বলেছি, কিন্তু শুধু শুধু কেন আস! ছাড়া পেয়ে সাহস বেড়েছে। হয়তো এর পরিণতি ভাল হবে না। নতুন করে সন্দেহ হবে।

—আপনিও দেখছি আমার বাবার মত ভয় পাচ্ছেন। ভয় আমিও পেতাম কিন্তু আজ আর ভয় পাইনে। চাকরীর ভয় ছিল—সেটা গেছে, এখন হারানোর আমার কিছু নেই।

—বাবাকে না বলে এসেছো?

—আসলে আপনি আমার বাবাকে চেনেন না। ভেতরে ভেতরে আপনার ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু মুখে প্রকাশ করবেন না। একে বয়স হয়েছে, তারপর আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় তাই বাবার ভেতরের চরিত্রটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বলে আসি নি কিন্তু বাবা জানেন আমি এখানেই আসবো।

—আমার কিন্তু মনে হয় তুমি ভুল করছো। তুমি কষ্ট পাবে

তাই আমি খুব পীড়াপীড়ি করি নি কিন্তু রোজ রোজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার কোনো যুক্তি নেই ওদের কাছে। ভদ্রতা, হৃদয় বা মানবতা এদের মাথায় আসে না। আমি যখন ভালই আছি, এখন আর তোমার আসার দরকার নেই। কখনও ভাল, কখনও খারাপ আমি থাকবো। তুমি এলে আমার ভালই লাগে। তুমিই একমাত্র বাইরের লোক যে আমার সম্পর্কে আজ আগ্রহী। তবে তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে মনে হয় খুবই বোকামো হচ্ছে। ওরা সন্দেহ করবে নতুন করে। আর কিছু না হলেও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্মে তোমাকে আটকে রাখতে পারে।

—আজ আপনাকে শ্রদ্ধা করি। ভক্তি করি আপনাকে। থাকতে আমার ভাল লাগে। আপনি বাধা দেবেন না।

—কিন্তু ওরা এই শ্রদ্ধা, ভক্তির মর্যাদা দেবে কী?

—চাই না, আমার কাছে সেদিন নানা কথার চাতুরী দিয়ে অনেক কথাই জানতে চাইছিল। ওদের মতলব আমি বুঝি। আপনার সঙ্গে আমার কী কথা হয় শোনবার খুব আগ্রহ। একটা মেয়ে নার্স আছে, নির্লজ্জের মত কটাক্ষও তার আমি শুনেছি। ওরা ভাবতেই পারে না আপনার সঙ্গে আমার একটা নিঃস্বার্থ, শ্রদ্ধার সম্পর্ক থাকতে পারে। কলুষমুক্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

মারকাস্ লরার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে,

—লরা, তোমার কিন্তু অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। মনে হয় অল্প কিছুদিনে তুমি অনেক বেশী জীবনকে বুঝতে পেরেছো।

—জানি না, আপনার সঙ্গে আশ্চর্য এক যোগাযোগে দেখা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত, বড় নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার এক পবিত্র উপলব্ধি হলো। দৈনন্দিন জীবনে যেগুলোকে অপর্যাপ্ত মূল্য দিয়েছি সেগুলোর অনেক কিছুই আজ অতি স্থূল মনে হয়। যে পরিবেশে আপনার সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হলো, আর আপনার ভবিষ্যতের সঙ্গে আমার পরিণতি একসূত্রে বাধা হয়,

সেখানে আমার উপস্থিতিও আশ্চর্য রকম অভাবনীয়। ঐ হোটেলে সেদিনই আমার প্রথম দিন। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে আমি নাচতে গেলাম। আঁদ্রে মরিশ আমাকে ঐ হোটেলে দেখা করতে বলে। আমদানী-রপ্তানীর এক মার্কিন সংস্থার সঙ্গে সে যুক্ত। সে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। ভাল চাকরী জুটিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। ঐ কোম্পানীর ক্ষমতাশালী একজনের সঙ্গে সেদিন আঁদ্রে আমার আলাপ করিয়ে দেবে বলেছিল। অপেক্ষা করছিলাম, আঁন্দ্রের দেরী হচ্ছিল। হঠাৎ আপনি এলেন। নাচের উঠোনে সেদিনের পরিচিত বাজনা অজান্তেই আমার পা দুটোকে অস্থির করে তুলছিল। নাচতে আপনার ইচ্ছে কিন্তু আমার তখন আগ্রহ। আঁদ্রে মরিশ-এর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মার্কিন সংস্থার ক্ষমতা-শালী ব্যক্তির কথা তখন আমার মাথায় ছিল না। তারপর যা হলো, তার জের এখনও আমরা টেনে চলেছি।

—দোষ আমারই। আমারই সামান্য ভুলের মাশুল তোমাকে দিতে হয়েছে।

—জেলে তবু আমি ভাল ছিলাম। সামান্য ক'সপ্তাহে এতদিনের পুরোনো পৃথিবী যে এতটা অচেনা হয়ে যাবে ভাবতে পারি নি। অবশ্য এ সঙ্কট সাময়িক। এ অবস্থা আমিই কাটিয়ে উঠতে পারবো।

—আমি তোমার অবস্থা বুঝতে পারি। সবচেয়ে আমার খারাপ লাগে যখন দেখি আমি সম্পূর্ণ নিরুপায়, তোমার সুন্দর জীবনে দুর্যোগ আমিই টেনে এনেছি। অত্যাচারের প্রচণ্ড তীব্রতার মধ্যে আমার দিন গেছে। তবু আমার কাছে কোনোটাই অপ্রত্যাশিত নয়। আমি জানি, আমাদের জীবনে এইটাই স্বাভাবিক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী সরকারের নিষ্ঠুর খাকি শাসনের চরিত্রের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার অত্যাচার, হত্যা আর বিরামবিহীন সন্ত্রাস। পৃথিবীকে যারা সুন্দর করতে চায়, দেশকে যারা সাধারণের

বাসযোগ্য করবার চেষ্টা করবে, অন্তঃসার শূন্য, সম্পূর্ণ দেউলিয়া শাসনকে পরাস্ত করে দেশের জনগণকে যারা মুক্ত করবার মহান সঙ্কল্পে অবিচল থাকবে, তাদের মৃত্যুর জন্যে তৈরী থাকতে হবে। পৃথিবী বড় সুন্দর। জীবন বড় মধুর। আমি ভয় পেয়েছিলাম। নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম। তাছাড়া ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মানসিক অবস্থার ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছি। বর্ণনাতীত অত্যাচারের গ্লানি আমি সহ্য করতে পারি নি। অন্যায় করেছি। এখন উপলব্ধি করি। কিন্তু তোমার সান্ত্বনার কিছু নেই। এই নিরুপায় জীবনের প্রস্তুতি ছিল না। একটি মেয়ের পক্ষে এ আঘাতে সামলে ওঠা মুস্কিল।

—যাক কাজের কথায় আসা যাক, আপনি বলবেন অর্থহীন, তবু আমি আজ সকালে উকিলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমার শুভানুধ্যায়ী। সব শুনে বললেন, আদালতে বিচারের দাবী জানিয়ে একটা চেষ্টা চালানো দরকার। আমি তাঁকে কাগজপত্র তৈরী করতে বলেছি।

—তুমি ভুলে যাচ্ছো লরা, কাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে! এ আদালত তো তাঁদেরই সৃষ্টি। তাছাড়া এ ধরনের মামলা গ্রাহ্য হবে কী? তোমার পরিচিত উকিল কী যুক্তিতে মামলা করবার পরামর্শ দিয়েছেন জানি না, কিন্তু আমি জানি অযথা কিছু সময় ও খরচই হবে শুধু।

—আমি চেষ্টা চালিয়ে যেতে চাই। তাছাড়া আমি আরও ক্ষমতাশালী বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করবো। সেই কারণে দরকার হলে আপনার সম্পর্কে আগ্রহী দু-একজনকে আমার দরকার হবে হয়তো।

—আমি তো দেখেছি তুমি ছাড়া আমার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয়। একমাত্র বাইরে থেকে তুমিই এসেছো আমার খোঁজ নিতে। আমার সম্পর্কে আগ্রহী, শুভার্থীদের কথা আজ আর আমার মনে পড়ছে

না। তাঁরাও আমাকে ভুলে গেছেন।

—যাহোক আপনাকে সব জানালাম। হয়তো কিছুই হবে না, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া এই বন্দী জীবন যাপনের কোনো অর্থ নেই।

—খুব সত্যি কথা। পুলিশের হাতে ধরা পড়াটাই চরম ব্যর্থতা। এখানেও প্রচুর পাহারা। দরজায় দিবারাত্রি সশস্ত্র গার্ড। পালানোর কোনো উপায়ই নেই।

মারকাস্ এক দৃষ্টিতে লরার দিকে তাকিয়েছিল। লরাকে এত গভীরভাবে বোঝবার চেষ্টা মারকাস্ কোনোদিনই করে নি। লরার নরম উষ্ণ বুকটার মধ্যে অপর্যাপ্ত অন্তর সম্পদ অনুধাবণ করবার সুযোগও ইতিপুর্বে হয় নি। লরাকে আজ অনেক বেশী পরিণত ও পবিত্র মনে হয়।

লরা কথা বলতে বলতে ফল কাটছিল। মারকাস্ কয়েক মুহূর্ত্ত পর বলে,

—আঁদ্রে মরিশ-এর কথা বলছিলে!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকিয়ে লরা মন্তব্য করে, 'কেন আপনি চেনেন নাকি?'

—না! তবে তাঁর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ করা উচিত। ভাল চাকরী না হলেও খোয়ানো কাজের মত অন্তত একটা সে নিশ্চয়ই জুটিয়ে দিতে পারবে। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলে?

বিষণ্ণ একটুকরো হেসে লরা স্নিগ্ধ চাউনী মারকাস্-এর ওপর তুলে ধরে বলে,

—করেছিলাম! সে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। আমাকে দেখে আঁদ্রে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেল। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ। দেখলাম সে সবই জানে। ব্যাগ খুলে একমুঠো নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এই সাহায্য তুমি নিয়ে যাও। আমি তোমার কোনোদিন ক্ষতি করি নি, আমাকে তুমি বিপদাপন্ন করো না। আর কোনোদিন

এস্ না লরা। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

—আশ্চর্য।

—প্রথমে আশ্চর্য আমিও হয়েছি। আঁদ্রে-র সে ব্যাকুলতা আমি জীবনে ভুলবো না। সব কথা ভেঙে বলবার মানসিক অবস্থাও আমার ছিল না। আমি চলে এসেছি। আজ আঁদ্রের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবু এত ভীরু, কাপুরুষ আর এতটা করুণার পাত্র হিসাবে আঁদ্রেকে দেখে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল সেদিন।

—তবু তোমার তরফ থেকে পরিষ্কার একটা ধারণা তাঁর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল।

লরার ঠোঁটে পূর্বের ম্লান হাসি,

—আঁদ্রে কী সে কথা বিশ্বাস করতো! কখনই নয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে নিজেকে এক নতুন মানুষ মনে হচ্ছে। পুলিশের কথা আমি ধরি না, কিন্তু যাঁরা আমাকে বহুদিন ধরে জানেন তাঁরাও মনে করেন আমি একজন বিপজ্জনক মেয়ে। আমি নাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত। বাবা বড়লোক আত্মীয়স্বজন এড়িয়ে চলেন। এত আত্মসম্মানী লোক। বাবার জন্যেই আমার কষ্ট হয়। আত্মীয়স্বজন এখন তো আরও খোঁজ খবর নেবে না। অবশ্য বাবার সঙ্গে আমার বড়লোক পিসির তিক্ত সম্পর্ক দীর্ঘদিনের।

—তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। প্রচণ্ড সন্ত্রাসের চাপে সবাই অসম্ভব রকম ভীত। নিদারুণ ভীতি থেকে এ ধরনের মনভাব সৃষ্টি হয়। আমার স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, আমিও ঠিক তাঁদের বিপরীতধর্মী চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাকে সন্দেহ করেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তুমি পুলিশের লোক। আমার সঙ্গে তোমার ধরা পড়াটা সাজানো। এ চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি। তোমার বাবার সর্বস্বান্ত মুখটাও সেখানে মিথ্যে মনে হয়েছে।

ঢং ঢং করে করে ঘড়িতে ছ'টা বাজলো।

লরাকে এবার চলে যেতে হবে।

—কাল আবার আসবো।

মারকাস্ স্মিত এক টুকরো হাসে। পূর্ণদৃষ্টিতে লরার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

—পথে সাবধানে চলবে। দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলবে না।

—আমার জন্য আপনার কোনো ভয় নেই। আমার জন্যে নিচে একজন অপেক্ষা করছে।

মারকাস্ বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলে।

—অপেক্ষা করছে! কে?

—থ্যাবড়া নাকওয়ালা গোয়েন্দাটা। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগতো। এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করবে। এমন কী বেকার দপ্তরে নাম লেখাতে গেছি, সেখানেও মনযোগ দিয়ে দেওয়ালের নোটিশ পাঠ করছে। হয়রানীই হবে।

—ঐ তো ওদের কাজ। তবে যতটা পারো নিজকে বাঁচিয়ে চলবে। সরকার বিরোধী কোনো রকম কাজের সঙ্গে যখন তুমি কোনো ভাবেই যুক্ত নও, সেখানে থ্যাবড়া নাকওয়লাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তবে সন্দেহ তোমাকে পুরোপুরি করে। তুমি যদি মনে করো নিতান্তই ভদ্রতা, নাগরিকের অধিকার আর সৌজন্যবোধ থেকে আমার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে ভুল করবে। সিকিউরিটি পুলিশ মনে করে আমার মত গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে তুমিও যুক্ত। হাসপাতালে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার গোপন কথা হবে। বাইরে থেকে আমার নির্দেশে তুমি গুপ্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তাতে তাঁদের সুবিধা হবে। তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়তো সেই কারণেই। তাই ঝোঁকের মাথায় ক্ষণিকের দুর্বল মুহূর্তে বেফাঁস মন্তব্য করবে না। এই ভাবেই স্বাভাবিক জীবনে তুমি অল্পদিনেই ফিরে যেতে পারবে।

পর্দা সরিয়ে পাহারারত সেনা এবার হাঁক ছাড়ে, 'সময় হয়ে গেছে। চলে যান।'

বিদায় নিয়ে লরা কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো।

শূন্য ঘরে মারকাস্ লরার কথাই ভাবতে থাকে। রাজনীতি সম্পর্কে আনাড়ী কিন্তু স্বাভাবিক অন্তর সম্পদ ও সুস্থ মানসিকতা লরাকে মর্যাদা দিয়েছে। যুক্তির চেয়ে হৃদয় ও বুদ্ধির চেয়ে অন্তর দিয়ে লরা অনেক বেশী পরিচালিত।

কফিঘরের ব্যালকনিতে অ্যানা অপেক্ষা করছিল। মার্তিনো এলো প্রায় আধঘণ্টা পরে। প্রথমটা মার্তিনো অ্যানাকে চিনতেই পারে নি। সাজগোজের ঘটা দেখে সে নিজেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। অ্যানা কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বলে,

—আমাকে এ ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছো! অপেক্ষা করে করে চলে যাচ্ছিলাম।

পাশের দু-একজনকে শুনিয়েই মার্তিনো বলে,

—কী করবো লক্ষ্মীটি রাগ করো না। ষ্টুডিওতে একগাদা কাজ সেরে আসতে হলো। দোকানদার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রেম করবার হাজার ঠেলা। আমি জানি তুমি রাগ করবে কিন্তু উপায় ছিল না। আপনার ঘড়িতে ঠিক সময় দিচ্ছে কী?

শেষ প্রশ্নটি মার্তিনো পাশের লোকটাকে করে।

লোকটি অস্বাভাবিক রকম চমকে উঠে দুপা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায়। তারপর থতমত খেয়ে বলে,

—ঠিকই আছে, এখন পাঁচটা দশ।

—ধন্যবাদ।

—অ্যানা চল একপাত্র কফি পান করা যাক।

বিনা বাক্যব্যয়ে অ্যানা মার্তিনোর সঙ্গে আসে। অ্যানার ক্ষীণ কটির ওপর হাত রেখে মার্তিনো শ্লথ গতিতে এগিয়ে যায়। নিচু গলায় ফিসফিস করে বলে,

—টিকটিকি বড় বেশী জ্বালাতন করছে ইদানীং। তোমার পেছনেও লেগে আছে।

—কী করে বুঝলে?

—সময় জানতে চাইলাম যার কাছে সে বেটা পুলিশের লোক। তোমার ওপর নজর রাখছিল।

—ঠিক ধরেছো তুমি। এত লোকের মধ্যে তোমার চিনতে অসুবিধে হয় নি আশ্চর্য। ধারে কাছে তো অনেকে ছিল। লোকটা ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ড থেকে আমার পিছু নিয়েছে।

—সেই কারণেই তো তোমার সঙ্গে ঢলাঢলি করছি। শুনিয়ে কথা বললাম। তাছাড়া এদের চেনার একটা কৌশল তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। জুতোটা লক্ষ্য করবে সব সময়। সাদা পোষাকে থাকলেও এই টিকটিকিগুলোর জুতো প্রায় সময়ই একরকম। ভারী আর ভোঁতা মুখের কালো স্যু। চওড়া ফিতে। মাপেরও গড়বড় লক্ষ্য করেছি। কারণ নিজের পয়সায় স্যু কেনবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। পাঁচজনের মত পোষাক করলেও প্রায় সময়ই বিনা পয়সায় পাওয়া পুলিশের জুতোই এদের পায়ে দেখবে।

কাফের একধারে কোণের সিটে তুজনে জায়গা নিল। বলতেই তু পাত্র কফিও এসে গেল। খুব একটা ভিড় নেই। রেডিওর যন্ত্র সঙ্গীতে সুবিধা অসুবিধা তুই-ই ছিল। মাতিনোর আবভাবে প্রেমে ডুবে থাকা মানুষের বোকামি।

—তোমার সঙ্গে আমার এত জরুরী কথা জানানোর আছে, আগে জানলে দোকানে বা তোমার বাড়িতে দেখা করাই স্থির করতাম।

—কার্লো কী খবর এনেছে?

—কাল রাত্রে বিকার্দো লা পাজ এসেছেন। আজ দেখা হয়েছে।

—বল কী!

—ইউজেনিও আর এ্যালভারো ছাড়া আরও তিনজনকে ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ওরা সোজা কামিরী হয়ে জঙ্গলে চলে যাবে। জঙ্গলে আমাদের সাফল্যের চেয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নিদারুণ। প্রচুর মালপত্র খোয়া গেছে। আমাদের পাঠানো রক্ত প্লাজামা ও ওষুধ এখনও পৌঁছোয় নি। যোগাযোগ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

কমরেড রিকার্দো বলেন, দু-একজন ছাড়া সবাইকেই চলে যেতে হবে। গেরিলা চাপের তীব্রতা না বাড়ালে গুরুতর বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। সংঘর্ষের এই স্তর সামলে উঠে অন্য সব কিছু ভাবতে হবে। সামরিক চাপ বৃদ্ধির জন্য জঙ্গল থেকে নির্দেশ এসেছে। কার্ল ছাড়া তোমাকে আমাকেও রিকার্দো চলে যেতে বলেছেন। তবে আপাতত আজ পাঁচজন যাচ্ছে। আমাদের যাবার আগে অনেক প্রস্তুতি চাই। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কমরেড রিকার্দো কিছুক্ষণ পর রওয়ানা হয়ে যাবেন। কার্ল খবর এনেছে মারকাস্ হাসপাতাল থেকে আবার জেলে ফিরে যাবে। সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

ধারে পাশে কেউ ছিল না তবু অনেকগুলো কথা সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ ভঙ্গীতে ফিসফিস করে মাতিনো বলে গেল। অ্যানা চুপচাপ কথাগুলো শুনলো। এলোমেলে বহু চিন্তা মাথার মধ্যে বয়ে যায়। কফি শেষ করে বললো,

—কমরেড রিকার্দো আমার সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

—খুব ব্যস্ত মানুষ। সময়ও খুব কম ছিল। তোমার কথাও উঠেছিল। কোচাবাম্বার অধিবেশনে তোমার বক্তব্য সম্পর্কে তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন। তোমার রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো ও মূল বক্তব্যের তারিফ তিনি আগেও করেছেন, কিন্তু সামরিক শক্তির অগ্রাধিকার ও ল্যাতিন আমেরিকার নিজস্ব সংগ্রামী পদ্ধতির বিষয়ে তোমার অনেক কিছু জানবার আছে।

—এ নিয়ে আমি আলোচনায় যোগ দিতে চাই। তোমার কী মত মাতিনো?

—কী বিষয়?

—কোচাবাম্বা অধিবেশনে তাড়াহুড়োতে আমাদের অনেক প্রশ্নের আশানুরূপ আলোচনা হয় নি। বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বক্তব্য থাকলে সেগুলো দ্রুত আলোচিত হওয়া উচিত। আমার খুব

ইচ্ছে আমার সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা হোক। রাজনৈতিক বক্তব্যের চেয়ে সামরিক সংঘর্ষকে প্রাধান্য দেওয়া, আর অমার্ক্সীয় বিপ্লবীদের নিয়োগ করার ব্যাপারে আমি ষোল-আনা বিরোধী। কমরেড রিকার্দো একজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী কিন্তু রেজি ডব্রের বিপ্লববাদে তিনি পুরোপুরি আচ্ছন্ন।

—আমি তোমার সঙ্গে একমত অ্যানা। এ নিয়ে আলোচনার সময় আমরা পাব। এবার আমাদের জীবনে হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আসছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই উৎসাহ বোধ করছি।

ব্যালকনিতে মাতিনো সময় জানতে চেয়েছিল যার কাছে, সেই আগন্তুক যুবাকে হঠাৎ এগিয়ে আসতে দেখা গেল। অ্যানার চোখে পড়েছে আগে। লোকটা কাছের একটা সিট জাঁকিয়ে বসে। অ্যানা ব্যাগ খুলে আয়নায় নিজের ঠোঁট জোড়াটি দেখতে অতিশয় মনযোগী হয়ে পড়ে।

'যদি কিছু মনে না করেন, একটু বিরক্ত করবো আপনাকে', সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে লোকটা এবার মাতিনোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে।

ঘুরে তাকায় মাতিনো, 'আমাকে বলছেন ?'

—আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু সেদিনের নাটক আপনার দেখলাম।

সোৎসাহে একগাল হেসে মাতিনো বলে, 'আচ্ছা' !

—'মুক্তি নেই' আপনাদের আবার কবে অভিনীত হবে বলতে পারেন ?

দুপাশে মাথা নেড়ে মাতিনো বলে,

—বলা শক্ত। অভিনয় যখন দেখেছেন তখন নিশ্চয়ই সেদিনের দুর্ঘটনার কথা জানেন। ঐ সেনাধ্যক্ষর চরিত্রে রূপ দেবার মত যোগ্য অভিনেতা এখনও আমাদের পছন্দসই জোটে নি। পেলেও

শীঘ্রই ও নাটকের অভিনয় করতে পারবো বলে মনে হয় না।

—সত্যি, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। এ ধরনের দুর্ঘটনা। আমরা তো প্রথমটা ধরতেই পারি নি। বড় খাসা অভিনেতা ছিলেন ভদ্রলোক।

মাত্তিনো চোখে মুখে বিষাদের ছাপ টেনে চিন্তিত ভাবে বলে,

—ও রকম অভিনেতা আমরা আর পাব না। আমাদের মধ্যে সেই ছিল যোগ্য লোক, প্রকৃত শিল্পী। এ প্রচণ্ড আঘাত সামলে ওঠা কঠিন।

—আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু আপনাকে আমি জানি। আপনি হেরণান মাত্তিনো, আপনিই তো নাট্যকার-পরিচালক।

—আপনার অভিনয় বা নাটকের বাত্তিক আছে নাকি?

—সে এমন কিছু নয়, তবে সমঝদার বলতে পারেন। নাটক আমি দেখি।

—আসুন না আমাদের সংস্থায়। সময় যদি করতে পারেন, আমাদের নাটক যদি পছন্দ হয়, শুধু সমঝদার না হয়ে হাতে কলমেও কিছু করতে পারেন।

—সমঝদার হবার দায়িত্ব নেই, কিন্তু হাতে কলমে কিছু করতে গেলেই নিজের দৌড় হয়তো ধরা পড়ে যাবে।

—ভয় পাবার কিছু নেই, আমাদের মধ্যে সবাই প্রধানত সমঝদারই। দু একজন ছাড়া কারো বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই।

—আচ্ছা ঐ দুর্ঘটনার কোনো কিনারা হলো! সত্যিই কী দুর্ঘটনা! কিছু মনে করবেন না। ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হলেও খুব অস্বাভাবিক।

—অস্বাভাবিক তো বটেই। এখনও আমার কাছে পুরোপুরি ধাঁধাঁ। কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পাইনে। পুলিশ তো এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা যে পুরোপুরি দুর্ঘটনা পুলিশ বলছে বটে কিন্তু আমাদের সন্দেহ যাচ্ছে না।

—আপনারা কী নিয়মে ভাবছেন জানি না, পুলিশ কী চেষ্টা করছে বলতে পারবো না কিন্তু সবটা মিলিয়ে আমার মনে হয়, অভিনেতা নিজেই কারো ওপর ভরসা না করে অভিনয়ে নিজের ব্যবহারের এই বিশেষ জিনিষটি সঙ্গে করে এনেছিলেন কিন্তু তাড়াহুড়োতে গুলি সরিয়ে ফেলতে ভুলে গিয়েছিলেন। আপনারা কী এভাবে ভেবে দেখেছেন?

অ্যানা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সন্দেহজনক এই গায়েপড়া নাট্যমোদীর মৌলিক সূক্ষ্ম বিচারে আগ্রহ প্রকাশ করে,

—আপনি একটা খুব ভাল যুক্তির কথা তুলেছেন।

হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে মাতিনো বলে,

—অসম্ভব। প্রথমত যাঁর সম্পর্কে এটা অনুমান করা হচ্ছে, সে এতটা আনাড়ী নয়। টর্চ, মানিব্যাগ, এক হাজার পেসোর নোট বা চেক বুক হলেও এটা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু গুলি ভরা রিভলভার এভাবে পকেটে রাখা ও বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের ওপর চালিয়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এটা হতে পারে না। তবে মনে হয় পুলিশ একটা কিনারা করবে। দেখা যাক কী হয়। আসবেন আমাদের সংস্থায়। নাট্যপ্রিয় সমঝদার আপনি, হয়তো ভালই লাগবে। কী করেন আপনি?

—ছোটখাটো ব্যবসা একটা করি।

—খুব ভাল কথা। আপনার নামটা কী জানতে পারি?

—ক্যালিপসো মনতেজুমা।

—বলেন কী মশাই! রাজ-বংশের রক্ত আপনার ধমনীতে। মনতেজুমা পরিবার খুবই অভিজাত হয়। পূর্বপুরুষ খোঁজ করে দেখবেন আপনারা আসছেন মেক্সিকো থেকে। আজটেক্ সম্রাট মনতেজুমার কথা নিশ্চয়ই জানেন।

—হাসালেন দেখছি। ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে আজ কী লাভ। এখন তো খেটে খাওয়া মানুষ। অবশ্য তার জন্যে আমি গর্বিত।

আভিজাত্য তাতে নষ্ট হয় না। বরং পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন হওয়া উচিত। আমি বিশ্বাস করি খেটে খাওয়া মানুষই আজ সবচেয়ে অভিজাত।

মাতিনো হো হো করে হাসতে থাকে। ক্যালিপসো মনতেজুমা আবার দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তোলে,

—গোলমেলে রিভলভারটার কিনারা অবশ্য পুলিশের করা উচিত। এটা তো সামান্য ব্যাপার।

—চেষ্টা তো চলছে।

—রিভলভারের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পেতে এত দেরী হবে কেন?

—রিভলভারটা যদি বেওয়ারিস হয় তবে তার পাত্তা করা খুবই মুস্কিল। চোরা বাজারের মাল হলে পুলিস তার হদিস জানবে কেমন করে। পাঁচটা দেশের চোরাই মাল আমাদের দেশে নিয়মিত ঢুকছে। আরিকা রেল স্টেশন থেকে এ সব জিনিষপত্র পাচার হয়ে আমাদের কালোবাজারে চলে যায়। আদিবাসীরা পাইকারীভাবে ডিনামাইট ফাটিয়ে নদীতে মাছ মারে। এ ডিনামাইট কোথা থেকে আসে বলতে পারেন? অস্ত্রশস্ত্র-তো আসছেই। রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মিত বেআইনী অস্ত্র আমদানী করে। তাছাড়া রেডিও আর কাগজে তো তাদের গতিবিধি জানতেই পারা যায়। সুতরাং পুলিশের পক্ষে বেআইনী আমদানী করা এ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করা দুষ্কর।

মাতিনো চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। অ্যানা ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে কফির দাম মেটাতে ব্যস্ত। ক্যালিপসোও একচুমুকে কফি শেষ করে উঠে এলো,

—তা যা বলেছেন। ওদিকে তো নিয়মিত গেরিলা সংঘর্ষ চলেছে। কী যে হবে বোঝা যাচ্ছে না। আপনার কী মনে হয়?

—আমার কথায় কী আসে যায় মশাই, তবে আমাদের আর্মির সামান্য চাপই বাছাধনদের বেকায়দায় ফেলেছে। আজকের রেডিও

শুনেছেন ?

—সরকারী প্রচার বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার মনে হয় গেরিলারা বেশ শক্তিশালী।

—সরকারী প্রচার আর স্বয়ং প্রেসিডেন্ট-এর বক্তৃতা ঠিক এক জিনিষ হলো না। প্রেসিডেন্ট কাল বলেছেন, দুসপ্তাহেই সব ঠাণ্ডা করে দেবেন।

—আপনি বিশ্বাস করেন ?

—অবিশ্বাস করি না। এখানে সশস্ত্র বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনা নেই। দেশবাসী কিউবার ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখেছে। তাছাড়া আর্মি তৎপরতা প্রচণ্ড। দু সপ্তাহে না হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই এদের নির্মূল করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আচ্ছা চলি, আসবেন আমাদের সংস্থায়। সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। এঁকে তো চেনেন—অ্যানার অভিনয় নিশ্চয়ই দেখেছেন সেদিন।

বিনয়ে নুয়ে পড়ে ক্যালিপ্সো মনতেজুমা বলে,

—বিলক্ষণ! আসবো। বলছেন যখন আসবো আপনাদের ওখানে।

কফিঘর থেকে বেরিয়ে মাতিনো নিজের মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে হেসে বলে,

—লোকটা খুব বড় জাতের শয়তান। আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি লোকটা আমাদের মধ্যে আসবে। কিন্তু অমায়িক খচ্চরটা জানে না ওর নাড়ি নক্ষত্র আমি ধরে ফেলেছি।

—তোমার এত গায়ে পড়ে কথা বলবার কী দরকার। এড়িয়েও যেতে পারতে।

—তুমি বোঝ না অ্যানা, তাতে খারাপ হতো। ওদের সন্দেহ বেড়ে যেত। বরং আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তার স্তর সম্পর্কে ওদের বিভ্রান্ত করা অনেক বেশী দরকার। এ পুরোপুরি কৌশল ছাড়া কিছু নয়। জঙ্গলেই শুধু লড়াই নয়, আমরা এখানেও গেরিলা তৎপরতার মধ্যে চলেছি।

সামরিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দুদিনের জন্যে রোমানো গেরিলা অধ্যুষিত অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়েছিল। বিমানে, হেলিকোপ্টারে, হাঁটা পথে আর জীপ গাড়িতে বিস্তীর্ণ এলাকা ও দুর্গম জঙ্গল রোমানো দেখে এসেছে। দেখে এসেছে আহত সেনাদের ব্যারাক। গেরিলা পরিত্যক্ত ঘাঁটি। কিন্তু নিয়মিত সংঘর্ষের মধ্যে সে পড়ে নি। সুমাইপাতা আর রিও গ্রাদে-তে আটক গেরিলাদলের বহু জিনিষপত্র রোমানো প্রত্যক্ষ করে। বারিয়েনতোস-এর 'অপারেশন সিন্থিয়া'-র সঙ্গে কত নিপুণ এক গেরিলাদলের মোকাবিলা করতে হচ্ছে রোমানো তার তাৎপর্য উপলব্ধি করে।

লা পাজ ফিরে এসে রোমানো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এক রাজনৈতিক পর্যালোচনা প্রকাশ করে। গেরিলাদের উন্নত কায়দা কানুন ও পারদর্শিতার কথা স্বীকার করে; কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন ও ক্রমাগত ঘাঁটি পরিবর্তনের নতুন কৌশল সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে। চে গুয়েভারার নেতৃত্বে মোট কত গেরিলা জঙ্গলে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে সঠিক কোনো মন্তব্য করা সম্ভব হয় না।

কয়েক দিনের একটানা পরিশ্রমের পর রোমানো আজ প্রথম খানিকটা হালকা হয়েছে। নিজের ঘরে বসে কথা হচ্ছিলো। দেশের জরুরী পরিস্থিতিতে প্রাণদণ্ডাদেশ পুনর্বহালের সরকারী প্রস্তাবকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে রোমানোর লেখাটা অনেকেরই ভাল লাগে নি। স্বয়ং ডাঃ চিনিওস তার বিরোধীতা করেছেন। অধ্যাপক ডায়েজ প্রতিবাদ পত্র লিখেছেন। রোমানোকে ক্ষুদে গোয়েবলস্ আখ্যা দিয়ে সংবাদপত্রের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী, ভ্রান্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। রোমানোকে সমর্থন জানিয়ে অন্য কয়েকজনের পাল্টা চিঠিপত্রও অবশ্য ছাপা হয়।

অধ্যাপক ডায়েজের মুণ্ডপাতই চলছিল। এমন সময় এডিথের ফোন এলো। সুরেলা কণ্ঠে ব্যস্ততার চেয়ে উৎকণ্ঠা। এডিথ দেখা করতে চায়।

—আপনি খুব ব্যস্ত, তবু শীঘ্রই একবার আসুন।

—কোথায়?

—আপনার বন্ধুর কিছু একটা হয়েছে। আপনি ব্রানিফ এয়ার অফিসে চলে আসুন। দরকার হলে আমাদের এয়ার পোর্টে যেতে হতে পারে। আমি এইমাত্র একটা দুর্ঘটনার খবর শুনলাম। ব্রানিফ এয়ার অফিসে আসুন।

ব্যাপারটা পুরোপুরি বোধগম্য হলো না। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই এডিথ লাইন কেটে দিয়েছে। রোমানো মুহূর্তে তৈরী হয়ে নিল। ব্রানিফ এয়ার অফিস সামান্য পথের ব্যবধান। তবু সামনে একটা সামরিক কনভয় থাকায় রাস্তার পাশে গাড়ি রেখে রোমানোকে থর থর করে কাঁপতে হলো কিছুক্ষণ।

এডিথ একা নয়। বেশ ভীড়। ছোট ছোট জটলা। উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের ছাপ সকলের চোখেমুখে। এডিথকে কাউন্টারের সামনে ব্যাকুলভাবে কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। সান্তা ক্রুজ থেকে যে প্লেনটির আসার কথা ছিল সেটি আকাশে ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই নষ্ট হয়েছে। রোমানোকে দেখে এডিথ কিছুটা আশ্বস্ত হয়। রোমানো বলে,

—ব্যস্ত হয়ো না, সন্ধান আমি অল্পক্ষণ পরেই জেনে দেব। তুমি ঠিক জানো ফারনেনদেজ এই বিমানেই ফিরবেন?

—সান্তা ক্রুজ থেকে ফেরবার আজ আর কোনো প্লেন নেই। আজই ফেরার কথা, তবে নিশ্চিত করে কিছু বলেন নি।

এয়ারওয়েজ কোম্পানী কোনো সংবাদ দিতে পারে না। ধ্বংস প্রাপ্ত প্লেনের যাত্রীদের তালিকা সান্তা ক্রুজ থেকে এসে পৌঁছোতে বিলম্ব হচ্ছে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অসহায় এডিথ রোমানোর কোটের হাতা চেপে ধরে বলে,

—আমার সর্বনাশ হয়েছে রোমানো।

রোমানো সান্ত্বনা দিয়ে বলে,

—অযথা উদ্বেগ প্রকাশ করে লাভ নেই, ধৈর্য্য ধরতে হবে। তবে এয়ার অফিসের ওপর ভরসা করে বসে থাকা বোধহয় আমাদের উচিত হবে না। আমার অফিসের টেলিপ্রিন্টারে অবশ্য খবর ঠিকই আসবে কিন্তু তাতে দেরী হবে। আমি অন্য ব্যবস্থা করছি। আমার সঙ্গে এস। খবর আমি সামরিক চ্যানেলে আনিয়ে নিচ্ছি। আশা করি কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবর সংগ্রহ করা যাবে।

এয়ারওয়েজ অফিসের সামনে ভীড় ক্রমশঃ বাড়ছে। ইতস্তত মানুষের আনাগোনার মধ্যে গাড়ির পথ করাই মুস্কিল। রোমানোর গাড়ি কিছুটা তফাতে ছিল। কী ভেবে রোমানো এডিথের গাড়িতেই উঠে বসে। প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল গাড়ি, হঠাৎ প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক হুড়মুড় করে এডিথের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এডিথ যেন চিনলো। লোকটার হাতে ধরা একটা খাম। এডিথের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে,

—এইমাত্র এই টেলেক্স্ অফিসে এসেছে। জুয়ান ফারনেনদেজ ভালই আছেন। তিনি কাল আসবেন।

রোমানোই খামটা হাতে নেয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না। লোকটি অফিসেরই কর্মচারী। টেলেক্স্ বলেছে: এডিথ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কাল লা পাজ ফিরছি। আজকে অনিবার্য কারণে যাত্রা স্থগিত রেখেছি। জানি তুমি ব্যস্ত হবে, তাই আজকের প্লেন দুর্ঘটনার খবর শুনেই এই বার্তা পাঠালাম—জুয়ান ফারনেনদেজ।

টেলেক্স্ পাঠ করে এডিথ চোখ বুঁজলো। পর মুহূর্তে প্রৌঢ়কে জড়িয়ে ধরে কপালে তাঁর চুম্বন এঁকে দিল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন,

—খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছি।

সেখান থেকে খোঁজ করে এয়ার অফিসে এসেছিলাম। আমি জানি আপনি নিশ্চয়ই এখানে আছেন। আজ ফেরার কথা ছিল, তবু নিশ্চিত করে কিছু বলে যান নি। খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় কাটাচ্ছিলাম। সান্তাক্রুজকে আমরাও যোগা-যোগ করেছি কিন্তু কোনো ফল হয় নি। আপনার টেলিফোন আমিই ধরেছিলাম। যাক আপনাকে যে এখানে এত তাড়াতাড়ি খবরটা দিতে পারবো ভাবি নি।

—আপনার বুদ্ধি অসাধারণ। কী দিয়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবো আমি জানি না, তবে কাল সন্ধ্যের পর আপনি আমার বাড়িতে আসবেন।

—পুরস্কারের কী আছে, জুয়ান ফারনেনদেজ আমার মনিব। তিনি সুস্থ আছেন, ভাল আছেন জেনে আমাদের আজ সবার আনন্দ।

—আপনাকে কী অফিসে নামিয়ে দেব?

—অফিসের গাড়ি আমার সঙ্গে আছে। আমি কাল নিশ্চয়ই দেখা করবো।

প্রৌঢ় চলে গেলে এডিথ বলে,

—কোথায় যাব?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে কবুল করবো।

—ভয়ে ভয়ে বলো রোমানো। তোমাকে বোকা বোকা অবস্থায় দেখতে আমার খুব মজা লাগে।

—আপাতত আমি হাতের কাজ সারবো। সন্ধ্যের সময় আমাদের ফ্ল্যাটে দেখা হলে ক্ষতি কী? অবশ্য তোমার মনের অবস্থা এখন ভাল নয়।

—এখন তোমার কী কাজ।

—আছে কাজ।

—প্রেয়সী অন্যত্র জোগাড় করেছো।

—ধেৎ।

—এখনই আমাদের ফ্ল্যাটে যেতে বাধা কোথায়?

—চাবি তো তোমার সঙ্গেই আছে। তুমি বরং ওখানে অপেক্ষা কর। আমার বিশেষ একটু তাড়া আছে। অফিসে একবার যেতে হবে। ফোন পেয়ে দৌড়ে এসেছি। প্রেসে যাবার লেখাটা পকেটেই পড়ে আছে। তাছাড়া জুয়ান ফারনেনদেজ কাল না পাজ ফিরবেন, তিনি ভালই আছেন। ব্রানিফ এয়ারওয়েজের এই ফ্ল্যাইট্-এ তিনি ছিলেন না এ খবরটা ছাপতে হবে।

—তাতে কী লাভ?

—সে তুমি বুঝবে না। তোমার স্বামী দেখে খুব খুশী হবেন। প্রচারের যুগ। বিজ্ঞাপনই মর্যাদা পায়। এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই।

—আমাকে তুমি ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করতে বলছো?

—ঘণ্টা খানেকের বেশী দেরী আমার হবে না।

—বেশ, আমিও বাড়ি যেতে চাই না এখন। ক্রমাগত শুভার্থীদের টেলিফোনের ঝনঝনানি নিশ্চয়ই আজ রাত পর্যন্ত চলবে।

রোমানো গাড়ি থেকে নেমে গেল। নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে মুখোমুখি পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা।

—আপনি এদিকে?

—এয়ারওয়েজ অফিসে এসেছিলাম।

—কেন, জুয়ান ফারনেনদেজ-এর কোনো খারাপ খবর আছে নাকি। তাঁর স্ত্রীকে দেখলাম খুব ব্যস্ত। আপনি তো তাঁর গাড়ি থেকেই নেমে এলেন।

—জুয়ান ফারনেনদেজ ভালই আছেন। কথা ছিল, কিন্তু টেলেক্স্ পাঠিয়ে জানিয়েছেন এ ফ্ল্যাইট্-এ তিনি রওনা হন নি। আপনার কী ব্যাপার। কোনো খারাপ খবর নেই তো?

—না, ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ব্রানিফ এয়ার লাইনস্-এর

সুনাম আছে। এ রকম দুর্ঘটনা ইদানীং কালে হয়েছে বলে মনে হয় না।

কথার জবাব না দিয়ে রোমানো ঠোঁটে হেসে ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নেয়। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, অযথা কথা বলা ও অপ্রাসঙ্গিক সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহ্ বোধ করেন। এ ধরনের চরিত্র রোমানো দু চক্ষে দেখতে পারে না।

ঘণ্টা খানেক সময় চেয়েছিল রোমানো, তাই এত তাড়াতাড়ি যে রোমানো হাজির হবে এডিথ ভাবতেই পারে নি। আর একবার বেল বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা সে খুলে দিল। তবে এক মুখো পাল্লার হাতল ধরে আগন্তুক মহিলাকে দেখে এডিথ একটু অবাকই হলো।

—রোমানো কোথায়?

—এখনই এসে পড়বে।

—না এলেও চলবে, আপনার সঙ্গেই আমার দরকার আছে।

আগন্তুক মহিলা আর কেউ নয়—মরিয়াম। ঘরে ঢুকে সোফার মধ্যে বসে পড়ে মরিয়াম এডিথের আগাপাস্তালা দেখে নিয়ে বলে,

—এসব কত দিন চলছে?

অনভ্যস্ত এডিথ প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে না। তাছাড়া এখানে একমাত্র রোমানো ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় মানুষের সঙ্গে তার দেখা হোক সে আদৌ চায় না। প্রচ্ছন্ন একটা অপরাধপ্রবণ মনের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া সুরু থেকেই মরিয়াম অনেক বেশী কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলতে সুরু করায় এডিথ একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। এডিথকে নিরুত্তর দেখে মরিয়াম বলে,

—রোমানো আপনার কে হয়?

—বন্ধু!

—সন্ধ্যেবেলা বন্ধুর খোঁজে গোপন ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছেন?

চমৎকার। এই সব বেলাল্লাগিরি কতদিন চলছে! বিশ্বাস হয় নি প্রথমে ,কিন্তু এখন দেখছি বেশ জঁাকিয়ে বসা হয়েছে।

—আপনি এসেই কী সব যা ইচ্ছে তাই সুরু করেছেন। আপনি যেতে পারেন।

—এখনও আমি সুরুই করি নি কিছু! যাবার আমার অনেক দেরী।

মরিয়ামের ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড একটা ক্রোধ ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। সারা ঘরের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে এডিথের মুখের ওপর চোখ দুটো মেলে ধরে মরিয়াম বলে,

—আমাকে চিনলেন?

—না।

—আন্দাজ করতে পারেন?

—না।

—চমৎকার!

—আমি আপনাকে জানি না।

—কিন্তু আমি জানি সব। আপনার গোপন অভিসারের সব কথাই আমার কানে গেছে। তাই দেখতে এসেছি।

—আপনি চলে যেতে পারেন।

—যাবার আগে আমি আপনাকে এক হাত দেখে নেব। নির্লজ্জ, বেহায়া মেয়েমানুষ নাক উঁচু করে কথা বলছেন যে বড়।

—এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।

—কিন্তু আপনার মত নোঙরা মেয়েমানুষ যেখানে থাকে সেখানে অঁাশটে গন্ধ ছড়াবেই। আপনার সর্বনাশ করে দেব আমি যদি আমার পথে দাঁড়ান। রোমানোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। রোমানো আমার।

—রোমানোকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

—সে সাহস আপনার নেই। পালিয়ে, লুকিয়ে, চোরাই প্রেম

করেন। বাড়িতে সতী সাজেন। এই সতীপণার পর্দা আমি ছিঁড়ে দেব। আমাকে বেশী ঘাটাবেন না।

এডিথ লজ্জায় ভয়ে 'এতটুকু হয়ে যায়। মরিয়ামের মত স্ত্রীলোকের মুখোমুখি সে পড়ে নি। তাছাড়া আত্মসম্মানহীন, নির্লজ্জ এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার পেরে উঠা অসম্ভব। ক্রমেই অসহ্য লাগছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল মরিয়ামের অঙ্গভঙ্গী আর নোংরা ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলো।

—আপনার ক্ষতি আমি করি নি, কিন্তু শুধু শুধু অভদ্র ভাষায় আমাকে আপনি গালি দিচ্ছেন।

মরিয়াম এবার যেন জ্বলে উঠলো এডিথের কথায়। সোফা ছেড়ে উঠে এডিথের গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে চীৎকার করতে থাকে,

—ভদ্র-অভদ্র বিচার খুব ভাল জান দেখছি। ক্ষতি করো নি আমার? তোমার এই সতী সতী ভাবটাই আমার অসহ্য লাগে। স্বামী তো আছে, রসের নাগর খুঁজে বেড়াতে লজ্জা করে না।

এমন সময় রোমানো এলো। মরিয়ামকে দেখে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গেল। এডিথ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। মরিয়ামকে ধাক্কাতে থাকে। মরিয়ামও এডিথের চুলের গোছা ধরে হিঁচড়ে টানতে থাকে। রোমানো ছুটে এসে দুজনকে ছাড়িয়ে নেয়,

—এসব হচ্ছে কী!

মরিয়াম বিদ্রুপের হাসিতে বলে,

—দেখতেই তো পাচ্ছো। এবার হাটে হাড়ি ভাঙবো। সতী-পণা আমি ঘুঁচিয়ে দেব।

—মরিয়াম তুমি ভুল করছো। এডিথকে দোষারোপ করছো অকারণে।

—তোমার মত চরিত্রহীন বদলোক, অথচ বাইরে তুমি এত বেশী অভিজাত ভাবা যায় না। হয়তো অভিজাত লোকগুলোই এই রকম হয়।

মরিয়াম কেঁদে ফেলে। এডিথ ঘর থেকে চলে গেছে।

—তুমি ভুল করছো। এডিথকে তুমি চেন না, সে বিশেষ কারণে এসেছে। ওঁর স্বামীর বিমান দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তার মাথার ঠিক নেই। ওঁকে এখানে বসিয়ে রেখে আমি পাকা খবর আনতে গিয়েছিলাম। তিনি ভালই আছেন। পাকা খবর নিয়ে এলাম। কালকের কাগজ দেখলেই সব বুঝতে পারবে। এঁরা আমার বিশেষ বন্ধু স্থানীয়। তুমি ভুল করছো।

মরিয়াম রোমানোর কথায় কর্ণপাত না করে বলে,

—সবাই আমাকে ঠকায়। তুমিও আমাকে মিথ্যে আশা দিয়েছো। আমি অভিজাত নই, মিথ্যে সতীপণার ন্যাকামো নেই। তাই আমি অবহেলার পাত্র। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। তোমাদের আভিজাত্যের পর্দা কী ভাবে ছিঁড়ে ফেলতে হয় আমি জানি।

—মরিয়াম তুমি ভুল করছো। তুমি আসবে জানলে আমি তোমাকে সব কিছু আগেই বলতে পারতাম। ছি ছি ছি। এসব তোমার শোভা পায় না। তুমি অভিজাত নও, আমি মনে করি না। খামাখা ভুল সন্দেহ করে মিথ্যা দোষারোপ করছো। কাল তোমার সঙ্গে আমি নিশ্চয়ই দেখা করবো। জান তো কেমন ব্যস্ত থাকি।

মরিয়াম দু পাশে মাথা নেড়ে বলে,

—তোমার শয়তানী আমি বুঝি।

—কী আজে বাজে বকছো, তোমার মাথার ঠিক নেই। চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারবো।

—সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দি।

—যথেষ্ট হয়েছে।

মরিয়াম উঁচু ক্ষুরওয়ালা জুতোতে শব্দ তুলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

গেল। প্রচণ্ড শব্দে একমুখো পাল্লাটা ধাক্কা খেল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় রোমানো সোফার মধ্যে বসে পড়ে। মরিয়াম এবার একটা গোলমাল পাকাবে মনে হচ্ছে। নিজের তরফ থেকে কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু এডিথের বদনাম হলে সে কেচ্ছার বড় সর্বান্তিক পরিণতি হবে।

তবে আজকের এই বিশেষ দিনটার তাৎপর্য অন্যরকম। বিমান দুর্ঘটনা, এয়ারওয়েজ অফিস ও সান্তা ক্রুজ থেকে ফারনেনদেজ-এর টেলেক্স বার্তাকে গুরুত্ব দিয়ে এডিথের এই ফ্ল্যাটে আসাটার স্বাভাবিক যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। জুয়ান ফারনেনদেজকে কথা প্রসঙ্গে কালই জানিয়ে দিতে হবে, এডিথ তার ফ্ল্যাটে এসেছিল। মরিয়াম এডিথকে অবশ্য যদি না চিনতে পারে, তাহলেও এ কৌশল অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু মরিয়াম এ ফ্ল্যাটে এডিথের খোঁজ পেল কেমন করে? ডাঃ চিনিওস শত্রুতা করতে পারেন কী। তবে মেয়েমানুষের ব্যাপারে সবাই এত বিশ্রীভাবে জড়িত, কেউ কাউকে ঘাঁটাতে চায় না। হাটে হাড়ি ভাঙবার সম্ভাবনা সবারই ষোল আনা তাই আনাড়ীর মত কেউ কাজ করবেন না। মরিয়ামকে অবশ্য কাল বাগে আনা অসম্ভব হবে বলেও মনে হয় না।

দরজা বন্ধ করে রোমানো এডিথের সামনে এসে দাঁড়ায়। বেচারা সম্পূর্ণ মুসড়ে পড়েছে। চোখেমুখে একটা অস্বাভাবিক ভীতি। অপমানের গ্লানির চেয়ে পরিপূর্ণ ভয় যেন এডিথকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলো রোমানো,

—মূর্তিমান রসভঙ্গ কোথা থেকে এসে উদয় হলো বুঝলাম না। তবে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, বিমান দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তুমি এসেছো। সব অভিযোগই তার মিথ্যে। অবাঞ্ছিত ব্যাপারটার জন্যে সে পরে নিশ্চয়ই লজ্জিত হবে।

—কিন্তু নোঙরা মেয়েটা যদি এসব নিয়ে হৈ চৈ করে, তবে

ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পাচ্ছো ?

—হৈ চৈ করার কিছুই নেই। কালই আমি তোমার স্বামীকে সব বলবো। টেলেক্স না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কী উৎকণ্ঠায় কেটেছে। তোমার স্বামীর অফিস কর্মচারীর সামনেই বলবো তুমি এই ফ্ল্যাটে আমার কাছে এসেছিলে। এ ফ্ল্যাটের কথা গোপন করবার দরকার নেই। ব্যাপারটা সন্দেহে পৌঁছোনোর আগেই পাল্টা ব্যবস্থা করে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তবে নোঙরা মেয়েটা হিংসার জ্বালায় ওসব বলে গেল। তোমার কাছে লুকোবো না, দোষ আমারই। তবে এ ধরনের সৌখিন বেশ্যাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা বিপজ্জনক দেখছি। তোমার স্বামী বুদ্ধিমান লোক। তিনি আমাকে চেনেন। তোমার বদনাম রটার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে দায়িত্ব আমার। মরিয়ামকে ভয় পেয়ে চলবার চেয়ে বজ্রাঘাতে আমাদের মৃত্যু ভাল।

রোমানোর কথায় এডিথের মনে ভরসা ফিরে আসে। কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ। তাছাড়া রোমানোর তুখড় বুদ্ধির ওপর এডিথের বিশ্বাস অপর্যাপ্ত। হয়-কে নয় করবার ক্ষমতা তার অসাধারণ।

—আমি যখন আছি তোমার কোনো চিন্তা নাই। অন্যায় আমরা করি নি—ভয় পাবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই।

রোমানো এডিথকে আলগাভাবে একটা চুমু খেলো। তারপর গলার টাই-টা খুলে ফেলে।

ন্যায়-অন্যায় বিচার করা খুবই দুষ্কর। জুয়ান ফারনেনদেজকেও এডিথ কিছুদিন বুঝতে চেষ্টা করছে। ঘন ঘন সান্তা ক্রুজ পাড়ি দেওয়া কী তাঁর শুধু অফিসের কাজেই? সেখানে যে তিনি মাদাম কাসামুরা-র অতিথি সেটা টেলেক্স বার্তা নিয়ে দৌড়ে আসা অফিসের প্রৌঢ় ভদ্রলোকও জানেন। সান্তা ক্রুজ থেকে কবে ফিরবেন কোনো বারেই জুয়ান ফারনেনদেজ সঠিক জানিয়ে যেতে পারেন না। অলক্ষুণে আজকের দুপুরের ফ্লাইট থেকে জুয়ান ফারনেনদেজকে রক্ষা

করবার পেছনে মাদাম কাসামুরা আছেন কী না কে জানে।

রোমানো এডিথের ভাবসাব দেখে কৌতূহল চাপতে পারে না,

—আচ্ছা এডিথ, এই নোঙরা মেয়েটা কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হলো তুমি তো জানতে চাইলে না।

—সেটা তোমার পক্ষে খুব গৌরবের হবে না। তোমাকে অপ্রস্তুত হতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

—মরিয়ামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী জানতে ইচ্ছা করে না?

—একদম না রোমানো।

—আমার ওপর ঘৃণা বা রাগ হয় না তোমার?

—না।

প্রথমে সিস্টার কিছুক্ষণ আগে এসে জানিয়ে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই চাকা লাগানো গড়ানো চেয়ার নিয়ে হাসপাতালের কালো ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীটি এসে ঘরে ঢোকে। পায়ে হেঁটে মারকাস্ চলতে পারে, তবু পূর্বের সেই সেলে ফেরার ভয়েই হয়তো শারীরিক অক্ষমতা একটু বেশীমাত্রায় সে জানান দেয়। বেমওকা প্রচণ্ড ঘুষির ফোলা অবশ্য অনেক কমেছে, তবে চোখের আঘাতটা এখনও পুরোপুরি সারে নি। চোখটা লাল, আকারে এখনও ছোট হয়ে আছে। এই ডান চোখটা দিয়ে অবাঞ্ছিত অশ্রুপাতের বিরাম নেই।

গড়ানো চেয়ার লিফ্‌টের কাছে এসে দাঁড়াল। নিচ থেকে দুধ ভর্তি বিরাট ড্রাম ট্রলিতে চেপে এলো। মারকাস্‌কে নিয়ে গড়ানো চেয়ার প্রবেশ করতেই দুজন সশস্ত্র সেনা এসে ঢোকে।

একতলার একপ্রান্তে ডার্ক-রুম। জায়গাটা নির্জন। এদিকটা হাসপাতালের পেছন দিক। অনেকগুলো গাড়ি, ট্রাক, অকেজো এ্যাম্বুলেন্স একদিকে জড় করা। আরও ওপাশে মর্গ। হাসপাতালের পেছনের গেট পাঁচিলের শেষ সীমানায়। বিরাট এলাকা নিয়ে সামরিক হাসপাতাল। আরও নতুন নতুন ব্লক তৈরী হচ্ছে। আগের সাবেকী গড়নের সঙ্গে নতুন ব্লকগুলোর আকাশ ছোঁয়া ঢঙ কিছুটা বেমানান।

—বাব্বা, ভদ্রলোক হাঁটতে পারেন না, তবু দুজন রাইফেল উঁচিয়েই আছে। আমি তো ভাবলাম কী জানি কী অপরাধ করলাম। কোনো জেনারেল-এর চোখ নষ্ট করবার অপরাধে আমাকে বুঝি ধরতে আসছে। তা কেমন আছেন? আগের চেয়ে ভাল? ফোলা অনেক কমেছে মনে হচ্ছে। রাত জেগে পড়েন টড়েন নাকি! পড়াশুনা এখন বন্ধ রাখুন মশাই!

প্রৌঢ় ডাক্তার অনর্গল কথা বলেন। মারকাস্‌ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, ডাক্তার কথা কেড়ে নিয়ে সুরু করেন,

—অবশ্য আমার পক্ষে বলা যত সোজা, যাদের পড়ার বাতিক তাঁদের এটা মেনে চলা মুস্কিল আমি বুঝি। আমার স্ত্রীর দারুন নেশা। ডিটেকটিভ নভেল পেলে আর রক্ষে নেই। সারা-রাতই পড়ছেন হয়তো। আমার মনে হয় নেশার মধ্যে বই পড়ার নেশাটাই মারাত্মক।

কথা চলছিল, ডাক্তার চোখ পরীক্ষাও করে চলেন। এবার ঘর অন্ধকার করে সরু টর্চ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা পরীক্ষা করে চলেন। এমন সময় ফোন এলো।

—দয়া করে একটু বসুন, আমি ফোনটা সেরে নি। নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী। সুখবর কিছু পাব না জানি। ছেলেটাকে কুকুরে কামড়েছে, নয় ফিরতে তাঁর দেরী হবে। আপনি অনেক ভাল আছেন মশাই। একটু বসুন আসছি।

ডাক্তার ঘরের আলো জ্বেলে পাশের ছোট কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। ফোনের কথা কানে আসে,

—কে ডাক্তার রোডরিগ? কী বলছেন? কথাটা সত্যি? হঠাৎ আমার ওপর সুনজর! ইচ্ছে কী মশাই আগ্রহ,—লা পাজ এর আকর্ষণ আমার কাছে কিছুই নেই। খরচা বেশী, ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয়, তাছাড়া হোমড়া চোমড়াদের কাছে হামেসাই হাতে-কলমে পরীক্ষা দিতে হয়, সে দিক দিয়ে সুক্রের কাজ আমি পছন্দ করবো। তাছাড়া সামরিক দপ্তরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কাজকর্ম আমার ভালও লাগে না। হ্যাঁ, ফুরিয়ে এসেছে। তিন বছর হলো। আচ্ছা অশেষ ধন্যবাদ। ছাড়লাম।

সুখবরটা স্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। ডাক্তার রিসিভার তুলে ডায়াল করেন। কতক্ষণ লেগেছিল? পাঁচ মিনিটের বেশী কখনও নয়। খুঁতখুঁতে স্বভাবের স্ত্রীর সুক্রেতে নতুন নিয়োগ

মোটামুটি পছন্দ হয়েছে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হাসতে হাসতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে ঠোঁটের হাসি মুহূর্তে ফুরিয়ে গেল। শূন্য চেয়ার। মারকাস্ নেই।

জানান দিতেই দরজায় প্রতীক্ষারত সশস্ত্র সেনা দুজন এসে ঘরে ঢোকে। এপাশ ওপাশ দেখা হলো কিন্তু মারকাস্-এর কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। কণ্ট্রোলরুম খবর পেয়েছে প্রায় পনের মিনিট পর। বেতারবার্তায় সন্ধানী দলকে সজাগ করে দেওয়া হলো। অনর্গল কথা বলা ডাক্তারের স্বভাব। এখন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। অনবরত বক বক করে চলেছেন। নিজেও বেশ কিছুটা ভয় পেয়েছেন মনে হয়।

তদন্তকারী গোয়েন্দা অফিসার বলেন, আগে থেকেই নেট ওয়ার্ক তৈরী ছিল। তাছাড়া মারকাস্-এর পক্ষে এভাবে পালানো সম্ভব নয়।

একজন অফিসার মন্তব্য করেন,

—ফোনটা? ডাক্তারের ফোন আসবে ও তিনি যে সরে যাবেন কিছুক্ষণের জন্যে, এটাও কি পূর্বপরিকল্পিত?

—ওটা যোগাযোগ, ডাক্তার ঘরে থাকলেও পালানোর অন্য কোনো ব্যবস্থা হতো।

—বিশ্বাসযোগ্য নয়, আসলে চাকায়ালা চেয়ারে অসুস্থ মারকাস্-এর চলাফেরায় তাঁর আপাতদৃশ্য দৈহিক অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। এ থেকেই পাহারাওয়ালাদের অসতর্কতা আর মনে একটা নিশ্চেষ্ট ও নিরুৎসাহের ভাব এনে দেয়। কিন্তু মারকাস্ সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। সে সামান্য সময়ের নিখুঁত ব্যবহার করেছে। এঁরা এত পারদর্শী, অচিন্তনীয় কলাকৌশলে দক্ষ ও কল্পনাতীত উদ্ভাবনশক্তি, যে সাধারণ যুক্তি ও অভ্যস্ত নিয়মতান্ত্রিক ছকে বেঁধে বিচার করতে বসলে শুধু ভুলই করবো আমরা। মারকাস্ যে পেছন দিয়ে পালিয়েছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এত মানুষের ভুল হওয়া

মুস্কিল। মারকাস্-কে পাহারা দেবার কাজ ডাক্তারের নয়। হাসপাতালের মধ্যেই একটা নেট-ওয়ার্ক হয়তো ছিল কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। নিজেদের মধ্যে সন্দেহ গড়ে তুলে আবহাওয়া বিষাক্ত হবে শুধু। কিন্তু মারকাস্-এর পালানোর সামান্য রকম সূত্রও আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

রহস্যজাল প্রকাশ পেল শেষে। আর্মি মেজর সিসিল কালডেরা সামরিক হাসপাতালের জরুরী এক বৈঠকে মিলিত হতে এসে-ছিলেন। আলোচনা চক্রের টেবিলে বেরসিক সংবাদটা এসে যখন পৌছোয় তখনও তিনি ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেন নি। গোটা ঘটনাটি শুনে মেজর সিসিল কালডেরা লাফিয়ে উঠেছেন,

—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ মনে পড়ছে। বারান্দাতেই আমার সঙ্গে দেখা। ডান চোখটা ছোট আর লাল দেখেছি। অভিবাদন করে আমার কাছে সেণ্ট মেরী নার্সিং হোমে যাবার জন্যে দশ মিনিটের জন্যে গাড়িটা চাইলেন। জরুরী অপারেশন একটা আছে। আমি ড্রাইভারকে পৌঁছে দিতে বলি। কিন্তু তাঁর গায়ে ডাক্তারের সাদা এ্যাপ্রণ ছিল। তাঁর হাঁটাচলায় অস্বাভাবিক কিছু আমার নজরে পড়ে নি। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। গাড়ির জরুরী প্রয়োজন, ভদ্রলোককে এখানকার ডাক্তার মনে করেই নিতান্ত ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে আমার ড্রাইভারকে সেণ্ট মেরী নার্সিং হোম-এ যেতে বলেছি। সামান্য রকম সন্দেহের কোনো কারণই ছিল না।

ড্রাইভারকে ডাকা হয়। একই কথা বললো। সেণ্ট মেরী নার্সিং হোমের গেটে আগন্তুক ডাক্তারকে সে নামিয়ে দিয়েছে। কোনো কথা হয় নি। তবে ডান চোখটা ছোট ও লাল সেও লক্ষ্য করেছে। চেহারা ও আকৃতিগত গঠনের যে বর্ণনা দিল তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিছুক্ষণ পর ফটোগ্রাফও সনাক্ত করতে কারো অসুবিধা হয় নি।

—বড় তাজ্জব ব্যাপার।

—এ ভাবে বোকা বানাবে ভাবতে পারা যায় নি। সামরিক গাড়িতে নির্বিঘ্নে পালানোর এই কায়দা অভিনব।

সেন্ট মেরী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরাসরি অস্বীকার করে জানালো,

—আজ সকালে কোনো অপারেশন কেস ছিল না। এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই জানানোর নেই।

অভিনব তো বটেই। স্বয়ং মারকাস্ই জানতো না সে আদৌ পালাতে পারবে। সে ধরনের কোনো মতলবও তার ছিল না। নাগালের বাইরে চলে যাবার আগে পর্যন্ত সে জানতোই না এত বড় ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সফল হবে।

প্রথমটা হয়েছিল কৌতূহল। ডাক্তার তখন টেলিফোনে ব্যস্ত। কালো পর্দার ওপাশে যে একমুখো পাল্লা সরিয়ে অন্য ঘরের প্রবেশ পথ, এটা তার জানা থাকবার কথা নয়। নিতান্তই কৌতূহল। একা ঘরে একটু হাঁটতেও হয়তো ইচ্ছে হয়েছিল। কাটা পর্দা সরাতেই দরজার হাতল। চাপ দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। মারকাস্ অবাক হয়ে দেখে সামনের বিরাট ঘরটায় থরে থরে সাজানো গদি। অনেকগুলো আলমারীতে নিত্য ব্যবহারের বহু রকমের জিনিষপত্র ঠাসা। টেবিলেও মালপত্র বোঝাই। ফ্রেমে দাঁড় করানো অসংখ্য অক্সিজেন সিলিণ্ডার।

পরিকল্পনার সূত্রপাত এখান থেকেই। ধারে কাছে কোনো মানুষ নেই। পাহারাওয়ালার চিহ্নমাত্র ছিল না। কয়েক মুহূর্তে নিদারুণ প্রস্তুতিতে মারকাস্ নিজেকে তৈরী করে নেয়। মুহূর্তে একটা এ্যাপ্রণ গায়ে গলিয়ে নিল। বিরাট ঘরটা অতিক্রম করে আসতেই খোলা প্রশস্ত চত্বরে কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় দেখা গেল।

আর্মি মেজর সিসিল কালডেরা ঠিক সেই সময় না এসে পড়লে মারকাস্ কী কৌশল অবলম্বন করতো বলা মুস্কিল। দেখা হয়েছে সিড়িতে। ফন্দিটা মারকাসের মাথায় চট করে এসে গেল। শারীরিক

ক্ষমতার চেয়ে মানসিক শক্তি তার তখন প্রচণ্ড। আর্মি মেজর মারকাসকে ডাক্তার হিসাবে ভুল করেছিলেন। সুপ্রভাত জানিয়ে হাত তুলেছিলেন। মারকাস্ সেই চরম মুহূর্তকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে। মিষ্টি হেসে বলে,

—যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাকে একটা বিরক্তিকর অনুরোধ করবো।

—বলুন।

—আমি আমার গাড়ি ও ড্রাইভার কাউকেই দেখছি না, কিন্তু অপেক্ষা করবার উপায় নেই। জরুরী একটা অপারেশন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেণ্ট মেরী নার্সিং হোমে আপনার গাড়িটা কী আমাকে নামিয়ে দিতে পারবে?

—সেণ্ট মেরী নার্সিং হোম। সে তো পাশেই, স্বচ্ছন্দে আপনি ব্যবহার করতে পারেন।

—মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়ি ফিরে আসবে।

—আমি এখন এখানে ঘণ্টা দুই আছি।

খাকি রঙয়ের গাড়িটা সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভারকে সেণ্ট মেরী নার্সিং হোমে মারকাস্-কে ছেড়ে আসবার নির্দেশ দিয়ে এক টুকরো হেসে বললেন,

—একে আপনি বিরক্তিকর অনুরোধ বলবেন না ডাক্তার। জরুরী প্রয়োজন সামান্য ড্রাইভারের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। আমার ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দেবে।

হাসপাতালের গেট অতিক্রম না করা পর্যন্ত মারকাসের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পিটছিল। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটে যায়, যে নিজের কাছেই সম্পূর্ণ অবাস্তব মনে হচ্ছিল।

—গন্তব্যস্থল অতি নিকটেই। সেণ্ট মেরী নার্সিং হোমের সামনে মারকাস্ গাড়ি ছেড়ে দিল। মুক্তির স্বাদ নেই, অদৃশ্য প্রচণ্ড

একটা তাড়া তাকে যেন ঠেলে নিয়ে চলে। অনুমান করা চলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশী অভিযান সুরু হয়েছে। সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের সর্বত্র গোয়েন্দাদের তৎপরতা সুরু হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যাবে কোথায়? সম্পূর্ণ কপর্দকহীন। দ্রুত চলতে চলতে মারকাস্-এর উৎকণ্ঠা এবার বাড়তে থাকে। সাদা এ্যাপ্রণটা সে খুলে ফেলেছিল আগেই। বড় রাস্তা ছেড়ে এবার সরু পথ ধরে। কিন্তু কোথায় চলেছে সে, তখনও তার মাথায় নেই। নিজেদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা বিপজ্জনক। অন্তত টেলিফোন করবার মত খুচরোও তার পকেটে নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা সময়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাকে এখনই নিতে হবে। অনর্থক এই পথ চলা। গোটা অঞ্চলটা ঘিরে ফেলে চারদিক থেকে যদি তালাস সুরু হয় তবে মারকাস্-এর যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার আশঙ্কা। সামান্য সময়ের মধ্যে অকল্পনীয় এক পরিস্থিতির মধ্যে মারকাস্ যেন ভেসে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে পর মুহূর্তের অজানা ঘটনাস্রোতের মধ্যে তাকে নিয়ে চলেছে। দাঁড়ানোর অবসর নেই, চিন্তা করবার অবকাশ নেই কণামাত্র।

হঠাৎ খেয়াল হলো। ফার্নিচারের দোকানটা নজরে পড়তেই জর্জ-এর কথা মারকাস্-এর মাথায় আসে। কোনো দিকে না তাকিয়ে সমস্ত চিন্তা সরিয়ে মারকাস্ ফার্নিচারের দোকানের পাশ দিয়ে পেছনের বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। গত কয়েক বছর আসা যাওয়া নেই, কিন্তু দরজা চিনতে ভুল হয় না এতটুকু। বাল্যবন্ধু। সহপাঠীও বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য জীবনে অভ্যস্ত মারকাস্-এর পক্ষে জর্জ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি এতদিন।

জানান দিতেই এক তরুণী দরজা খুলে দিল। হাতে মেঝে পরিষ্কার করবার ঝাড়ন। পরনে আধময়লা পোষাক। বারান্দায় ছোট্ট একটা ছেলে খালি পায়ে হামা টানছে। তরুণী হয়তো অসময়ে এ ধরনের আগন্তুককে আশা করে নি। কোমরের সঙ্গে ঝোলানো

তোয়ালেটায় হাত ডলতে ডলতে বলে,

—বসুন ডেকে দিচ্ছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে মারকাস্‌ ঘরে ঢোকে। অতি পরিচিত ঘর। জিনিষপত্রের কিছু অদল বদল হয়েছে। জর্জ বোধহয় বিয়ে করেছে। ঐ তরুণীই হয়তো জর্জ-এর স্ত্রী।

মারকাস্‌কে দেখে জর্জ আশ্চর্যরকম চমকে উঠলো। বিস্ময় ও ভয় যেন একই সঙ্গে প্রকাশ পেল।

—মারকাস্‌!

—চিনতে পার?

—আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না!

—কিছুক্ষণ আগেও আমি জানতাম না তোমার এখানে আমাকে আসতে হবে।

জর্জ দরজাটা প্রথমে বন্ধ করলো। তারপর মুখোমুখি খুব কাছে বসে বলে,

—কী ব্যাপার বলতো? হঠাৎ কী মনে করে। এতদিন পর! তোমাকে তো ধরেছিল!

—জান দেখছি।

—কাগজে দেখেছি।

—পালিয়েছি।

—তারপর।

গোটাটাই ভেঙ্গে বলে মারকাস্‌। বেশ বোঝা যায় মারকাস্‌-এর কথায় জর্জ যেন শুকিয়ে উঠছে।

—তারপর?

—তারপর আর কী, হঠাৎ দেখলাম তোমার বাড়ির রাস্তায় এসে পড়েছি। ঢুকে পড়লাম। একটা দিন অন্তত আমাকে থাকতে দিতে হবে।

জর্জ চুপচাপ বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আপন মনে বলে চলে,

—তুমি আমার ব্যাপারটা বুঝবে না মারকাস্। ভাবছো আমি ভীরু, কাপুরুষ। কিন্তু ঠিক তা নয়। মার খেতে খেতে এখন আর আমার কিছু নেই। দারিদ্র্য যে কী জিনিষ হয়তো বাস্তব জীবনে তোমাকে দেখতে হয় নি। তাছাড়া তুমি ভিন্ন জগতের মানুষ। বাবা চোখে দেখেন না, আমার অসুস্থ মা-র কথা তুমি নিশ্চয়ই জান। তিনি আজও বেঁচে আছেন। বিয়ে করেছি। বড় ছেলেটার পোলিও। আমার স্ত্রী লেখাপড়া জানে না, বাইরের কাজকর্ম তার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তাছাড়া সংসার করতেই তার দিন যায়। অফিসের পর একটা ওষুধের দোকানে খাতা লিখি। আমি একটা দেউলিয়া লোক। নিজের অন্তর, ব্যক্তিসত্তা, আদর্শ-টাদর্শ আদৌ আছে কিনা আমি নিজেই জানি না। তোমাকে দেখে আমার প্রচণ্ড আনন্দ হওয়া উচিত। ছোটবেলা থেকেই তুমি আদর্শবাদী, আজ এই অবস্থায় এসে ঠেকেছো। মনে মনে আমি তোমার জন্যে গর্বিত। আমার স্ত্রীকে তুমি দেখেছো। তোমাকে চেনে না, কিন্তু আমার কাছে নাম শুনেছে। তুমি ধরা পড়ার পরও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। আমি এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলেছি, আমার সমস্ত সুস্থ চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। অস্বীকার করবো না, লজ্জা নেই আমার, ভয় আমি পেয়েছি। রাজনীতি আমি বুঝতাম না, ইচ্ছেও ছিল না কোনোদিন। তবে রাজনীতি দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত ধাক্কা মারছে। ঠেকে শিখছি। তুমি কী অবস্থায় পড়ে আমার কাছে এসেছো আমি খুবই বুঝতে পারি। ঠিকই করেছো। কিন্তু আমি আমার কথা বললাম।

—আমি এক মুহূর্ত ভাববার অবকাশ পাইনি। তোমাকে বিপদগ্রস্থ করতে আমার আদৌ ইচ্ছে নেই, হয়তো সন্ধ্যের পরই আমি চলে যেতে পারবো।

—আমি যদি উল্টোপাল্টা বলে থাকি ক্ষমা করো।

—তুমি ঠিকই বলেছো জর্জ। তোমাকে আমি বুঝতে পারি।

কিন্তু এ তোমার একার সমস্যা নয়। একটা পচা, গলা কুৎসিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমরা আধা জানোয়ারের মত প্রাণ ধারণ করে আছি। এই সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙতেই তো আমাদের সংগ্রাম।

—সুরুতেই আমার অনেক সমস্যার কথা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। তোমাকে দেখে আমি ভয়ে শুকিয়ে গেছি। আমি নিজেই আমার মনুষ্যত্বের ধ্বংসস্তূপ লক্ষ্য করে অপমান বোধ করছি। সমস্যাকীর্ণ জীবনের চিত্র তুলে আমার নিজের সত্তাকে হয়তো অমলিন রাখবার ব্যর্থ চেষ্টাও তুমি বলতে পার। মধ্যবিত্ত মৃত চরিত্রের মিথ্যা বেঁচে থাকার আস্ফালন কিনা কে জানে!

—আসলে তুমি খুব জ্যান্ত লোক। সেই কারণেই এই উপলব্ধি। প্রগতিশীল সুস্থ মানসিকতা ছাড়া এই আত্মসমীক্ষা সম্ভব নয়। যাক কাজের কথায় আসা যাক। আমি তোমার এখানে এখন থাকছি। সন্ধ্যের পর হয়তো আমি জায়গা পরিবর্তন করবো। হয়তো নয় চলে আমাকে যেতেই হবে। আমি কপর্দকশূন্য। একশো পেসো তুমি অন্তত আমার জন্যে জোগাড় করবে। কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য তুমি ফেরৎ পাবে। আমি শুধু এখন নিজের কথা ভাবছি। যা কিছু পরিকল্পনা আমাকে এখনই তৈরী করে নিতে হবে। আজ তোমার অফিস নেই?

—না।

—আমি ভাগ্যবান। ঘরে না থাকলে বিপদে পড়তাম। অবশ্য পরিচয় দিলে তোমার বাবা আমাকে চিনবেন।

—ওসবের মধ্যেই যেও না। তুমি এখানেই বাইরের লোকের মত থাক। যা প্রয়োজন আমাকে বল আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

—আমার একশো পেসো লাগবে, কিছু কম হলেও চলবে। কী অবস্থায়, কোথায় গিয়ে পড়বো আমি কিছুই জানি না।

—ঠিক আছে, একশো পেসো আমি তোমার জন্যে যোগাড় করে আনবো।

—আমার নিজের প্রয়োজনে তোমাকে হয়তো বেরুতে হবে। বিন্দুমাত্র ঝুঁকি অবশ্য তোমাকে নিতে বলবো না। সে সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মারকাস্ অনেক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিল। মাতিনো বা সহকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা বোকামো হবে। কে কী অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত না হয়ে সংযোগ রক্ষা করা উচিত নয়। এতক্ষণে গোয়েন্দাদের অনুসন্ধান নিশ্চয়ই তীব্র হয়েছে। সেই কারণেই আরও অনেক বেশী সতর্ক হওয়া দরকার। এদিকে জর্জ-এর বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার একান্ত প্রয়োজন। কোনো কারণেই নিরীহ এই মানুষটিকে বিপদাপন্ন করবার কোনো ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। একমাত্র লরাকে বিশ্বাস করা চলে। লরার নির্দোষিতাও পুলিশের সন্দেহাতীত। সাথীদের বিপদগ্রস্ত হবার আশঙ্কা নেই। সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে লরাকে ব্যবহার করা চলতে পারে। পুলিশ কী নিয়মে অনুসন্ধান চালায়, কী কী সূত্র ধরে গোয়েন্দা তৎপরতা চলে মারকাস্-এর অজানা নয়। প্রথমে নিজের একটা আস্তানা দরকার। যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারে অবশ্য লরাকে সাবধানেই ব্যবহার করতে হবে। রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন হলেও লরা মারকাস্-এর নিরাপত্তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে এ বিশ্বাস তার অটুট।

জর্জকে দেখে লরা অবাকই হয়। কথাবার্তায় সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়,

—মারকাস্ আমার বাল্যবন্ধু। পাঁচ-ছয় বছর পর আজ হঠাৎ বাধ্য হয়ে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছে। সে জায়গা পরিবর্তন করতে চায়। আমার পক্ষে তাকে থাকতে দেওয়া সম্ভব নয়। সে নিজেকে নিরাপদও মনে করে না। তাছাড়া আমার বাড়িতে অন্য

লোকেরা আছেন। মারকাস্ মনে করে এ সময়ে আপনি তাকে নিরাপদ আশ্রয় জোগাড় করে দেবেন। সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বেশ কিছুক্ষণ লেগেছিল লরার জবাব দিতে। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে খুবই বেসামাল হয়ে পড়ে। ম্লান এক টুকরো হেসে বলে,

—আপনার কথা আমার বিশ্বাস হয় নি প্রথমে। সামরিক হাসপাতাল থেকে পালানো হয়তো তাঁর মত মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আপনি তাঁর বাল্যবন্ধু—তাঁর মঙ্গল চাইবেনই। আশ্চর্য এক যোগাযোগে এই মানুষটির সঙ্গে আমার পরিচয়। চরম বিপর্যয়ের সময় তিনি আমার কথা মনে করেছেন—এতে আমি গর্বিত। কিন্তু আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। রাজনীতির সঙ্গে আপনার মতই আমার কোনো যোগ নেই। যেটুকু সম্পর্ক সে মারকাস্‌কে ঘিরেই। আমার আশ্রয় খুব নিরাপদ আমি মনে করি না। পুলিস ইতিমধ্যে আমার এখানে কেন যে অভিযান চালায় নি ভেবে পাচ্ছি না। হয়তো নজর রাখছে। সবটা আপনি জানেন না, আমার কথার তাৎপর্য হয়তো পুরোটা উপলব্ধি করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পাচ্ছি না। কোথায় কী ভাবে তাঁর নিরাপদ আস্তানা খুঁজে পাব ভেবে পাচ্ছি না। যা হোক, আপনি বলবেন, আমি সন্ধ্যের সময় দেখা করবো। আপনার বাড়িতে গিয়েই কথা হবে। ইতিমধ্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

—মারকাস্ আজই আমার ওখান থেকে চলে যেতে চায়।

—বুঝেছি। কিন্তু হাতে সময় না পেলে, ভেবে দেখবার সুযোগ না হলে এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পাচ্ছি না। এখানে তিনি আশ্রয় নিলে আমার মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বেন, সুতরাং আমার আশ্রয়ে ওঠবার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না। সে কথা মারকাস্ নিশ্চয়ই বুঝবেন। আপনি তাঁকে এই কথাই জানাবেন। আপনার নাম ঠিকানা রেখে যান, আমি সন্ধ্যেতে নিশ্চয়ই যোগাযোগ

করবো। অনেকটা সময় পাওয়া যাবে, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

—আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে এখনই একবার মারকাস্-এর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সামনাসামনি আলোচনা হতে পারে।

—সময় তাতে নষ্টই হবে। তিনি কী বলবেন আমি জানি। এই মুহূর্তে নিরাপদ আশ্রয় ছাড়া তাঁর কিছুই মাথাতে নেই। ক্ষমতা আমার সামান্যই। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। জানি না কতটা সফল হবো।

জর্জ লরাকে তার বাড়ির হদিশটা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়। লরার যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ পেলেও জর্জ-এর আশঙ্কা হয়, হয়তো লরা শেষ পর্যন্ত এ সঙ্কটটা এড়িয়ে যেতেই চেষ্টা করবে। তাই আর এক বার লরাকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করে। লরা রাজী হয় না হেসে বলে,

—আমার দায়িত্ব আমি জানি। সময়ের সামান্য হেরফের হতে পারে কিন্তু আমি প্রস্তুত হয়েই আসবো। দিনেরবেলা অন্তত আজ আমাকেও একটু সাবধানে চলতে হবে। নইলে আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে। মারকাস্ই বিপদাপন্ন হবে। আমরা দুজনও রেহাই পাব না।

যুক্তিপূর্ণ কথা, তবু জর্জ একটা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে উঠে পড়ে।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা সময়ের উপর বয়ে চলে। সন্ধ্যে অতিক্রম করে গেছে অনেকক্ষণ। জর্জ মুখে প্রকাশ না করলেও বেশ বোঝা যায় তার উদ্বেগ ক্রমশঃ বাড়ছে। মারকাস্ লরার কথাই ভাবছিল। লরাকে সে যতটা চেনে তাতে মনে হয়েছিল সে আসবেই। কিন্তু ক্রমেই সন্দেহ হয়, সামরিক হাসপাতালে গিয়ে দেখা করার ঝুঁকি নেওয়া আর ফেরারী আসামীর আশ্রয় দেবার দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য অনেক। শেষ পর্যন্ত লরা হয়তো ভয় পেল। তবু পুরোপুরি

বিশ্বাস হচ্ছিল না। লরার রাজনৈতিক হয়তো কোনো চরিত্র নেই, কিন্তু মারকাস্‌কে সে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। হয়তো ভয় মিশ্রিত ভালবাসাও মারকাস্‌-কে ঘিরে গড়ে তুলেছে। ইদানীং হাসপাতালে সামান্য ছোটখাটো ব্যাপারে লরার উন্নত চরিত্র ও অফুরন্ত অন্তর সম্পদ মারকাস্‌-কে মুগ্ধ করেছে। লরাকে নির্ভর করতে মারকাস্‌-এর ভাল লেগেছে।

বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবছিল মারকাস্‌। নিজেদের সাথীদের কথা মনে হচ্ছিল। জর্জ-এর মাধ্যমে টেলিফোনে যোগাযোগ করায় কতটা ঝুঁকি থাকছে বা কারো কাছে জর্জকে পাঠানো কতটা কাজের হবে সে কথাও ভাবছিল। যে অবস্থাই হোক না কেন, জর্জ-এর বাড়ি রাত্রেই ছেড়ে যাবার এক নৈতিক তাগিদ বোধ করছিল মারকাস্‌। প্রকাশ ছিল না, কিন্তু জর্জ ক্রমেই খুব ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। এ ধরনের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ভাল মানুষটিকে অপ্রস্তুত হিসাবে দেখতেও খারাপ লাগছিল।

আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়। লরা এলো। অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত। উত্তেজনার মেঘ চোখেমুখে। ক্লান্ত চোখে দুশ্চিন্তার স্তূপ।

—আমি জানতাম তুমি ঠিকই আসবে।

—আমার অনেক দেরী হয়েছে। কিন্তু উপায় ছিল না। কোনো ব্যবস্থায়ই আমি করে উঠতে পারি নি। তবে সাময়িকভাবে কদিনের থাকার আস্তানা একটা যোগাড় করেছি। চার পাঁচ দিনের বেশী সেখানে থাকাটা ঠিক হবে না।

—এই মুহূর্তে তুমি ছাড়া আমি আর কাউকে দেখছি না। অবস্থার গুরুত্ব তুমি বোঝ। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

—আনেক হাতড়ে এক পিসীকে যোগাড় করেছি। আমাকে অসম্ভব স্নেহ করেন। চার পাঁচ দিন ভালই থাকা যাবে। কিন্তু তারপর সন্দেহ হতে পারে।

—তোমার পিসী।

—হ্যাঁ, তবে বাবাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। প্রথমটা একটু অবাক হবেন, তবে খুবই খুশী হবেন।

—তুমি কী বলেছো?

—কিছুই না, হুড়মুড় করে গিয়ে উঠবো। তুমি আমার বন্ধু। একটু বোকা বোকা অভিনয় করতে হবে এই যা। তবে সামান্য সময়ের মধ্যে তোমাকে নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এই মুহূর্তে আমি আর বেশী চিন্তা করতে পাচ্ছি না। ট্যাক্সী আমি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

—জায়গাটা কোথায়?

—এখান থেকে মিনিট চল্লিশের পথ। শহরের আর এক প্রান্তে। এল-আলতো-র রাস্তায় পড়বে।

—চার দিন সময়ই আমার যথেষ্ট। তুমি নিজে যদি ভরসা পাও আমার কোনো আপত্তি নেই।

—তবে এখনই আমরা রওনা হতে পারি।

—পৌঁছোতে কিন্তু রাত হবে।

—তাতে ক্ষতি নেই। সে দায়িত্ব আমার। আমাকে এ ব্যাপারে ভরসা করতে পার।

আগে লরা চলে গেল। মারকাস্ জর্জ-এর কাছে বিদায় নিয়ে পরক্ষণেই নেমে এলো। প্রবল ঠাণ্ডা। পথে লোকজন সামান্যই। ট্যাক্সীটা যেন শীতে থর থর করে কাঁপছে।

গিলবার্তো ফ্রে-র মুখোমুখি বসে রোমানো কথা বলছিল। সরকারী প্রচারযন্ত্রে আত্মতুষ্টির বিরামবিহীন বক্তৃতা যে কতটা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে সম্পর্কে রোমানো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। দুপাশে মাথা নেড়ে বলে,

—কাগজে আমরা যা প্রকাশ করি তাতে প্রকৃত ঘটনার পুরোপুরি হিসেব কোনোদিনই থাকে না। গেরিলারা সংখ্যায় কম এটা অভ্রান্ত, কিন্তু গোটা ব্যাটালিয়নকে যখন নাস্তানাবুদ হতে হয়, তখন ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ আছে। শিক্ষিত কুকুর নিয়ে জঙ্গলে অনুসন্ধান চালানোর পরিকল্পনা বাতিল হয়েছে শুনলাম। তাতে সেনাদের গতিবিধি আগে থেকেই ধরা পড়ে। গেরিলারা সংখ্যায় কত ঠিক অনুমান করা যায় না, কিন্তু লড়িয়ে হিসাবে তারা তুখড়। আমার নিজের বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি প্রচণ্ড শক্তিতে এই ওয়ার-জোন-কে যদি চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা না যায়, গেরিলা দল জনগণের মধ্যে একবার যদি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তবে আমাদের মুস্কিলে পড়তে হবে।

গিলবার্তো ফ্রে চুরুট নামিয়ে বলেন,

—আমি আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছি। উন্নতি তো হয়ই নি, বরং রণাঙ্গনের পরিধি বেড়ে গেছে। নাকাহুয়াসু-র ওপর রকেট ছোঁড়া হচ্ছে, কামিরীর কাছে গুরুতর সংঘর্ষ হয়েছে। আবার শোনা গেল রেডিওতে ভাদো দেল ইয়েসো-তে প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। আমার এক কর্মচারীর মুখে শুনলাম রিও গ্রাঁদে অঞ্চলে গেরিলা চাপের সামনে সরকারী সেনাদল পিছু হটতে বাধ্য হয়। গেরিলারা সংখ্যায় কম, এ অনুমান করাও বোকামো।

—সংখ্যায় তারা অনেক কম তাতে সন্দেহ নেই। এ এক বিশেষ ধরনের যুদ্ধ। শুধু রকেটের কাজ নয়। নপাম বর্ষণ করে এদের

কব্জা করা মুস্কিল। তাছাড়া চে গুয়েভারার মত নেতৃত্ব যদি পেছনে থাকে তবে সে গেরিলা দলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। একমাত্র পথ জনগণ থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। অবশ্য নাকাহুয়াসু, কাশ্মিরীর পার্বত্য অঞ্চল, রিও গ্রাঁদে বা তোমার ভাদো দেল ইয়েসোর জনবসতি অত্যন্ত কম। কোথাও কোথাও মাইলের পর মাইল জনবসতির চিহ্ন নেই। গেরিলা রণনীতির অন্যতম কৌশল স্বাভাবিক নিয়মে হীনবল হতে বাধ্য। কিন্তু জনবহুল গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে একবার যদি যোগাযোগ করতে পারে ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, তবে সামরিক অভিযান সে যত তীব্রই হোক না, অবস্থা আয়ত্তে রাখা কঠিন হবে।

পিতাপুত্রে কথা চলছিল। ইদানীং দেখা সাক্ষাৎ একটু বেশী হয়। রোমানো এখন অনেক বেশী পরিণত। প্রচুর অভ্যাসে উশৃঙ্খলা সে আজ অনেক বেশী শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করে। বহু রাত পর্যন্ত আজকাল নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়। অনেক গভীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করতে হয়। গিলবার্তো ফ্রে ব্যবসার মন্দাগতি ও শরীরের নানা উপসর্গে একটু কাতর। হঠাৎ হঠাৎ আনন্দ ফূর্তিতে মেতে ওঠবার শরীর ও মনের একান্তই অভাব। তাছাড়া ইসাবেলা আজ কদিন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আজ কিছুটা সুস্থ। একা একা তাস সাজিয়ে তাঁর সময় কাটে।

পরপর দুবার বেল বাজবার আওয়াজ হলো। গিলবর্তো ফ্রে দরজা খুলে দিলেন ও আগন্তুক ত্রয়-কে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন,

—আপনারা ?

—আপনি নিশ্চয়ই গিলবার্তো ফ্রে ?

—কথা বলছি। ভেতরে আসুন।

আগন্তুক তিনজন ঘরে প্রবেশ করে। লম্বাটে সুদর্শন ভদ্রলোক ঠোঁটে একটুকরো হেসে বলে,

—আমরা সিকিউরিটি স্টাফ। আমার নাম আবেল ফ্রাণচেসকা।

অবশ্য ইনস্পেক্টর আবেল বলেই আমাকে সবাই চেনে। আমরা একটা তদন্তে এসেছি। বিরক্ত করতে হলো বলে আমরা দুঃখিত।

রোমানো এগিয়ে এসেছে এতক্ষণে,

—কী ব্যাপার বলুন তো?

—আপনার মেয়ে অ্যানা···

—হ্যাঁ, অ্যানার কী হয়েছে!

—তাঁকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ আছে। আমি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়েই এসেছি।

কথাটা বিস্ফোরণের মত শোনালো। গিলবার্তো ফ্রে সোফায় সটান বসে পড়লেন। রোমানো শক্ত লোক, তবু সারা শরীরে একটু ঝাঁকুনি খেল। সামলে নিয়ে সবিস্ময়ে বলে,

—অ্যানার ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে?

কাগজটা হাতে তুলে দিয়ে ইনস্পেক্টর আবেল বলেন,

—আমি খুবই লজ্জিত। সবই জানি আমি। আপনাকে তো বিলক্ষণ জানি। তাই আপনাদের বাড়িতে এ ধরনের অবাঞ্ছিত কাজে আসতে আমার খুবই খারাপ লাগে। কিন্তু বুঝতেই পারেন, না করেও উপায় নেই।

—কী ব্যাপার বলুন তো?

—কী বলবো বলুন।

—অ্যানার ওপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কেন!

—তিনি আছেন?

—না।

—কোথায়?

—কিছুক্ষণ আগে শুনলাম ফিরতে দেরী হবে। কোথায় যেন গেছে।

—কোথায় গেছেন আপনি নিশ্চয়ই জানেন না।

—না।

—স্বাভাবিক।

—কিন্তু ইনস্পেক্টর, ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই হেঁয়ালী লাগছে। আপনাদের কোনো ভুল হয় নি তো!

—হতে পারে, তবে আমার নিজের কোনো ভুল হয় নি। কোনো সূত্রে হয়তো ওঁর নামটা জড়িয়ে গিয়ে থাকবে। আর রাজনৈতিক ব্যাপারে আপনাকে কী আর বলবো।

—আমি যতদূর জানি—

—বাইরে থেকে অনুমান করা কঠিন। আপনার বাড়িতে এ ধরনের একটা ব্যাপারে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে আপনার বোনকে ধরতে আসতে হবে আমি তো ভাবতেই পারি না।

—কিন্তু সে তো এখন নেই। কী করবেন?

—চলে যাব। রিপোর্ট সেই নিয়মে লিখে দেব। বলবো, আগেই তিনি আত্মগোপন করেছেন। তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় নি।

—আত্মগোপন! অ্যানা কী আশঙ্কা করেছিল?

ইনস্পেক্টর আবেল মাথা নেড়ে বলেন,

—সেই কারণেই আমি বলেছি বাইরে থেকে অনুমান করা খুবই কঠিন। আপনার বোন সব জানেন। আমরা আজ শহরে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করবার যে অভিযান চালাচ্ছি, সে সংবাদ নিশ্চয়ই তাঁরা আগেই পেয়ে গেছেন। হয়তো পুলিশের গোয়েন্দা ঘর থেকেই পুরো লিষ্ট আগেই তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সর্ষের মধ্যে ভূত। একজনকে শুধু ধরতে পেরেছি আমরা। আপনার বাড়িতে যখন এলাম, বেতারে তখন শুধু একজনের কথাই শুনলাম। পালানোর সুযোগ যাতে কেউ না পান সেই কারণে একসঙ্গে, একই সময় আমরা অভিযান চালিয়েছি। সংবাদ এঁরা আগেই পেয়েছেন মনে হয়। আপনার বোন কখন বাড়ি থেকে গেছেন বলতে পারেন?

গিলবার্তো ক্রে এতক্ষণ স্থাণুর মত বসেছিলেন। কিছুটা

ধাতস্থ হয়েছেন এতক্ষণে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন,

—আমি তখন বাড়ি ফিরেছি। আমাকে বলেই গেল। বললো ফিরতে রাত হবে। কত আর হবে তখন! পাঁচটা-সওয়া পাঁচটা···

ইনস্পেক্টর আবেল-এর পার্শ্বচর এবার মন্তব্য করে,

—সঙ্গে সঙ্গেই খবর পেয়ে গেছেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আমাদের হাতে আসবার আগেই খবর কেউ বায় করে নিয়ে গেছে।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, আমার মেয়ে বিপ্লবী। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সে কোনোভাবে যুক্ত থাকতে পারে না। আইনের হাতে হেরে যাব কিন্তু আমি অ্যানাকে সাবালিকা বলেই মনে করি না। তাছাড়া বিপ্লব ও রাজনীতির সঙ্গে তার কী ভাবে সম্পর্ক থাকা সম্ভব! বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত হবার তার ব্যক্তিগত কোনো কারণই নেই। সে অভাবে নেই। আমার তৈরী এই প্রাচুর্য তো আমার ছেলে-মেয়েকে ঘিরেই। যদি আদর্শবাদের গরম গরম বুলিতে কেউ তাকে বিভ্রান্ত করে, তবে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এটা কোনো যুক্তির কথা নয়। বরং একটি মেয়ের জীবন এতে নষ্ট হতে পারে।

রোমানো কথার মাঝখানে বলে,

—এ ব্যাপারে আমাদের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তবে ইনি কী করবেন! ইনস্পেক্টর আবেল শুধু আদেশ বহন করছেন।

ইনস্পেক্টর আবেল এবার সপ্রসন্ন হেসে রোমানোকে বলে,

—অনুমতি দিলে আমরা খানাতল্লাশি করতে পারি।

গিলবার্তো ফ্রে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, রোমানো ইশারায় থামতে বলে। তারপর ইনস্পেক্টর আবেলকে বলে,

—খানাতল্লাশির আদেশ থাকলে আপনি নিশ্চয়ই আপনার কর্তব্য করবেন। আমার অনুমতির প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। তবে পাঁচজনের মত আমাদের বাড়িতে খানাতল্লাশি চলুক এটা আমাদের

নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না। অবশ্য আমাদের ভাল লাগা না লাগা আপনার বিচার্য বিষয় নয়। আপনি আপনার কর্তব্য কাজ করুন।

তল্লাশি মামুলী ধরনের। অ্যানার ঘরেই প্রধানত অনুসন্ধান চালানো হয়। সম্পূর্ণ হতাশ হতে হয়েছে। সামান্য রকম কাগজ-পত্রও হস্তগত করা গেল না।

ব্যর্থতা আর হতাশার স্তূপ আজ লরাস ক্যামারগোর টেবিলে জমা হয়েছে। ধরা পড়েছে একজন—সে কারনিয়েরো এ্যালভারো। সারা শহরে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও আর কারো সন্ধান করা যায় নি।

লরাস ক্যামারগো নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে থাকেন। নিজেদের মধ্যে কর্নেল গাইতানের বিরুদ্ধে আজ প্রকাশ্যে বিষোদ্গার সুরু করেন,

—আমার কাজে এভাবে বাধা সৃষ্টি করলে ফল কী হয় সে তোমরা দেখতেই পাচ্ছো। অনেক আগেই উচিত ছিল। আমি সেই নাটক অভিনয়ের পর পরই সবাইকে ছেঁকে তুলে নিতে বলেছিলাম। কর্নেল গাইতান বাধা দিয়েছেন। তিনি নিজেকে মস্ত রাজনীতি-বিদ মনে করেন। চমৎকার যুক্তি, নাট্যসংস্থা ভেঙ্গে দিয়ে এদের আটক না করার ব্যাপারে কত যুক্তিজালই বিস্তার করলেন। এখন নিজের কৌশলেই নিজেই ধরা পড়েছেন। এ হবে আমি জানতাম। আমি বিশ্বাস করি না এরা আমাদের প্রস্তুতির খবর আগেই জানতে পেরেছিল। এ অভিযোগ তুলে আমাদের নিজেদের হেয় করা হচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে সন্দেহের বিষ ছড়ানো হচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা তা মোটেই নয়। গোয়েন্দা দপ্তরের ভেতরের খবর সিকিউরিটি অফিস থেকে পূর্বাহ্নে চালান করে তাদের সতর্ক করা হয়েছে, এ নিতান্তই আজগুবি ব্যাপার। আসলে আমরা অনেক দেরী

করে ফেলেছি। কর্ণেল গাইতান এমন সময়ে নির্দেশ দিয়েছেন যখন প্রত্যেকে নির্বিঘ্নে আত্মগোপন করবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। মারকাস্ পালিয়ে যাবার খবর পেয়েই তারা বুঝতে পেরেছে হামলা একটা আসছে। আর আমরা হামলা সুরু করবো কিনা সেই সিদ্ধান্ত নিতেই বিকেল গড়িয়ে দিলাম। চমৎকার! পুরো ব্যাপারটা যদি আমার পরিচালনায় হতো, আমি ঐ নাট্যসংস্থার গোটা ইউনিট সেদিনই আটক করতাম। অতিরিক্ত লাভ করতে গিয়ে আমাদের এত বড় ব্যর্থতা হলো। কর্ণেল গাইতান আমার সব কথাতেই বলেন, আটকে রেখে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। তাজ্জব রাজনৈতিক কৌশলে ভদ্রলোকের বিশ্বাস। এমন সব পরিকল্পনা চোখের সামনে তুলে ধরেন, যেন মনে হয় রিকার্দো শুধু নয়, আরো বড় বড় রথী মহারথীদের তিনি ছেঁকে তুলছেন। ময়ুপম্পায় বিদেশীদের আটক করবার ব্যাপারে সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল বলে আমরা মনে করি না। স্থানীয় অধিবাসীদের কথা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত। আটক করতেও কোনো বাধার সামনে আমাদের পড়তে হয় নি। আরও পরিস্কারভাবে বলা চলে, এত বড় একজন বিপ্লবীকে যে আমরা পাচ্ছি, আমরা জানতামই না। তবু কর্ণেল গাইতান সবটাই গোয়েন্দা দপ্তরের কৃতিত্ব বলে দাবী করেন। কিন্তু আজকের ব্যর্থতার তুলনা নেই। আমরা কী আর এদের হদিশ করতে পারবো? এখন পুলিশী ব্যস্ততা ও গোয়েন্দা তৎপরতার কতটা ফল পাওয়া যাবে বলা দুস্কর। তারা লা পাজ ত্যাগ করার সময়ও যথেষ্ট পেয়েছে।

লরাস ক্যামারগোর সামনে বসে সহকর্মী ক্যাপ্টেন গুয়েচাল্লা। খুবই চিন্তিত মুখশ্রী। একটা সিগারেট ধরিয়ে মন্তব্য করেন,

—আসলে এ্যালফানসো রোডারিগকে পরামর্শ করতে গিয়েই ভুল হয়েছে। বিস্তর সময় তাতে নষ্ট হয়েছে।

লরাস ক্যামারগো উত্তেজিত হয়ে পড়েন,

—জিজ্ঞেস করবার কী আছে। এটা এত বড় কী একটা ভয়ানক ব্যাপার। সন্দেহভাজন লোকদের আমি যখন তখন গ্রেপ্তার করবো। নীতিগত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি না, বা এক্তিয়ারের বাইরে কোনো কাজ করা হচ্ছে না। আমরা কোনো দেশদ্রোহী সামরিক জেনারেলকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি না, অথবা প্রেসিডেন্টকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সন্দেহ করে কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বকে আঘাত করছি না। সবাই খুব সাধারণ লোক। দু একজনেরই শুধু পারিবারিক পরিচয় উঁচু মানের। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। পরামর্শ তো আমাদের সঙ্গে করলেই পারতেন। এ্যালফানসো রোডারিগ এসব ব্যাপারে কী বলবেন সে আমি এক মিনিটেই বলে দিতে পারতাম। এই সব ঢিলেঢালা ব্যাপার নিয়ে আর যাই হোক গোয়েন্দা দপ্তর চলতে পারে না। আমি কী করবো। কর্নেল গাইতানের নির্দেশ পেয়ে এতগুলো জায়গায়, একই সঙ্গে হামলা চালাতে আমার মাত্র দশ মিনিট লেগেছে। কিন্তু আমরা তাড়াহুড়ো করে করবো কী, নির্দেশ পাবার অনেক আগেই সব পালিয়েছে।

ক্যাপ্টেন গুয়েচাল্লা স্বগতোক্তির সুরে বলেন,

—সামরিক হাসপাতাল থেকে ঐ ধরনের আসামীর পালানো এখনও আমার কাছে ধাঁধাঁর মত লাগছে। তবে মুন্সিয়ানা আছে।

—এটা আপনি বোঝাবেন কাকে? এ সবটাই তো প্ল্যান।

—প্ল্যান?

—তবে কী। আত্মহত্যার চেষ্টা করাটাও খুব ভেবে চিন্তে। সেল থেকে বেরুনোর কোনো উপায় নেই, তাই হাসপাতাল থেকে পালানোর সুযোগ তৈরী করে নেওয়া। কিন্তু আমি ভেবে পাই না এটা কী ভাবে সম্ভব। হাসপাতাল হলেও ঐ বিশেষ রোগীর জন্যে ওখানে প্রথমত জেলখানার সতর্কতা থাকা উচিত ছিল। সামনের দরজায় দুজন পাহারা, অথচ পেছনের একটা দরজার কথা কেউ হিসেব রাখে নি। অবশ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনো সময়ই

আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করে না। নিঁচু নজরে দেখে। সবটাই কেমন যেন যাচ্ছেতাই ব্যাপার। আমরা ভুলে যাই কাদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এরা কেউ সৌখীন সাম্যবাদী বিপ্লবী নয়। এদের পরিকল্পনা নিখুঁত। আক্রমণ এদের অনিবার্য। নিশ্চিত জয়লাভের আশা না থাকলে এরা আঘাত করে না। এদের কী আর ধরতে পারবো!

—একজন তো ধরা পড়েছে।

—একমাত্র সান্ত্বনা। বিপ্লবীদের সঙ্গে সে কতটা যুক্ত বলা যায় না। আমাদের ফাইলে কিছু নেই। হতভাগাকে পালাতেও কেউ বলে নি। তাতে মনে হয় একে গ্রেপ্তার করা না করা সমান।

এমন সময় ফোন এলো। রিসিভারের অপর প্রান্তে কর্ণেল গাইতান,

—হ্যাঁ আমি লরাস ক্যামারগো কথা বলছি। এখনই আসতে হবে। আচ্ছা যাচ্ছি।

ফোন নামিয়ে রেখে বিক্রুপের ভঙ্গিতে বলেন,

—বিশেষ জরুরী দরকার। গলার সুর একটু নরম নরম মনে হলো। ওপর থেকে হয়তো ঠেলা খেয়েছেন। হওয়া উচিত। এ নিয়ে একটা হৈ চৈ হওয়া দরকার।

—বিশেষ জরুরী দরকারটা কী?

—আমাকে ধমকানোর সুযোগ অবশ্য একটা আছে। মজার ব্যাপার হয়েছে কী জানলে, এই বিপ্লবীদের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে আগে থেকেই বলা হয়েছিল। সে নজর আমাদের ছিল। কিন্তু যে লোকটা আত্মগোপন করবে বা পালাবে তার ওপর কতটা নজর রাখা সম্ভব। এরা এত ধূর্ত কল্পনা করা যায় না। যাক ওদিকের জরুরী খবর শুনে আসি। কর্ণেল গাইতানের নতুন কলাকৌশল এবার কী কায়দায় চলবে দেখা যাক।

সামান্ত সময়ে মারকাস্-এর বুঝতে অসুবিধা হয় না। লরা এতটুকু অতিভঙ্গী করে নি। মারিস্কেল লোপেজ-এর ওপর ভদ্র-মহিলার প্রচণ্ড ক্রোধ। লরার বাবার প্রসঙ্গ উঠলেই বৃদ্ধা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

মারিস্কেল লোপেজ-এর কথাই হচ্ছিল। লরার গল্পের গড়ন দিতে মারকাস্-কে হিমসিম খেতে হচ্ছে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না শীর্ণ দেহ। বয়েস হয়েছে, তবু এখনও পুরোপুরি সক্ষম বলা চলে। লরার প্রতি অপরিসীম স্নেহ অনেক সময় যুক্তিহীন, অবাধ্য।

—লোপেজ আমার ছোট ভাই, তার ঐ নিরপরাধ নিরপরাধ মুখটাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বৌটাকে জীবনেও শান্তি দেয় নি। খামখেয়ালী উড়নচণ্ডের পেছনে আমি কম করে হলেও আশী হাজার পেসো ঢেলেছি। ভেবেছি ব্যবসা ভালই করবে। সমস্ত টাকা জুয়াতে ঢেলেছে। আমার কাছে লুকিয়ে আমার স্বামীর কাছে টাকা নিয়েছে। অথচ আমার স্বামী যখন মারা গেলেন একবার দেখতেও আসে নি। দুর্নাম তার সর্বত্র। এখন মেয়ের ওপর বসে খাবে। তোমাদের দুজনের বিয়েতে মত দেবে না এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এবার আমিও দেখে নেব। কিন্তু লরা যেমন লাজুক, তেমনই ওর যুক্তিহীন পিতৃভক্তি। উপায় নেই তাই তোমাকে নিয়ে এখানে এসেছে। কিন্তু বিগড়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগবে না। হয়তো বাবার কাছে ছুটবে। সে দায়িত্ব অবশ্য তোমার। কোনো চিন্তা নেই তোমাদের। আমি তোমাদের পেছনে আছি। বাবার অধিকার নিতে সে আসুক। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের পছন্দ অপছন্দ আছে। এখানে আমাদের কারো কথা থাকতে পারে না। তোমরা যখন পরস্পারে জেনেছো, আমাদের সমর্থন ছাড়া কিছুই জানানোর নেই। আমি নিজে প্রাচীনপন্থী, কিন্তু যুক্তিহীন অন্ধ সংস্কার আমার নেই।

তাছাড়া লরার মত বোকা মেয়ে যে বুদ্ধি করে তোমার মত সুন্দর একটা ছেলের কাছে পৌঁছেছে, এ সান্ত্বনা আমার অনেকখানি। লোপেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে লরা সম্পূর্ণ আমার ধাঁচের। অন্যগুলো সব বাপের গড়ন পেয়েছে। আমার বড় আদরের মেয়ে লরা। আশা করি তুমি তাকে সুখী করতে পারবে। মরে গেলেও মুখ ফুটে কিছু চাইবে না। এত আত্মসম্মানী আর কর্ত্তব্যবোধ আজকালকার মেয়েদের মধ্যে তুমি পাবে না। হয়তো জান, আমার কাছেই লরা মানুষ হয়েছে। লোপেজ হঠাৎ একদিন পিতার অধিকার নিয়ে মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। হৃদয়হীন, মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই।

সকালের কচি রোদে লনে বসে কথা হচ্ছিল। লরাকে আসতে দেখে বৃদ্ধা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে উঠে দাঁড়ালেন,

—তোমরা গল্প কর। আমি একটু বেরুবো। চল না বরং আমরা সবাই বাজার থেকে ঘুরে আসি। দুষ্টু লরা আমার, চল না পছন্দসই জিনিষ কিনে আনি।

বাজার ঘুরে আসার প্রস্তাবে মারকাস্ একটু দমে যায়। কিন্তু চতুর লরা কৃত্রিম অভিমানের সুরে প্রস্তাব নাকচ করে বলে,

—বাজারে যাবার তোমারও কোনো দরকার নেই। নিরালায় আমরা দুটো দিন থাকতে চাই তোমার কাছে। আসলে নিজের হাতে কেনাকাটি না করলে তোমার পছন্দ হয় না। তুমি যা খুঁতখুঁতে।

মিষ্টি হেসে বৃদ্ধা মারকাস্-এর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে,

—বেশ তো তোমরা থাক। আমি ঘুরে আসি। অতটা পথ যাচ্ছি যখন, তখন আর একটা জায়গা ঘুরে আসবো। কিছু হয়তো দেরী হবে। তোমরা দুজনে বসে গল্প কর।

বৃদ্ধা চলে গেলেন। মারকাস্ এই বৃদ্ধাকে বুঝতে চেষ্টা করে। বয়েস হয়েছে কিন্তু মনের তারুণ্য এখনও অম্লান আছে। রোগা

লম্বাটে গড়ন। কর্মক্ষমতা এখনও অটুট।

—তোমার পিসী তোমাকে অসম্ভব স্নেহ করেন।

লরা অদৃশ্য এক বোঝা দু হাতে সরিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে,

—স্নেহ ভালবাসা একটু কম হলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যাক কাজের কথায় আসা যাক। যে কোনো কারণেই হোক রবিবারের পর আমি এখান থেকে চলে যাব। তোমাকে সরে পড়বার ব্যবস্থা তার আগেই করে নিতে হবে। ভয় যেটুকু ছিল, সেটাকে কাটিয়ে উঠেছি। পিসী তোমাকে খুব পছন্দ করেছেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই এখানে থাকা চলবে না। সাময়িক একটা আস্তানার প্রয়োজন ছিল, কদিনের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়শিবির হিসাবে এটি বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। আসলে বাবার ওপর পিসী এত খাপ্পা যে তাঁর বিরোধী সমস্ত কাজ কর্মেই তার নিদারুণ উৎসাহ। এই সুযোগটা পুরোপুরি নিতে হবে।

—তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না। তুমি তো গল্প লিখতে পার।

—তোমার সঙ্গে দৈবাৎ নাচতে গিয়ে অনেক কিছুই শিখলাম।

—আচ্ছা লরা তুমি আমার জন্যে এত বড় ঝুঁকি নিলে, একবারও দ্বিধা হয় নি।

—জানি না। আমাকে তুমি কী মনে করো জানি না, তবে আমি আমাকে চিনি। এখন আর লুকোনোর প্রয়োজন নেই, পিসীর কাছে সবই ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই জেনেছো। কদিন আগেও খারাপ লাগতো, কিন্তু আজ হয় না। সাফল্য ও ব্যর্থতাকে আমি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বুঝতে চেষ্টা করছি। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর, বিশেষ করে ইদানীং জীবনবোধ সম্পর্কে আমার এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। এখন দেখছি কত স্থূল জিনিষকে মর্যাদা দিয়েছি। তোমার হয়তো মনে নেই, কিন্তু তোমার সব কথাই আমার মনে আছে। যাক এখন কাজের কথায় আসা যাক। তুমি কী ঠিক করেছো ?

—আপাতত তোমার পিসীর অনুপস্থিতিতে কতগুলো টেলিফোন করবো।

—সে তুমি পিসী থাকতেও করতে পারতে। সুযোগ আমি করে দিতাম। কিন্তু ভেবে দেখবে টেলিফোনে যোগাযোগ করাটা কী ঠিক হবে?

—সাবধান হয়েই কথা বলবো। এ ছাড়া অন্য রাস্তা দেখছি না। রবিবারের মধ্যে যদি সরে পড়তেই হয়, তবে আমার ব্যবস্থা আমাকে করে নিতে হবে। তাছাড়া সময়ের শুধু অপচয়ই হচ্ছে। তোমার পিসীর বাড়িতে ভিন্ন পরিচয়ে, অন্য নামে সুখে দিন কাটানোয় সময় নষ্ট করা যেতে পারে না।

টেলিফোনে যোগাযোগ করবার সিদ্ধান্তই মারকাস্ শেষ পর্যন্ত নিয়েছে। মাতিনোকে বাদ দিয়ে প্রথমে অ্যানাকে যোগাযোগ করলো। লরাকে চাকরবাকরের ওপর দৃষ্টি রাখতে বলে। লরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টেলিফোনটা বেজে চললো অনেকক্ষণ। অল্পক্ষণ পর একটি পুরুষের গলা। অ্যানাকে চাইতেই বলতে শোনা গেল,

—আমি তার ভাই কথা বলছি। আমাকে আপনি বলতে পারেন।

—অ্যানা কখন ফিরবে বলতে পারেন?

—অ্যানা আর ফিরবে না। সে পালিয়েছে। হয়তো ধরাও পড়তে পারে। আপনি কে কথা বলছেন?

—তিনি আমার কাছে কিছু বই কিনেছিলেন। তার দামটা পাওনা আছে।

—কী বই?

—সাহিত্য। কিছু ইতিহাসের বইও আছে। অবশ্য পাওনা খুব বেশী কিছু নয়।

—বাজে কথা। আপনি কে কথা বলছেন বলুন। সাহিত্য

বা ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত সে নয়। সে ইতিহাস তৈরী করতে ব্যস্ত।
আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন? অ্যানা কোথায় আছে বলুন?
তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। আপনি সব জানেন। আমি,
গিলবার্তো রোমানো কথা বলছি। নিশ্চয়ই আমাকে চেনেন আপনি।

মারকাস্ কী ভেবে রিসিভার ছেড়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ গেল ধাতস্থ হতে। অ্যানা পালিয়েছে! অন্য সবার হয়তো এই একই অবস্থা। মাতিনোর কথা মনে পড়তেই মারকাস্ আরও বিচলিত বোধ করে। পালাতে যদি পারে, খুব ভাল কথা, কিন্তু কে কী অবস্থায় আছে! শহরের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে নিজের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিদ্ধারণ করা দুষ্কর। আর টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করা ভয়ঙ্কর। যে কোনো মুহূর্তে বিপদাপন্ন হতে হবে। যে অবস্থাতেই হোক, যে কোনো উপায়ে লা পাজ ত্যাগ করতেই হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ নেটওয়ার্ক ছাড়া নিরাপদে এই শহর ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর সম্ভাব্য তৎপরতা মারকাস্ আন্দাজ করতে পারে।

অনেক ভেবে মারকাস্ ঠিক করলো। ঝুঁকি একটু নিতেই হবে। লরাকে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। কৌশল কিছু অবলম্বন করতে হবে। যতটা সম্ভব কভার রাখতেই হবে। রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করাও ভুল হবে। অবস্থা না জেনে অ্যানাকে ফোন করতে যাওয়া ভুল হয়েছে। রোমানোর মনভাব বেশ আন্দাজ করা যায়। কিন্তু সে কী টেলিফোনের সূত্র ধরে তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। সেটা আদৌ সম্ভব কি না মারকাস্ ভেবে পায় না।

বলতেই লরা রাজী হলো। শুধু একবার বললো,

—এসব ব্যাপারে আমাকে ব্যবহার না করাই ভাল। পুলিশ আমাকে ধরে অনুসন্ধান চালাতে পারে।

—কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই! ক্রমাগত ট্যাক্সী পরিবর্তন করে

উল্টেপাল্টা রাস্তা ধরে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তুমি আবার ফিরে আসবে। শুধু প্রয়োজন নয়, এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। খবর আমার আজই চাই। টেলিফোনে যোগাযোগ করবার আর ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে না।

—কখন যেতে হবে?

—এখনই।

—পিসী এসে পড়লে?

—বানিয়ে কী বলতে হবে বল।

লরা দুদণ্ড কী ভেবে ঠোঁট কামড়ে বলে,

—তোমার চোখের ওষুধ কিনতে গেছি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—চোখ তো আমার, ডাক্তারের কাছে তুমি একা যাবে কেন?

—ওষুধ কিনতে গেছি। তোমাকে কবে যেতে হবে তার দিন জানতে গেছি। ভুল বললাম, পিসীকে এতটা বোকা মনে করা ঠিক হবে না। সন্দেহ না হলেও, সুযোগ করে দেব না। বলবে, ভুলে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ফেলে এসেছো, তাই আমাকে পাঠিয়েছো। ওষুধ একটা আমি নিয়ে আসবো।

—তোমার বুদ্ধি আছে।

—তোমার মতলবের মধ্যে থেকে বুদ্ধি আমার খুলছে।

মারকাস্ কাজের কথায় এলো। মাতিনোর ষ্টুডিও সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে কী নিয়মে কথা বলতে হবে, কার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন, সমস্ত কিছুই বুঝিয়ে দিল। মাতিনোর অনুপস্থিতিতে এডুয়ারদো মেলেনা নামে মোটা টাক মাথার কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। সে নিশ্চয়ই কিছু খবর দিতে পারবে। মারকাস্ পরিচয়পত্র সঙ্গে না দিয়ে লরাকে বলে,

—যদি দেখ তোমাকে মাতিনো বা মেলেনা সন্দেহ করছে, তুমি বলবে কার্ল বা গার্শিয়া পোনসীর সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও।

লরা দ্বিধাগ্রস্থ মনে কবার নামটা রপ্ত করে নিল,

—গার্শিয়া পোনসী বা কার্ল-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই। গার্শিয়া পোনসী।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লরা তৈরী হয়ে নিল। শেষবারের মত মারকাস্ লরাকে সতর্ক করে দেয়। অনেক চিন্তাই মাথায় ভীড় করে আসে। বার বার মনে হচ্ছিল, অ্যানাকেও যখন পালাতে হয়েছে তখন নিশ্চয়ই অন্য সব সাথীরাও আত্মগোপন করেছে। হয়তো কেউ ধরা পড়েছে। মাতিনোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা কে জানে!

খবরটা এসেছিল আকস্মিকভাবে। রহস্যজনক এক টেলিফোনে অ্যানা প্রথম সংবাদ পায়। অচেনা এক পুরুষের গলা। কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। রহস্যজনক সেই ফোনে তিলমাত্র ভণিতা ছিল না। অ্যানাকে টেলিফোনে পেয়ে সুরুই সে করেছিল এইভাবে,

—টেলিফোনে আপনাকে পেয়ে খুব ভাল হলো। নইলে খবরটা পৌছোতেও আমাকে বেগ পেতে হতো। দেখুন এইমাত্র জানলাম আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শেষরাত্রে না এখনই পুলিশ আপনাদের গ্রেপ্তার করবে সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে কথা চলছে। আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না। খবরটা রসিকতা মনে করে উপেক্ষা করবেন না। আমি বিপ্লবী নই। তবে মহান বিপ্লবী সংগ্রামের আমি একজন দরদী। আপনারা নিরাপদে আত্মগোপন করতে পারলে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই খুশী হবো। আমার শুভেচ্ছা জানবেন।

অ্যানা কোনো সুযোগই পেল না প্রশ্ন করার। অপরিচিত কণ্ঠ থেমে গেল। রিসিভার নামিয়ে রাখার যান্ত্রিক শব্দ শোনা যায় তারপর।

সময় নষ্ট করে নি অ্যানা। রহস্যজনক ফোনটিকে রসিকতা মনে করবার সকারণ যুক্তি সে খুঁজে পায় নি। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। মাতিনোর নির্দেশমত পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে তৈরী হয়ে নিয়েছে। কার্ল তখন ষ্টুডিওতে। সংবাদটি কার্লকে দিয়েই মাতিনো বেরিয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এডুয়ারদো মেলেনা-কে মাতিনো সবই জানিয়ে যায়। একমাত্র কারনিয়েরো এ্যালভারো-র সঙ্গেই যোগাযোগ করা যায় নি। লরাস ক্যামারগো যখন কর্নেল গাইতানের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়েছেন, ততক্ষণ সবাই গা ঢাকা দিয়েছে। হতভাগ্য কারনিয়েরো এ্যালভারো-কে পুলিশ-রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। সামরিক হাসপাতাল থেকে মারকাস্-এর অন্তর্ধানের সংবাদ কারোই জানা ছিল না।

এডুয়ারদো মেলেনা তাই প্রথমটা একটু অবাকই হয়েছিল লরার কথায়।

কাউন্টারের সামনে লোক ছিল। টাকবহুল মাথাটায় উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর। মাংসল চওড়া মুখটার ভাঁজে ভাঁজে কৌশলী-মনটি মানুষটি সুন্দর লুকিয়ে রাখতে জানেন। চওড়া জোড়া ভ্রু-যুগলের সর্বক্ষণের বিস্ময়রেখা মানুষটিকে বেশী রহস্যময় করে তোলে। একগাল হেসে প্রৌঢ় মেলেনা সবাইকে শুনিয়ে বলেন,

—ঠিক আছে, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি। জরুরী প্রয়োজনে পাশপোর্ট ফটোগ্রাফ আমরা কিছু সময়ের মধ্যেই দিয়ে থাকি। যান ভেতরে যান।

মনের প্রচণ্ড উত্তেজনা থাকলেও বাইরে তিলমাত্র প্রকাশ ছিল না। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরুদ্বিগ্ন মানুষটি লরাকে অনুসরণ করে ছবি তোলবার ঘরে এসে ঢোকে

লরাকে মেলেনার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে সব পরিচয়ই সামনে রাখতে হয়। লক্ষ্য করে প্রৌঢ় মানুষটির চোখেমুখে এবার যেন চিন্তার মেঘ। সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অনেক

প্রশ্ন। কিন্তু মারকাস্-কে কিছু জানানো সম্পর্কে কিছুই বললেন না। ঝাঁপিয়ে পড়ে লরা।

—এত কাণ্ড হয়ে গেছে আমার কিছুই জানা নেই।

—মারকাস্-কে আমি কী জানাবো?

—বলবেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। আজ সন্ধ্যেতেই। আশা করি বাড়ি চিনে যেতে আমার অসুবিধে হবে না।

—কিছুমাত্র নয়। আমি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—আপনাকে দস্তুরমত বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। পরিপূর্ণ নতিক দায়িত্ববোধ থেকে আপনি প্রচণ্ড একটা ঝুঁকি নিয়েছেন বুঝতে পারি।

—মারকাস্ নিরাপদ অঞ্চলে সরে যেতে পারলে আমার সমস্ত কাজ সার্থক। আপনার সাহায্য এখন আমারও খুব দরকার।

—আমি সন্ধ্যেতেই আসবো। সেখানেই সব কথা হবে। দৈবাৎ সময়ের যদি পরিবর্তন হয় আমি ফোন করে জানাবো। আপনার পিসীর বাড়িটা আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনাকে যত দেখছি ততই আমার অবাক লাগছে। এত পবিত্র হৃদয় নিশ্চয়ই মর্যাদা পাবে। ভয় নেই, মারকাস্ নিরাপদ অঞ্চলে সরে যেতে পারবে।

লরা উঠে দাঁড়িয়েছে। মারকাস্-কে খবরটা পৌঁছোতে সে ব্যাকুল। চতুর মেলেনা হেসে বলেন,

—এক মিনিট। পাশপোর্ট ছবি একটা নিয়ে রাখি।

—দরকার নেই।

—একটা নজীর থাকতো। স্টুডিওতে আসার পেছনে সাধারণ যুক্তি একটা থাকুক না।

ষোল আনা আন্তরিকতা থাকলেও অনভ্যস্ত আনাড়ী লরার কথায় মারকাস্ একটু দমে যায়। সমস্ত কিছুই লরা প্রকাশ করে

এসেছে, কিন্তু কোনো সংবাদই সে সংগ্রহ করে আনে নি।

—সবই বুঝলাম লরা কিন্তু সেখানে তুমি ছবি তুলতে গেলে কেন ?

—আমি সন্দেহ করবার কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। ছবি তোলবার সম্ভাব্য বিপদের তিলমাত্র আশঙ্কাও আমি করি নি। তুমি তো তাঁকে বিশ্বাস করো।

—তুমি ভুলে যাচ্ছো লরা, আমরা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে চলেছি, যেখানে বিশ্বাস করবার জায়গা যত কম হয় ততই ভাল। নিজের ছায়াকেও আমার সন্দেহ হয়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে জীবন মৃত্যুর ফারাক। যাক, তোমার কোনো দোষ নেই। কিন্তু মাতিনোর হদিশ তুমি কিছুই সংগ্রহ করতে পার নি।

—তিনি প্রসঙ্গটি পুরোপুরি এড়িয়েই যেতে চাইলেন। আমি পীড়াপীড়ি করি নি। ভেবেছি উল্টে তিনি আমাকে অন্য কিছু ভাবতে পারেন। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে আমি যখন জড়িত নই, কোনোভাবেই এ খবরের সঙ্গে আমি যুক্ত নই, তাই হয়তো আমার কাছে তিনি কিছুই ভাঙ্গলেন না। আমিও খুব একটা নৈতিক সমর্থন পাই নি।

—সন্ধ্যে কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ফোনও কিছু এলো না।

—খামাখা চিন্তা করছো, তিনি ঠিকই আসবেন। এখন আমার সমস্যা পিসীকে নিয়ে। আমি বলেছি তোমার কাছে একজন আসবেন। একজন প্রৌঢ় হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বন্ধু বলে চালিয়েছি।

—এখন দেখছি বাড়িতে ডেকে আনবার ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত ছিল।

—ভয় পাচ্ছো কেন ?

—ভয় নয় লরা—আশঙ্কা। তোমাদের আমি বিব্রত করতে চাই না। এমনিতেই তোমার ওপর যথেষ্ট অবিচার করেছি। আমি ধরা

পড়লে তার সত্যিই সকারণ একটা যুক্তি থাকে। মৃত্যুর খাতায় নাম লিখিয়েই বাঁচার লড়াইয়ের মধ্যে আমি চলেছি। কিন্তু শুধু মানবিক তাগিদ, আমার প্রতি তোমার অকুণ্ঠ সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ভালবাসা যাই বল, যদি বিপর্যয়ের ওপর বিপর্যয় ডেকে আনে, সে নিতান্তই আফসোসের হবে। হিংস্র সেই প্রচণ্ডতার সঙ্গে যুঝবার সময় তোমার নৈতিক সততা ও পবিত্র হৃদয়াবেগই যথেষ্ট নয়। কারণ নীতিগত প্রশ্নে তুমি উত্তীর্ণ নও। তুমি আমাকে ঘিরে ভাবাবেগে চালিত। এসবের মূল্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে সংগ্রামের এই পটভূমিতে তার বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। কবিতা আমি ভালবাসি, কিন্তু এ জীবন বড় কঠোর, পরিপূর্ণ গদ্যময়।

লরা মাথা নত করেছিল। মুখ লুকিয়ে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মারকাস্ নিজেকে একটু বিব্রত বোধ করে। মনে মনে ভাবে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে এই বাড়ির নিরাপত্তার জন্যে অবিলম্বেই এ আস্তানা ত্যাগ করা দরকার।

কিছুক্ষণ পরেই লরা এডুয়ারদো মেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকে।

—আমি একটু দেরী করে ফেলেছি।

মারকাস্ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লরার দিকে ফিরে তাকায়। ইঙ্গিত লরা বুঝতে পারে। হেসে বলে,

—তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। এখানে কেউ আসছে না। আমি ওদিকে যাচ্ছি।

লরা এডুয়ারদো মেলেনার দিকে তাকিয়ে চতুর হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডুবন্ত মানুষ যেন ডাঙা ফিরে পেল। মারকাস্ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ে,

—লরার কাছে সবই শুনেছেন। মাতিনোর খবর কী? অ্যানা।

কী সত্যিই আত্মগোপন করেছে? কার্ল কোথায়? অন্যদের খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা বিবর্জিত, নিরুত্তাপ নিরুদ্বিগ্ন এডুয়ারদো মেলেনা মারকাস্-এর সামনে জ্ঞাতব্য সমস্ত খবরই মেলে ধরে। নিজের অনুমানের সঙ্গে মেলেনার কথার মিল খুঁজে পেয়ে খুশী হয়। মেলেনা বলে চলেন,

—আশা করা যায় কাল আমি সঠিক খবর তোমাকে দিতে পারবো। রিকার্দোর সঙ্গে মাতিনো যোগাযোগ করতে পেরেছে। অ্যানা আর ইউজেনিও আজ কামিরীর উদ্দেশ্যে লা পাজ ত্যাগ করবে। সেই কারণেই আসতে আমার একটু দেরী হলো। রিকার্দো জরুরী অবস্থায় লা পাজ এসেছিল। জঙ্গলের গেরিলা বাহিনী হঠাৎ পর পর কয়েকটি বিপর্যয়ের পর হীনবল ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে রিকার্দো সংবাদ এনেছে। মুক্তি যোদ্ধা সংগ্রহ করতে সে এসেছিল। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা রেখে সবাইকে সে জঙ্গলে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে গেছে। বেচারা এ্যালভারো শুধু ধরা পড়লো।

—আমাকে পালাতে হবে। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। আমি লা পাজ ত্যাগ করতে চাই। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করুন।

—তোমার বর্তমান অবস্থার কথা আমি জানিয়েছি। তোমাকে যে আবার ফিরে পাওয়া যাবে এটা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারি নি। তোমার খবর সবার মধ্যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। সংবাদটা কালকের আগে মাতিনোর কাছে অবশ্য পৌছোবে না।

কথা প্রসঙ্গে জুয়ানের কথা উঠলো। অল্প কথায় মেলেনা 'মুক্তি নেই' নাটকের নাটকীয় অভিনয় রজনীর কথা মারকাস্‌কে বলছিল, এমন সময় লরা পিসীকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

'অন্যদিন একা একা কাটে। রোগীর মত তাস খেলে সন্ধ্যে কাটে আমার অনেকদিন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই একটার পর

একটা কাজ, অপ্রত্যাশিত অবাঞ্ছিত মানুষের আনাগোনা চলেছেই'—সামনের সোফায় এসে লরার বৃদ্ধা পিসী মারকাস্-এর মুখোমুখি বসলেন।

বেচারা লরা। পেছন থেকে সে তার ব্যর্থতা ও নিরুপায় অবস্থা অঙ্গভঙ্গী করে জানান দেয়।

নতুন মানুষ দেখে বৃদ্ধা পিসী প্রগলভ হয়ে ওঠেন। লরাই পরিচয় করিয়ে দেয়। আপন মনে বক বক সুরু করেন। এডুয়ারদো মেলেনাকে রাত্রে ডিনার সেরে যেতে অনুরোধ করেন। বলেন,

—এমন একদিন ছিল, যখন প্রতিদিন আমার বাড়িতে অতিথি থাকতেন। মনের মত মানুষকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোতে আমার স্বামীর খুব শখ ছিল। নিজে বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের প্লেট তৈরী করতে জানতেন। তাঁর আর এক শখ ছিল বাগানের। বিস্তর পরিশ্রম আর বহু ব্যয়ে সে বাগান হয়েছিল সত্যিই এক দেখার জিনিষ। আমোদপ্রিয় মানুষটি মানুষ ভালবাসতেন, হয়তো তাই ভগবান বেছে বেছে নিরানন্দের আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটা মারা গেল। তারপর থেকেই আমার স্বামীর আশ্চর্য পরিবর্তন সুরু হলো। অনাদরে অযত্নে বাগান নষ্ট হলো। ভেতরে ভেতরে তিনি নিজেও যে শুকিয়ে এসেছিলেন, এটা লক্ষ্য করতাম। যাক, কী সব নিজের পুরোনো কথা বলছি। হয়তো আজ আমার শূন্য ঘরে অতিথি তাই পূর্বস্মৃতি মনে এলো।

পিসী এবার চোখের দুই প্রান্তে রুমাল বুলিয়ে ম্লান এক টুকরো হেসে বলেন,

—আকর্ষণ ছিল বহু। তবে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আজ একটা পরিপূর্ণ নিরাসক্তি চরিত্রে দানা বেঁধেছে। যা কিছু ধরতে গেছি, পেয়েছি। তারপর হারিয়ে গেছে। লরাকে ওর বাবা নিয়ে গেল। সে আঘাত আমার কাছে অনেকখানি। দেখলাম অধিকার আমার কিছুই নেই। নিজেকেই আমি প্রতারণা করেছি

কল্পনাশ্রয়ী কাহিনী গড়ে। অন্তরের মণিকোঠায় অন্যায় অধিকার রচনা করেছি।

যোগসূত্রহীন পূর্ব জীবনের অতিকথন। পিসী বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন। এত্নয়ারদো মেলেনাকে রাত্রে ডিনার শেষ করে যেতে অনুরোধ করে ঘর থেকে চলে গেলেন। লরা বলে,

—আমার পিসী যে এত তাড়াতাড়ি উঠবেন ভাবতে পারি নি। যা হোক, আপনারা এবার নিশ্চিন্তে কথা বলে সব ঠিক করুন। আমি ওদিকটা দেখছি।

লরা চলে গেল।

এত্নয়ারদো মেলেনা অপস্রিয়মান লরার দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে বলে,

—কী আশ্চর্য মিল।

—মিল!

মারকাস্-এর দিকে ফিরে মেলেনাকে এবার অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত হতে দেখা যায়,

—মারকাস্ তুমি একটা প্রচণ্ড চক্রান্তের মধ্যে আটকে পড়েছো।

—চক্রান্ত!

বিস্ময় ও উত্তেজনা মেলেনার কণ্ঠে পরিপূর্ণ,

—চক্রান্তই মারকাস্। চিনতে আমার ভুল হয় নি। ইনিই সেই মহিলা। এ তুমি কোথায় এসেছো মারকাস্।

—আপনি কার কথা বলছেন? পিসীকে আপনি চেনেন নাকি?

এত্নয়ারদো মেলেনার কানে মারকাস্-এর কথা পৌঁছোয় না। নিজের চিন্তায় মগ্ন। আপন সন্দেহে অস্থির মানুষটিকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হয়।

—আপনি লরার পিসীকে চেনেন নাকি?

এত্নয়ারদো মেলেনা চারপাশ দেখে নিয়ে মারকাস্-এর দিকে

ঝুঁকে পড়ে খুব নিঁচু গলায় বলেন,

—ইনি লরার পিসী নন মারকাস্। তুমি চিনবে না, আমি এঁকে ঠিক চিনেছি। এ যে দেখছি তুমি এক ভয়াবহ চক্রান্তের মধ্যে আছো। ইনি লরার পিসী নন। মনের মত মানুষকে ডেকে নিমন্ত্রণ করা বা বাগানের শখ এঁর স্বামীর ছিল না। কারণ এই বৃদ্ধা মহিলার স্বাভাবিক কোনো বিবাহিত জীবন কোনোকালেই ছিল না। ছেলে মারা যাবার কথাও সত্যি নয়। কল্পনাশ্রয়ী কাহিনীতে আমাদের প্রচণ্ড প্রতারণার মধ্যে ফেলেছেন। ইনি এদেশের মানুষ নন। অতি যোগ্যতাসম্পন্না, প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এই মহিলার নাম ক্যাথারিণা। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা।

মারকাস্-এর বিস্ময় এবার ত্রাসে পৌঁছেছে। অস্ফুট আর্তনাদের সুরে বলে,

—তবে লরা!

—লরা ঐ একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত। হোটেলে নাচের উঠোনে তোমার ওপর সে নজর রাখছিল। তুমি নিজের হাতে ধরা দিয়েছো। তার জের এখনও চলেছে।

—আপনার অনুমান ভুলও হতে পারে।

—অনুমানের কোনো ব্যাপারই নয় মারকাস্। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এসব কথা বলছি। ঐ পিসীকে আমি ঠিক চিনেছি। সেই কারণেই লরাকে বুঝতে ভুল হবে কেন?

—আপনি কতটা জানেন?

—সবই জানি। প্রথমটা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি নিশ্চিত হয়েছি। দেখবে লরার এই পিসীর বাঁ হাতের কয়েকটা আঙুলে পোড়া দাগ আছে।

—আমাকে এখানে আটকে রেখে এদের কি লাভ? আমার তো এতক্ষণ গ্রেপ্তার হওয়া উচিত ছিল।

—সেইটাই বুঝতে পাচ্ছি না। উদ্দেশ্য একটা বড় রকমের

সন্দেহ নেই।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না।

—এই ক্যাথারিণাকে আমি প্রথম দেখি হাভানায়। ঠিক দেখি না, তার ফ্ল্যাটে যখন গিয়েছিলাম তিনি তখন পালিয়েছিলেন। এই ক্যাথারিণা-র ফ্ল্যাট থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পিণর দেল্ রাও দিয়ে মার্কিন ষড়যন্ত্রকারী হাভানা পর্যন্ত নেট-ওয়ার্ক গড়ে তোলে। এই ক্যাথারিণা ছিলেন হাভানায় তাদের কেন্দ্রবিন্দু। ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে মিলিশিয়ার নজরে আসে। এই প্রতিবিপ্লবী গুপ্তচর দল মার্কিনদের পরিচালনায় ক্যামাগুয়ে দিয়ে প্রবেশ করে। 'রোমানো-কে' দিয়ে তারা ঢুকে পড়ে বলে জানা যায়। গ্রামের দুটো রাখাল ছেলে নদীর ধারে বালির নিচে লুকোনো তার আবিষ্কার করেছিল। ছেলে দুটো ছাগল চরাতে চরাতে লোকালয় থেকে দূরের ঐ দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে পড়ে। ঐ তার বাচ্চা দুটোর কৌতূহল সৃষ্টি করে বালিতে চাপা পড়া তার টেনে টেনে তারা অনেক দূরে একটা জায়গায় এসে থামে। এখানে এইভাবে গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজ তারা পায়। গ্রামে ফিরে এসে একথা তারা স্থানীয় মিলিশিয়াকে জানায়। মিলিশিয়াকে সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হতে দেখা যায়। গোপনে ঐ নদীতীরের ওপর নজর রাখা হয়। ওৎ পেতে থেকে অপেক্ষা করা হয় দু'তিন দিন। স্পীড্ বোটসহ দুজন এখানে ধরা পড়ে। এখানে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রচুর ষড়যন্ত্রের কাগজপত্র হস্তগত করা হয়। হাভানা মিলিশিয়া খবর পেয়ে ক্যাথারিণার ফ্ল্যাটে হানা দেয়। এখানে মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিপুল দলিল ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। ক্যাথারিণাকে গ্রেপ্তার করা যায় নি। পোর্তো-রিকো পালিয়ে যান। পোর্তো-রিকোর এগুয়াস্ বুয়েনস্ পাহাড়ে যে প্রতিবিপ্লবী শিবির গড়ে তোলা হয়, ক্যাথারিণা সেখানে নিযুক্ত ছিলেন। তারপর চলে যান মিয়ামী। আমি ষাট থেকে তেষট্টি সালের মাঝামাঝি হাভানায় ছিলাম। বিপ্লবের পর কিছুদিন ওখানে আমি হাতে কলমে কাজ

করেছি। ক্যাথারিণাকে গ্রেপ্তার করবার মিলিশিয়াদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিউবার বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক মার্কিনী অভিযানের সঙ্গে প্রথম থেকেই ক্যাথারিণা যুক্ত ছিলেন। ক্যাথারিণার 'অপারেশন লা পাজ' সম্পর্কে আমি অবশ্য কিছু জানি না। এখানে তিনি কীভাবে এসেছেন বুঝলাম না। এমনও হতে পারে 'বলবো হাইটস্' টিমের সঙ্গেই এখন তিনি যুক্ত! ক্যাথারিণা সম্পর্কে সামান্য রকম সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কী কারণে, কী উদ্দেশ্যে তোমাকে এখানে আনা হয়েছে বুঝলাম না। ভেবে দেখতে হবে। চক্রান্তজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়তে হবেই। আমি কাল আসবো। ব্যাপারটা নিয়ে দস্তুরমত গবেষণার আছে। লরা যে গোয়েন্দা দপ্তরের পে-রোলে আছে সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। একটার পর একটা ষড়যন্ত্র তোমাকে তাজ্জব নাটকের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে। আশ্চর্য, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে আবার তুমি লরার সঙ্গেই যোগাযোগ করেছো। কিন্তু তোমার কোনো দোষ নেই। তুমি নিরুপায় ছিলে। এখন গোটা দৃশ্যপট ভালভাবে বুঝে অতি সাবধানে পালানোর পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে। আমার কাজ এখন লরার পিসীর ডিনার নিমন্ত্রণ শেষ করা। তোমাকে অনেক বেশী চোখ কান খোলা রেখে চলতে হবে। রবিবারের আগেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

বিস্ময়ে বিমূঢ় মারকাস্ ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নেয়। নাচের উঠোন থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার যোগসূত্র এদুয়ারদো মেলেনার দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। ক্যাথারিণার চেয়ে লরাই তাকে সম্পূর্ণ হতবাক করেছে। মর্মান্তিক নির্মম অভিনয়। আপাতদৃশ্য পবিত্র জীবনের তলায় কী ভয়ঙ্কর পৈশাচিক জীবন লরা যাপন করছে সে কথা ভেবে মারকাস্ শিউরে ওঠে।

এদুয়ারদো মেলেনা মারকাস্-কে ফিসফিস করে বলে,

—এখন আমাকেও এই চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হলো।

পুলিশ বা গোয়েন্দা দপ্তর এই মুহূর্তে কী নিয়মে ভাবছে সেটা বুঝে নিলে আমাদের কাজের সুবিধা হতো। একটা বড় রকমের পরিবর্তনের জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। তুমি বিচক্ষণ, সবই বুঝতে পার। সহজে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া কঠিন। সশস্ত্র পাহারা তোমাকে নিশ্চয়ই চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রেখেছে।

মারকাস্ লক্ষ্য করে লরা হাসতে হাসতে আসছে।

—তুমি তোমার পিসীকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছো।

—বলবেন না। বাতিকগ্রস্থ মানুষ। আর এমন খুঁতখুঁতে স্বভাব।

এডুয়ারদো মেলেনা মিষ্টি হেসে বলেন,

—এসে তুমি ভালই করেছো লরা।—শোন, রবিবারের মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। আমি সেই নিয়মে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। কিন্তু পরশু এখানে একটা গোপন অধিবেশনের কথা আছে। মারকাস্-এর সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার। এই বাড়িতে অধিবেশন হয়তো সম্ভব নয়।

—অসম্ভব। জানাজানি হয়ে যেতে পারে। এতবড় ঝুঁকি কোনো কারণেই নেওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয়। গোপন অধিবেশনে কতজন আসবেন?

—জনা দশেক তো বটেই। এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। কমরেড রিকার্দো নিজে অধিবেশনে থাকবেন। তাছাড়া বাইরে থেকেও কয়েকজন আসবেন।

—মাপ করবেন। এখানে এতবড় ব্যাপার হতে পারে না। পিসীকে অন্যত্র চালান করা অসম্ভব। এখানকার লোকজনও খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মারকাস্ এডুয়ারদো মেলেনার মুখে গোপন অধিবেশনের কথা শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণেই মেলেনার গোপন অভিসন্ধি আন্দাজ করতে পারে।

—আমাদের অন্য ব্যবস্থা একটা আছে। কিন্তু মারকাস্-এর কথা ভেবেই এই বাড়ির কথা ভেবেছিলাম।

মারকাস্ লরাকে সমর্থন জানিয়ে বলে,

—লরার কথাই ঠিক। এখানে ওসব সম্ভব নয়। লরার পিসীকে কোনো কারণেই বিপদাপন্ন করতে দিতে পারি না। তাছাড়া পুলিশ কোনো সূত্রে একবার যদি সন্ধান পায়, তবে আমাদের কোনো নিস্তার নেই। এতবড় ঝুঁকি নেওয়া কোনো কারণেই সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের বৈঠক আপনি অন্য কোথাও ঠিক করুন।

—কাল তোমাকে সঠিক আমি জানাতে পারবো।

লরা বেশ উৎসাহিত বোধ করে। একগাল হেসে বলে,

—মারকাস্ লা পাজ ছেড়ে গেলে আমি মুক্ত। পুলিশের নাগালের বাইরে নিরাপদে সে সরে গেলে বুঝবো আমার সব কিছুই সার্থক। চলুন অনেক রাত হলো। পিসী তাড়া দিচ্ছেন। ডিনার টেবিলে বসে কথা হবে।

এডুয়োরদো মেলেনা ও মারকাস্ উঠে পড়ে। বিরাট ডিনার টেবিল সুমুখ করে শীর্ণকায় বৃদ্ধা মহিলা বসে আছেন। মিষ্টি হাসিতে, স্নিগ্ধ চাউনিতে অপর্যাপ্ত আন্তরিকতা। সামান্য কথাতেও পরিপূর্ণ সহৃদয়তা মূর্ত হয়ে ওঠে।

এই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। ক্যাথারিণার বাঁ হাতের তিনটে আঙুলের পোড়া দাগ মারকাস্-এর নজরে এলো।

কর্নেল গাইভানকে রোমানো স্পষ্ট জানায়,

—আমার তরফ থেকে আপনাদের কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে না। আমার পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে আপনাদের কোনো যোগ নেই। সোজাসুজি বলতে গেলে কোনো দায়িত্বই আপনাদের নেই। আমার ভগিনীর জন্যে পৃথক আইন বা বিচার হতে পারে না। প্রথমে বিশ্বাস করি নি, এখন দেখছি সবই সত্যি। তবে আপনাদের দুর্বল গোয়েন্দা অভিযানকে আমি সমর্থন করি না। চোখের সামনে সবাই আত্মগোপন করলো, আপনারা তার কোনো হদিশই করতে পারলেন না। যাহোক, আজ গোটা সমস্যাকে এক জাতীয় বৃহৎ দুর্দিন হিসাবে দেখতে হবে। বিদেশী গুপ্তচরদের সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত ও ধ্বংস করে আমাদের জাতীয় গণজীবনের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো ক্ষমা নেই, কে কার সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, তাই দণ্ড বা অপরাধ কোনোটাই শিথিল হতে পারে না। তবে অ্যানার বিরুদ্ধে কতটা অভিযোগ সত্যি সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। আপনারা অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে অ্যানাকেও যদি ধরতে পারেন, তবে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে যে নিয়মে কাজ করবেন, অ্যানার সঙ্গে সেই ব্যবহারই চালাবেন। অবশ্য আমি আইনের আশ্রয় নেব। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব সোজাসুজি কথা বলতে চাই। আপনি আপনার দপ্তরকে জানিয়ে দেবেন, আমি আমার ক্ষমতা এখানে মূর্খের মত ব্যবহার করবো না। দেশের স্বার্থের কাছে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিতান্তই তুচ্ছ। আজই সন্ধ্যেতে আমি বাইরে যাচ্ছি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার এক সাংবাদিক অধিবেশনে যোগ দিতে আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হচ্ছে। সামনের সপ্তাহেই ফিরবো।

—আপনি কী আপনার ভগিনীকে কোনোদিন সন্দেহ করেন নি?

—সন্দেহ করবার মত কিছু লক্ষ্য করি নি। তবে আমার বাড়িতে একটা রাজনৈতিক উত্তাপ দেখছি শৈশব থেকেই। সে আপনি জানেন। অ্যানা মেধাবী ও য়ুনিভারসিটির প্রফেসারদের প্রিয় ছাত্রী। ইতিহাস ও দর্শনে তার গভীর জ্ঞান। সে হঠাৎ আমাদের দেশের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়বে, এ রকম কোনো সন্দেহ আমার কোনোদিনই হয় নি।

—আমরা যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছি, লা পাজ-এ বিপ্লবীদের মধ্যেই অ্যানার নেতৃত্বে একটা মতাদর্শগত বিরোধ নিজেদের মধ্যে চলছিল।

—সেটি কী রকম?

—অবশ্য নিশ্চিত করে বলা চলে না। সে রকম প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে একজন স্বীকার করেছেন, অ্যানা অনেক বেশী পিকিং অনুগত। হাভানা সম্মেলনের কাস্ত্রোবাদী রাজনীতির সমর্থক তিনি পুরোপুরি নন।

—তাই নাকি! কে বলেছে এ সব কথা।

—এ খবর আমরা পেয়েছি।

—এ সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই।

—কোনো বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে আমি আসি নি। নিতান্তই সৌজন্যবোধ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার দায়িত্ব অনুভব করলাম। আমি ভাবতে পারি না, আপনার বোন, গিলবার্তো ফ্রে-র মত মানুষ যাঁর পিতা, তিনি কী ভাবে এ ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

—এ খুব কঠিন প্রশ্ন কর্নেল গাইতান। হয়তো আমার বোনের পক্ষেই সম্ভব। পারিবারিক সম্পর্ক ধরে বুঝতে গিয়ে আমি আপনিই গুলিয়ে ফেলি।

—আমার হাতে আগে ক্ষীণ একটা সূত্র ছিল, কিন্তু বিশ্বাস করি নি। শুধু আপনার বোন নন, লা পাজ-এর আরও কয়েকজনকে

আমি আগেই ধরতে পারতাম কিন্তু হিসেবে কিছু গোলমাল হয়েছে আমাদেরই।

—যাহোক, আপনি এসেছেন আমি খুশী হয়েছি। আপনাদের কাজ আপনারা করবেন। আইনে যে অধিকার দেওয়া আছে, সেই নিয়মে আপনাকে কাজ করতে হবে। সে সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই।

কর্নেল গাইতান ঘড়ি দেখে উঠে পড়লেন। রোমানোর কাছে সমর্থন পেয়ে বেশ উৎসাহবোধ করেন। চতুর মানুষ কর্নেল গাইতান। খাকি পোষাক জীবনেও পরার প্রয়োজন হবে না রোমানোর, কিন্তু কর্নেল গাইতান জানেন বেসামরিক পোষাকের সুদর্শন এই যুবা ইচ্ছে করলে অনেক বিভ্রাট ঘটাতে পারেন।

কর্নেল গাইতান তাই নিজের তরফ থেকে পরিষ্কার হতে এসেছেন।

রোমানোর স্নেহভাজন এক সহকারী এতক্ষণ পাশে বসে ছিল। রোমানো চেষ্টা করলেও আজ মনের অবস্থা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অ্যানার সঙ্গে রোমানোর মিল-এর চেয়ে অমিলই বেশী। দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় সম্পুর্ণ বিপরীত। তবে অ্যানাকে রোমানো মনে মনে কোথায় যেন শ্রদ্ধা করে। প্রচ্ছন্ন একটা গর্ববোধও আছে। তাই অ্যানাকে এ ভাবে সম্পুর্ণ বিপদের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখে রোমানো ভয়ানক বিচলিত। শুকনো হেসে বলে,

—আমি আর কী বলবো! আমি আমার ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারি না। তাছাড়া অবস্থা এখন হাতের বাইরে চলে গেছে।

—সত্যিই কী আপনার কোনো দিন সন্দেহ হয় নি?

—দেখ, রাজনীতির উত্তপ্ত আবহাওয়া আমাদের পরিবারের কয়েক পুরুষের ঐতিহ্য। অ্যানা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা। আর

পাঁচজন শিক্ষিতা মেয়ের মতও সে নয়। সে অসাধারণ। কিন্তু এ ধরনের ভয়াবহ রাজনীতি সে যে বেছে নেবে সত্যিই আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

—দু একবার আমি দেখেছি। একদিন অনেকক্ষণ কথা হয়েছিল আপনার বাড়িতেই। অতিভঙ্গী করবো না, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে আপনার বোন একটি অসাধারণ চরিত্র। হয়তো আপনার বোনের মত এমন একটি মেয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার দেখা হয় নি। তবে সন্দেহ আমার না হলেও তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের ওপর অসম্ভব ঝোঁক আমি লক্ষ্য করেছি।

—সমাজতন্ত্রবাদের সৌখীন সমঝদার হ'লে ভালই হতো। কিন্তু এ যে মরণের দিকে ছুটে চলা। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবার খুব খারাপ অবস্থা। বাবা এ কদিন বাড়ি থেকে বেরুতেই পারেন নি। মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী।

—আপনি সামনের সপ্তাহে ফিরবেন ?

—নিশ্চয়ই।

—ইতিমধ্যে অ্যানা যদি ধরা পড়েন ?

—আমার কী করার আছে। আর এ সম্পর্কে কোনো রকম চাপ সৃষ্টি করা অর্থহীন। আমার কাছে নীতিবিরুদ্ধ। অবশ্য অ্যানা গ্রেপ্তার যদি হয়, তবে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত অভিযোগ খাড়া করতে হবে। অ্যানা যদি রাজী থাকে, আমি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু আমি জানি অ্যানাকে আর পাওয়া যাবে না।

ফোন এলো। রোমানো পরক্ষণেই ডাঃ চিনিওস্-এর ঘরে চলে গেলেন।

সবাই অপেক্ষা করছিলেন। নিরাপত্তা দপ্তরের গোপন বৈঠক।

আজ ডাকা হয়েছে। নিয়মিত মন্ত্রণাকক্ষে নয়, স্বয়ং কর্নেল গাইতানের বাড়িতে এই আলোচনা সভা ডাকা হয়। কোনো কারণেই এই বৈঠকের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার আশঙ্কা নেই। কার্নেল গাইতান আসতেই কাজ সুরু হয়।

লরাস ক্যামারগো সর্বশেষ সংবাদ জ্ঞাপন করে ষ্টুডিও সীল করে এডুয়ারদো মেলেনা সহ সমস্ত কর্মচারীকে ধরবার প্রয়োজনীয়তার কথা জানালেন। আরো জানালেন, এ্যালভারো এ পর্যন্ত কোনো কথা কবুল করে নি। গুপ্ত বিপ্লবীদের সম্পর্কে এ্যালভারো যে কতটা ওয়াকিবহাল সে সম্পর্কে লরাস ক্যামারগো সন্দেহ প্রকাশও করলেন।

কথার মাঝখানে একজন মন্তব্য করেন,

—বার্ট্রেণ্ড রাসেল প্রতিনিধি এ সপ্তাহে একজন আসছেন। কোনো বিপ্লবীকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে পাঠানোর মত জিজ্ঞাসাবাদ না করাই ভাল। আমাদের নিয়ে চারিদিকে বিশ্রী সমালোচনা হচ্ছে। অনেক ভেবে চিন্তে এবার আমাদের কাজ করা উচিত।

কর্নেল গাইতান সবার কথায় মাথা নাড়ছিলেন। যেন সবার কথাই সমর্থন করেন। হঠাৎ বেফাঁস বলে বসলেন,

—সরকার বিরোধীদের বিরুদ্ধ সমালোচনা চলবে। হয়তো মার্কিন প্রেস-ও আমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। বিপ্লবীরা কুৎসা প্রচার করবেই। তার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। হাসপাতাল শুধু নয়, দরকার হলে জাহান্নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাসেল প্রতিনিধিকে ভয় করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার সামনে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমাদের মধ্যেই সরকার বিরোধী লোক আছে। বিপ্লবী না হলেও এই বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি নিরাপত্তা দপ্তরে আছে।

লরাস ক্যামারগো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন,

—আমি নিজে অনুসন্ধান করে দেখেছি, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। আসলে সন্দেহভাজন আমাদের দপ্তরে কেউ নেই।

কর্নেল গাইতান বিরক্তবোধ করেন। একটু উষ্মা প্রকাশ করে বলেন,

—আমাদের দপ্তর থেকে বিপ্লবীদের আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। এটা কী ভাবে সম্ভব হলো।

লরাস ক্যামারগো নিজের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেন,

—এটাকে ওভাবে দেখলে চলবে না।

—বক্তব্যটা কী?

—আসলে মারকাস্ পালানোর সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা আন্দাজ করেছিল তাদের ওপর আঘাত একটা আসছে। তাই আগেই তারা সাবধান হয়েছে। সরে পড়তে সময় পেয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে অনেক দেরী হয়েছে।

কর্নেল গাইতান লরাস ক্যামারগোর কথায় কর্ণপাত না করে হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন,

—গ্রেপ্তার করবার যে তালিকা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম সেটা কী ভাবে বাইরে চলে যেতে পারে সে সম্পর্কে আপনি কিছুই বলছেন না।

—আমার হেফাজত থেকে কোনো গোপন কাগজ বাইরে চলে যেতে পারে না। বিপ্লবীরা বুঝতে পেরেছিল আঘাত আসছে।

—ইদানীং আপনি সব কিছুই দেরীতে বুঝছেন। বিপ্লবীদের ওপর নজর রাখবার নির্দেশ ছিল চব্বিশ ঘণ্টার। আপনার লোকরা কী ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল। সমস্ত কিছু ভণ্ডুল হবে ভাবতে পারি নি। আপনার সম্পর্কে আমি হতাশ হয়ে পড়ছি। যাক আপনাকে দোষারোপ করে আমার কাজ এগুবে না। সর্বশেষ অবস্থা আপনি

ঠিক জানেন না। তাই পরিকল্পনা কিছু নেবার আগে সর্বশেষ পরিস্থিতি আমাদের জানা দরকার।

কর্নেল গাইতান হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই অপর একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি ক্যাথারিণা। লরার বৃদ্ধা পিসীর অভ্যস্ত চলাফেরা নজরে পড়ে না। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কর্নেল গাইতানের পাশেই আসন গ্রহণ করলেন। কণ্ঠস্বর তীব্র ও দানাযুক্ত। তর্জনী তুলে কথা বলেন। নিজের প্রতি পরিপূর্ণ আত্ম-বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যে অবিচল নিষ্ঠা চোখে মুখে জানান দিচ্ছিলো।

বলে চললেন,

—এ্যালফানসো রোডারিগ-এর অনুরোধে আমি এই কাজের ভার নিয়েছি। কিন্তু সুরুতেই নিরাপত্তা দপ্তরের পরিপূর্ণ ব্যর্থতা আমাকে অবাক করেছে। এই নিরাপত্তা দপ্তর যে কী পরিমাণ দেউলিয়া সেটা প্রমাণ হয়েছে এই বৈঠকে, কারণ কর্ণেল গাইতানের বাড়িতে এই আলোচনা সভা না ডাকলে এই আলোচনা সভার গোপনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই। মারকাস্ সামরিক হাসপাতাল থেকে কী ভাবে পালায় আমি ভাবতে পারি না। সাদা পোষাকে যেখানে শুনলাম চারজন গোয়েন্দা অতিরিক্ত রাখা ছিল। গ্রেপ্তার করবার যে তালিকা তৈরী হয়েছিল, সেটি নির্বিঘ্নে কেউ পাচার করতে পেরেছিল। মারকাস্-এর পালানোর খবর পেয়ে তারা আত্মগোপন করেছিল একথার পেছনে কোনো ভিত্তি নেই। কারণ আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি মারকাস্-এর পালানোর খবর বিপ্লবীরা পায় নি। এই মুহূর্তে বিপ্লবীদের মধ্যে মারকাস্-এর পালানোর খবর পৌছেছে কিনা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। মারকাস্-এর খবর এডুয়ারদো মেলেনাকে আমরাই দিয়েছি। আজ সকালে জর্জকে গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে আমার মতামত নেওয়া হয়। আমি রাজী হই নি। কারণ আমি দেখেছি, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

তার একমাত্র অপরাধ বেশ কিছু বছর আগে সে মারকাস্-এর সহপাঠী ছিল। বিপ্লবীদের সঙ্গে সে যদি কোনোভাবে যুক্ত থাকতো তবে মারকাস্ কোনো কারণেই লরাকে যোগাযোগ করতো না। নিরুপায় হয়ে লরাকে সে খবর পাঠায়। জর্জ-এর ওপর কোনো রকম আঘাত আসুক আমি চাই না। জর্জকে অযথা গ্রেপ্তার করা অন্যায় হবে। তাছাড়া এখানে একটা নীতিগত প্রশ্ন জড়িত। যুক্তিহীন সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে শত্রুসৃষ্টিতে নিজেদেরই হীনবল হতে হয়।

যা হোক, পরিপূর্ণ হতাশার মধ্যে আমরা নতুন এক আলোর সন্ধান পেয়েছি। স্বয়ং মারকাস্ আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। সে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ লরার। যদিও লরাকে প্রতি পদক্ষেপে আমাকে তৈরী করতে হয়েছে, কিন্তু মারকাস্-এর মত চতুর ও ভয়ানক চরিত্রের সঙ্গে সে সাফল্যের সঙ্গে আজও পাল্লা দিয়ে চলেছে। এডুয়ারদো মেলেনাকে গ্রেপ্তার করা এখন সম্ভব নয়। কারণ একটা বড় রকমের সাফল্যের ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। এডুয়ারদো মেলেনার কথায় মনে হয় বিপ্লবীদের অনেকেই লা পাজ-এ গা ঢাকা দিয়ে আছেন। দীর্ঘ ও বিলম্বিত অনুসন্ধানকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে রবিবারের মধ্যে মারকাস্-কে সরে পড়বার কথা বলা হয়। টোপ তারা গিলেছে। এডুয়ারদো মেলেনা বিপ্লবীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক স্থির করেছেন। সেখানে আমরা রিকার্দোকে পাব বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে লা পাজ-এর পলাতক বিপ্লবীদের অনেককেই আমরা হাতে পাব। এ ধরনের আলোচনা সভায় মাতিনোর উপস্থিতি নিশ্চয়ই আশা করা যায়। সুতরাং এবার আমরা নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করতে চলেছি। আমার লোক দরকার। কর্নেল গাইতান-কে আমি অতি বিশ্বস্ত গোয়েন্দা বাহিনীকে এই কাজে নিযুক্ত করতে বলবো। আমার নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন সেই নিয়মে কাজ করে।

এখানে এই বিপ্লবীদের দক্ষতা ও কল্পনাতীত নির্ভিক চরিত্রের

উপযুক্ত মূল্যায়ন করা দরকার। স্বাভাবিক নিয়মে এদের এখন নাগাল পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু নিতান্তই প্রচণ্ড এক নাটকীয় সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে। এটা সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যেও আমরা পড়তে পারি। সে কথা মনে রেখে উপযুক্ত প্রস্তুতি আমাদের রাখতে হবে। আজ আরও কিছু খবর পাওয়া যাবে। লরা ঠিক সময়ে অভ্রান্ত খবর পাঠাবে। এডুয়ারদো মেলেনা একজন অতি বড় বিপ্লবী। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে গোটা ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সবই জানেন। চব্বিশ ঘণ্টা তার ওপর নজর আমার আছে। আমার অনুরোধ আপনারা হঠকারীর মত কিছু করে বসবেন না। দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছি এ অভিযান পরিচালনা আমি করে যাব। মারকাস্-এর দায়িত্ব আমার। এডুয়ারদো মেলেনা-র ওপর চব্বিশ ঘণ্টার সতর্কতা নিয়ে যান্ত্রিক নিয়মে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোটা ব্যাপারটাই এত বেশী বুদ্ধি খাটিয়ে খেলিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যেখানে সামান্য রকম বেচাল হলে সন্দেহের উদ্রেক করবে। মারকাস্ লরাকে কথা প্রসঙ্গে আগে একদিন বলেছিল, সে তাকে পুলিশের লোক বলে সন্দেহ করে। প্রচ্ছন্ন একটা সন্দেহের অবকাশ তাদের মধ্যে আছে এটা উপেক্ষা করা চলে না। লরা সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পেরেছে।

আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু আপনাদের কাছে অনুরোধ যে গোয়েন্দা দল আমাকে দেওয়া হবে, তাদের নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য বোধ সম্পর্কে যেন ষোল আনা নির্ভরতা চলে।

এ্যালফানসো রোডারিগ এই অভিযানে কর্নেল গাইতানকে সাহায্য করতে বলেছেন। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। বিশ্বাস করি তালিকা মিলিয়ে সবাইকেই আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারবো।

লরাস ক্যামারগো অভিভূত। সহাস্যে ক্যাথারিণাকে বলেন,

—আপনার কাছে আমরা ঋণী হয়ে থাকবো। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে সবাই কী লা পাজ আছেন বলে মনে হয়?

—পালানোর পক্ষে এতবড় শহর বড় সুন্দর জায়গা। তবে কয়েকজন শহর ছেড়ে চলে যেতেও পারে। কিন্তু রাজনৈতিক অধিবেশন যখন ডাকা হচ্ছে, তাতে মনে হয় উপযুক্ত দায়িত্ব-সম্পন্ন মানুষই সেদিন উপস্থিত থাকবেন।

কর্নেল গাইতান নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দাদের পুরো তালিকা তৈরী করে কালই দাখিল করবার জন্যে লরাস ক্যামারগোকে নির্দেশ দিলেন।

বৈঠক আরও কিছুক্ষণ চলে। প্রত্যেকের মধ্যেই আজ একটা আশার ভাব ফুটে উঠেছে। কর্নেল গাইতান ক্যাথারিণাকে গাড়িতে তুলে দিতে নিজে সঙ্গে এলেন।

ক্যাথারিণা ডাশবোর্ডে চাবি গুঁজে ছোট্ট করে তাকিয়ে বলেন,

—মারকাস্-এর জন্যে আমার বেশ কিছু সওদা সারা বাকী। প্রাদো এলাকায় কিছু কেনাকাটা আছে।

কর্নেল গাইতান খুশীর হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলেন,

—আপনি আমাকে অবাক করেছেন। মিয়ামীর ট্রেনিং কলেজ সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো ধারণাই ছিল না। লরা সত্যিই তুলনাহীন।

সকাল থেকেই রেডিও আজ সরগরম। মারকাস্ একই ঘোষণা আজ তিনবার শুনলো। জীবিত বা মৃত অবস্থায় চে গুয়েভারাকে যে ধরিয়ে দেবে, সরকার তাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন। উপদ্রুত অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষ খবর ছিল না। শুধু বলা হলো গেরিলা বাহিনী এখন সম্পূর্ণ আত্ম-রক্ষায় ব্যাপৃত। বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগহীন অবস্থায় নিতান্তই হীনবল হয়ে পড়েছে। মহানগরের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পরিপূর্ণ নিরানন্দ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সময় কাটে। এডুয়ারদো মেলেনার জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন উত্তেজনাও একটা ছিল। ঘরে কেউ নেই। পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করা যায় ক্যাথারিণা একা বসে তাস খেলছেন।

ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারে না মারকাস্। এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের জাল কেটে না বেরুনো পর্যন্ত শান্তি নেই। সামনে কঠিন ঝুঁকি, সামান্য রকম অসতর্কতায় সমস্ত কিছু ভেস্তে যাবার আশঙ্কা। খাকি পোষাক পরা সশস্ত্র পাহারা এখানে কেউ নেই, তবু মারকাস্ বুঝতে পারে সংখ্যাতীত মানুষ রাত্রিদিন তাকে পাহারা দিচ্ছে।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে লরা এলো। একটু গম্ভীর। যেন বিশেষ কিছু তার বলার আছে। মারকাস্ বলে,

—কী ব্যাপার কী?

—ব্যাপার সুবিধার নয়। এডুয়ারদো মেলেনা এইমাত্র ফোন করেছিলেন। বিশেষ কিছু ভাঙ্গলেন না, শুধু বললেন, আসতে তাঁর দেরী হবে।

—কালকের বৈঠক ভেস্তে গেল নাকি!

—সে সব কথা কিছুই বললেন না। আসতে দেরী হবে জানালেন। আর বললেন আমাকেও থাকতে। কথা আছে।

—আমি ভাবছি লরা তোমার কথা। ভবিষ্যতে পুলিশ তোমাকে বিরক্ত করতেও পারে। কাল চলে যাবার পর পিসী-কেই বা তুমি কি বলবে? নিজের নিরাপত্তার কথাই ভাবছি। তোমাকে এভাবে জড়িয়ে ফেলা সত্যই উচিত হয় নি।

লরা মিষ্টি হেসে বলে,

—এখন এ চিন্তা করা অর্থহীন। সামান্য কদিনই আমার দায়িত্ব। পুলিশ আমাকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ হয়তো করতে পারে। কারণ বাড়ি থেকে না বলে আমি একরকম পালিয়েছি। কিন্তু পিসীর এখানে থাকার যুক্তি আমার যথেষ্ট আছে। থানায় গতিবিধি জানিয়ে যেতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং ওটা কোনো ভয়ের ব্যাপার নয়। কাল পর্যন্ত কিছু না ঘটলে আমি নিরাপদ। তুমি যাতে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে পারো সেদিকটাই আমাদের এখন ভাবা উচিত। পিসীকে পরে একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে। নিতান্তই পীড়াপীড়ি করলে বলবো, গুরুতর মতপার্থক্যে আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে। আমি তাড়াহুড়ো করতে চাইছি কারণ পিসীর মনে যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

এডুয়ারদো মেলেনা কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির হন।

'আপনি যে বললেন দেরী হবে। খুব একটা সমস্যায় পড়েছেন মনে হচ্ছে,' দুষ্টু হেসে লরা মন্তব্য করে।

এডুয়ারদো মেলেনার জোড়া ভ্রু-তে কৌতুকের আভাস। লরার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে,

—কী অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে সবই বুঝতে পার। কালকের বৈঠক সমাধার পর, মারকাস্ লা পাজ ত্যাগ করলে প্রচণ্ড এই দায়িত্বভার থেকে আমাদের দুজনেরই মুক্তি। বৈঠকের

জায়গাটা খুবই সুন্দর হয়েছে। হামলা এলেও পালানো সম্ভব। কাল তোমাকে দরকার হবে লরা। মারকাস্-এর জন্যে তোমার চিন্তা নেই, কিন্তু রিকার্দোকে বৈঠকে পৌঁছে দেবার দায়িত্বভার তোমাকে নিতে হবে। সে হোটেল কোপাকাবানার সামনে উপস্থিত থাকবে সন্ধ্যে ছটায়। তোমার পোষাক থাকবে গতকালের মত। কিছু ফুল নিয়ে তুমি সিঁড়িতে অপেক্ষা করবে। রিকার্দোকে তুমি দেখ নি, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। সে তোমাকে চিনে নেবে। তোমার পরিচয় তাকে পাঠানো হয়েছে। তোমার অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয় নি। মাতিনো ও আরও কয়েকজনকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে সংগ্রহ করতে হবে। রিকার্দো-র সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই আস্তানায় নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রথমত বিরাট ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত সময় করা সম্ভব হবে না।

—মুস্কিলে ফেললেন দেখছি। এ সব ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আনাড়ী। এত বড় দায়িত্বের ভার নিতে আমার ভয় করে। আপনারা দেখছি আমাকে বিপ্লবী বানিয়ে ফেললেন।

—লরা মৌখিক বিনয় প্রকাশ করে তোমাকে ছোট করবো না। তুমি মারকাস্-কে রক্ষা করেছো। তোমার সাহসী ও নিষ্কলুষ হৃদয় অনেক বিপ্লবীর কাছে আদর্শ হওয়া উচিত। এ ছাড়া উপায় নেই। রিকার্দোকে আমি অনেক বেশী সতর্কতার সঙ্গে বৈঠকে নিয়ে যেতে চাই। তোমাকে শুধু পৌঁছে দিতে হবে।

—কিন্তু পথে যদি বিপদ হয়। পুলিশ যদি সন্দেহ করে।

—সেই কারণেই এই কৌশল গ্রহণ করেছি। জায়গাটা রিকার্দো চেনে না। সেখানে গিয়ে ইতিউতি করবার কোনো সুযোগই নেই। রিকার্দো প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক গোয়েন্দাদের পরিচিত। রিকার্দোর ছদ্মবেশ থাকবে। সামরিক অফিসারের পোষাকে হাতে একটা ছড়ি নিয়ে হঠাৎ সে হোটেলের সামনে উদয় হবে। সঙ্গে তার গাড়ি থাকবে। এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ পুরোপুরি বিশ্বাস

করবার মত লোক এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই। তাছাড়া রিকার্দোকে এ সমস্তই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানি পরামর্শ করা উচিত ছিল, কিন্তু তোমার মতামত নেবার সুযোগ আমি পাই নি। কী অবর্ণনীয় সন্ত্রাসের মধ্যে আমাকে চলতে হচ্ছে নিশ্চয়ই বুঝতে পার। আসা করি তুমি অমত করবে না।

মারকাস্-কে খুবই চিন্তিত মনে হয়। উৎকণ্ঠা তার কথায় ছিল যথেষ্ট,

—আমি কোনো সময়ই লরাকে জড়াতে চাই না। নিরুপায় হয়ে যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু যে ঝুঁকি আমরা এড়াতে পারতাম, সেখানে লরাকে এ ধরনের কাজে নিযুক্ত করা হয়তো ভুলই হবে। সে অনভ্যস্ত। শুধু মনের জোরের ওপর চলে। হৃদয় দিয়ে অভিভূত হয়, মস্তিষ্ক সেখানে কাজ করে না। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। লরার অনুমতি বা মতামত এখন অবান্তর। লরাকে হোটেল কোপাকাবানায় যেতেই হবে। কিন্তু রিকার্দো যেমন বৈঠকের জায়গাটা জানে না, লরাও তো সে আস্তানা চেনে না। আর আমাকেই বা পৌঁছে দেবে কে? আপনি কী লরার পিসীমাকে সে ভার দিতে চান!

মারকাস্-এর মন্তব্যে লরা খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপর মারকাস্-এর দিকে ফিরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বলে,

—সে রকম প্রয়োজন হলে পরিস্থিতি অবশ্য একটা তৈরী করে নিতে পারি। আমার বাবার বিরুদ্ধে তাঁর দশ পাতার অভিযোগ মন দিয়ে শুনলে বেচারাকে দিয়ে অনেক কিছুই করানো যায়।

লরার কথা কানে তোলেন না এডুয়ারদো মেলেনা। এক টুকরো হেসে বলেন,

—পিসীমার কথা পরে শুনবো মারকাস্, এবার কাজের কথা শেষ হোক। লরার সঙ্গেই কাল তুমি একই গাড়িতে এই বাড়ি থেকে বেরুবে। য়ুনিভারসিটির সামনের গেটে তোমার জন্যে একটা গাড়ি

থাকবে। লরা সেখানে তোমাকে ছেড়ে দেবে। রিকার্দো ও তোমার একই গাড়িতে এতটা পথ যাবার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। বাড়ি থেকে তোমরা বেরুবে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। লরা কোপাকাবানায় পৌঁছোবে ছটার মধ্যে। তুমি সোজা আস্তানায় আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে।

কথা কেড়ে নিয়ে মারকাস্ বলে,

—আমি তো জায়গাটা চিনি না।

—সব ব্যবস্থাই হচ্ছে। আমরা এখনই একটু বেরুবো। লরা আর তুমি জায়গাটা ভাল করে দেখে আসবে। এ ধরনের গোপন বৈঠকের পক্ষে জায়গাটা অপূর্ব। কাল তোমাদের কোনোরকম অসুবিধে হবে না। আমি নিজেও নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—আমার বেরুনো ঠিক হবে?

—ক্ষতি নেই। গাড়ি থেকে নামার দরকার নেই। তিনজনে শুধু ঘুরে আসবো। আজ স্টেজ রিহার্স্যল বলতে পার। লরা তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমরা এখনই বেরুবো।

মারকাস্ লরাকে বলে,

—পিসীমাকে কী বলবে?

—ভাবছি।

—পিসীমাকেও সঙ্গে নিলে কেমন হয়?

এডুয়ারদো মেলেনা হেসে বলে,

—উত্তেজনায় তোমার বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে মারকাস্। গাড়িতে লরার পাশে তোমাকে কেমন মানায় সে ধরনের আলোচনার চেয়ে জরুরী কথা আমাদের থাকতে পারে।

নিজের কথায় এডুয়ারদো মেলেনা হো হো করে হাসতে থাকেন। মারকাস্ নিজেকে খুবই অপ্রস্তুত মনে করে। লরা হাসি সামলে বলে,

—পিসীমার ব্যবস্থা আমি করছি। আদৌ তিনি বেরুবেন বলে

মনে হয় না। বয়স হয়েছে স্বীকার করেন না। শরীর খারাপ একথা কখনই কবুল করবেন না। অথচ আমি জানি কোমরের ব্যথার জন্যে বিছানায় বসে তাস খেলছেন।

লরা চলে গেল।

এডুয়ারদো মেলেনা চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মারকাস্-এর পকেটে কাগজে জড়ানো একটা মোড়ক চালান করে দিয়ে বলে,

—ঠিক করে রাখো। পিস্তল ও জোরালো তিনটে হাত বোমা তোমার সঙ্গে দিলাম। এই মুহূর্তে বেশী কিছু বলবার দরকার নেই, তুমি আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে। খুব সহজ হবে না এটা সত্যি, কারণ ছায়াকেও অনুসরণ করবার মত লোক পেছনে থাকছে। লরা বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ করে নি, কিন্তু ক্যাথারিণার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে না।

অল্পক্ষণ পরেই করিডোরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। লরা ঘরে প্রবেশ করছে অনুমান করেই এডুয়ারদো মেলেনা সহানুভূতির সুরে বলেন,

—লরার কাছে তুমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে সারা জীবন। তুমি বলেছিলে লরা হৃদয় দিয়ে অভিভূত হয়, মস্তিষ্ক দিয়ে পরিচালিত নয়। কিন্তু এই হৃদয় এই অনুভূতি…

ফিরে তাকাতেই লরার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। এডুয়ারদো মেলেনা থেমে গেলেন। লরা নম্র হেসে বলে,

—আমার সীমিত জীবনের, সীমিত অভিজ্ঞতা। আপনারা আমাকে অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছেন। আপনাদের সংস্পর্শে এসে জীবনে এক নতুন উপলব্ধি হয়েছে। মারকাস্-এর সঙ্গে আমি একমত। মস্তিষ্কের ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই পিছিয়ে আছি। যাহোক, চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পিসীমা আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন।

পাশাপাশি বসলো ওরা তিনজন। স্টীয়ারিং হুইল এডুয়ারদো মেলেনা হাতে রাখলেন। সামান্য পথ অতিক্রম করে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে গাড়ি তীব্রগতিতে ছুটতে থাকে। লরার কাধে মারকাস্ একটা হাত তুলে দিয়েছে। ভেতরে চূড়ান্ত একটা উত্তেজনা গাড়ির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। লরার দৃষ্টি সামনের পথে নিবদ্ধ। এডুয়ারদো মেলেনা সামনে ঝোলানো কাৎ করা আয়নায় সন্ধানী দৃষ্টি রাখছিলেন। অল্পক্ষণ পর বলেন,

—শুধু আস্তানাটা দেখিয়ে দিয়েই ফিরে আসবো। আশা করি তোমাদের কাল অসুবিধা হবার কোনো কারণ নেই। এই রাস্তা ধরেই সোজা চলতে হবে।

লরা জানতে চায়,

—কোন জায়গাটা বলুন তো?

—একটা পরিত্যক্ত গুদামঘর। চৌকিদার একমাত্র পাহারা। সে আমাদের লোক। কিন্তু ঐ বিরাট চত্বরে আরও পাঁচটা গুদাম ঘর আছে। এককালে বোধহয় সরকারের মালপত্র মজুত থাকতো।

মারকাস্ মন্তব্য করে,

—জায়গাটা আন্দাজ করতে পাচ্ছি।

গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলে। লোকালয় ছেড়ে এসেছে ওরা অনেক আগেই। ছুচার কথা চলছিল। এডুয়ারদো মেলেনা হঠাৎ মন্তব্য করেন,

—ভাবছি কাল এতক্ষণ লরাকে এই পথেই একা ফিরতে হবে। তাতে উত্তেজনা থাকবে না, ভয়-এর কারণও কিছু থাকবে না। কিন্তু পথটা তখন হয়তো অনেক বেশী দীর্ঘ বলে মনে হবে।

গাড়ির মধ্যে এক ঝলক আলো এসে পড়লো। লরা একরকম আর্তনাদ করে,

—আমাদের বোধহয় পিছু নিয়েছে।

—চুপচাপ বসে থাক। পেছনে তাকাবে না। সন্দেহের

কোনো সুযোগ করে দিও না। হেড লাইট দেখে মনে হচ্ছে লরী বা বড় ধরনের স্টেশন ওয়াগন।

দেখতে দেখতে পেছনের গাড়ি অনেক নিকটবর্তী হয়। ক্রমাগত হর্ণের শব্দে সচকিত করে তোলে। এদুয়ারদো মেলেনা পিচ রাস্তা থেকে গাড়ি নামিয়ে রাস্তার পাশে নিয়ে যায়। গাড়ির গতি হ্রাস করে। যমদূতের মত বিপুল একটা লরী আলোতে ঝলসে দিয়ে পরক্ষণেই শুধু অন্ধকার রেখে গেল।

এদুয়ারদো মেলেনা গাড়িকে আবার পূর্বের গতিবেগে ফিরিয়ে এনে বলে,

—লরা তুমি দেরী করবে না, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় তুমি আর মারকাস্ কাল গাড়ি নিয়ে বেরুবে। নইলে য়ুনিভারসিটির সামনে মারকাস্-কে ছেড়ে তোমার হোটেল কোপাকাবানায় পৌঁছোতে দেরী হবে।

—আমরা সময় হাতে করে বেরুবো।

মারকাস্ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, উল্টোদিকের পর পর ত্বখানা গাড়ির হর্ণের শব্দে সে কথা চাপা পড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে পেছন থেকেও আরও তিনখানা গাড়ি ওদের অতিক্রম করে গেল।

অন্ধকার নিস্তব্ধ পথ। ত্বপাশে এবড়ো-খেবড়ো অসমতল পাথুরে জায়গা। রেলওয়ে ইয়ার্ড স্থরু হবে সামনে থেকে।

হঠাৎ এদুয়ারদো মেলেনার গাড়ির গতি হ্রাস পায়। অব্যক্ত একটা বিস্ময়োক্তি করে এদুয়ারদো মেলেনা গাড়িটির আওয়াজ আনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। তারপর গাড়ি পথের পাশে এনে একটু উৎকণ্ঠার স্থরে বলেন,

—কী হলো! গাড়ি গোলমাল করছে কেন?

পরক্ষণেই বনেটের খিলেন আলগা করে গাড়ি থেকে ক্ষিপ্রবেগে নেমে পড়েন। লরার কাছে ড্যাশবোর্ডে রাখা টর্চটা চেয়ে নিয়ে গেলেন। বনেট খুলে কিছুক্ষণ এটা-সেটা নাড়াচাড়া করে লরাকে

পাশে সরে এসে স্টীয়ারিং হুইল ধরতে বলেন। জুটের টুকরোতে হাত পরিষ্কার করতে করতে চিন্তিত স্বরে বলেন,

—ঠেলতে হবে।

মারকাস্ মন্তব্য করে,

—স্টেজ রিহার্সল-এ গাড়ি গোলমাল করলো। কাল এ গাড়ি চলবে না।

—এমন তো হবার কথা নয়। আচ্ছা আমি ঠেলছি।

লরা স্টীয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গাড়ি পিচ্ রাস্তায় এনে নামায়। গাড়ি ঠেলে চলেছেন এডুয়ারদো মেলেনা। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ কিছুটা উঠেই থেমে যাচ্ছে।

লরা মন্তব্য করলো এবার,

—সামনে উঁচু রাস্তা, একা পারবেন না। দুজনকে হাত লাগাতে হবে।

মারকাস্ নেমে গিয়ে হাত লাগায়।

কোনো কাজ হলো না। পরিশ্রমই শুধু সার হলো।

এডুয়ারদো মেলেনা পেছন থেকে একটা গাড়ি আসতে দেখে লরাকে বলে,

—এই গাড়িটা থামাতে হবে। ছোট্ট একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পেলে হয়তো সেরে নিতে পারবো।

লরাও নেমে দাঁড়িয়েছে গাড়ি থেকে। এডুয়ারদো মেলেনা তাঁর পরিশ্রান্ত মোটা দেহ নিয়ে হাত নেড়ে পেছনের গাড়ির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। গাড়িটার গতিবেগ হ্রাস পায়। লরা সুরেলা চাপা কণ্ঠে আধা আর্তনাদ করে গাড়ি থামাতে বলে।

থামলো গাড়িটা। আরোহী মাত্র একজন।

সুদর্শন এক যুবার কৌতূহলী-মুখটা বেরিয়ে আসতেই এডুয়ারদো মেলেনা লরাকে বলে,

—তুমি বল। তাতে কাজ হবে।

'গাড়ীটা হঠাৎ গোলমাল করছে। অন্ধকার লোকালয়হীন জায়গায় মুস্কিলে পড়েছি', লরার অসহায় কুণ্ঠিত কণ্ঠ। যুবা পরক্ষণেই গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়। হেসে বলে,

—চলুন দেখছি।

কলকব্জা দেখা চলতে থাকে। যুবা একজনকে স্টীয়ারিং হুইল-এ গিয়ে বসতে বলে। এডুয়ারদো মেলেনা লরাকে ইঙ্গিত করে যুবার দিকে ফিরে সহাস্যে মন্তব্য করে,

—নিতান্তই যদি গাড়ি ঠিক না হয়, আমাদের অন্তত রেলওয়ে ইয়ার্ড পর্যন্ত আপনাকে পৌঁছে দিতে বলবো।

যুবা হেসে বলে,

—স্বচ্ছন্দে। এত বড় গাড়িতে আমি একাই একমাত্র যাত্রী।

লরা স্টীয়ারিং হুইল সুমুখ করে বসেছে। যুবা লরাকে এক্সেল-এ পা রেখে আস্তে চাপ দিতে বলে। এডুয়ারদো মেলেনা ও মারকাস্-কে গাড়ির পেছনে গিয়ে নির্দেশ পেলেই ঠেলবার কথা জানায়।

যুবা গাড়ির সামনে থেকে সরে এসে লরার পাশে এসে দাঁড়ায়। লরার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আগের মতই ইঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ কিছুটা উঠেই পড়ে যায়।

লরা ফিরে তাকাতেই যুবা মিষ্টি হেসে বলে,

—একটু বসুন, আমার যন্ত্রটা আমি গাড়ি থেকে নিয়ে আসি। কোথাও কিছু একটা যেন আলগা হয়ে গেছে। দেখছি।

যুবা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিজের গাড়িতে ফিরে এলো। গাড়িটা রাখা ছিল পেছনে, তাই পুরো ব্যাপারটা ঘটবার পরে লরার নজরে পড়েছে। বুঝে উঠতে কতক্ষণ লেগেছিল কে জানে!

যুবা গাড়িতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গর্জন ছিটিয়ে এডুয়ারদো মেলেনা পরিত্যক্ত গাড়ি ও সম্পূর্ণ বিমূঢ় লরাকে অতিক্রম করে গেল। সামান্য সময়ে মারকাস্-কে নিয়ে তিনি নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। সন্দেহ করবার অবকাশই পায় নি লরা। কার্ল-এর

কাজ ও সময় জ্ঞান যে এতটা নিখুঁত এডুয়ারদো মেলেনাও ভাবতে পারে নি।

কার্লের হাতটা মারকাস্ মুঠিতে ধরে বলে,

—আমরা আদৌ নিরাপদ নই। সামনে পেছনে গাড়ি আরও থাকতে পারে।

কার্ল অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে,

—রেলওয়ে ইয়ার্ড সুরু হবার মুখেই আমরা এ গাড়ি ছেড়ে চলে যাব। ওখানে আগে থাকতেই লোক থাকবে। আশা করি তারপর আর অসুবিধা হবে না। এই পথটুকু নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে হবে।

বাতাসের আগে গাড়ি ছুটে চলে। দুপাশের জমাট অন্ধকারকে তীব্র হেড লাইটের আলোতে চিরে ফেলে এডুয়ারদো মেলেনা চওড়া পিচ রাস্তা অতিক্রম করে চলেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। শুধু গাড়ির একটানা যান্ত্রিক গোঙানী অনিশ্চিত এই যাত্রাপথকে আরও রহস্যময় করে তোলে।

বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করা গেল। এমন সময় অতর্কিতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি। সামনে নয়—পেছনেই। অন্ধকার গাড়িটার পেছনে একরাশ আলো এসে পড়লো। বেমওকা পিচ গলানোর একটা উনুন সামনে পড়ায় এডুয়ারদো মেলেনাকে গাড়ির গতি হ্রাস করতে হয়। কার্ল বলে,

—পাল্লা দেবার প্রয়োজন নেই। পেছন থেকে গুলি চালালে আমরা পেরে উঠবো না। প্রথমেই গাড়ির চাকা ওরা নষ্ট করে দেবে। যদি পথ চায় আপনি রাস্তা ছেড়ে দিন। পেছন থেকে আক্রমণ ঠেকানো খুবই কঠিন।

কার্ল নিচু হয়ে পাদানীর পাশে রাখা তোয়ালে জড়ানো কী যেন একটা হাতে তুলে নেয়। মারকাস্-কে হেসে বলে,

—পেছনে তাকাবে না। যদি ওরাই হয়, তবে এই ফাঁকা

জায়গায় পেরে ওঠা মুস্কিল।

আলোতে সারা গাড়িটা আর একবার ঝলসে দিয়ে গেল। মারকাস্ লক্ষ্য করে তোয়ালে জড়ানো মোড়কটা থেকে বেটে সাব মেসিনগান বার করে কার্ল হাটুর মধ্যে চেপে ধরে আছে। এডুয়ারদো মেলেনার মুখের সর্বক্ষণের লেগে থাকা মুখের বিস্ময়রেখা স্থির, অচঞ্চল।

বিরামবিহীন হর্ণের শব্দে চারপাশের নিরবতা খান খান করে পেছনের গাড়িটা তীব্র বেগে ছুটে আসে। এডুয়ারদো মেলেনা— বেশ বুঝতে পারেন পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে দিলেন। পরক্ষণেই গা ঘেঁষে পেছনের গাড়িটা অতিক্রম করেই সামনের পথ রোধ করে বেঁকে দাঁড়ালো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ।

নিদারুণ কয়েকটি মুহূর্ত। মারকাস্ সিটের সঙ্গে মিশে যায়। নিরুপায় এডুয়ারদো মেলেনা ড্যাশবোর্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কার্ল আগেই গাড়ি থেকে নেমে গেছে সকলের অলক্ষ্যে। আলো বাঁচিয়ে পজিশন নিয়েছে তড়িৎগতিতে। আততায়ী গাড়ির আরোহীরা হয়তো ভাবতেই পারে নি গাড়ি থেকে কেউ নেমে গেছে। দুপাশ থেকে দুজন লাফিয়ে নামলো। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তারা কী ভেবেছিল কে জানে। দুপাশ থেকে দুজনকে সামনে নিকটবর্তী হতে দেখে কার্ল আড়াআড়িভাবে বেশ কয়েক সেকেণ্ড সাব-মেসিনগানটি চালিয়ে গেল। দুদিকের হেড লাইট দুটো চূর্ণ হয়ে গেল। তারপর অন্ধকার। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

কার্ল তখনও নিশ্চিত হতে পারে নি। বিপরীত দিকে সে জায়গা পরিবর্তন করলো। কাঁচ ভেঙে গেলেও একটার চোখ তখনও জ্বলছিল। সীমিত, অস্পষ্ট আলো। তবু দেখা গেল। রক্তে সিঞ্চিত দুটো মানুষ সামান্য ব্যবধানে পথের ওপর উল্টে পড়ে আছে।

মারকাস্ ও এডুয়ারদো মেলেনা এতক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে।

—দুটো গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। এই মাঠ দিয়ে পালানো ছাড়া উপায় নেই। আমাদের জায়গায় পৌঁছোতে এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। তবে উত্তরদিকে সোজা হাঁটলে বিপদের ভয় কম। ওদিকে কোনো রাস্তা নেই। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। সমতল রাস্তাটা আমাদের দৌড়তে হবে।

কার্লকে অনুসরণ করে চলেই আসছিল মারকাস্। প্রথমজনকে চিনলো না। গুলি লেগেছে হয়তো বুকে। কোটটা সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় মানুষটিকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। গুলিতে মাথাটা চূর্ণ হয়ে গেছে। রক্তাক্ত বীভৎস সে দৃশ্য। কিন্তু সেই মুখ। সেই চোখ। পরণেও সেই আঁটো পুরোনো পোষাক। সেদিনের সেই রিক্ত সর্বস্বান্ত বৃদ্ধ। শুধু লাঠিটা নেই। তবে ইতালিয়ন ব্যারেটা রিভলভারটি তখনও মুঠিতে ধরা। লোকটা আর কেউ নয়—মারিস্কেল লোপেজ।

টুকরো টুকরো দলে বিভক্ত হয়ে সকলেই এসেছে। কার্ল, মারকাস ও এতুয়ারদো মেলেনা-র শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছানো সবচেয়ে বিস্ময়কর ও আশাতীত সাফল্যের সন্দেহ নেই। কিন্তু অ্যানাকে নিয়ে ইউজেনিও আজও এলো না। এদিকে লাগুনিলাস থেকে জঙ্গলের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবার যে পথ-প্রদর্শক এসে পড়ার কথা, তারও কোনো দেখা নেই।

দিনটা আজ পরিষ্কার। প্রচণ্ড বর্ষণ গেছে দুদিন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া একটা কারণ হতে পারে, তবে তাতে পথ প্রদর্শকের পক্ষে এ যুক্তি খাটলেও ইউজেনিও অ্যানাকে নিয়ে পৌঁছোতে এত দেরী করবে কেন! বরং শহর থেকে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে আসার পক্ষে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া তাদের সাহায্যই করবে। বেশ একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটে। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কামিরী থেকে জায়গাটা মাইল ত্রিশেক হবে! জায়গাটা সম্পূর্ণ জনমানবহীন। বীজধান বণ্টনের পরিত্যক্ত সরকারী জীর্ণ এক খামার বাড়ি ও বহু প্রাচীন এক ভাঙা গির্জে ছাড়া আশেপাশে কোনো পাকাবাড়ি নেই। দুপাশে বুনোঝোপ আর আগাছা গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করেছে। একসময় বসতি ছিল বেশ বোঝা যায়। কাদা মাটি আর পাথরের পরিত্যক্ত ভিৎ এখনও বিদ্যমান। শোনা যায় প্লেগ বা দুরন্ত কোনো মহামারী গ্রামকে গ্রাম সাবাড় করে গেছে। পালিয়ে যারা বেঁচেছে, তারা আর গ্রামে ফিরে আসে নি। মনে হয় সবাই ছিল ভূমিহীন কৃষক। অন্য আবাদ অঞ্চলে অথবা খনি বা কামিরীর কারখানায় পরিবর্তিত জীবন সংগ্রামের মধ্যে আজ তারা শ্রমিক বনে গেছে।

সুক্রে কোচাবাম্‌বা দিয়ে পরিচিত একটা রাস্তা থাকলেও, চতুর্থ

সামরিক ডিভিসনের কামিরী অতিক্রম করে যাবার কথা জানা থাকলেও, রিকার্দো কামিরী দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করা নিরাপদ মনে করেছে। প্রথমত পথ-প্রদর্শক সেই নিয়মে ঠিক করা হয়। তাছাড়া অনভ্যস্ত অনেকের পক্ষেই কামিরীর পথ অনেক বেশী সোজা হবে বলে মনে হয়েছে। জঙ্গলে অতি অল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয় কামিরী দিয়েই সম্ভব। দুরারোহ শুকনো পাহাড়, ঘন ঝোপঝাড়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর উশৃঙ্খল নদীর স্রোত অতিক্রমের প্রয়োজন হবে অনেক পরে। গা ঢাকা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয় শিবিরের প্রয়োজন এখন সর্বাগ্রে। গেরিলা দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন তার পরের কথা।

আস্তানাটা বাছা হয়েছে চমৎকার। এখান থেকে চারপাশে সুন্দর নজর চলে। কিন্তু সামান্য দূর থেকেও এ জায়গাটা চোখে পড়া মুস্কিল। কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই, তাই হারানো গরু বাছুরের সন্ধানে এদিকে কারো এসে পড়বার আশঙ্কা কম।

ইট বা টিনের কণামাত্র না থাকলেও বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রবলতা কিছুমাত্র অসুবিধার সৃষ্টি করে না। আবাদ অঞ্চলের শস্য পাহারা দেবার জন্যে হয়তো কোনো জমিদার এটি তৈরী করেছিল এক-কালে। জঙ্গলের কাঠ আর গোলপাতায় তৈরী এই ছাউনী আশ্চর্যবকম মজবুত।

পরিকল্পনা আর জল্পনাকল্পনার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পরের বিচ্ছিন্ন জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা হয়। মারকাস্-এর মুখে তার গ্রেপ্তার হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত এডুয়ারদো মেলেনার সঙ্গে পালানোর ঘটনা শুনে রিকার্দো-ও অভিভূত হয়ে পড়ে।

মারকাস্ হেসে বলে,

—একটার পর একটা ভুল করেছি। আমার মুহূর্তের জন্যেও লরাকে সন্দেহ হয় নি। অবশ্য প্রথম দিকে সংশয় একটু ছিলই। কিন্তু সশরীরে অক্ষত অবস্থায় এসে পৌঁছোনোর সমস্ত কৃতিত্ব কমরেড মেলেনার। অবশ্য সিকিউরিটি দপ্তরের অতিরিক্ত লাভের

আশাই তাদের ষোল আনা ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে।

অতি আবশ্যকীয় জিনিষপত্র হ্যাপস্যাক-এ ভরে তুলতে এডুয়ারদো মেলেনা ব্যস্ত। আপাতদৃশ্য মেদবহুল দেহ, কিন্তু এখনও কর্মক্ষমতা অটুট। অনেক তাগড়া জোয়ানও তার সঙ্গে পরিশ্রম করে হাঁপিয়ে পড়বে। প্রতি মুহূর্তে কাজে থাকেন, আর পর মুহূর্তের চিন্তাগুলি তাঁর মাথায় ঘোরে।

এমন সময় কার্ল হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এলো। সবাই সচকিত হয়ে ওঠে।

—খচ্চরে চেপে তুটো লোক এদিকে আসছে।

রিকার্দো একরকম লাফিয়ে ওঠে,

—তোমাকে ওরা দেখেছে?

—না।

—আমাদের দিকেই আসছে?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—সামরিক না বেসামরিক লোক?

—আমাদের মতই। তবে হাতে বন্দুক দেখছি।

—ঘাবড়ানোর কিছু নেই। লক্ষ্য রাখ। মতলব বুঝতে চেষ্টা করো। দরকার হলে আটক করবে। তবে এখানে সরাসরি ধরে এনো না। তুমি একা বাইরে থাক।

কার্ল বাইরে এসে দেখে তুই মক্কেল খচ্চরে চেপে হেলতে তুলতে আসছে। চোখে চোখ পড়তেই লাগাম টেনে থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার চলতে স্বরু করে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কার্ল তুজনকে ইশারায় থামতে বলে।

দেহাতী মানুষ। চোখে গ্রাম্য ভীরুতা। বন্দুক তুটোও সেকেলে। কৌতূহল ও ভয় মিশ্রিত হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে প্রথমজন বলে,

—কিছু পেলেন? হরিণ অবশ্য আজকাল পাওয়া কঠিন। এ বছরটা দেখতেই পেলাম না, শিকার করা তো দূরের কথা।

—আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

—পিরেজ সাহেবের বাগানের ওপারে আমাদের গ্রাম। দুটো শুকনো নদী পেরোতে হয়। শনিবার হলেই আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি। বুঝলেন, এ বছরটা আমাদের খুবই কপাল খারাপ। আজও জানি শুধু হাতে ফিরতে হবে। বেরোনোর মুখেই ডানদিকেই একটা শেয়াল পড়লো। আমরা পুরোনো লোক, সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস যাই বলুন, এসব আমরা মানি। শিকারে বেরিয়ে প্রথমেই যদি ডানদিকে শেয়াল পড়ে তার শুধু হাতে ফেরা ছাড়া কপালে কিছু নেই।

—শনিবার হলেই বেরিয়ে পড়েন ?

—নিয়মিত। ঐ যে বললাম নেশা। বিশ্রী অভ্যাস। বদ অভ্যাসও বলতে পারেন। আপনি এখানে কেন ?

দ্বিতীয় লোকটা কোনো কথা বলে না। খচ্চরের পিঠ থেকে এঁটুলি পোকা আঙ্গুলে খুটে তুলছিল, আর কার্ল'এর দিকে চেয়ে আগাপাস্তালা দেখছিল। দুজনেই প্রৌঢ়। বিত্তবান কৃষক বা ছোট-খাটো জোতদার বলা চলে। পরনের জামাকাপড়ে হাটুরে দর্জির হাতের ছাঁট। চর্মরোগগ্রস্থ জানোয়ারের শরীরের মত কোটের পশম উঠে গিয়ে মস্তৃণ ছোপ ছোপ দাগ ধরেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির গলার মাফলারটা দেখলে যেন গা কুট কুট করে।

ইতিমধ্যে এদুয়ারদো মেলেনা পেছন থেকে এসে দাঁড়ায় কিছুমাত্র ভূমিকা না করে কার্লকে জিজ্ঞাসা করেন,

—কী দাম চায় ? খুব বেশী মজবুত বলে তো মনে হচ্ছে না সাদাটার সামনের ডান পায়ে জখম আছে বলে মনে হচ্ছে।

প্রায় একসঙ্গে দুজনেই হকচকিয়ে গেল। প্রথমজন কার্লকে বলে,

—সে কী মশাই ইনি বলেন কী ! খচ্চর আমরা বেচবো না। এই দুর্গম দেশে এই আমাদের মটোরগাড়ি।

মাথা নেড়ে এদুয়ারদো মেলেনা তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন,

—কিন্তু এত্বুটো জানোয়ার আমাদের চাই। সরকারী জরিপের কাজে বেরিয়েছি। আমাদের ঘোড়া ত্নটো পটাপট মারা পড়লো। কিন্তু সরকারী জরীপের কাজ তো বন্ধ থাকতে পারে না। দাম আপনারা পাবেন। হাটে এ ধরনের একটা খচ্চর কী দামে বিক্রী হয় বলতে পারেন?

—ত্নশো পেসো তো বটেই। তবে এ জিনিষ আপনারা পাবেন না।

—কেন এরা কী ঘোড়া?

—ঘোড়া না হলেও উঁচু জাতের খচ্চর।

—যা হোক কত দিলে আপনারা বেচতে পারেন?

প্রশ্ন এত্বয়ারদো মেলেনা করলেও প্রথম লোকটা উত্তরগুলো কার্লকে দিচ্ছিলো। বেশ একটু ঘাবড়ে যেতে দেখা গেল। এঁটুলি ছাড়ানো ছেড়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি গলার মাফলার খুলে ফেলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে,

—আমরা খুবই ত্নঃখিত, এ আমরা বেচতে পারবো না। শুধু শুধু দামদস্তুর করা অর্থহীন। তাছাড়া সরকারের কাজের কথা যখন বললেন তখন বলি, সরকার থেকেই আমাদের গ্রামে গত সপ্তাহে প্রচার করে গেছে, ভিন্ দেশী মানুষের কাছে ভারবাহী পশু বা খাবার বেচা নিষেধ। জঙ্গলে ডাকাতরা দল গড়ছে।

—ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলছো তোমরা। সরকার তো জরিপ করবার কাজে সরকারী কর্মচারীদের কাছে জিনিষপত্র বেচা নিষেধ করে নি। আমরা সরকারের তরফ থেকেই এ ঘোড়া বা উঁচু জাতের খচ্চর যাই বল, দাম দিয়েই কিনবো। রসিদ দেব। ও সব ভাবনার কিছু নেই।

—কিন্তু আমরা কেনা বিক্রীর মধ্যেই নেই। আমরা শিকারে বেরিয়েছি। সে সব বন্ধ করে আপনাদের কাছে এ ত্নটো বেচে দশ মাইল রাস্তা হেঁটে কখন গাঁয়ে ফিরবো! তাছাড়া বিক্রীর ব্যাপারটা

আমাদের মাথাতেই নেই।

—প্রয়োজনে অনেক কিছুই করতে হয়। সরকারী জরিপের কাজকর্ম বন্ধ থাকতে পারে না। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট এসে পড়লে আমরাও মুস্কিলে পড়বো। তাছাড়া তিনি যদি শোনেন খচ্চর বেচতে আপনারা আপত্তি করেছেন তা হলেও আপনাদের খুব স্নেহাই দেবেন বলে মনে হয় না। জঙ্গলের ডাকাত দলের সঙ্গে যদি আপনাদের সম্পর্ক না থাকে তবে এ দুটো আমাদের কাছে বিক্রী করে গেলেই ভাল করবেন। জোর করা, ভয় দেখিয়ে আদায় করার বিশ্রী পদ্ধতি আমি খুবই অপছন্দ করি। তাছাড়া সরকার সেটা চান না। একটু হাঁটতে হবে এই যা। কিন্তু সরকারের অনেক লাভ। পায়ে হেঁটে জরিপের কাজে অনেক সময় লাগে। খরচা অনেক বেশী। আমি আপনাদের প্রশংসাপত্র লিখে দেব। জমিজমা নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক আছে, প্রয়োজনবোধ করলে শস্য নষ্টকারী কীটদের ধ্বংস করবার ওষুধ যাতে বিনামূল্যে পান সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। কণ্ট্রোলে কেরোসিন আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। সরকারী ছাপ দেওয়া কাগজে আমি সুপারিশপত্র দিয়ে দেব। জোর আমি সহজে করতে চাই না।

দ্বিতীয় লোকটা হঠাৎ প্রথমজনের দিকে ফিরে তাকায়। চতুর হেসে বলে,

—দেখুন আপনারা সরকারী কাজে এসেছেন। আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা আমরা নিশ্চয়ই করতে চাই। কিন্তু এ ধরনের খচ্চর খুব একটা হাটে বাজারে ওঠে না। মালপত্র টানাটানিতেও এদের জুড়ি নেই। এ ধরনের মাল হাটে মাসে একবার ওঠে কিনা সন্দেহ। আমার খামারের কাজে এ রকম তেজী খচ্চর আর নেই।

—খচ্চরের আবার উঁচু নীচু কী বুঝি না।

দ্বিতীয় লোকটা হেসে বলে,

—অনেক তফাৎ। আসার সময় তো দেখেছেন, কিন্তু এখন

ফিরতে গেলে মুস্কিলে পড়তে হবে। বর্ষায় নদীর জল বেড়ে হেঁটে পার হবার জায়গাগুলোতেও ঢেউ চলছে এখন। সাধারণ ঘোড়াই স্রোতের মুখে ঠিক থাকতে পারে না, সেখানে বেটে খচ্চরগুলোর তো কথাই ওঠে না। স্রোতের টান রুখতে পারলেও ডুবে যাবার ভয় সব সময়। কিন্তু পেরিয়ে এলাম ঠিক। ঠিক নিয়ে এলো। বরফের মত ঠাণ্ডা জল, কবার গা ঝাড়া দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঠিক হয়ে গেল।

—বেশ তো, উঁচু জাতের খচ্চর মেনেই নিলাম। কিন্তু কত দিতে হবে?

প্রথমজন এবার দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেহাতীতে কী আলোচনা করে হঠাৎ ফিরে বলে,

—একটা শর্তে খচ্চর বেচবার কথা আমরা ভেবে দেখতে পারি।

—বাজার দরের সঙ্গে তাল রেখে দাম চাইবে। সরকারকে ঠকিয়ে নেওয়া অন্যায় হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এবার কিছুটা এগিয়ে এলো। দুটো ঘোড়ার লাগাম এক সঙ্গে বেঁধে দিয়ে প্রথমজনের পাশে এসে দাঁড়ায়। শেষ কথা জানিয়ে দেবার ভঙ্গীতে তাকিয়ে দ্বিতীয়জন বলে,

—আপনারা জরিপের কাজ করেন। গতবার যে দল এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা হয়েছিল। দুই দিন দুই রাত সাত জনের সেই দল আমার খামারেই ছিলেন। বড় ভাল লোক। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, খরচাপাতি দিতে চাইলে আমি রাজী হই নি। ক্ষেতের ধান আর কাঁচা তরকারীর আমার অভাব নেই। এবার মড়কে বিস্তর মরেছে কিন্তু তখন মুর্গীও আমার ঘরে যথেষ্ট। খরচাপাতি আমি কী নেব, ভেবে পাইনে। শুধু বলেছিলাম আপনারা শিক্ষিত লোক, এত দূরদেশে সরকারী কাজে এসেছেন, আমরা ধন্য হয়েছি। খরচাপাতি কিছু নিতে পারবো না। তবে সারা গাঁয়ের মানুষ আপনাদের সুখ্যাত করবে। চিরদিন মনে

রাখবে, আমাদের যদি একটা উপকার করেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, এমন চমৎকার লোক বলতেই রাজী হয়ে গেলেন। খুব বড় নয়, তবে তাতেই কাজটা হয়েছিল। গোটা গাঁয়ের মানুষ প্রায় সাত দিন মহোৎসব করেছিল। জরিপের কাজে এসেছেন, নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে আছে। দয়া করে কয়েকটা ছোট মাপের ডিনামাইট দেন, তবে গোটা গাঁয়ের মানুষ আপনাদের ধন্য ধন্য করবে। মহোৎসব হতো। ক্ষতি স্বীকার করেও এ তুটো বিক্রী করলেও আফশোষের থাকতো না।

—নদীতে মাছ মারবে?

দ্বিতীয় প্রৌঢ় এবার আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েন। মাথা নেড়ে বলে,

—সারা গাঁয়ের লোক আনন্দ স্ফূর্তি করতো এই যা।

এতুয়ারদো মেলেনা বুঝতে পারে এরা বিত্তশালী ও গাঁয়ের মোড়ল শ্রেণীর। চাষাড়ে বুদ্ধির মানুষ হলেও জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। নিয়মিত জরিপের লোকেদের কাছে ডিনামাইট থাকার কথা নয়। এরা নিশ্চয়ই কোনো সরকারী ভূতত্ত্ব বিভাগের বিশেষ অনুসন্ধানী দলের কথা বলছে। একবার মনে হলো, হয়তো বাজিয়ে দেখছে। বুঝতে চাইছে এই ভিনদেশী লোকতুটো আসলে কারা। এ সব জায়গায় পুলিশের ছিঁচকে গ্রাম্য চৌকিদার, আর প্রাথমিক স্কুলের মাস্টারগুলো সবচেয়ে বেশী শয়তান হয়। চেহারা, আকৃতিগত গঠন ও কথাবার্তায় পরিপূর্ণ সরলতা দেখে এদের আসল মতলব বোঝা খুবই কঠিন। অবশ্য এরা সে ধরনের মানুষ না হলেও মহোৎসব বা গাঁয়ের মানুষের আনন্দ সুখের ব্যাপারে এদের এতটুকু আগ্রহ নেই। আসলে চাপ দিয়ে কোনো রকমে কয়েকটা ডিনামাইট হাতিয়ে নেবার চেষ্টা। উদ্দেশ্য মাছ মারাই। তবে ব্যক্তিগত লাভই এদের বড় উদ্দেশ্য। নিরক্ষর মানুষ, তবু চৌখস শয়তানিতে এদের জুড়ি নেই। ছলে বলে কৌশলে তুর্বলের জমি হাতিয়ে নেওয়া, হাল-গরু

ছিনিয়ে নিতে বা চতুরতার সঙ্গে একাধিক উপ-পত্নীর ব্যবস্থা করায় এরা অভ্যস্ত। নির্বাচনের সময় প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর এরাই সবচেয়ে বড় প্রত্যঙ্গ। পীস-কোর-এর নানা ধরনের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও রাজনৈতিক পরিসংখ্যান এদের মাধ্যমেই তৈরী হয়।

—তবু ভাল, আমি ভাবলাম তোমরা বুঝি জঙ্গলের ডাকাতদের সঙ্গে আছো।

এদুয়ারদো মেলেনার কথায় লোকটা খুবই ঘাবড়ে গেল। দিব্যি কেটে বলে,

—সামান্য রকম সন্দেহ থাকলে আপনারা আমাদের গাঁয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন।

দুদণ্ড ভেবে এদুয়ারদো মেলেনা বলেন,

—ছোট সাইজের ডিনামাইট লাঠি আমি দিতে পারি। কিন্তু কেউ যদি ধরতে পারে তুমি বিপদে পড়বে। আমাদেরও মুস্কিলে ফেলবে।

—এখানে আমাদের ধরবে কারা! তাছাড়া মাছ মারতে ডিনামাইট গাঁয়ের লোকে চিরকালই ব্যবহার করে। তবে চোরা বাজারে কিনতে হয় এই যা। অবশ্য একথাও সত্যি এ তামাম এলাকায় আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশী আমাদের পেছনে লাগবার মত সাহস কারো নেই।

আরও বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। এদুয়ারদো মেলেনা বার বার সতর্ক করে দেয়,

—ঠিক আছে, চারটে লাঠি আমি তোমাকে দেব। কিন্তু খুব সাবধান। কোনো কারণেই যেন কেউ জানতে না পারে।

উঁচু জাতের খচ্চরের দাম কিন্তু কমালো না। চারটে লাঠি আর চার শো পেসো ওরা শেষ পর্যন্ত নিয়ে ছাড়লো।

শিকার ওদের জুটলো না। উঁচু জাতের খচ্চরও ওদের বেচতে হলো। তবু বেশ খুশী। নিরক্ষর তবু ডিনামাইট-এর লাঠিতে

প্যারাগুয়ার ছাপ দেখে চিনতে পারে। বেআইনী ব্যাপারে, চোরা গোপ্তা নানা কাজে এদের অভিজ্ঞতা যে দীর্ঘ ও বিস্তৃত বেশ বোঝা যায়।

বিদায় নিয়ে লোক ছুটো চলে গেল। কার্ল আগেই সরে পড়েছে। বড় রাস্তার দিকে না গিয়ে সত্যিই এরা গাঁয়ের পথে চলছে কিনা দেখা দরকার।

লাগামে বাঁধা ছুটি মূক জানোয়ারেরই শুধু অবসর নেই। এহুয়ার-দো মেলেনা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। ঘাড় নিচুঁ করে আপন মনে ওরা শুধু ঘাস খাচ্ছে। খাচ্ছেই।

রিকার্দো সকালে সাতজনের যে অনুসন্ধানী দল আগে পাঠিয়েছিল তারা ছুপুর নাগাদ ফিরে এলো। সবাই খুব উৎসাহী। কিছু মালপত্র ওরা আগেভাগে গিয়ে জঙ্গলের ভেতরে রেখেও এসেছে। সান্তা ক্রুজ-এর এ্যালফানসো-রই শুধু জঙ্গলের জীবনে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। গেরিলা যুদ্ধের কলা কৌশলের কেতাবী ব্যাখ্যা ছাড়া জঙ্গলা জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গেও তার বেশ কিছুদিনের পরিচয়।

খাওয়া দাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলেছে। মানচিত্র ফেলে রিকার্দো মারকাস্-কে বোঝাচ্ছিলো। কোথায় কোথায় পথ বিপদ সঙ্কুল, খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, ন্যাড়া পাহাড় ও বিমান থেকে কোন কোন জায়গায় নিয়মিত নপাম বর্ষণ হচ্ছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করছিল। সর্বশেষ বার্তায় গেরিলা ফৌজের যে হদিশ পাওয়া গেছে সে সম্পর্কেও কথা হয়।

এমন সময় গোটা চারেক ন্যাপস্যাক পিঠে নিয়ে ওরলান্দোর সঙ্গে এসে হাজির হলো মাতিনো। কার্ল যখন এসে সংবাদ দেয় কেউ বিশ্বাসই করে নি প্রথমে। কারণ রিকার্দোর নির্দেশে মাতিনোর

কামিরী থেকে যাবার কথা। কফি বানাতে ব্যস্ত ছিলেন এডুয়ারদো মেলেনা। নিজে বয়োজ্যেষ্ঠ, হাতে কাজ না থাকলে প্রত্যেকের ভালমন্দ দেখে বেড়ানোর বাতিকটা বেড়ে যায়। মাতিনোকে এসে জড়িয়ে ধরে উপর্যুপরি কবার কপালে চুমু খেলেন। তারপর সবাইকে একচোট হাসিয়ে বললেন,

—কফির প্রথম পাত্রটি মাতিনোর।

স্যাপস্যাক মাটিতে নামিয়ে রেখে পরিশ্রান্ত মাতিনো মারকাস্-কে দেখে ছুটে এলো। কিন্তু কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। শুধু পরিশ্রমের ক্লান্তি বা পেছনের বিপদকে অতিক্রম করে আসবার অনিশ্চয়তা মাতিনোর চোখেমুখে ছিল না। ছোট্ট হাসিতে কোথায় যেন একটা ব্যর্থতা, নৈরাশ্যের স্তূপ আর অনীপ্সিত হতাশা।

মারকাস্ লক্ষ্য করেছে ঠিক। ভয় ও সংশয় তার কথায় দুইই ছিল,

—ইউজেনিও আর অ্যানার কোনো খবর জান?

মাতিনো কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো। তারপর মুখ তুলে বলে,

—ওরা ধরা পড়েছে।

কথাটা বিস্ফোরণের মত শোনালো।

মাতিনো আরও জানালো, লোয়োলো ধরা পড়েছে। প্রচুর কাগজপত্র ও ফটোগ্রাফ পুলিশ হস্তগত করেছে। মারকাস্ হাসপাতাল থেকে পালানোর পর লা পাজ-এ কারণে অকারণে অনেক গ্রেপ্তার হয়েছেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ওপর নিয়মিত সন্ত্রাস চলেছে।

মাতিনোর কাছে জানা গেল, ইউজেনিও ও অ্যানাকে রেল স্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই তারা পায় নি। অতর্কিতে পুলিশী বেষ্টনীর মধ্যে তারা পড়ে যায়। রেল

স্টেশনে যাত্রীদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও সব রকম বাধা এড়ানোর জন্যে পুলিশ ওদেরকে সোনার চোরাকারবারী বলে প্রচার করে ও জনতাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে।

রেল স্টেশনে অ্যানা ও ইউজেনিও ধরা পড়বার পেছনে পুলিশের কৃতিত্বের চেয়ে ওদের সামান্য ভুলই হয়তো বেশী দায়ী।

দুজনে প্রথম শ্রেণীর কামরায় কাশ্মিরী আসছিল। অপর একজন যাত্রী কামরায় তখন ছিলেন। গাড়ি যখন প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিলো এমন সময় একজন প্রৌঢ় যাত্রী বিরাট এক স্যুটকেশ নিয়ে কামরায় ঢোকেন। চারজনের ছোট্ট কামরা। কিছুক্ষণ বেশ থাকা গেল। হঠাৎ অ্যানা লক্ষ্য করে বড় স্যুটকেশওয়ালা যাত্রীকে তৃতীয় যাত্রী কী যেন বোঝাতে চেষ্টা করছেন। আর বার বার অ্যানার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

ইউজেনিও ও অ্যানা মুহূর্তে সতর্ক হয়। অশুভ কিছু সন্দেহ তারা করেছিল। হঠাৎ তৃতীয় যাত্রী ইউজেনিও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে,

—মুস্কিলে পড়লাম দেখছি। আচ্ছা মানুষের পাল্লায় পড়েছি। একটা কথাও বুঝি না। দেখুন তো ইনি কী বলতে চান! আপনি ইংরেজী জানেন ?

তৃতীয় যাত্রীর মতই ইউজেনিও ইংরেজীতে আনাড়ী। হেসে বলেছে অ্যানা,

—ইনি বিদেশী বুঝি ?

প্রশ্নটাও অ্যানা ইংরেজীতে করেছিল। প্রৌঢ় স্যুটকেশওয়ালা অ্যানার ঠোঁটে পরিচিত ভাষা শুনে আকাশ যেন হাতে পেল। এক গাল হেসে বলে,

—আমি পিটার, পিটার আইজেনহাওয়ার। আমাকে যেতে হবে পোতশী। ওখানেও কী লা পাজ-এর মত বমি করতে করতে প্রাণ যাবে! পোতশী-র উচ্চতা কত বলতে পারেন ? এখানে তো মুঠো

মুঠো 'সরোচি' ট্যাবলেট খেয়েও আমার হুশিয়া কাটে নি। মাউণ্ট চাকালতায়া থেকে আমি একরকম প্রাণে বেঁচে এসেছি। চাকালতায়া নাকি সতের হাজার ফিট উঁচুতে!

বেচারা বিদেশীর জন্যে করুণা হয়। তবে পোতশী সম্পর্কে ভরসা দিয়ে অ্যানা বলে,

—পোতশী লা পাজ থেকে উচ্চতায় কিছু কমই হবে। সুক্রে আরও কম।

আলাপ হয়। তৃতীয় যাত্রী হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। শুধু একবার মন্তব্য করেন,

—ভাষা না জেনে এদেশে মরতে আসা কেন?

কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল পিটার আইজেনহাওয়ার কানাডার লোক। এঞ্জিণীয়ার। পোতশীর রূপার খনিতে নতুন কাজ নিয়ে এসেছেন। চোখ দুটো সবুজ। ঢ্যাঙা ধরনের গড়ন। তেড়াবাঁকা অনেকটা লম্বা মুখ। মুহুর্মুহু উট মার্কা সিগারেট টেনে চলেছেন।

অ্যানার মন্দ লাগছিল না। বরং কামিরীতে এই বিদেশী ভদ্রলোককে কতটা নিজেদের কাজে লাগানো যায় সে কথাও ভাবছিল।

প্রৌঢ় পিটারের চোখে অদম্য কৌতূহল। সব কিছুই যেন ক্ষুধার আগ্রহে গেলেন। কোনো স্টেশন এলেই মুখ বাড়িয়ে দেখেন। সাবধানতার খুব একটা প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ঘন ঘন নিজের লাগেজের দিকে নজর রাখছিলেন।

তৃতীয় যাত্রী নেমে গেল।

অ্যানা নিজের চিন্তায় এবার ফিরে আসে। ইউজেনিও-র সঙ্গে কথা হয়,

—কামিরীতে এই ভদ্রলোককে কী ভাবে কাজে লাগানো যায় ভাবছি। ওখানে মালপত্র থাকবে। মাতিনোর ওখানে চারটি

বায়নাকুলার রেখে যাবার কথা।

তৃতীয় মানুষের উপস্থিতি সম্পর্কে ইশারায় ইউজেনিও সতর্ক করে।

অ্যানা হেসে ফেলে,

—একে বেচারা আমাদের দেশে এসে বমি করতে করতে অস্থির, তারপর কণামাত্র ভাষা জানেন না। ওঁকে ভয় করবার কিছু নেই। হয়তো ভাবছেন আমরা গভীর প্রেমে আচ্ছন্ন আছি।

ইউজেনিও লক্ষ্য করে প্রৌঢ় পকেট থেকে পটাপট কয়েকটি ট্যাবলেট মুখে পুরলেন। মনে মনে ইউজেনিও-র হাসি পায়। অ্যানা বলে,

—আমরা ধরে নেব কামিরীতে আমাদের সাহায্যের কাউকে পাব না। আমরা দুজনে হোটেলেই উঠবো। অবশ্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। মিথ্যে কথা বলতে হবে। একটা নিরাপদ ব্যবস্থা সেখান থেকে করে নেব।

নানা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। কথার মাঝখানে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেমওকা প্রশ্নে কথার খেই হারিয়ে যায়। সুক্রে বা পোতশী সম্পর্কে অনেক কথাই অ্যানা বলতে পারে কিন্তু সেখানে এখন মহামারী চলছে কিনা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে তার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়। নম্র হেসে বিদেশীকে জানায়,

—বাইরে থেকে অনেক কিছুই শোনা যায়। তাছাড়া টুরিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরোগুলো বাজে কথা বলে। এখানে বোতলের জল ছাড়া খেতে নেই, এ নিতান্তই বাজে কথা। ন্যসিয়া সবার হয় না। অক্সিজেন সিলিণ্ডার বিছানায় নিয়ে শোবার ঘটনা হয়তো আছে, কিছু সে খুবই কদাচিৎ। দুদিনেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। ভয় পাবার কিছু নেই। মহামারী সব জায়গাতেই লাগে। কানাডায় ফ্লু-তে কিছুদিন আগে বিস্তর লোক মারা গেছে শুনেছি। নতুন জায়গায় প্রথমে একটু অসুবিধা হবেই। কয়েকদিনেই ঠিক হয়ে

যাবে।

প্রৌঢ় পিটার অপ্রস্তুতের হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলেন,

—আপনি সুন্দর ইংরেজী জানেন। আপনি কী ইয়োরোপ আমেরিকায় ছিলেন ?

—কখনও নয়। লা পাজ-এই শিখেছি। ভাষা শেখবার আমার খুব ইচ্ছে।

—কামিরীতে কাজ সেরেই আমাকে আবার লা পাজ ফিরতে হবে। তারপর আবার পোতশী যেতে হবে। কামিরীতে ওঠবার মত হোটেল নিশ্চয়ই আছে।

—আমরাও হোটেলে উঠবো। আশা করি সে হোটেল আপনার অপছন্দের হবে না।

—খুব ভাল হবে। আমি তো ভাবনাতেই পড়েছিলাম। ইংরেজী যে এদিকে একদম অচল ভাবতেই পারি নি।

—আমরা আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেব। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না।

ইউজেনিওকে অ্যানা বলে,

—এই বিদেশী ভদ্রলোক সঙ্গে থাকায় আমাদের সুবিধে হবে। আচ্ছা মক্কেল জুটেছে আমাদের কপালে। এখন ভালয় ভালয় কামিরী ত্যাগ করতে পারলে হয়।

ট্রেন আশ্চর্যরকম ঠিক চলছিল। অবশ্য কুয়াশা থাকলে গাড়ি দেরীতে পৌঁছোতো। গাড়ি কামিরীতেই শেষ। যাত্রীরা সবাই এখানে নেমে যাবে। উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরাই স্থানীয় আদিবাসী কুলিদের বিশেষ আকর্ষণ। জোব্বা পরা দুজন কুলি ট্রেন থামবার আগেই কামরায় উঠে পড়ে।

প্ল্যাটফর্মে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানার মাথাটা ঘুরে গেল। সেই লোকটা। অনেক আগে নেমে যাওয়া কামরার সেই তৃতীয় যাত্রী। সাদা পোষাক ছাড়াও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী যেন প্রস্তুত

ছিল আগে থেকেই।

প্রৌঢ় পিটার আইজেনহাওয়ার তৃতীয় ব্যক্তিকে সুপ্রভাত জানিয়ে লা পাজ-এর ক্রিওল উচ্চারণে চোস্ত টানা স্প্যানীশ ভাষায় বলেন,

—আমরা নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছালাম। এ গাড়ির অন্য কামরায় আর কেউ নেই। এঁরাই শুধু দুজন। আপনি এবার সামলান। আমি দুপুরে অফিসে আসবো।

ফিরেও তাকালেন না পেছনে। ইউজেনিও সম্পূর্ণ হতবাক। অ্যানার দিকে ফিরে অব্যক্ত বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলে। রহস্য-জনক সেই তৃতীয় যাত্রীর কণ্ঠে এবার অন্য সুর,

—আপনাদের দুজনকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।

ছোটখাটো একটা ভীড় জমেছিল। পুলিশের বেষ্টনী দেখে কৌতূহলী অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেকে প্রশ্নও করে। রহস্য-জনক তৃতীয় যাত্রী হঠাৎ মন্তব্য করলেন,

—চোরাকারবারী। সোনার অবৈধ ব্যবসা চালাচ্ছেন এই বয়স থেকেই। বুঝুন।

প্রতিবাদ করবার মানসিক অবস্থাও তখন ছিল না। রাগে দুঃখে, আত্মগ্লানি আর আপসোসে অ্যানা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। ইউজেনিও নির্বাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কোনো ব্যক্তির জন্যে দাঁড়ানোর সময় এখন নয়। লাভ-লোকসানের খতিয়ানের অবসর নেই সত্যি, তবু ইউজেনিও ও অ্যানার খবর গোটা পরিবেশে নিদারুণ এক শোকাবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। হতাশা ও নৈরাশ্যে কম-বেশী সবাই বিচলিত। প্রাণশক্তির অজস্রতা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিকেলের দিকে দিনটা আরও ভাল হলো। দিন থাকতেই চাঁদ দেখা গেল আকাশে। তবে পথপ্রদর্শকের দেখা নেই। কিন্তু

পথটা একত্রে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করবার কথাটার ওপর বেশী জোর দিল। অল্প সময়ের মধ্যে রিকার্দো মারকাস্ আর মাতিনোর সঙ্গে একটা বৈঠকও সেরে নিল। জঙ্গলের বার্তা মাতিনোকে দেওয়া হয়। মাতিনো থেকে যাবে, সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ব্যাপারে তাকে ওয়াকিবহাল করা হলো। এডুয়ারদো মেলেনার কাছে ওষুধপত্রের তালিকা শুনে পথপ্রদর্শক সবচেয়ে বেশী সুখী হলেন,

—বেমওকা বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু খোয়াতে হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের ওপর সুরুতেই চরম আঘাত হেনেছে। যাহোক, যেতে যেতে অনেক কথা হবে। দিন পনের আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি। আমাদের এখনও উদ্যোগ পর্ব চলেছে। অনেক বাধা বিপত্তি আমাদের সামনে আছে। সবই আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

রিকার্দো বলে,

—মাতিনো থেকে যাবে। মিরো-কেও আমি সঙ্গে নেব না ঠিক করলাম। মাতিনোর সঙ্গে একজন থাকা খুবই দরকার। সান্তা ক্রুজ থেকে একদল শীঘ্রই আসবে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ওখানে হঠাৎ দানা বেঁধেছিল, সেটা ওরা কাটিয়ে উঠেছে।

বিশ্রাম নেই এডুয়ারদো মেলেনার। ভারি বোঝা খচ্চরের পিঠে তুলে দিতে ব্যস্ত। ন্যাপস্যাকগুলোর দায়িত্ব প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেন। মিরোকে মাতিনোর সঙ্গে রেখে যাবার সিদ্ধান্তে খুশী হয়ে বলেন,

—মাতিনোকে আমরা যে অবস্থায় রেখে যাচ্ছি তাতে এখানে অন্য একজন সঙ্গে থাকাটা খুবই প্রয়োজন। হিসেবের বাইরে আমিই ছিলাম, কিন্তু সব কিছু পর্যালোচনা ক'রে দেখলাম এখন কোনো শহরেই আমি নিরাপদ নই। পালিয়ে থাকা বা বন্দী জীবন আমার কাছে অনেকটা একই রকম মনে হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করে

জঙ্গলে আমি অনেক বেশী কাজের হব।

পথপ্রদর্শক ঘড়ি দেখে এবার তাড়া লাগায়। যাত্রার জন্যে সবাই তৈরী হয়।

মারকাস্ মাতিনোর সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করতে থাকে। লা পাজ-এ সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। কী ভাবে নতুন করে সংযোগ স্থাপন করা যায় সে সম্পর্কে মাতিনোকে অবিলম্বেই তৎপর হতে বলে। মারকাস্ এই প্রথম জানালো লোয়ালো ছিল স্বয়ং চে গুয়েভারার অতি বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি। লোয়ালোর গ্রেপ্তারে কিউবার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেছে। বিপর্যয় ও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করলেও নিরাশ হবার কিছু নেই। বৃহৎ ও দীর্ঘ বিপ্লবী সংগ্রামের পটভূমিতে এ উঠতি পড়তি আছেই।

একে একে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসে। পরিচ্ছন্ন আকাশ। একফালি মেঘের পাতলা খোলসে ঢাকা চাঁদ বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ বনাঞ্চল ও পেছনের সীমাহীন পর্বতমালা যেন অভিযাত্রীদের স্বাগত জানায়। পাথরের নুড়িতে বাড়ি খাওয়া ঝরণার অবিরাম শব্দ অনির্বচনীয় মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মাতিনো আর মিরোর কাছে একে একে সবাই বিদায় নেয়।

মারকাস্ মাতিনোকে জাপটে ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,

—কামিরীর পথ খুবই ভয়ঙ্কর। সাবধানে যেও।

মাতিনো করমর্দন করে হেসে বলে,

—জানি, তবে আমাদের জন্যে তোমরা ভেবো না।

এদুয়ারদো মেলেনার দৃঢ় আলিঙ্গন শিথিল হতে কয়েক মুহূর্ত দেরী হয়। কাঁধে হাত রেখে মাতিনোকে বলে,

—জুতোর ছাপের সঙ্গে আমাদের এতজনের টুকরো টাকরা অনেক নজীর আস্তানায় হয়তো রেখে গেলাম। রওনা হবার আগে ওগুলো নষ্ট করে যাবে।

মাত্তিনো ঘাড় নাড়ে। হাত তুলে সবাইকে জানায়,

—আমাদের জয় অথবা মৃত্যু! বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক!!

উঁচু মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে মিরোর কাঁধে হাত রেখে অভিযাত্রীদলের গমন পথের দিকে অনিমেষ নয়নে মাত্তিনো তাকিয়ে থাকে। এবড়ো খেবড়ো অসমতল পাথুরে পথ। ভারী ভারী স্থাপস্যাকের চাপে ঝুঁকে পড়া মানুষের মিছিল অস্পষ্ট নজরে আসে। ক্রমে পথ হবে নিষ্ঠুর। দুরতিক্রম্য রাক্ষুসে নদীর পর পর্বত আরও হবে দুরারোহ। হয়তো আকাশে অতর্কিতে হানা দেবে বোমারু বিমান। হেলিকোপ্টারের নির্দয় তালাশ হয়তো সুরু হবে। শিকারী কুকুরের তাড়া খেয়ে হয়তো গ্রীণব্যারেটস্-দের মেশিনগানের মুখোমুখি পড়তে হবে।

শেষ পর্যন্ত কজন পৌঁছোবে কে জানে! মূল ঘাঁটিতে এই বিপ্লবী যোদ্ধারা আদৌ পৌঁছোবে কিনা কেউ জানে না। সেদিন জীবিত থাকবে কজনে!

এ বড় কঠিন নির্দয় আর নিষ্ঠুর পথ। বিপ্লবী সত্যের দিনপঞ্জিকা বড় রক্তিম। এ বিপ্লবী পথে শুধু কান্না, ঘাম আর রক্তস্রোত।

মাতৃভূমি আজ তৃষিতা।

রক্তস্নান চাইছে।